## CONTENTS

## Saturday the 29th March, 1997

Pages

Subject Matter :—

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUION OF INDIA

### WEDNESDAY, THE 26TH MARCH, 1997

The Assembly met in the Assembly House, Agartala at 11 A.M. on Wednesday, the 26th March, 1997.

### PRESENT

Sri Jitendra Sarkar Hon'ble Speaker in the Chair, The Dy. Chief Minister, the Deputy Speaker 11 Ministers and 36 Members.

### ANNOUNCEMENT BY THE HON'BLE SPEAKER

**Mr. Speaker** :— I have received letter on 26th March, 1997 from Hon'ble Chief Minister of Tripura that Shri Aghore Deb Barma, Minister for Tribal Welfare Department would not attend in the Assembly on this day i.e. the 26th March, 1997 due to illness. Shri Keshab Majumder, Minister for power etc. Departments would give all the replics to the questinos and would perform any other business relating to the Departments allocated to Shri Aghore Deb Barma, Minister for Tribal Welfare etc. Departments.

### QUESTIONS AND ANSWERS

**মিঃ স্পীকার** :— এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব, আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** (বাগমা) :— অ্যাডমিটেড কেয়েশ্চান নং ৩৭৪

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— আ্যাডমিটেড কেয়েশ্চান নং ৩৭৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, সেই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার ও ঔষধের অভাব থাকাতে এলাকার রোগীদের ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি অবশ্যই সব দপ্তরের ভার নিতে পারেন। তবে উনার কাছে নিশ্চয়ই খবর নেই। মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা এ,ডি,সি এলাকায় বিশেষ করে কিল্লা প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, আঠারবোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৭ মাস ধরে সেখানে ঔষধপত্র নেই এবং ঔষধপত্রের অভাবে যারা অ্যাড্‌মিশান নিতে যায় সেখানে অ্যাডমিশান রাখা হচ্ছে না। সেখান থেকে ট্র্যান্সফার করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে এইসব চলছে, স্যার। এই সমস্ত জায়গার খবর রাখেন কিনা? আঠারবোলাতে ডাক্তারও নেই। মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলছেন যে প্রশ্নই উঠেনা, এইরকম ঘটনাই নেই। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এটা ইমিডিয়েটলি খবর নেব এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এ,ডি,সি অঞ্চলে চাচুবাজার প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, মধু চৌধুরী পাড়া সাব সেন্টার, তমাকারী ডিসপেনসারী দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। মধু চৌধুরী পাড়া আমার বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত, চাচুবাজার ও সিমনা আমার নির্বাচন কেন্দ্রের। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। তালা ঝুলে আছে। এগুলি ইমিডিয়েটলি খোলার কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এগুলি আমরা খবর নেব। তবে সাব-সেন্টারের ব্যাপারে কিছু প্রবলেম আছে, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াও এগুলি খুব এনকারেজ করছে না, যেগুলি আছে আত্তোর আছে সেগুলি সব জায়গায় চলছে তা না। তার আগে তো ডাক্তার কোন কোন সাব-সেন্টারে দেওয়া যেত, এখন আর দেওয়া যাচ্ছে না। যথাসম্ভব ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু রেডিলী আমার কাছে সমস্ত তথ্য নেই, আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। তবে আমি সমস্ত কিছু খবর নেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সাব-সেন্টারগুলির মধ্যে অসুবিধা আছে. পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলে, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মধুচৌধুরীতে যেহেতু সাব-সেন্টার বন্ধ হয়ে আছে, উনি স্পেসিফিক বলতে পারেননি, বলেছেন। চাচু বাজার সম্পর্কে খবর নেবেন বলেছেন। তা মধু চৌধুরীতেও অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য এগুলি মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, কাজেই, সেখানে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিসেবা পাওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, নেকষ্ট ইয়ারে কি কি পরিকল্পনা আছে, কোথায় কোথায় প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার করা হবে এগুলি এখন আমার কাছে নেই। তবে এখানে এক্সটেণ্ড করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। এখন কোন আম্বুলেন্স দিতে পারছি না।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সাব সেণ্টারগুলির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এখন আর ইন্টারেষ্টেড না। তা তাতে কি এই সাব-সেন্টার রাজ্যে নতুন করে আর খোলা হবে না, না কি আগের যেগুলি আছে সেগুলিকেও বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যেগুলি আছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই, তবে আগের সাব-সেন্টার যেগুলি আছে সেগুলিতে আগে কিছু ডাক্তার দেওয়া হত, এখন সব জায়গায় দেওয়া যাচ্ছে না। মালটিপারপাস ওয়ার্কাস ওরাই কিছু কিছু কাজ করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮

প্রশ্ন

১] ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাংলাদেশে মালামাল রপ্তানি করার জন্য কোন এক্সপোর্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে কিনা?

২] যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কতজন নাগরিককে এবং কি কি শর্তে এক্সপোর্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে? এবং

৩] কি ধরণের মাল বা জিনিস রপ্তানি করা হচ্ছে?

৪] এই রপ্তানির ফলে কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আয় হচ্ছে?

উত্তর

১] হ্যাঁ ২] এ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৮ জন ভারতীয় নাগরিককে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ফরেইন ট্রেড-এর শর্তানুযায়ী বাংলাদেশে মালামাল রপ্তানির জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

৩] নিম্নলিখিত জিনিষগুলি বাংলাদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। কমলালেবু, পেঁয়াজ, আলুবীজ, আপেল, টমেটো, মটরবীজ, আঙ্গুর, অটোমেটিভ পার্টস, আনারস, চাল, কলা, কাঁঠাল, আম, কয়লা, কমলালেবু, আঁচার, আদা ইত্যাদি।

৪] ১-২-৯৬ ইং হইতে ৩১-১-৯৭ ইং পর্যন্ত উপরোক্ত জিনিষগুলি রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ, ক) ডলার ১,৯৬,১৯১ ৭০ খ) ভারতীয় মুদ্রা ৬৯,৩৫,৭০০·০০

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন রিকোমেণ্ডেশন প্রয়োজন হয় কি না এবং যারা লাইসেন্স পাবেন তাদের কি কি যোগ্যতা থাকার দরকার ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে কোন ভারতীয় নাগরিকই তিনি যদি এই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে এটাই হচ্ছে তার প্রথম শর্ত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে রাজ্য সরকারের সহায়তা অবশ্যই দরকার হয়।

শ্রী পবিত্র কর (খয়েরপুর) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি আরো একটু জানতে চাই এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে কি কি জিনিষ ইম্পোর্ট হয় বা হয়েছে কিনা ? এবং সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্য থাকলে ভাল হবে সে সম্পর্কে জানতে চাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, কি কি জিনিস আমদানি হচ্ছে সে তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিলেন যে আমাদের রাজ্য থেকে যেসব জিনিস বাংলাদেশে এক্সপোর্ট হচ্ছে তারমধ্যে রাজ্যে উৎপাদিত ফলই এক্সপোর্ট হচ্ছে বেশী। এবং আমরা যা জানি বাংলাদেশের চেম্বার অফ কমার্স কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন এবং কি কি জিনিস এই রাজ্য থেকে তাদের দেশে নিতে পারেন এবং কি কি জিনিস তাদের দেশে থেকে আমাদের রাজ্যে আসতে পারে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এখানে আমি বলতে চাই যে ওরা কি চেয়েছে এটাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত প্রোডাক্টস, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল প্রোডাক্টস কি কি তাদের দেশে যেতে পারে এবং দেশ থেকে কি আসতে পারে। এবং আমাদের এখানে অনেক ছোট বড় ইণ্ডাষ্ট্রিজ রয়েছে, তারপর কৃষিজাত জিনিস রয়েছে, রাবার, চা এই সমস্ত বাংলাদেশের বাজারে পাঠাতে পারি কিনা এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্ত জিনিস বাংলাদেশে পাঠাতে পারি কিনা সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের আলাপ আলোচনা চলছে। বিশেষ করে আমাদের এখানকার চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ গিয়েছেন এবং বাংলাদেশের চেম্বার অব কমার্সও এই রাজ্যে এসেছিলেন। এই দুই দেশের মধ্যে আমদানি এবং রপ্তানির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এইটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। তবে এটা ঠিক যে, বাংলাদেশে আমাদের এখান থেকে যে পরিমাণ জিনিস রপ্তানি করা হচ্ছে সে পরিমাণ জিনিস সেখান থেকেও রাজ্যে সেখান থেকে আমদানি হচ্ছে না। সেই দিক থেকে তাদের উপর চাপ রয়েছে। এই রাজ্যের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে কোন রপ্তানিই হতে পারে না সেদিক থেকে আমাদের

রাজ্য থেকে যেসব জিনিস রপ্তানি করা যেতে পারে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে যেসব জিনিস এখান থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে তারমধ্যে রয়েছে আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত কমলালেবু, লিচু, আনারস, আনারসজাত দ্রব্যাদি, আচার, চাল, টমেটো, মটরবীজ, আলুবীজ ইত্যাদি এবং এছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানের উৎপাদিত জিনিসপত্র ইত্যাদি। তাছাড়া এই রাজ্য থেকে রাবার, চা ইত্যাদিও রয়েছে। এইগুলি বাংলাদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশের বাজার আমরা ধরতে পারি কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সে বিষয়ে আমাদের ভারত সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারও সে বিষয়ে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলেছেন। কিভাবে এই আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যকে আরো বৃদ্ধি করা যায়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে আমাদের রাজ্যের বণিক সমিতি রয়েছে তারা আমাদের রাজ্য থেকে কি কি জিনিস রপ্তানি করবেন স্থির করেছেন এবং এই যে মন্ত্রীসভা এবং এর যে দপ্তর রয়েছে তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে পরামর্শ করে এই যে আইটেমসগুলি রপ্তানি করা হবে তা ঠিক করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তবে সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের মধ্যে থাকছে না। যেমন যে সমস্ত জিনিস এখান থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে বলছি, তার মধ্যে এই রাজ্যের প্রডাক্ট ছাড়াও অনেক জিনিস যচ্ছে বাংলাদেশে। যেমন এখানকার ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে অটোমেটিক জিনিস এনে বাংলাদেশে রপ্তানি করছে এদিক দিয়ে। যেমন আপেল-আঙ্গুর বাইরে থেকে এনে ত্রিপুরা দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। কিন্তু এটা নিয়ে তারা ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা করেছেন কিনা জানি না।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্য থেকে যারা এক্সপোর্ট করছেন বাংলাদেশে তাদের ডলার ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, কারণ রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা নেই। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ ভিসা অফিসেও বিজনেস ট্রানজেকশান সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা নেই। এই দুটি বিষয় ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানের বাংলাদেশ ভিসা অফিসকে আপগ্রেড করা ও এতে বাণিজ্য বিভাগের ব্যবস্থাটা চালু করার বিষয়টি দেখতে হবে। রাজ্যের রিজার্ভ ব্যাংকের শাখা আশা সাপেক্ষে রাজ্যে অবস্থানরত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলিতে যাতে ডলার ভঙ্গানো যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, গত জানুয়ারী মাসে এই রাজ্যে বাংলাদেশের চেম্বার অব কমার্স যখন আসে তখন তাদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন ঠিক হয়েছিল যে, বিষয়টি ভারত সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়া হবে। পাশাপাশি উনারাও এই বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের সাথে টেক আপ করবেন বলে ঠিক হয়েছিল।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত। ( অনুপস্থিত ) মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯৭

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ৪৯৭

প্রশ্ন

১] বর্তমানে রাজ্যে তাঁত শ্রমিকের সংখ্যা কত ? ( বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব )

২] তাদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১] রাজ্যে তাঁত শ্রমিকের সংখ্যা ১,১৫,২৩৬ জন। বিভাগ হিসাব নিম্নরূপ,
উত্তর ত্রিপুরা ৩৪,৩৬৯ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা ৪৭,৭২২ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৩,১৪৫ জন সহ মোট ১,১৫,২৩৬ জন।

২] রাজ্যের তাঁত শ্রমিকদের স্বার্থে সরকার নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে হস্ততাঁত বিকাশ, সুসংহত হস্ততাঁত গ্রাম উন্নয়ন, রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন উন্নয়ন এবং বাজারজাত করন, গুচ্ছ প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়িত করে তাঁত শিল্পীদের মূলধন, আবাসন, প্রশিক্ষণ, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, উৎপাদন বিক্রয় বৃদ্ধি এবং তাঁত আধুনিকিকরন ইত্যাদি রূপায়িত করে উন্নতমানের তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং তাঁত শিল্পীদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে, তাঁত শ্রমিকদের ক্লাস্টার ভিত্তিক বিভিন্ন সুযোগ দেওয়ার জন্য ক্লাস্টার ওয়াইজ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এখানে রাজ্যে কয়েকটা এই ধরনের ক্লাষ্টার ভিলেজ করা হয়েছে। সেটা বৃদ্ধি করার আর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** স্যার, এই ব্যাপারে ২৪টি ক্লাষ্টার আমরা ধরে রেখেছি। এরমধ্যে ১৬টাকে আমরা উন্নয়ন করতে পেরেছি। অন্যগুলি এখনও কাজ শুরু হয়নি। স্বাভাবিক কারনে যে সমস্ত এলাকায় পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ২৫০ জন তাঁত শ্রমিক আছেন সেখানে এই ধরনের গুচ্ছ প্রকল্প সংগঠিত হতে পারে। গুচ্ছ প্রকল্প না হলেও প্রজেক্ট প্যাকেজ স্কীমের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

**শ্রীসুধন দাস :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের তাঁত শ্রমিকরা জনতা ধুতী, শাড়ী উৎপাদন করে থাকে। সেই ক্ষেত্রে কত ভর্তুকী দেওয়া হয় এবং আমরা এরমধ্যে যতটুকু জেনেছি কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৪ ইং সালে জনতা ধুতী, শাড়ীর উপর ভর্তুকীতে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বর্তমানে এটা কি

অবস্থার মধ্যে আছে, আমরা যতটুকু জানি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী যাদের কাপড় কেনার মত ক্ষমতা নেই তাদেরকে ভূতর্কীতে কাপড় দেওয়ার জন্য ধূতী শাড়ীর প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই ব্যবস্থা রাজ্যে এবং সারা দেশে চালু আছে। এটা বন্ধ হয়ে গেলে একদিকে যেমন গরীব মানুষরা কম দামে ধূতী শাড়ী কিনতে পারবে না তৎসঙ্গে এই লক্ষাধিক রাজ্যের তাঁত শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ক্ষেত্রে ভূতর্কী দিয়ে ধূতী শাড়ী উৎপাদন এবং বিক্রির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের উদ্যোগ আছে কিনা?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত সরকারের অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় জনতা ধূতী শাড়ী উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছে তাদের সুবিধার্থে। এখন অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ইং সালে শেষ হয়ে যাবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। এখন পর্য্যন্ত এই স্কীমটি কনটিনিউ করবে কিনা আমাদের এখন পর্য্যন্ত সেই রকম কোন আশ্বাস দেয়নি। এবং ১৭ তারিখ হ্যাণ্ডলুম ডেভোলাপমেণ্ট কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নর্থ ইষ্টে এসেছিলেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সেখানে একই দাবী তুলেছিলাম যে, এটা চালু করা হউক পুনরায় নবম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায়। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আমাদের টার্গেট কত হবে এবং আমাদের উৎপাদন কত হবে এখন পর্য্যন্ত কোন খবর উনাদের কাছ থেকে আমরা পাইনি। তবে আমরা যোগাযোগ রাখছি। এবং জনতা ধূতী শাড়ীতে প্রতিটা ক্ষেত্রে ১৭ টাকা ভূতর্কী দিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এগুলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন ধূতী শাড়ী প্রকল্পে এন, আর ই, পি, এন, আর, ই, পি, কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছি। এবং যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছেন তারা সেইগুলি ক্রয় করে তারাও অনেকটা সুবিধা ভোগ করতে পারে।

শ্রীমতীকার্ত্তিককন্যা দেববর্ম্মা : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, নূন্যতম কয়টি ভিলেজকে নিয়ে একটি ক্লাষ্টার অনুমোদন করা হয়? দুই নং হচ্ছে, এই ক্লাষ্টার এর অনুমোদন কোন জায়গাতে খোলা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, গুচ্ছ গ্রাম সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে গাইড লাইন আছে তাতে ২৫০, একটি লুম সংখ্যা হবে এবং তার কেন্দ্র থেকে ৫ কিমি ব্যাস হতে হবে। সেখানে যতগুলি গ্রাম পড়বে সেগুলি হতে পারে। তারপরেও আমরা এটা বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের গ্রাম পাওয়া খুবই কঠিন। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এটা পরীক্ষা করছেন কম হলেও হবে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী যে টাকা ধরা আছে তাতে কমে যাবে সেটা। আমরা এই ধরনের ছোট ছোট একশ পর্য্যন্ত তাঁত শিল্পী যেখানে আছে তাদের নিয়ে আমরা করতে পারি। যেমন উপজাতি এলাকা আছে তার ডোমেস্টিক লোন সেখানে আছে সেগুলিকে

ডেভলাপমেন্ট করার জন্য এগুলি করা যেতে পারে এবং আমরা সেই ধরনের প্রজেক্টে প্যাকেজ স্কীম আমরা পাঠিয়েছি।

**শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** এবং সেই ধরনের প্রজেক্ট শোকজ স্কীম। এখন সেইগুলি আনার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে আমি যে ২৪টি ক্লাস্টারের কথা বলছি সেইগুলি এই হাউসের মধ্যে লে করে দিতে পারি। সেটা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

**শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ (খয়েরপুর) : –** সাপ্লিমেন্ট্রারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এখানে যা যা বলা হয়েছে।

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, যে সংখ্যাটা এখানে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশীর ভাগই ডমেস্টিক উয়েভারস্-এর মধ্যে উপজাতি মহিলারা আছেন তারা নিজেরাই নিজেদের কাপড় বোনে। এবং নিজেরা সেগুলি পরিধান করে। এই ধরনের উয়েভারস্ আমরা এখানে আনছি আর ত্রিপুরার রাজ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালী বা মনিপুরী উয়েভারস্ আছে এটা কমার্শিয়াল ভিত্তিতে উৎপাদন করে। এই ধরনের ২০ হাজার মত আছে। আর উপজাতি-দের ওরা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে। সেগুলিকে ডেভলাপমেন্ট করে ওলেন শার্টিং এবং ওলেন গার্মেন্টের উপর আর যাহাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরী করে ডেভেলাপ করা যায় সেইদিকে আমরা নজর দিচ্ছি। সেইগুলি নিয়ে আমরা বাজার হাতে করতে পারি এবং আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী আমাদের জানাবেন কি, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তাঁত শিল্প এ,ডিকে নিয়েই ক্লাস্টার এরিয়া গঠন করা হয়েছে সারা রাজ্যে। এরমধ্যে ২৪টি ঘোষণা করা হয়েছে। ক্লাস্টার এরিয়ার বাইরেও অনেক তাঁত শিল্পী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেমন আমার নির্বাচিন ক্ষেত্রে অনেক জন আছে। সেই ক্লাস্টার এরিয়ার বাই-রেও যারা তাঁত শিল্পী আছে তাদেরকে সেই ধরনের কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কি না, এই ব্যাপরে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :** হ্যাঁ, এটা সত্য আমরা প্রথম ক্লাষ্টার এরিয়া নির্ধাচন করতে গিয়ে সেই এরিয়ার বাইরেও কিছু তাঁত শিল্পী রয়ে গেছে। আমরা তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে ডিপার্টমেন্টে একটি প্রোভিশন রেখেছি তাদেরকে ওয়ার্কসেট সাজ সরাঞ্জাম দেওয়া। ওয়ার্কসেটগুলি আমরা ইদানীং বিভিন্ন ব্লকে কোটা দিয়ে দিয়েছি। যে তাঁত শিল্পী ক্লাষ্টার এরিয়ার বাইরে আছে তাদেরকে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সিলেকশন করা হবে এবং তাদেরকে ওয়াকসেট দেওয়া হবে। সেখানে সত্যিকারের তাঁত শিল্পী তাদেরকে ক্লাষ্টারের বাইরে থাকলেও যাতে সাহায্য করা যায় সেইভাবে ডিপার্টমেন্টে প্রভিশন রাখা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর ৪৪৮

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর ৪৪৮

প্রশ্ন

১। রাজ্য শিল্পে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

২। রাজ্যের উৎপাদিত গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন, উৎপাদিত রাবার ভিত্তিক শিল্প কারখানা, আগরবাতি তৈরীর কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে বাহির রাজ্যের শিল্পপতিরা গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ?

৪। সত্য হইলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে শিল্পে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত তিনটি প্রকল্প যথা (ক) গ্রোথ সেন্টার, (২) ইনটিগেটেড ইনফ্রাক স্ট্রাকচার ডেভেলাপমেণ্ট সেন্টার এবং (৩) এক্সপোর্ট প্রমোশন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল পার্ক স্কীম রূপায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২) রাজ্যে গ্যাস-ভিত্তিক সার কারখানা এবং উৎপাদিত রাবার ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে আগরবাতি তৈরীর কারখানা গড়ে তোলার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) বে-সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক মিথানল, এ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ফার্টিলাইজার কারখানাগুলি স্থাপন এবং যৌথ উদ্যোগে বাড়ী-বাড়ী গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বহিঃরাজ্যের শিল্পোদ্যোগীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৪। হ্যাঁ।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— স্যার, ত্রিপুরার সম্পদ নিয়ে এই বিধানসভায় বারবার আলোচনা হয়েছে এবং মন্ত্রী মহোদয়রা উত্তরও দিয়েছেন গ্যাস সম্পর্কে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্যাস যা উৎপাদিত হচ্ছে তার সবটা কাজে লাগান যাচ্ছে না। কারখানা করতে হলে গ্যাসের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে যারা কারখানা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন তারা কারখানা এখানে করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এছাড়া এই গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকার আলোচনার ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী)** :— স্যার, রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা করার জন্য ৩টি কারখানা, মেসার্স আর.পি.জি. ইণ্ডাষ্ট্রি, মেসার্স কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড এবং মেসার্স আসোয়াল গ্রুপ রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও প্রকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের কাছে দৈনিক যথাক্রমে ৮ লক্ষ, ১৩ লক্ষ এবং ২১ লক্ষ ঘনমিটার গ্যাস বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন। এছাড়া উক্ত সংস্থাগুলো ভর্তুকী মূল্যে গ্যাস পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত মন্ত্রকের নিকট আবেদন জানায়। গ্যাসের কোন বরাদ্দ এবং ভর্তুকী মূল্য না পাওয়ার ফলে এই তিনটি সংস্থা সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ হতে পিছিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এতদ্‌ সত্বেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে গ্যাসের বরাদ্দ ও ভর্তুকী মূল্যের বিষয়ে যোগাযোগ রেখে সার কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করছেন। স্যার, আগরবাতি সম্পর্কে আগেই বলেছি। স্যার, এখানে আর একটি গ্যাস ভিত্তিক প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেসার্স ত্রিপুরা ন্যাশনেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং মেসার্স গুজরাট গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহের জন্য (পাইপ লাইনের মাধ্যমে) একটি প্রকল্পের মেমোরেণ্ডাম অব আণ্ডারস্টেণ্ডিং (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত মৌ-এর পরিপ্রেক্ষিতে জি. জি. সি. এল. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ল্যারিফিকেশান চায় :- ক) অ্যালটিং কনসেসনেল প্রাইস পার থাউজেণ্ড কিউবিক মিটার ৬০০ টাকা এবং ৫ বছরের গ্যারান্টি চায়। উক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে মিনিষ্ট্রি অব পেট্রোলিয়াম অ্যাণ্ড নেচারেল গ্যাস, নিউদিল্লীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— স্যার, কেন্দ্রের নূতন সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যের বঞ্চনা দূর করার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তাতে ত্রিপুরাও স্থান পেয়েছে। কাজেই দ্রুত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করে সার কারখানা করার প্রস্তাব এবং অন্যান্য যেসব প্রস্তাব আছে সেগুলি রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলি রাজ্যে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কি কি ব্যবস্থা রাজ্য সরকার থেকে কি উদ্যোগ নিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী)** :— স্যার, শ্রীনরসীমা রাও যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ১৯৯৫ এর শেষদিকে সারা রাজ্যে গ্যাসের প্রাইস রিভিউ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলে। ওরা সারা রাজ্য ঘুরে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে ঠিক করে রিপোর্ট পেশ করবেন। সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়নি। আমাদের রাজ্য থেকে বিভিন্ন স্তরে এমন কি নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠণ হবার পরও প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃস্টি আকর্ষণ করেছি। প্রায় প্রতি স্তরেই আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যে যাতে কনসেসান পেতে পারে সেজন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, এব্যাপারে দুই মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে পারব। ২য় কিস্তিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন আমরা আমাদের রাজ্যে

একটি গ্রোথ সেন্টার খোলার জন্য নুতন কেন্দ্রীয় সরকার সবুজ সংকেত দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে গ্রোথ সেন্টার প্রকল্পটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল পলিসি অ্যাণ্ড প্রমোশন দপ্তর কর্তৃক ঘোষণা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সেটা কার্য্যকরী করা যায়নি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি রূপায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—সেই প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সে গ্রোথ সেণ্টারটি করতে ১৫ কোটি টাকা খরচ হবে এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প হিসাবে। সে ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ হলেই গ্রোথ সেন্টারের কাজটি শুরু হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) : -- এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৫৩ স্যার

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৫৩ স্যার

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালের জন্য ডাক্তার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) থাকলে কবে নাগাদ ডাক্তার দেওয়া হবে?

৩) কাঞ্চনবাড়ীর প্রত্যন্ত বহবহুল এলাকা বিবেচনায় কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালের জন্য একটি এম্বুলেন্স দেওয়া হবে কি?

৪) টি, আর' জি ১৫২ নং এম্বুলেন্স গাড়ীটি কোথায় কি অবস্থায় আছে এবং ঐ গাড়ীটি কোন্ হাসপাতালের নামে এলট্ করা আছে?

উত্তর

১) কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে ২ জন ডাক্তার আছেন।

২) ডাক্তারের স্বল্পতার দরুন এখনই উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আর ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৩) কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি এম্বুলেন্স দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আছে।

৪) টি, আর, জি, ১৫২ নং গাড়ীটি ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামে এলট করা আছে। উক্ত গাড়ীটি বহুদিন ধরে অকেজো অবস্থায় আছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসার এই গাড়ীটিকে মেরামতের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করার জন্য একটি প্রস্তাব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক্যাল ডিভিশান, কুমারঘাটের নিকট পাঠিয়েছে।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালে দুইজন ডাক্তার আছেন এটা ঠিক, কিন্তু একজন ডাক্তারকেও সব সময় পাওয়া যাচ্ছেনা। এই অবস্থা বিবেচনা করে অতিশীঘ্র সেখানে আরেকজন ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালের জন্য যে এম্বুলেন্সটি এলট করা হয়েছে সে এম্বুলেন্সটি কবে নাগাদ কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালে পৌঁছবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—** স্যার, অলরেডি দুই সপ্তাহ আগেই বলা হয়েছে এম্বুলেন্সটি নিয়ে যাবার জন্য। ওরা এলেই নিয়ে যেতে পারবেন। আর ডাক্তারের কথা যেটা তিনি বলেছেন তাদের যদি কর্তব্যে অবহেলা থাকে তাহলে নির্দিষ্ট অভিযোগ করলেই তাদেরকে বদলী করা হবে।

**শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, আর, জি ১৫২ নং এম্বুলেন্সটি কটিকরায় হাসপাতালে আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার তথ্যে বলেছেন এই গাড়ীটি দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কাঞ্চনবাড়ীতে নেই। এখান থেকে রোগীদেরকে বিভিন্ন সময়ে কুমারঘাট, কৈলাশহর পাঠাতে হয়। সুতরাং, এখানে নূতন করে এম্বুলেন্স দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—** স্যার, কটিকরায়ে এম্বুলেন্সের কোন দরকার নেই। এক কি. মি. পার হলে পাবিয়াছড়াতে হাসপাতালে যেটা আছে সেটা ব্যবহার করতে পারেন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৮ই মার্চ মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় হাউসে জানিয়েছিলেন যে মোহনপুর হাসপাতালে এম্বুলেন্স গিয়েছে এবং সেখানকার রোগীরা এম্বুলেন্সের ফেসিলিটি পাচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, সেখানে এম্বুলেন্স যায়নি। সুতাং, ইমিডিয়েটলী সেখানে এম্বুলেন্স পাঠানো হবে কিনা?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—** স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা অলরেডি আনসার্ড তবুও আবার বলছি গাড়ী অলরেডি এলট করা আছে। তাদেরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে গাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। মাননীয় সদস্য যেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার সাত দিন আগেই গাড়ী এলট করা হয়েছে। গাড়ী এখানে গিয়েছে কিনা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক। ( মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত )। মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

**শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮২

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮২

প্রশ্ন

১। ধলাই জেলা এলাকাধীন শিকারীবাড়ী গ্রোথ সেন্টারে একটি ডিসপেনসারী ঘর নির্মাণ করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চিকিৎসক না দেওয়ার কারণ কি?

২। ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বছরের মধ্যেই ডিসপেন্সারীটি চিকিৎসক নিয়োগ করে চালু করার

ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। সিকিউরিটি প্রবলেমের জন্য দেওয়া হয়নি। এখন যে-হেতু সিকিউরিটি অনেক সিকিউরড হয়েছে এই অবস্থায় দেওয়া যেতে পারেন।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং প্রশ্ন আসে না।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেখানে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ৭-৮টি বিলডিং নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কোন ডাক্তার নিয়োগ করা হয়নি। যার ফলে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের এখান থেকে আমবাসা বা কুলাই গিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। তার জন্য তাদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেখানে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, অলরেডি বলেছি সেখানে দেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোহনপুর ব্লকের একমাবাড়ী ডিসপেনসারীটি প্রায় ৯ মাস ধরে বন্ধ আছে এবং সেটা খোলার ব্যবস্থা করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো আমি হঠাৎ করে উত্তর দিতে পারব না, যে-হেতু এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়। তবে মাননীয় সদস্য যে-হেতু এটা বলেছেন আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতীকার্তিককন্যা দেববর্মা।

শ্রীমতিকার্ত্তিককন্যা দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯০

শ্রীরজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার. এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৯।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে উপজাতি মহিলাদের বিনামূল্যে সুতা দেওয়ার প্রকল্প চালু আছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে উপজাতি মহিলাদেরকে বিনামূল্যে সুতা দেওয়ার প্রকল্প চালু নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডনিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৯

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৯

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ইমপ্রেগনেটেড নেট দেওয়া হবে কিনা ?

২। ১৯৯৫-৯৬ সালে দেওয়া হয়েছিল কিনা ? এবং

৩) দেওয়া হয়ে থাকলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে খুব শীঘ্র আরও কিছু ইমপ্রেগনেটেড বেড নেট ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

২) হ্যা, দেওয়া হয়েছিল।

৩) ১১ হাজার।

**শ্রীঅনিল চাকমা :**— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত আর্থিক বছরে ১১ হাজার দিয়েছেন বলেছেন চলতি আর্থিক বছরে কত দেওয়া হবে এবং কোন্ কোন সাব-ডিভিশানে দেওয়া হবে ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :**— স্যার, এটা গতকাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ করে নোটিফাইড এরিয়াতে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে যারা বাস করেন, এইবারের হিসাবে যা বেরিয়ে এসেছে তার বেসিসে মিনিমাম যাতে ১০০ জনকে দেওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ম্যালেরিয়া প্রোন এরিয়া যেমন ছামনু, অমরপুরে আরও কতগুলি এরিয়াতে সেইগুলির হিসাব অনুযায়ী দেওয়া হবে। আগেরবার যা দেওয়া হয়েছে সেটা সিংগ্‌ল্ এবারে চেষ্টা করছি ডাবল দেওয়ার জন্য।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :**— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৬৫

**শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :**— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৬৫

প্রশ্ন

১] ইহা কি সত্য, ধর্মনগর ষ্টেট ফুড গো-ডাউনে শ্রমিকে শ্রমিকে ঝগড়ার ফলে প্রায় সময়ই মাল লোড আনলোডের কাজ ব্যাহত হয় এবং রেশনসপগুলিতে যথারীতি মাল পাঁওয়া যায় না ?

২] যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা নিরসনের ব্যবস্থা নেবেন কি ?

উত্তর

১] ইহা আংশিক সত্য।

২] শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করিয়া এই সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়াস নেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলিতেছে।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :**— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্টেড ফুড গো-ডাউনে ঝগড়া বাধার ফলে ধর্মনগর প্রত্যেকটা রেশনসপে মাসে ২ সপ্তাহ চাল দেওয়া হয়েছে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :**—স্যার, গত জানুয়ারী মাসে ধর্মনগর ট্র্যানজিট খাদ্য গুদামে শ্রমিকদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে সরকারী খাদ্য গুদামের খাদ্য শস্য লোডিং

আনলোডিং সাময়িককালের জন্য বিঘ্নিত হয়েছে এবং রেশনসপগুলিতে খাদ্য শষ্য যোগানের কাজটা বিঘ্নিত হয়েছিল। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনান্তে সমস্ত বিরোধের নিরসন হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই গত ঘটনার সময় যারা চাল মাসে ২ সপ্তাহ পেয়েছে, বাকী ২ সপ্তাহ পাননি, এই বকেয়া চাল তাদেরকে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— এটা বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীর মন্ত্রী জানাবেন কি গো-ডাউনে যে, শ্রমিক আছেন লোডিং এবং আনলোডিং-এ তারা বর্তমানে কত পাচ্ছেন ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্যটা এখন আমার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০৩

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০৩

প্রশ্ন

১। বিগত কংগ্রেস এবং টি,ইউ,জে,এস জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড কোন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল কি ?

২। যদি নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তর থেকে আগাম অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি ?

৪। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে, তবে অবৈধ নিয়োগ করার জন্য নিয়োগ কর্তার বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। হ্যা, বিগত কংগ্রেস ও টি,ইউ,জে,এস জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুট মিলে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

২। মোট ৪৭৫ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রেগুলার ১০৭ জন এবং ডি, আর ডব্লিউ ৩৬৮ জন।

৩। অর্থ দপ্তর থেকে আদৌ কোন অনুমোদন নেওয়া হয় নাই।

৪। কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুট মিলে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া দরকার। কিন্তু এখানে এটা নেওয়া হয়নি। অথচ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা নেওয়া হয়, এই অবস্থায় এই ক্ষেত্রে কেনা নেওয়া হয়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) :— স্যার, জুট মিলের তারা অন্যায়ভাবে এই রকম নিয়োগ করেছিলেন এবং অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়ার কোন প্রয়োজন তারা মনে করেনমি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে টি, এস, আই, সি-র একটা সংস্থা রয়েছে সে ক্ষেত্রেও এই রকম করা হয়েছিল আমরা মিউনিসিপালিটির ঘটনা জানি, সে ক্ষেত্রেও এই রকম করা হয়েছিল। কারণ, তখন এই সমস্ত অর্থনৈতিক নিয়ন শৃঙ্খলার ধারে কাছে যেতেন না।

**শ্রীপবিত্র কর** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা যতটুকু জানি গত জোট আমলে জুট মিল বন্ধ ছিল। এই বন্ধ থাকা অবস্থায় কিভাবে জুট মিলে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল, এটার কারণটা কি মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** :— স্যার, আমরা অন্তত জুট মিলের উৎপাদনের অবস্থাটা বা জুট মিলের সার্বিক যে অবস্থাটা সেই সময় ছিল তাতে আমরা কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা সেখানে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করার। তাতে একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে থাকতে পারে নিজেদের কর্মীদের সেখানে স্থান দেওয়া এবং পরবর্তীকালে যেগুলি ছাঁটাই হয়েছিল সেগুলি যেহেতু অবৈধ নিয়োগ ছিল সে জন্য রাষ্ট্রপতির শাসনজারী যখন ১৯৯৩ সালে ঠিক নির্বাচনের আগে জারী হয়েছিল সেই সময় তাদেরকে ছাঁটাই করে দিয়েছিল।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, এই যে এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, তাতে সেখানে হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়েছিল কিনা। মানে এস টি, এস, সির কোটাগুলি পুরণ করা হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্র) :— স্যার, এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে তাদের যে পের্টাণ আমি দেখেছি তাতে কোন রকম রোষ্টার মানা হয়েছিল বলে মনে হয়না।

**শ্রীঅনিল চাকমা** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই যে ৪৭৫ জন শ্রমিক এখানে জোট আমলে নিয়োগ করেছে, এই নিয়োগের সময় পুরানো শ্রমিকদের কিছু ছাঁটাই করা হয়েছিলেন এইভাবে যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা কত এবং পুরানো শ্রমিকদের ছাঁটাই সংখ্যা কত ? এখানে যে অবৈধভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা হল এটার কারণটা কি এবং পুরনো শ্রমিক যাদের ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদেরকে পুন নিয়োগ করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** : – স্যার, পুরানো প্রায় ৩০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে সেখানে নূতন ৩৬৮ জনকে ঢুকানো হয়েছিল এবং জুট মিল যখন আবার চালু করা হয় তখন সেই পুরানো শ্রমিকদের আবার তাদের কাজে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

**মি স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০০

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০০

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ফুডষ্টাফ লাইসেন্স এবং ফুড গ্রেস লাইসেন্স দেওয়া রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে বন্ধ করার কারণ কি ?

৩। ফুড ষ্টাফ লাইসেন্স অ্যান ফুড গ্রেস লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে নিয়ম পদ্ধতি কি কি ?

উত্তর

১। ইহা আদৌ সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। ত্রিপুরা ফুডষ্টাফ ডিলারস্ লাইসেন্সিং অর্ডার এবং ফুড গ্রেইনস্ ডিলাসেন্সিং অর্ডার এর প্রভিশন অনুযায়ী কোন প্রার্থী উক্ত লাইসেন্স পেতে হলে নিম্নলিখিত ডকুমেণ্টস্ থাকার প্রয়োজন। যেমন :—

ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব, খ) ইনকাম টেক্স ও প্রোফেশন্যাল ট্যাক্স ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট, গ) দরখাস্তকারীকে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত অবশ্যই করিতে হইবে। ঘ) আগরতলা পৌর এলাকার ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটি ট্রেড লাইসেন্স অবশ্যই থাকতে হবে।

উপরোক্ত তথ্য তদন্তক্রমে সংশ্লিষ্ট মহকুমার শাসকগণ (মহকুমার ক্ষেত্রে) এবং অফিসার ইন-চার্জ, আগরতলা রেশনিং অথরিটি (আগরতলা পৌর এলাকার ক্ষেত্রে) অফিস থেকে ফুডষ্টাফ লাইসেন্স এর জন্য নিয়ম মাফিক ফি এবং ফুডগ্রেইনস্ লাইসন্সের ক্ষেত্রে ফি এবং সিকিউরিটি জমা রেখে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন মহকুমা অফিসে এই ফুডষ্টাফ এবং ফুডগ্রেইনস্ লাইসেন্স এর জন্য বহু দরখাস্ত জমা পড়েছে। এবং আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রের ব্লক এরিয়াতে এই ধরনের বহু দরখাস্ত জমা পড়েছে। মহকুমা শাসক অফিস থেকে বলা হচ্ছে যে, এইগুলি দেওয়া হবে না। কাজেই এইগুলি দেবার জন্য যথাযথ নির্দেশ মহকুমা শাসককে দেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মহকুমা শাসকের অফিস থেকে যদি এই ধরনের কিছু বলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা অন্যায়। এই ধরনের অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে এলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি আমার বিবৃতিতে পরিস্কারভাবে বলেছি যে, ফুডষ্টাফ লাইসেন্স এবং ফুড গ্রেইনস্ লাইসেন্সস দেওয়া হবে না এই ধরণের কোন সিদ্ধান্ত

সরকারের নেই। তবে যেহেতু একজন দায়িত্বশীল বিধায়ক এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন এটা যাতে ভবিষ্যতে আর না হয় তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ফুডষ্টাফ লাইসেন্স দেওয়ার সময় একটা কণ্ডিশন দেওয়া হচ্ছে যে এই এই জিনিস নিতে পারবে। এই ধরনের কোন কণ্ডিশন দেওয়া হয় কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই ফুডষ্টাফ লাইসেন্স পেতে হলে কি কি কণ্ডিশন ফুলফিল করতে হয় সেটা আমি জবাবে বলেছি। আর অতিরিক্ত কি আছে সেটা আমার জানা নেই সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছিনা।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফুডষ্টাফ লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অতীতে দেখেছি, ইণ্ডেন্ট জোড়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই আইটেমস্ এত, এই আইটেমস্ এত নেওয়া যাবে, এই ধরনের ইণ্ডেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কি না?

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ইণ্ডেন্টটা আগেও চালু ছিল, এখন আছে। এই জাতীয় নিয়ম প্রতিটি বিভাগকেই খাদ্যদপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এটা এই নিয়মবিধির মধ্যেই রয়েছে। ইণ্ডেন্ট হচ্ছে, কোন কোন জিনিস কতটা রাখতে পারবে সেটা এটা এখনো চালু আছে।

**মিঃ স্পীকার :—** কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

## MATTER RAISED BY MEMBER

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

**শ্রীসমীররঞ্জণ বর্ম্মণ :—** মিঃ স্পীকার স্যার, জিরো আওয়ারে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, জি, বি, হাসপাতালের প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার সেলাইন তোলিয়ামুড়াতে আটক করা হয়েছে। এবং এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কাজেই আপনার মাধ্যমে উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এই ব্যাপারে হাউসে একটা ষ্টেটমেন্ট দাবী করছি, স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** এই হাউসের একটা নিয়ম রয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ী এটা আসুন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (বিরোধী দল নেতা) :—** কিসের নিয়ম স্যার, কোন আইনে এটার বাঁধা রয়েছে? পার্লামেন্টারী প্র্যাক্‌টিস্ অ্যাণ্ড প্রসিডিউরে তো সেটা রয়েছে।

[ গণ্ডগোল ]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি একজন আইনজীবী, আপনিও সেটা জানেন যে আমাদের এই বিধানসভা পরিচালিত হয় আমাদের ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী প্রসিডিউর্যাল ইন্সটমেট অনুযায়ী, এটা দেখবেন। দি ঝিরো আওয়ার হ্যাণ্ড বিন রিপ্লেস্‌ড্‌ আণ্ডার দ্বা নোম্যানক্লেচার রেফারেন্স পিরিয়ড এজ পার টি, এল, প্রসিভিউর্যাল ইন্সট্রুমেন্ট থার্ড এডিশন প্যাজ ১৩৬ দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বর্ষীয়ান সদস্যকে বলছি আমাকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমিতো আপনাদের আনতে না করি নাই!

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রসঙ্গটি উৎথাপন করেছেন আমি এক্ষুনি এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে. ভাল কথা, তাহলে আপনি এই ব্যাপারে এক্ষুনি একটি বিবৃতি দিতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় বষীয়ান সদস্য নৃপেনবাবুকে বলছি, আপমি একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্লিজ উনি উত্তেজিত হয়েছেন উনাকে আপনারা বসতে বলুন।

(গণ্ডগোল)

(মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্ত্তী সভাকক্ষ ত্যাগ করে)

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি এই হাউসের একজন সদস্য আমিও ঠিক তেমনি। উনার জমিদারীর প্রজা না আমি। উনি নিজেকে যতটা ভাবেন ততটা না। চানাচুরের ঠুঙ্গার কাগজ বলে মনে করি আমায় যা কিছু বলবেন সেটা চলবে না।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন যেগুলি আন-পার্লামেন্টারী টক সেগুলি বাদ যাবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনি বসুন। আমি আপনার উত্থাপিত প্রসঙ্গের উত্তর দিচ্ছি। উনি যা খুশী বলে যাবেন এটা কিন্তু মেনে নিতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— এখানে সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ বলে আলাদা ভাবে কিছুই আমি দেখি না। এখানে আন-পার্লামেন্টারীর কথা বলবেন তার বক্তব্য নিশ্চয়ই সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪-৩-৯৭ ইং সন্ধ্যাবেলা তানিয়া

ট্রেভেলসের একটি বাস এবং বাসটির নাম্বার-এ, এস ০১-ভি ১৪০৫ এই নাইট সুপার বাসটি শিলচর যাচ্ছিল। তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুনির্দিস্ট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে সেই বাসটি তেলিয়ামুড়াতে আটকে তল্লাসী চালিয়ে ৮টি গানি ব্যাগ উদ্ধার করেন, যেগুলি হচ্ছে রোকস্ট্রো সেলাইন ফাইভ পারসেন্ট। আর একটা হচ্ছে রেকস্ট্রো সেলাইন ফাইভ পারসেন্ট উইথ নাইন পারসেন্ট নরম্যাল সেলাইন। এটা হচ্ছে ঔষধের কম্বিনেশানটা। এই দুই টাইপের সেলাইন যা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়। কোর কোম্পানীর এই ঔষধগুলি তিনি সেখানে সীজ করেন। গত ২৪-৩-৯৭ ইং ১১০৭ মূলে একটি জি, ডি, এন্ট্রি করা হয়। এই নিয়ে তিনি যতটুকু প্রাথমিক তদন্ত করেছেন সেটা আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। আমি জানতে পেরেছি এস, আই, প্রসুন ত্রিপুরা ঐ বাস গাড়ীটিকে আটক করেন ড্রাইভার সমেত তেলিয়ামুড়াতে। কিন্তু নাইট সুপারের যাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ঐ দিন রাত্রিতেই বাসটি ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে শিলচরের রমা মেডিসিন এজেন্সির প্রপ্রাইটার অসীম তালুকদারের নামে (আযপট্টি, শিলচর) বুক করে ঔষধগুলি গাড়িতে তোলা হয়। অফিসিয়ালি কাউন্টারে সেটা বুক করা হয়েছিল কিনা সেই সংবাদ এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জি, বি, হাসপাতাল, ক্যানসার হাসপাতাল এবং আম্বেদকর হাসপাতলে বিস্তৃতভাবে তথ্য চেয়েছি। সেই তথ্য পাওয়ার পর জানা গেছে যে, এই ধরনের জি, বি, হাসপাতালে এই কোর কোম্পানী ঔষুধ যেটা সেলাইন ইত্যাদি সেগুলি কেনা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। আজকে সকালবেলা যেটা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান হয়েছে তার মূলে এটা দেখা যাচ্ছে যে, হাসপাতালে যে স্টক আছে সেটা ঠিক আছে তাতে কোন কিছু করা হয়নি। এই স্টক থেকে কোন ঔষধ হারানো যায়নি বা চুরিও হয়নি জি, বি, ক্যানসার এবং আম্বেদকর হাসপাতাল কোনটাতেই নয়। তবে এখানে একটা রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যেদিন এই মাল নিয়ে আসছিল সেন্ট্রাল ম্যাডিকেল স্টোরে, সেন্ট্রাল ম্যাডিকেল স্টোরে আসার পরে সেখানে ৯০ থেকে ১০০টি কার্টুন কোর কোম্পানীর যারা জমা দিতে গিয়েছিল তখন এটা রিটান করা হয় যে এটা আমরা রাখব না, এই ঔষুধগুলির লেবেল ঠিক না। এই কারণ দর্শায়ে সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হয় এবং কোর কোম্পানীর এজেন্টরা সেই ঔষুধগুলি ফেরৎ নিয়ে আসে। এখানে সেই ফেরৎ দেওয়া ঔষুধ তারা তাদের ষ্টোররুমে রেখেছেন। এখানে যারা এজেন্ট আছে তারা নাকি সেটা ফেলে দিয়েছেন সেটা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তাদেরকে সেই ঔষুধ ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। জি, বি, হাসপাতাল থেকে বা আম্বেদকর হাসপাতাল থেকে বা ক্যানসার হাসপাতাল থেকে বা আই, জি, এম হাসপাতাল থেকে এই ধরণের কোন ঔষুধ পাচার হয়েছে এমন কোন তথ্য এখন পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।

**শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ :—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনার সৎ সাহসের জন্য এবং ষ্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য।

**মিঃ স্পীকার :**—ঠিক আছে। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো, দীর্ঘ সময় ধরে আগরতলা পৌর এলাকায় জনগণকে পানীয় জলের লাইন মঞ্জুর না করা এবং কানেকশান না দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার :**— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এবং বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার আহবান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকবেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :**— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৯ তারিখ বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আর একটি রেফারেন্স নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রীপবিত্র কর :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে এল, পি, জি কানেকশান পাইতে জনদুর্ভোর্গ হওয়া সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার :**— আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বিষয়ের উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বিবৃতি দিতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :**— স্যার, আমি ২৭ তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আজকের কার্যাসূচীতে চারটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়বস্তুর প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় কতৃক গত ১৯-৩-৯৭ইং তারিখ উৎথাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, আই,সি,আই,টি দপ্তরের জোট সরকারের আমলে ছাঁটাইকৃত ডি, আর, ডব্লিউ, কর্মীদের পুনর্বহাল সম্পর্কে।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, গত ১৯শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় আই,সি,এ,টি দপ্তরে জোট সরকারের আমলে ছাঁটাইকৃত ডি, আর,ডব্লিউ কর্মীদের পুনর্বহাল সম্পর্কে যে নোটিশটি দিয়েছেন সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হল,

তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের অধীন নীরমহল এ ৮-১-৮৬ ইং তারিখে ডেইলি রেটেড কন্টিনজেন্ট কর্মী হিসেবে সর্বশ্রী ধনঞ্জয় দাস, হারাধন দেবনাথ, ক্ষীরোদ বিহারী দাশ, উত্তম নমঃ এবং অমূল্য দাশকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে জোট সরকারের আমলে ৬-১০-৮৮ তারিখে উক্ত পাঁচ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। অপরদিকে ৭-১০-৮৮ তারিখে নীরমহলে ডেইলি রেটেড কন্টিজেন্ট কর্মী হিসাবে সর্বশ্রী নিখিলচন্দ্র দাশ, ( পিতা ৺বসন্ত দাশ, রাজঘাট ) রঞ্জিতচন্দ্র দাস, হিরালাল দাশ, ক্ষীরমোহন দাশ এবং প্রদীপ দাশকে নিয়োগ করা হয়।

১০-৭-৮৯ তারিখে সর্বশ্রীরঞ্জিৎচন্দ্র দাশ, ক্ষীরমোহন দাশ এবং প্রদীপ দাশকে ছাঁটাই করা হয়। ১৫-৭-৮৯ তারিখে সর্ব্বশ্রী মানিক দাশ, নিখিল দাশ ( পিতা শ্রীদাম দাশ, রাঙ্গামুরা ) এবং অমূল্য দাশকে ডেইলি রেটেড কন্টিনজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে ৮-১-৯৩ ইং তারিখে সর্বশ্রী ধনঞ্জয় দাশ ও উত্তম নমঃ সহ কানুলাল দাশ ও স্বপন দাসকে ডেইলি রেটেড কন্টিনজেন্ট কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

১৬-৬-৯৩ ইং তারিখে সর্ব্বশ্রী হারাধন দেবনাথ ও ক্ষীরোধ বিহারী দাশ যুগ্মভাবে আবেদন করেন তাদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য। শূণ্যপদের অভাবে তাদের পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তাদের প্রয়োজনীয় শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য তাদের ইন্টারভিউতে হাজিরের সুযোগ দেওয়া হবে।

**শ্রীসুবল রুদ্র** :— পয়েন্ট ক্যারিফিকেশন স্যার, এখানে শুধু নীরমহল ও সাগরমহলের কথা বলা হয়েছে। সারাটা ত্রিপুরা রাজ্যেই যে ছাঁটাই হয়েছে সেটি বলা হয়নি। আর এখানে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে হারাধন দেবনাথ ও ক্ষীরোদ দাশকে নিয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এই বিধানসভাতেও আই,সি,এ,টির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের অতি শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে। এবং হারাধন দেবনাথ এখন তার বয়স অনেকটা পেরিয়ে গেছে। আমরা জানি নীরমহল লোকের প্রয়োজন আছে। লোকের অভাবে সেখানে কাজ হচ্ছে না। আর গত তিন বছর আগে থেকে শুনে এসেছি পদ শূন্য হলে তাদের দেওয়া হবে আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট কথা জানতে চাই কবে নাগাদ তাদেরকে নিয়োগ করা হবে।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) : স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা উত্থাপন করেছেন এটা ঠিক। বিভিন্ন জায়গাতেও অনেক রয়েছে যেটা জোট সরকারের আমলে ছাঁটাই হয়েছিল শুধু এই ডি,আর,ডব্লিউ

নয়। যেহেতু এখানে ডি,আর,ডব্লিউ প্রসঙ্গটা এখানে এসেছে সেই কারণে তাদের কথাই বলেছি। এখানে যে দু'জনের কথা বলা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে দেখব কেন তাদের নিয়োগ হল না। তারপর দেখে তার ব্যবস্থা করব।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্লেয়ারিফিকেশান স্যার, আই,সি এ,টি ডিপার্টমেন্ট সহ ৯৩ জনের তালিকা বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি। এই ৯৩ জনের থেকে কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে আর বাকী কতজনকে নিয়োগ করা হবে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কিছু কন্ট্রাক্ট বেসিসে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৮ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ৮৮ জন কন্ট্রাক্ট বেসিস নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কেবিনেট ডিসিশন নেয়, ঐ ছাঁটাইকৃত কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ করা হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৪৬ জনকে আমরা এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। আর বাকীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩ জন বাকী রয়ে গেছে। তাদের এখনও দেওয়া যায়নি। আর বাকী ৩৯ জন অন্য জায়গায় চাকুরী পেয়ে গেছে। ওরা আর ফিরে আসতে ইচ্ছুক নয়। বাকী ৩ জনকে আমাদের ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা নিয়োগপত্র দেব। তাদেরকে আমরা ন্যাশনেলিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিস জমা দিতে বলেছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে ৪৬ জনকে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি ফিক্সড-পেতে দেওয়া হয়েছে। তাদের পার্মানেন্ট নিয়োগ দেওয়ার জন্য সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা? তারা ইন্টারভিউ দিয়ে সরকারী চাকুরীর সমস্ত নীতি মেনেই এসেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই বলেছি, তাদেরকে চুক্তিতেই দেওয়া হয়েছে। রেগুলার চাকুরীর কিছু নিয়ম-কানুন আছে। সব নিয়ম কানুনের পর যদি তারা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তখনই তাদের রেগুলার হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক গত ২০-৩-৯৭ ইং তারিখে উৎপাদিত নিম্ন উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো,

"স্বাক্ষরতা কর্মসূচীর অগ্রগতি সম্পর্কে।"

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার মানবিক আবেদন সর্বকালের। নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন তথা জনশিক্ষা কর্মসূচীতে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বকালের সারা দেশের মধ্য প্রথম সারিতে। ইতিপূর্বে প্রাক স্বাধীনতাকালে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবের নেতৃত্বে জনশিক্ষা সমিতির নামে রাজ্যে

প্রথম এই আন্দোলনের সুচনা হয়েছিল।

জাতীয় স্তরে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী তথা স্বাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী চালু হয় ১৯৭৮-৭৯ সনে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ ইং থেকে চালু হয় সার্বিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচী তথা টি,এল,সি। এক সময় স্বাক্ষরতার উদ্দেশ্য ছিল শুধু অক্ষর পরিচয়। এখন এই ধারণা পৃথিবীর সকল দেশই পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বাক্ষরতার এখন তিনটি আবশ্যিক অঙ্গ,

১। অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে সাধারণ লেখাপড়া হিসাব করা ও শিক্ষার মাধ্যমে আত্ম নির্ভরশীল হওয়া।

২। এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা।

৩। ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিষয়ে সচেতন বিচার শাঁখা মন তৈরী করা। এছাড়া উন্নয়ন কর্মসূচীতে ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়া এবং বিশেষত: মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অধিকার অর্জনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৯৯১ ইং লোক গণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের স্বাক্ষরতার হার হল ৫২,২১ শতাংশ তার মধ্যে পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার হল ৬৪,১৩ শতাংশ ও মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৩৯,২৯ শতাংশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার হল ৬০,৪৪ শতাংশ পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার ৭০,৫০ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৪৯,৩৫ শতাংশ।

উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে স্বাক্ষরতার হার হল ৪০,৩৭ শতাংশ। তার মধ্যে পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার ৫৩ শতাংশ ও মহিলাদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার মাত্র ২৭ শতাংশ। অপঃ জাতিদের স্বাক্ষরতার হার হল ৫৬,৬৬ শতাংশ তার মধ্যে পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার ৬৭ শতাংশ মহিলাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ।

বর্তমানে যে ১৩টি রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের চেয়ে বেশী তবে ৭০ শতাংশের নীচে এদের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান হল ৬ষ্ঠ। প্রথম ৫টি রাজ্য যথাক্রমে, মহারাষ্ট্র ৬৪,৮৭ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশ ৬৩,৮৬ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৬২,৬৬ শতাংশ, নাগাল্যাণ্ড ৬১,৬৫ শতাংশ, গুজরাট ৬১,২৯ শতাংশ। ত্রিপুরায় স্বাক্ষরতার হার ৬০,৪৪ শতাংশ।

এই অবস্থানের উপর আত্মতুষ্টির অবকাশ না রেখে ত্রিপুরাকে স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১৯৯৪ ইং সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন প্রবর্ত্তিত সার্বিক স্বাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী রূপায়ণের সংকল্প ঘোষণা করেন। এবং একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ৯ থেকে ৪৫ বছরের ন্যূনতম শতকরা ৮০ শতাংশ নিরক্ষর ব্যক্তিদের স্বাক্ষর দান করে ত্রিপুরাকে স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কেরালায় স্বাক্ষরতা অভিযানের সাফল্য ত্রিপুরাকেও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করে।

১৯৯৪ ইং সনের তখনকার তিনটি জেলায় জেলা স্বাক্ষরতা সমিতি গঠন করে সার্বিক স্বাক্ষরতা

অভিযান কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে জেলা স্বাক্ষরতা কমিটি গঠন সংপেক্ষে গঠন করা হয় ধলাই জেলা স্বাক্ষরতা উপ কমিটি (২৮-১২-৯৫) ১৯৯৪ইং থেকে স্বাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়।

১। রাজ্য দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্বাক্ষরতা কমিটি গঠন ও স্বাক্ষরতা বিষয়ক আলোচনা।

২। জনমত সংগঠিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ।

৩। বাড়ী বাড়ী গিয়ে সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা ও ৯ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ

৪। স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও জেলা স্তরে কে, আর, পি, ব্লক স্তরে আর, পি, পঞ্চায়েত স্তরে এম, টি নির্বাচনের কাজ।

৫। শিক্ষার উপকরণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরীর জন্য বিভিন্ন কর্মশালা।

৬। সাক্ষরতা কর্মসূচীতে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৭। স্বাক্ষরতা কেন্দ্র চালানোর জন্য স্থান নির্বাচন করা।

৮। পড়ুয়াদের স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে শিক্ষা নেওয়ার জন্য প্রনোদিত ও উদ্বোধন করা।

৯। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রেরণ করা।

১০। পর্য্যায়ক্রেম কাজের মূল্যায়ণ ও যথাযথ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার জন্য কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেনিজমেণ্টেকে নিযুক্ত করা ইত্যাদি। এই ভাবে প্রস্তুতি পর্ব শেষে ১৯৯৫ইং সন থেকে শুরু হয় পাঠদানের কাজ।

বিভিন্ন ধাপে স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ২৭,৭২৮টি স্বাক্ষরতা কেন্দ্র চালু করা হয়। এই সকল স্বাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে বয়স্ক পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যনীয়। স্বাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিক সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঠ দানের জন্য প্রায় ৩০,০০০ স্বেচ্ছা সেবক এগিয়ে আসেন। শুরু থেকেই তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। যদিও কিছু অল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মাঝখানে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ঘাটতি দেখা দেয়। তবে পরবর্তী সময়ে আরও কিছু উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক স্বাক্ষরতার কাজে এগিয়ে এলে তাদেরকে যথাবিহিত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে পাঠদানের জন্য নিয়োগ করা হয়।

সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল :—

১। মোট সনাক্তকারী নিরক্ষর (৯-৪৫ বং) ব্যাক্তির সংখ্যা ৪, ৯০, ১২৯ জন।

২। পুরুষ :— ২,০০,১১১ জন।

৩। মহিলা : — ২,৮৭,০১৮ জন।

৪। তপ: জাতি :— ৯৬,৬৪৬ জন।

৫। তপ: উপ: জাতি :— ২,২৫,২০৯ জন।

সনাক্তকারী নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে নথীভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা :—

১। মোট নথীভুক্ত পড়ুয়া :— ৪,১০,২৯৮ জন।

২। পুরুষ :— ১,৫৬,৯৫৮ জন।

৩। মহিলা : — ২,৫৩,৩৪০ জন।

৪। তপ: জাতি : — ৮০,৬৫৪ জন।

৫। তপ: উপজাতি :— ১,৮৫,৫৯৫ জন।

বিগত ফেব্রুয়ারীর ৯৭ইং পর্য্যন্ত জাতীয় স্বাক্ষরতার মিশন প্রবর্তিত শিক্ষার মান অনুযায়ী চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তীর্ণ হয়ে নবস্বাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এমন পড়ুয়ার সংখ্যা :—

১। মোট নবস্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা :— ১,৩৬,৪০৭ জন।

২। পুরুষ :— ৮৪,৭৩৩ জন।

৩। মহিলা :— ১,৫১,৭০৩ জন।

৪। তপ: জাতি :— ৫০,৯১৪ জন।

৫। তপ: উপ: জাতি :— ৯৩,০৮১ জন।

শতকরা হিসাব অনুযায়ী মোট সানাক্তকৃত নিরক্ষর ব্যক্তির ৮০ শতাংশ স্বাক্ষরদান করানোর জন্য স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করান। মোট নথিভুক্ত পড়ুয়ার ৫৮ শতাংশ চূড়ান্ত মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হন এবং নবাস্বাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এখানে লক্ষানীয় যে মহিলাদের স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ ও মূল্যায়নে উর্ত্তীসের হার পুরুষদের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশী। নথীভুক্ত মহিলা পড়ুয়াদের মধ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়নে উর্ত্তীনের হার ৬০ শতাংশ এবং পুরুষদের ৫৪ শতাংশ।

এছাড়া আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে রাজ্যের চারটি জেলায় মোট ১১৫২ জন পড়ুয়া চূড়ান্ত মূল্যায়নে বসছেন। এই মূল্যায়নের কাজ গত ১৬.০ ৯৭ইং থেকে শুরু করেছে। জেলা ভিত্তিক এর হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) ধলাই জেলা :— ৩০,৬৫২ জন।

খ) দক্ষিণ জেলা :— ৩০,০০০ জন।

গ) পশ্চিম জেলা :— ১৭,৫০০ জন।

ঘ) উত্তর জেলা :— ২২,০০০ জন।

এর মধ্যে প্রায় ৯০,০০০ থেকে ৯৫,০০০ জন পড়ুয়া নবস্বাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বলে আশা করা যায়। এতে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়াচ্ছে ৮০ পারসেন্ট। ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত ব্লকগুলি সাক্ষরতা মিশন নির্ধারিত মান অর্জন করে স্বাক্ষর ব্লক হিযাবে পরিগণিত হয়েছে।

১। খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, মেলাঘর, বিশালগড়, সাতচাঁদ এবং রাজনগর ব্লক।

২। আগামী এপ্রিল মাসে তুলাশিখর, করবুক, রূপাইছড়ি, সালেমা এবং কুমারঘাট ব্লক সাক্ষরতা উৎসব পালনের মাধ্যমে সাক্ষর ব্লক হিসাবে চিহ্নিত করার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চলছে। গত প্রতিটি সাক্ষরতা উৎসবে আই, আই, এম-এর প্রতিনিধি বা এন, এল. এম, এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে শুধুমাত্র সাক্ষরদান করাই সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না। পড়ুয়াদের সদ্য সাক্ষর জ্ঞানকে আরও বৃদ্ধি এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষাকে তাঁর কর্মজীবন ও আর্থ সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা এবং স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই সাক্ষরতা কর্মসূচীর পরবর্তী কর্মসূচী হলো সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী। এই কর্মসূচীও নির্দিষ্ট সময় সীমা ও প্রকল্প নির্দেশিকা অনুযায়ী ত্রিপুরায় ১৯৯৭ইং এপ্রিল মাস থেকে চালু করা হবে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার সাক্ষরোত্তর প্রকল্প ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। এবং উভয় ক্ষেত্রের প্রকল্পের রূপরেখা অনুমোদন কমিটির ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে।

দক্ষিণ জেলার সাক্ষরোত্তর প্রকল্প ইতিমধ্যেই দিল্লীর অনুমোদন কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় পরবর্ত্তী অনুমোদন কমিটির সভার সমান গুরুত্ব সহকারে প্রকল্পটি অনুমোদিত হবে। বিভিন্ন কারণে ধলাই জেলার কাজ বিলম্বে শুরু হওয়ায় সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী রূপায়নের আরও কিছু সময় লাগতে পারে।

পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ জেলার প্রকল্পগুলিতে মোট ৩,২৮,০০০ জন নবসাক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক ধার্য্য লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ,

১) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা :— ১,৬০,০০০ জন।
২। উত্তর ত্রিপুরা জেলা :— ৫০,০০০ জন।
৩। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা :— ১,২৮,০০০ জন।

এই কর্মসূচীকে সফলভাবে রূপায়নের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি ক্রিয়া শুরু হয়েছে পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা সমিতি নবসাক্ষরদের জন্য মাসিক পাক্ষিক পত্রিকা আলোর পথে প্রকাশ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাক্ষরতা সমিতি অনুরূপ নবসাক্ষরদের জন্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ষ্টেট রিসোর্স সেন্টার (এস, আর, সি) রাজ্যে গঠিত হয়েছে। এস, আর, সি জেলা সাক্ষরতা সমিতিগুলিকে স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের সাহায্য করে যাচ্ছেন।

এস, আর, সি এরমধ্যেই স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর জন্য প্রথম পাঠ তৈরী করেছে। পাশাপাশি স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্য কাজ আরম্ভ করছেন।

রাজ্য স্বাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ (এস, এল, এম, এ)-এর গত ৪-২-৯৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় স্থির হয় যে, স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর পাশাপাশি য সমস্ত সনাক্তকৃত নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে নথিভূক্ত হননি বা যে সমস্ত পড়ুয়া স্বাক্ষরতার প্রথম পাঠ বা দ্বিতীয় পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি তাদের সকলকে শিক্ষাদান কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে এবং প্রচার কার্যাকে আরও জোরদার করা।

এখানে আরও উল্লেখ্যনীয় যে সমস্ত ব্লক ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর ব্লক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে সেখানে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয় এবং প্রশংসনীয়।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :** নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে (৩১-১২-৯৬ ইং) সার্বিক প্রচেষ্টা সত্বেও টি,এল,সি প্রকল্প সম্পূর্ণ করা যায়নি। কিছু কিছু সমস্যার কারণ, যেমন ১। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে পরপর চারটি নির্বাচনে স্বাক্ষরতা কর্মী ও পড়ুয়াদের মধ্যে সাময়িক ছেদ ঘটে। এই চারটি নির্বাচন ছিল, পঞ্চায়েত এ,ডি,সি লোকসভা এবং পৌরসভা নির্বাচন। ২। জুমিয়া পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে স্থান পরিবর্তন। ৩। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ কারণে কর্মসূচী বিলম্বিত হওয়া। এই মার্চ মাসেই টি,এল,সি পর্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পি,এল,সি পর্ব্ব শুরু হতে যাচ্ছে। স্যার আমি আগেই বলেছি এই পি,এল,সি পর্বরে লক্ষ্য হল শুধুমাত্র অক্ষর জানা, অক্ষর লিখতে পারা, অক্ষর পড়তে পারা এরকম মানুষ তৈরী করা না। একটা সুন্দর সমাজ তৈরী করতে যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক স্বাক্ষর জানা হয়েছেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেটাই আমাদের চেষ্টা। অর্থাৎ এমন একটি সমাজ গঠনের উদ্যোগ যার তার চারিপার্শ্বর মাটি, মানুষ, জল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মসমাজ সম্পর্কে ঝাপসা একটা পৃথিবীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্বচ্ছভাবে তার চোখ ও মন দুটো দিয়েই বুঝতে, শিখতে, অনুমান ও পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। এই মহৎ কাজে দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের আরো নিবিড় অংশগ্রহণ আমরা চাই।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই রাজ্যে ৮০ শতাংশ টার্গেট নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং এখানে যা এসেছে, আইডেনটিফিকেশান হয়েছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৯৮ এর মধ্যে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৩৭ জন এসে গেছেন, উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ যে

সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৮০ শতাংশকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হওয়ার পর এখন পর্যন্ত যেটা এসেছে ৫৮ শতাংশ এবং যেগুলি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেগুলি ব্লক হিসাবে কত পারসেনটেজ ধরে করা হয়েছে ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, আমি আগেই বলেছি যে নথিভূক্ত পড়ুয়া ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪৯৮ জনের মধ্যে ন্যাশন্যাল লিটারেসী মিশন স্তার যে মান অর্জন করেছে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭ জন। গত কয়েকদিনের মধ্যে যারা মূল্যায়নে বসেছেন তাদের সংখ্যা হল ১ লক্ষ ১৫২ জন। এর মধ্যে আরও ফাইভ পারসেণ্টও যদি অতিক্রম না করতে পারে তবুও সেখানে প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ হাজার হবে। স্বাভাবিকভাবে ৫৮ শতাংশ হয়েছে ৮০ শতাংশের উপরে চলে যাবে বলে আশা করতে পারি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— যেগুলি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ব্লক হিসাবে কত পারসেনটিজ ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই মুহূর্তে আমার কাছে অ্যাকুরেট হিসাবটা নেই। তবে এটা সর্বোচ্চ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। এটা প্রত্যন্ত ব্লক। এই ব্লকটি সবাইর চাইতে ভাল মান অর্জন করেছে। প্রায় ৮৬ ভাগ সেখানে মান অর্জন করেছে। সাতচাঁদ ব্লক ৮৪, রাজনগর ৮২ এরকম করে ৮০-৮১-৮২ এর মধ্যে হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : — আমার প্রশ্ন হল আপনারা যেটা বলেছেন ৫৮ শতাংশ এখন পর্যন্ত হয়েছে। ডিক্লেয়ার যেগুলি করেছেন দেখা যায় এইগুলি পারসেনটেইজ দাঁড়াচ্ছে ৮০ এর উপর। কিন্তু সেটা বলেছেন ৫৮ পারসেনটিজ।

মিঃ স্পীকার :— এটা অ্যাভারেজ।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা হল যাদেরকে নিরক্ষর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ৯১ সনের যে সেনসাস্ হয়েছিল সেখানে ব্লক ভিত্তিক আছে। কোন ব্লকে অ্যাভারেজ ৬০.৪৪ শতাংশ কোন ব্লকে ৭০, কোন ব্লকে ৫০। সেই ব্লকগুলির যে পারসেনটেজ অ্যাড করা হবে তখন একটু বাড়বে কমবে। আমার কাছে সেই তথ্যটা নেই।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক গত ২১-৩-৯৭ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো, সম্প্রতিকালে আগরতলা হইতে এসরাই বাজার পর্যন্ত বাস চলা, বন্ধ হয়ে যাওয়ার জনদুর্ভোগ সম্পর্কে।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, আগরতলা হইতে এস্‌রাই বাজার পর্যন্ত ১৭টি বাসের পারমিট দেওয়া আছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ এই বাসগুলি যথারীতি যাতায়াত কিন্তু করছিল

সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর বাস মালিকগণ এসরাই পর্যান্ত বাস চালাইতে সক্ষম হচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রিত উক্ত রাস্তায় বাস চালানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে টি, আর, টি, সির দুইটি বাস সেটা বড়কাঠাল পর্য্যন্ত চালাচ্ছেন এবং এই দুইটা বাস এসরাই পর্যান্ত খুব শীঘ্রই সার্ভিস দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আশাকরি প্রাইভেট বাস যেগুলি আছে সেগুলির পরিস্থিতি স্বাভাবিকের মধ্যে চলে। আসলে, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওনারা বলেছেন পরিস্থিতি আর একটু স্বাভাবিক হলে বাসগুলি চালানো যাবে।

শ্রীপ্রণব দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, আগরতলা টু এসরাই এখানে প্রায় সময়ই বে-সরকারী বাসগুলি একটা ছোট খাট ঘটনা হলেই এই রকম করেন। আমি জানতে চাই এখানে যেন যে প্রাইভেট বাসগুলি চালু ছিল সেগুলি কেন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জনগণ বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ছে। কাজেই, সরকার এই বাসগুলি পুনরায় চালু করার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা? তারপর এখানে যে টি, আর, টি, সি বাস যেটা বড়কাঠাল পর্যান্ত চালু আছে এইটাকে এসরাই পর্যন্ত চালু করা হয়নি কেন এবং এখানে কখনও এই বাসের উপর কোন আক্রমণ করা হয়েছিল কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : - স্যার, এসরাই পর্য্যন্ত আমরা টি,আর,টি,সি-টা চালু করে দেব এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। এটা আমারা চালু করতে পারব। প্রাইভেট বাসগুলির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, জুলাই ১৯৯৬ থেকে আগরতলা সোনাই এসরাইতে ভায়া মোহনপুর আগরতলা সিমনা বাস সেণ্ডিকেট প্রাইভেট বাসগুলি চলছিল। জুলাইতে একজন বাস কনট্রাক্টার আর একজন এসিসটেণ্ড কিডন্যাপ হয়েছিল, স্যার, এই ঘটনা হওয়ার পর বাসগুলি চালানো অসম্ভব হয়ে যায় এবং দীর্ঘ দিন ধরে প্রায় আজকে ৯ মাস ধরে এই লাইনের গাড়ীগুলি যাতায়াত বন্ধ এবং এটা হল ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল। আজকে মাত্র দেড় মাস হয় টি,আর টি, সি, চলছে। এদিকে আগরতলা অভিচরন ভায়া মোহনপুর এই লাইনটাও বন্ধ হয়ে আছে। স্যার, এই এলাকার সমস্ত দলের মানুষ কংগ্রেস, সি,পি,এম ও টি,ইউ,জি,এস সকলে মিলে আমরা বার বার প্রশাসনের কাছে দাবী করেছি। আমি যতটুকু জানি এই দাবীর ফলে সেখান থেকে ব্লকে ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ ব্যক্তিদের কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে ডি,এম, এস,ডি,ও বড়কাঠালে মিটিং করেছিল, ব্লকেও মিটিং করেছিল এবং তারপর তারা লিখিত রিপ্রেজনটেশান আগষ্ট মাসে দিয়েছিল যাতে পূজার আগে সিকিউরিটি

দিয়ে প্রাইভেট বাসগুলি চালানো হয়। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের অবহেলায় এই রাস্তার বাস চলেনি। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য চাই।

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ :**— মিঃ স্পীকার স্যার, তখন একটা পরিস্থিতি ছিল এটা আমি স্বীকার করছি। যাইহোক অতীতে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেটার রেস টেনে লাভ নেই। আমরা এখন চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্য আমাকে ফোনে অনেক সময়ই বলেছিলেন এই রাস্তায় বাস চলাচলের জন্য আমরা বাস মালিকদের সঙ্গে কথা ব'লছি, তখনকার পরিস্থিতি খুব ভাল ছিল না এটা ঠিক। এখন ওনাদের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে এবং আমি আশা করছি তাড়াতাড়ি এই রাস্তায় বাস চালাতে পারব।

**শ্রীপ্রণব দেববর্মা :**— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কতদিনের মধ্যে পুনরায় চালু করা হবে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, টি,আর,টি,সি,টা এপ্রিল মাসের মধ্যে চালু করা হবে-এসরাই পর্য্যন্ত।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বাস সার্ভিসটা সেনাই পর্য্যন্ত করা হবে কিনা ? কারণ, চাচু বাজারে যে হাসপাতাল আছে সেটা বর্তমানে বন্ধ হয়ে পড়েছে এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের দোষ নেই। এটা ডিপার্টমেন্টের দোষ। তাদের কারণে আজকে মানুষ সেখানে যেতে পারছেন না নিরাপত্তার কারণে। এই বাস সার্ভিস নয় মাস যাবৎ বন্ধ ছিল। আর এখন একবেলা গেলে দুই দিন যায় না, দুইবেলা গেলে তিনদিন যায় না। এটাই হচ্ছে রেগুলার বাস সার্ভিস। এই সার্ভিসটা ১লা এপ্রিল থেকে চালু করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি যে এসরাই বাজার পর্য্যন্ত প্রাইভেট বাস যাতায়াত না করলেও টি আর,টি,সি, বাস চালু করার ব্যবস্থা করা হবে।

**শ্রীঅনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :**— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রের টি,আর,টি,সি বাস সার্ভিস এখন বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। কারণ রাস্তা ঠিক আছে কিন্তু টি,আর,টি,সি স্টাফদের থাকার এবং বুকিং কাউন্টার করার মত জায়গা বা কোন জায়গা নেই। এখানে বর্তমানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ঘর আছে। কিন্তু তারাও তাদের চাপ দিচ্ছে উঠে যাওয়ার জন্য। ফলে টি,আর,টি,সি-র স্টাফ এবং বুকিং কাউন্টার নিজস্ব জায়গায় না করা হলে এইটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা ?

**শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :**— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে মাননীয় বিধায়কের সাহায্য চাই। কারণ, ঐখানে টি,আর,টি,সি,র স্টাফ কোথায় থাকবে এটা একটা সমস্যা আছে। এটার ব্যাপারে আমার জানা আছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে সেখানে যদি কোন জায়গা দিতে পারেন বা ঘর

দিতে পারেন তাহলে সেভাবে আমরা উনাদের থাকার মত ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারব।

**মিঃ স্পীকার :—** উল্লেখ্য বিষয়ের আরেকটি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই মহোদয় কর্তৃক ২১-৩-৯৭ ইং তারিখে উৎথাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ৩রা মার্চ, ১৯৯৭ ইং ভোর রাতে অম্পিনগর বাজারের জনৈক জয়ন্ত সাহার দোকানে আগুনলাগার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে "গত ৩রা মার্চ, ১৯৯৭ ইং ভোররাতে অম্পিনগর বাজারের জনৈক জয়ন্ত সাহার দোকানে আগুন লাগা সম্পর্কে।"

বিগত ৪-৩-৯৭ রাত্রি অনুমান ৩,৪০ মিনিটের সময় অম্পি থানাধীন অম্পি বাজারে অবস্থিত শ্রীজয়ন্ত সাহা নামীয় এক ব্যক্তির চালের মিলে আগুন লাগে। স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীজয়ন্ত সাহার দোকানে আগুন ধরে যাওয়ায় চিৎকার চেঁচমেচি আরম্ভ করে এবং ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যায়। অম্পি থানার কর্তব্যরত প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ থানার বিপদ সংকেত ঘন্টা বাজাতে থাকে। এই সময় অফিসার ও অন্যান্য কর্মরত আগুন লাগার হলের দিকে ছুটিয়া যায় এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় আগুন নিভাইতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনার অমরপুর অগ্নি নির্বাপক সংস্থাকে থানার মাধ্যমে জানানো হয় আনুমানিক ভোর পাঁচটায় এবং একসময় অগ্নি নির্বাপক গাড়ী অম্পি বাজারে পৌছায়। কিন্তু এই পূর্বেই পুলিশ এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে। আগুনে প্রচুর পরিমাণ চাল ও পাট সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। কিন্তু চালের দোকানের মর্টারটি রক্ষা পায়। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক মূল্য ৬০ হাজার টাকা। তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ফলেই দোকান থেকে আগুন লেগেছিল। উক্ত ঘটনাটি অম্পি থানায় দৈনিকে ৪-৩-৯৭ ইং তারিখ ক্রমিক নাম্বার ৮০৩ নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

**শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :** এই যে জয়ন্ত সাহার দোকানে আগুনটা লেগেছিল সেই আগুনটা কিভাবে লেগেছিল ? সেখানে জয়ন্ত সাহার একটি কাপড়ের দোকান আছে এবং পাশেই একটি রাইস মিল আছে। সেখানেই পাটের গুদাম ছিল কিনা ? সে পাটের ব্যবসায়ী কিনা ? সেখানে অন্যায়ভাবে পাট মজুত করা হয়েছিল কিনা ? সেই পাটে আগুন লেগেছিল কিনা ? আগুনের ধোঁয়া দেখে পার্শ্ববর্তী দোকানের ব্যবসায়ীরা যখন আগুন নেভাতে গিয়েছিল তখন জয়ন্ত সাহার তরফ থেকে তারা কোনে মাল প্রাপ্ত হয়েছিল কিনা ? আগুন লাগার আগেই তার বাড়ীর লোকজন মিলে দোকান থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি বাড়ীতে সরিয়ে নিয়েছিল এবং সেগুলি এখনও তার বাড়ীতেই আছে এই

খবর মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে কিছুদিন আগেই তৈদু বাজারের পাশেই উগ্রপন্থীরা হত্যাকাণ্ড করেছিল এবং সেই ধরনের ঘটনা পার্শ্ববর্তী খোয়াইতেও হয়েছে। জয়ন্ত সাহার দোকানে আগুন নিয়ে যখন হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায় তখন আশপাশ এলাকাগুলিতে জাতি উপজাতিদের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং উপজাতিরা এলাকা ছেড়ে আরও জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এবং বাঙ্গালীরা বাজারের দিকে ভয়ে আসতে থাকে আতঙ্কটা আরও ছড়োেছে সি,আর,পি,এফের গুলি বর্ষণের কারনে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন সি,আর,পি,এফ গুলি ছুঁড়েছিল ? ঘটনা সত্যি কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের হয়ত জানা নেই যে উক্ত দোকানের মালিক জয়ন্ত সাহা কিছুদিন আগে কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকার লোন পেয়েছিলেন। কাজেই, বিষয়টিকে তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে প্রাথমিক তদন্তে ফায়ার ব্রিগেডের রিপোর্ট অনুসারে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণেই আগুন লেগেছিল বলে জানানো হয়েছিল। তবে তদন্ত কার্য চলছে এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্যগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি বিস্তারিতভাবে আমাকে দেওয়ার হলে বিষয়গুলি তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পুলিশকে আমি বলব।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারেফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে ৬০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির মূল্যায়ন কে বা কাহারা করেছে ? কিন্তু ব্যবসায়ীদের বক্তব্য হচ্ছে তেমন কিছু জয়ন্ত সাহার ক্ষতি হয় নাই। আগুন নেভাবে আসা সি,আর, পি,এফ,কেও প্রচণ্ড বাধা দেওয়া হয়েছিল। তারা পিছনের দরজা ভেঙ্গে আগুন নেভাবে ঢুকে পরে এলাকার মানুষ বলছেন এটা ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। প্রাক্তন যুব সমিতি মন্ত্রী সমেত কংগ্রেস যুব সমিতির অনেক নেতা সেই সকালবেলাই জয়ন্ত সাহার দোকানটি পরিদর্শন করতে যান। পুলিশকে তাদের দেওয়া ফটো দিয়ে তথ্য জানাতে নির্দেশ দিয়ে যায়। তবে বিষয়টি নিয়ে বাজার কতৃপক্ষ ইতিমধ্যেই থানা কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিসকে চিঠি দিয়েছে যার একটি কপি আমাকেও তারা দিয়েছিল। অভিযোগ অনুসারে তদন্ত হলেই যথেষ্ট। শুনা যাচ্ছে সি,আর,পি,এফ, ভয়ে গুলি ছুঁড়ে ছিলেন-এট সত্যি কিনা ?

দ্বিতীয়ত: বাজারে আগুন দিয়ে জয়ন্ত সাহা তার ব্যবসায়ী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করেছে। এই যে সি,আর,পি,এফ, গুলি করল, এই গুলির আওয়াজ শুনে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত এটা স্বাভাবিক। অর্থাৎ উগ্রপন্থী বাজারে আক্রমণ করেছে। কাজেই আতঙ্ক হওয়ার কথা। এবং পার্শ্ববর্তী ট্রাইবেল গ্রাম আক্রমণ করতে পারত এবং সি,আর,পি,এফ আসাম রাইফেলস সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত উপজাতি অ-উপজাতি এলাকাগুলিতে তারা টহল দেওয়ার ফলে সেটা হয়নি। এমতবস্থায় জয়ন্ত সাহার

সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা এলাকার বৃহত্তর স্বার্থে শান্তি সম্প্রীতির স্বার্থে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, মাননীয় সদস্যের কাছে যত তথ্য আছে সমস্ত তথ্য আমাকে দিয়ে দিবেন। যারা তদন্ত করছেন তাদের কাছে উনার সমস্ত তথ্য দিয়ে দেব এবং বলব তাদের তদন্তের মধ্যে এইসব বিষয়গুলি যাতে অন্তর্ভুক্ত করে। এখনও তদন্ত হয়নি।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার** :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, আগরতলা বিশালগড় সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর অঞ্চলগুলিতে মশক কুলের ব্যাপক আক্রমণে সুস্থ নাগরিক জীবনে ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কে।

**শ্রীঅমল মল্লিক**:— স্যার, আমি একটা কলিং এটেনশন দিয়েছিলাম এটা কেন হয়নি।

**মিঃ স্পীকার** :— এটা কেন হয়নি, আপনি আমার চেম্বারে যাবেন তখন বলব কেন হয়নি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— স্যার, আমার কলিং এটেনশনের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে মোটামুটি উল্লেখ করেছিলাম স্যার, যে রাজ্যে ১৯৯৩ইং সাল থেকে।

**মিঃ স্পীকার** :— এটাতো রিসেন্ট পাশ না, এবং আরজেনসী না, এটা রুলসে টিকে না।

[গণ্ডগোল]

**মিঃ স্পীকার** :— যাই হউক, রুলসে এটা কাভার করে না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— এটা যেহেতু সরকার সুনির্দিভাবে।

[গণ্ডগোল]

**মিঃ স্পীকার** :— আর একটি ছিল রুলিং পার্টির এটাও টেকেনি। কলিং এটেনশনদেওয়া হয়নি আপনি দেখেছেন। এই যে রেফারেন্স পিরিয়ড আপনাদের এডমিট করা হয়েছে।

[গণ্ডগোল]

**মিঃ স্পীকার** :— শুনুন মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনি দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আপনাদের হয়নি রুলিং পার্টিরটাও হয়নি। কারণ, এটা কখনো কাভার করে না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— যেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে তারিখ সেই বা ইমিডিয়েট ঘটনা নেই এইজন্য আপনি বলেছেন স্যার ঘটনাটা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক খুনগুলি হচ্ছে প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টির স্যার,

এইজন্য যারা রাজনৈতিক খুন হবে তাদের পরিবারকে চাকুরী এবং টাকা দেওয়ার সরকারের স্বীকৃতি। কিন্তু স্যার, আজ পর্যান্ত একটি ইনকুয়ারী হয়নি। উৎথাপনের অনুমতি না দিক এই জন্য।

মিঃ স্পীকার :— এটা এডমিট হয়নি কাজেই আপনি এটা আনতে পাবন না।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :— লেট মি ফিনিশ, এটা রুলসে কাভার করে না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কতৃ'ক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— স্যার, আগরতলা, বিলোনীয়া সব শহরে মশার উপদ্রপ যে বাড়ছে তার কারণ হচ্ছে, নালা নর্দমায় মশা ডিম পাড়ে সেই ডিম থেকে শুক্রিট হয় শুক্রিট থেকে পূর্ণাঙ্গ মশার উৎপত্তি হয়। এই মশাগুলি কিউলেক্স জাতীয় মশা। এই মশাগুলি প্রাদুর্ভাব সন্ধ্যা বা রাত্রিতে হয়। এই কিউলেক্স মশার কামড়ে কখনও ম্যালেরিয়া রোগ হয়না। যদি ম্যালেরিয়া রোগ হত তাহলে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইড এরা বহন করতে পারত। তাহলে জি, বি, হাসপাতালেও মশার আক্রমণ হত। এখন এগুলি প্রতিহত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগরতলা সহ অন্যান্য টাউনে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, পৌর পরিষদের সহযোগিতায় এবং নোটিফায়েড এরিয়ার সহযোগিতায় প্রতিটি নালায় নর্দমা, গর্ত, এইগুলির আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য পৌর পরিষদ এবং নোটিফায়েড এরিয়া থেকে লোক নিযুক্ত করা হয়। যদি এসমস্ত নালা, নর্দমা পরিষ্কার রাখা না হয় তাহলে সেখানে মশা ডিম পাড়ে। যদি সেখানে তেল ছিটানো যায় তাহলেও এটা কমে। আগরতলায় এই সমস্ত ঔষধ ছিটানো হয় কিন্তু অন্যান্য সাব-ডিভিশান ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই প্রতিটি নগরবাসীর জন্য কর্তব্য নিজ নিজ বাড়ী পরিস্কার রাখা কোথাও জল জমতে না দেওয়া তবেই মশার প্রাদুর্ভাব কমতে পাড়ে।

আমাদের রাজ্যে সরকারের তরফ থেকে প্রতিটা ওয়ার্ডে একটি করে মশার তেল ছড়ানোর জন্য দল নিযুক্ত থাকবে। বর্তমানে প্রতিটা ওয়ার্ডে মশার তেল ছড়ানোর জন্য ডি-ট্যাক্স তেল ছড়ানো কম থাকায় মশার ডিম ছড়ানোর চেষ্টা আগের চেয়ে কম হচ্ছে। সেটি হচ্ছে তেলের প্রতুলতার কারণে। এই মশা মারার দল প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। তা সত্বেও মশার তেল মারার জন্য যে নিযুক্ত হয় ৪ জন ফিল্ড ওয়ার্কার ও এম,পি,ডব্লিউ নিযুক্ত থাকে। বর্তমানে এই কাজে ১৯ জন ফিল্ড ওয়ার্কার আছে ও দু'জন এম,পি,ডব্লিউ আছে। যে ৯টি ওয়ার্ডে আগরতলা পৌর পরিষদে আছে তার মধ্যে ৪টি ওয়ার্ডের কাজ করা হয়। বাকী ৪টি ওয়ার্ড পরিচালিত হয় পৌর পরিষদের দ্বারা। মশা মারার ক্ষেত্রে যে যে নিয়ম আছে সেটি হল, প্রথমে ডি,ডি,টি, ছড়ানো হয় প্রথম মার্চ থেকে মে'র মধ্যে, দ্বিতীয় হচ্ছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। সেই ব্যাপারে দু,শটি টীম নিযুক্ত থাকে। প্রতিটি টীমে একজন করে গ্রুপ লিডার, আর পাঁচ জন করে কর্মী থাকে।

ডি,ডি,টি ছড়ানো ছাড়াও প্রতিটি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ আছে কিনা দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর এম,পি,ডব্লিউ-রা খোঁজ খবর নেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে হবে। আমি এখানে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বলছিনা। আসল প্রশ্নটা হচ্ছে রুটিনমাফিক যে কাজ হচ্ছে, সেটা আমি বলছি যে, যাতে রুটিনের বাইরে গিয়েও যাহাতে এখানে কাজ হয়। আর যাতে ডি,ডি,টি, ছড়ানো হয়। সেইগুলির প্রোপার ওয়েতে করা হবে কিনা ?

**শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—** মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই সমস্যাটা ন্যাশন্যাল না এই সমস্যা লোকেলাইজ হয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে মশা নির্মূল হলেও অন্যান্য রাজ্যে বা দেশে সেটি নির্মূল হবেনা। তাহলে অন্যত্র থেকে আসতেই পারে। এই ব্যাপার নিয়ে সার্ক সম্মেলনে পর্যন্ত উৎথাপন হয়েছে। সেখানে আলোচনা হয়েছে যে সার্কভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রে এক সঙ্গে কার্য্যকরী করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

**AFTER RECESS AT 2-00 P.M.**

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃস্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো,

"১২ মার্চ ১৯৯৭ ইং 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় পাঠকের কথা (মতামত পত্র লেখকের) ৬/৭ নং কলমে আর,কে, নগর ক্যাটেল ফার্মে চলছে লুটমারের প্রতিযোগিতা শীর্ষক পত্রের বিষয়বস্তুর ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি,

১। আর,কে, নগর ক্যাটেল-ফার্মে ৩টি ডিপ-টিউব-ওয়েল আছে। ৫/৬টি নয়। গবাদি পশুর পানীয় জলের কোন অভাব নেই। জলের অভাবে উন্নত প্রজাতির গাভীগুলি অস্থিচমসার একথা ঠিক নয়।

২। হাঁস পালন খামারে ৮টি এয়ার কুলার ছিল। পরবর্ত্তী কালে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫টি গান্ধীগ্রামে রাজ্যে মুরগী পালন খামারে পাঠানো হয়। এবং সেগুলি ঐ ফার্মে চালু অবস্থায় আছে। বাকী ৩টি আর,কে, নগর ফার্মের জন্য বর্তমানে মেরামত করানোর জন্য আগরতলায় র‌্যাক্কো, আই,জি, এম, এর পাশে ওয়ার্কশপে দেওয়া হয়েছে। কোনটি রাজ্যের বাহিরে পাঠানো হয় নাই। আরও

জানানো যাচ্ছে যে কোন প্রাক্তন অধিকর্তার বাড়ীতে দপ্তর থেকে এয়ার কুলার দেওয়া হয়নি। ৩। পত্রিকায় উল্লেখিত টি, আর, ০১-৮০৭৮ নাম্বারের কোন গাড়ী আর.কে.নগর ফার্মে নাই। তবে আর,কে, নগর এ অফিস ডিউটির গাড়ীর জন্য ৫ লক্ষাধিক টাকা কয়েক বছরে নয়ছয়-এর খবর মোটেই ঠিক নয়। আর,কে, নগর এর গাড়ী, ট্রাকটর এবং স্পেয়াস' কেনা ও রিপেয়ার বাবদ কোন ভূয়ো বিল এডযাষ্ট করা হয়নি। সেগুলি অডিট হয়। এ রকম হলে অডিটে ধরা পড়ত এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পত্রিকার যে অংশটা আমি দিয়েছি সেখানে লেখা ছিল, "গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় পাঠকের কলমে প্রাণী সম্পদ বিকাশ না ধ্বংসের জন্য' শীর্ষক, এই সম্পর্কে ছিল। আর,কে,নগর ক্যাটেল ফার্মে গো খাদ্যে মিশ্রণ করে দিনের পর দিন কি ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে এই বিষয় সম্পর্কে। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে টিউব-ওয়েল মাঝে মাঝে নষ্ট হয়, মাঝে মাঝে প্রপারলী ওয়াটার সাপ্লাই হচ্ছে না সে জায়গায় মাঝে মাঝে দেখা যায় ৪/৫ দিনও জল সরবরাহ বন্ধ থাকে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে। সেখানে ২।৩ দিন জল সরবরাহ না থাকার জন্য জলের অভাবের মধ্যে প্রাণীদেরকে পড়তে হচ্ছে। প্রপারওয়েতে সেগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করা যাচ্ছে না। আরেকটা জিনিষ বলেছেন এয়ার কুলার পাঠানো হচ্ছে বা হয়েছে। এটা ডিপার্টমেণ্টের সিদ্ধান্তক্রমে পাঠানো হয়েছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ যে গাড়ীটার কথা বলা হয়েছে সে গাড়ীর নম্বর হচ্ছে ৮০৭, ৮০৮ এবং সেখানে লগ বই এবং অন্যান্য বই পরীক্ষা করলেই কোথায় গড়মিল আছে না আছে ধরা পড়বে। আরেকটা জিনিষ, অডিট রিপোর্টের কথা বলেছেন, ইণ্টারনেল অডিট রিপোর্টে ৯৫-৯৬ আর,কে,নগর ক্যাটেল ফার্ম সম্পর্কে ফাইল নং ৫৫৫ ডি, এ,এল,টি। এও ৯৪ ফাইলে পরিস্কার ভাবে বলা আছে। সেখানে অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে করসপণ্ডেন্সের মধ্যে নির্ঘাৎ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখতে পাবেন।

স্যার, ফিডিং সম্বন্ধে যেটা গো খাদ্য তৈরী করা হয় সেটা সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি যে, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ইং আর,কে, নগর ক্যাটেল ফার্মের জনৈক ঠিকাদার এক গাড়ী বাদাম তেল সরবরাহ করেন এবং লেব্ররেটারী পরীক্ষার পর দেখা যায় এটা নিম্ন মানের। যেটা সাপ্লাই করার কথা সেই সাপ্লাইয়ে গুণমান যেখানে সরবরাহ করার জন্য যে এগ্রিমেণ্ট ট্রার্মস্ এবং কণ্ডিশ্যান যা আছে ফিড ১৪,৪৩ এর নীচে নামলে ৩৭ পর্য্যন্ত হওয়া এর থেকে কোন মতেই যেন কম না হয় ক্রাড ফাইবার যেটা ২২ থেকে যেন আর না বাড়ে, বাড়লেও ১৪ থেকে যেন না বাড়ে। এই রকম এক গাড়ী মাল নিয়ে যাবার পর সেখানে যিনি রিসিভ করেন ইনচার্জ সেই ইনচার্জ এটা টেষ্ট করে দেখেন, দেখার পর নরম্যালি টেস্টে উনি বলেছেন যে, গোলমাল আছে এবং তখন কন্ট্রাকটারকে বললেন এই মাল পরীক্ষা করা দরকার। তখন এই মাল পরীক্ষার জন্য রেখে নন্ অফিসিয়্যালি রিসিভ করার পর তখন এই মাল টেস্টের জন্য পাঠান হল। টেষ্ট রিপোর্ট আসার আগে

সেই জায়গায় কনট্রাকটার একটা আণ্ডারটেকিং দিলেন ইনচার্জের কাছে দিল যে আমি দরকার হলে এই মাল যদি বিলো ষ্টাণ্ডার্ড হয় তাহলে এই মাল আমি ফেরৎ নিয়ে যাব। রিপোর্টে দেখা গেল স্যার, যেটা হওয়ার কথা, যেটা আমি বলেছি যে ৪৩,৩৭ দেখা গেল ৩৭ থেকে নেমে ৩৩,৩৬ যেটা এনালেটিক্যাল রিপোর্ট স্যার, এখানে দেখা গেল সেটা ৪৩,৩৭ থেকে নেমে ৩৩,৩৬ হয়েছে। আর একটা জিনিষ ক্রাড ফাইবার যেটা ১২ এবং ১৪ উপরে যেন না হয়। সেটা দেখা গেল ২১,৪৭ হয়ে গেল। এই জিনিষ অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়ে আসল, গড়িয়ে আসার পর দেখা গেল সেই ইনচার্জ রিপোর্ট পাওয়ার পর।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি তো ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, ক্ল্যারিফিকেশ্যান চান।?

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, এটা ক্ল্যারিফিকেশ্যানই। এটা যেহেতু ফাইলে সমস্ত কপি স্যার। জেরক্স কপি এখানে আছে, সমস্ত রিসিভ কপি আছে, সমস্ত অফিসিয়্যাল কপি আছে। তখন ইনচার্জ যে মাল দেখল বিলো ষ্টাণ্ডার্ড, সেই মাল এখন কি করব? ফেরৎ নেওয়ার জন্য কনট্রাকটারের আণ্ডার টেকিং আছে। কি করব তা কোন উত্তর নেই। এটার জন্য বোধহয় মিনিস্টার লেভেল পর্য্যন্ত আসে এবং এখানে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এটা মিনিষ্টারের অফিসে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আলাপ করার পর বলা হল সেই মাল রিটার্ন করে দেওয়ার জন্য। এখানে ইনচার্জ ডেপুটি ডিরেকটারকে যে চিঠি লিখেছেন তার ফাইল নাম্বার সমস্ত কিছু আছে, স্যার। সেটার কোন সিদ্ধান্ত না হয়ে এই যে ফার্মের ইনচার্জ ডেপুটি ডিরেকটার চিত্ত রায় উনি আবার বলে দিলেন রিসিভ করার জন্য। স্যার, ফাইল নাম্বার দিয়ে এটা ফাইলে পুরো আছে, স্যার, বললেন এই মাল রিসিভ করার করার জন্য। যে মাল কনট্রাকটার বলেছে বিলো ষ্ট্যাণ্ডার্ড হবে আমি ফেরৎ নিয়ে যাব এবং সেটা আলাপ-আলোচনা হয়েছে হায়ার অথরিটির কাছে মাল রিটার্ন দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই মাল আবার বললেন রিসিভ করার জন্য।

**মিঃ স্পীকার :—** ঠিক আছে, আপনি ক্ল্যারিফিকেশ্যান চান, একটা একটা করে তো বলতে পারেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** অনেকক্ষণ লেগে যাবে স্যার, এই জন্য বারবার না বলে আমি একবারেই বলছি। কাজেই, এখানে কনট্রাকটার সেই রাহুল রায় আবার ইনচার্জকে বলে দিলেন।

I like the inform you that the Deputy Director of A. R. D. D. (F. O) informed me verbally that he has already instructed you to receive this goods. এই মালগুলি রাখার জন্য কট্রাক্টারকে বলে দিল। কট্রাক্টার চিঠি দিল স্যার, তারপরে দেখা গেল সেই মাল রিসিভ করতে হল স্যার, রিসিভ করার সময় দেখা গেল ডাক্তার যারা আছেন, ৩/৪ জন ডাক্তার রিসিভ করার সময় বলে দিল, This G.N.C. was not received earlier as it was below the acceptable parameter. তাহলে এইযে জিনিসটা, আমরা দেখতে পাই

বিভিন্ন জায়গাতে সেই সমস্ত কাণ্ডলা কেলেংকারী, এর মধ্যেও এই যে ঘটনা ঘটেছে. বিলো স্ট্যাণ্ডার্ডের মাল সমস্ত কর্তৃপক্ষ জানার পরেও কেন রাখা হল, এরজন্য কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কি অবস্থায় আছে ?

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :**—স্যার, মাননীয় সদস্য যদি কাগজপত্রগুলি আপনার মারফতে দিয়ে দেন নিশ্চয়ই আমরা এটাকে খোঁজ খবর করে ব্যবস্থা নেব। এই ধরনের ব্যাপার ঘটলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এগুলি চলতে দেওয়া যায়না।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**—ঠিক আছে আমি দিয়ে দেব। মাননীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

**মিঃ স্পীকার :**—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "এয়ার লাইন্সের কর্মী মিলন দেবীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, স্বামী ধৃত এই শিরোনামে ২১-৩-৯৭ ইং তারিখের ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় সংবাদ সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ১৯-৩-৯৭ ইং রাত্রি অনুমান ১১টা ১৫ মিঃ সময়ে পূর্ব আগরতলা থানাধীন কুঞ্জবন কলোনীর শ্রীমনোমোহন বর্মণ মহাশয়ের পুত্র শ্রীসমর বর্মণ পূর্ব আগরতলা থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ দাখিল করেন যে, অভিযোগকারীর বোন শ্রীমতি-মিলন বর্মণ ঐ সাকিনেরই দুলাল দে নামীয় ব্যক্তির সহিত তিন মাস আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বিবাহের পর হইতেই অভিযোগকারীর বোন শ্রীমতি বর্মণকে পণের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে সব সময় নির্যাতন করিত এবং গত ৮-৩-৯৭ ইং রাত্রি অনুমান ২ (দুই) ঘটিকার সময়ে শ্রীমতি বর্মণের স্বামী তাহাকে প্রচণ্ডভাবে নিগৃহীত করিয়া দেহে আগুন লাগাইয়া দেয়, যারফলে গুরুতরভাবে আহত হইয়া আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং বিগত ১৯-৩-৯৭ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭ (সাত) ঘটিকার সময়ে মারা যায়।

উপরোক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৯৮/৩০৪ (বি) ধারায় ৪৮/৯৭ নং মোকদ্দমায় পূর্ব আগরতলা থানা নথিভূক্ত করা হয়।

তদন্তকালে, পুলিশ বিগত ২১-৩-৯৭ ইং তারিখে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মৃত বীরাজ মোহন দে'র পুত্র দুলাল দে'কে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন।
বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৭ (সাত) দিনের জন্য পুলিশ রিমাণ্ডে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

**মিঃ স্পীকার :**— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "সাম্প্রতিকালে আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগরতলা শহর সহ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি, মোটর গাড়ীর অপরিমিত হর্ণ সহ মাইক বাজানোর ফলে শহরের বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হাইড্রোকার্বন থেকে দহনের মুক্ত রাসায়নিক শক্তি থেকেই মোটর গাড়ী চলে। মোটর ইঞ্জিন নির্গত ধোঁয়ার প্রধান বায়ু দূষণ করা হলো কার্বন-মনোঅক্সাইড, অদগ্ধ বা আংশিক দগ্ধ হাড্রোকার্বন, নাইট্রিক অক্সাইড এবং সীসা বাষ্প।

এই সমস্ত দূষকরা রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট করে। হজম, দৃষ্টিশক্তি ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর কুপ্রভাব ফেলে। এদের কারণে চোখ, গলা ও নাক জ্বালা করে। তাছাড়া হৃদরোগ, ক্যান্সার, যক্ষারোগ; হাঁপানী, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগের কারণ এই বায়ু দূষকরা, এই সমস্ত বায়ুদূষকরা বাতাসে ভাসমান ধূলোর (সাসপেণ্ডেড পারটিকুলেট্ ম্যাটার বা এস,পি,এম) পরিমাণ বাড়িয়ে শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সার এবং মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটচ্ছে। সেণ্টার ফর ষ্টাডিস্ অব ম্যান অ্যাণ্ড এনভায়রণমেণ্টের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আগরতলা শহরে এস,পি,এম নির্দিষ্ট সীমার বেশী আছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক রিপোর্টে জানা গেছে গত ১৯৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে শ্বাসকষ্টে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৮৭,২৭ হাজার ২৬৫ এবং ৩০ হাজার ৬৮৭ জন।

সেণ্ট্রাল মোটর ভ্যাহিকেল রুলস্, ১৯৮৯ এর ১১৫নং রুল ও ২নং উপরুলে মোটর যান নির্গত বায়ুদূষকদের সর্বোচ্চ নির্গমন সীমা নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত আইনের ১৯০ ধারায় নির্দিষ্ট সীমার বেশী বায়ুদূষক নির্গমনকারী গাড়ীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধির উল্লেখ আছে। গাড়ীর ধোঁয়ার বায়ুদূষকদের পরিমাণ মাপার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে গাড়ীর ধোঁয়া মাপার পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত করেছে। পর্ষদ এ পর্য্যন্ত ১,২৬৪টি গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করেছে। যে গাড়ীগুলি সীমার উপরে দূষক নির্গমন করছে তাদের মালিকদের গাড়ী মেরামতের জন্য নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ডিজেল চালিত জীপগুলোই বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ত্রিপুরাতে ডিজেল জীপের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী মাল ও যাত্রী বহন করে, ফলে ইঞ্জিনে অধিকমাত্রায় ডিজেল পাম্প হয় এবং তার

ফলে অত্যাধিক ধোঁয়া নির্গত হয়। দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব্ পেট্রোলিয়ামের এক রিপোর্টে জানা গেছে, ডিজেল গাড়ীর সঠিক পরিচর্যা করলে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল পরিবহন করলে শতকরা প্রায় ২৫ শতাংশ ডিজেল সাশ্রয় করা যায়। সরকারী ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানগুলোকে সঠিক সময়ে পরিচর্যা করলে তদ্রুপ সাশ্রয় করা যায়।

সম্প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গাড়ীর কালো ধোঁয়া নির্গমন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিবহন দপ্তর পর্যায়ক্রমকভাবে রাজ্যের সমস্ত গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিবহন দপ্তর সপ্তাহের প্রতি বুধবার আস্তাবলমাঠে গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করছে। উক্ত পরীক্ষা ধীরে ধীরে অন্যান্য জেলাগুলোতে করা হবে।

যানবাহনের তীব্র এয়ার হর্ণ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বাজী পটকা, মাইকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের (বিশেষ করে কীর্ত্তণ ইত্যাদিতে) ফলে শব্দদূষণ ঘটছে। পরিবেশবিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ ক্ষমতার বিলোপ হয়। মানসিক চাপ বাড়ার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। অনিদ্রা ও স্নায়বিক অস্থিরতা দেখা দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ এবং ৩নং তফশীলে এলাকা ভিত্তিক শব্দের সর্ব্বোচ্চসীমা নির্ধারিত আছে। এই আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য গত ১লা নভেম্বর, ১৯৯৬ইং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক সভায় রাত নয়টার পরে মাইক্রোফোনে ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য গত ৩০শে ডিসেম্বর আর একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ এবং শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে মাইক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে বলবৎ করার জন্য জেলাশাসক ও পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও শব্দ দূষণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে বায়ু ও জল (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন) আইন বলবৎ আছে। আইনের বিভিন্ন ধারাবলে ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনও শিল্প স্থাপনের পূর্বে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করে ছাড়পত্র দিচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিছু কিছু শিল্প কারখানা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়পত্র ছাড়াই যত্রতত্র বেপরোয়াভাবে স্থাপন করেছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে ও পরিবেশ দূষণ করছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোটর গ্যারেজ, স্প্রে-পেইন্টিং কারখানা, গ্রীল তৈরীর কারখানা ইত্যাদি। খুব শীঘ্রই রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গোর্খাবস্তিতে একটি লেবরেটরী নির্মাণ

নির্মাণ করছে। এতে জল, বায়ু, মাটি ইত্যাদির বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা হবে।

সম্প্রতি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ প্রিপারেশন অফ্ জোনিং অ্যাটল্যাস্ ফর সিটিং অফ্ ইণ্ডাস্ট্রিস্ নামে একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি হবে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের অর্থানুকূল্যে। কারিগরী সহায়তাও কেন্দ্রীয় পর্যদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরা রাজ্যের জেলা ভিত্তিক কোন অংশে কি ধরণের শিল্প স্থাপন করা সম্ভব তা জানা সম্ভব হবে এবং তার ফলে রাজ্যে শিল্প স্থাপন শৃংখলা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে শহরাঞ্চল সহ অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাচ্ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে গত তিন বছর ধরে জলবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১৯৯৫ সালে মোট ১ লক্ষ্য ৩ হাজার ৭৬৪ জন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

শহরের আবর্জ্জনা ও বর্জ্য পদার্থ যাতে নদীতে না মেশে তারজন্য আগরতলা পৌর পরিষদের সাথে সলিড ওয়েস্টস্ ডিস্পোবল প্রকল্পে রাজ্যে দূষণীয় দ্রব্য বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করছি। আর এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাম্প্রতিককালে আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন শহরের পরিবেশ দূষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এবং পরিবেশ দপ্তরের একার পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সমস্ত নাগরিকদের সার্বিক সহযোগিতা কাম্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি যে ভূমিকা নিয়েছেন তার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ তাদেরকে সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। তাছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে প্রয়াস দোষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ নিয়েছে তা অবিরতভাবে চলবে। সবার মূলতঃ প্রয়াসই এই আন্দোলনে আমরা সুফল আশা করতে পারি।

শ্রীসুবল রুদ্র :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগরতলা শহরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ড্রেন এবং তার জল দূষণের মাত্রা ছড়াচ্ছে। এই সম্পর্কে একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এটা কত দ্রুত কার্যাকরী করা সম্ভব হবে? নাম্বার ওয়ান।

২। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মিটিং হয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নিয়ে বিশেষ করে মাইকবাজী ইত্যাদি নিয়েছে একটা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। এটা কতটুকু কার্যাকরী ভূমিকা অবলম্বন করতে পেরেছে এবং এই ব্যাপারে সিরিয়াস্ স্টেপ নেবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? আমরা যতটুকু জানি বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া কড়া আইন আছে এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন আছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। এইগুলি প্রয়োগ করার জন্য কি কি ব্যব্যস্থা নেওয়া হয়েছে?

৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরো বলেছেন যে ১২২৫টি গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু

আমি যতটুকু জানি এই ধোঁয়া পরীক্ষা করার ব্যাপারে সাত দিন, আট, বা দশ দিন করে সময় দেওয়া হয়। এরপর আট দশ দিন পরে গেলেও ট্রান্সপোর্ট দপ্তর থেকে এই ধোঁয়া পরীক্ষার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় না। ফলে এই কাজটা খুব উত্তোগের সঙ্গে শুরু করলেও পরে মাঝপথে এটা আটকে থাকছে। কাজেই, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে একমাত্র নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরেই অনেকক্ষেত্রে আইনগুলিকে বলবৎ করা সম্ভব। আর শব্দ দূষণ নিরন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা হলো রাত্রি নয়টার পর মাইক কেউ বাজাতে না পারে। বিশেষ করে যখন দুই তিন মাস আগে কীর্ত্তন খুব বেশী হয়, সে সময় সমস্ত বাজার কমিটিগুলিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল এই ব্যাপারে। তবে এটা যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর ব্যাপার. আইনগতভাবে অনেক কিছুই করা যায় কিন্তু কীর্ত্তন চটকরে বন্ধ করে অনেক অসুবিধা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি কয়েকটি বাজার কমিটি কীর্ত্তনের মাইকে শব্দ সীমিত রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন।

আর দ্বিতীয়তঃ আগরতলা শহরের সলিড ওয়েস্টস্ মেনেজমেন্টের ব্যাপারে মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। এইটা একদিকে টোট্যাল মেনেজমেন্ট যাতে হয়, আরবান ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে ড্রেন ইত্যাদির ব্যাপারে তারা চেস্টা করেছেন যাতে এটার পরিকাঠামো ঠিক থাকে। আর বর্জ্য পদার্থ গুলিকে যাতে নির্দিস্ট স্থানে ফেলে দেওয়া হয়, এবং সেখান থেকে যাতে দূষণ ছড়াতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তারজন্য একটু সময় লাগবে। কারণ, এই বর্জ্য পদার্থগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গাতে ফেলে দিতে হবে এবং সেই বর্জ্য পদার্থ যাতে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে নাগরিকরা ফেলেন তারজন্য তাদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য প্রিপারেশন শুরু হয়েছে-বাড়ী বাড়ী গিয়ে পলিথিন ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য কিছু প্রিপারেশন শুরু হয়েছে। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পলিথিন ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে। সব জায়গাতে সমানভাবে শুরু না হলেও কিছু কিছু জায়গাতে শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই ব্যাপারে জনচেতনা বৃদ্ধি করতেই হবে। না হলে এর কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করা সত্যিই মুশকিল হবে।

শ্রীসুবল রুদ্র :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নিজস্ব সেট-আপ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? কারণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে যত্র-তত্র শিল্প স্থাপনের ফলে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে যে সকল কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে সেগুলি বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? রাজ্য শিল্প দপ্তরে কি এই পরিসংখ্যান নেই যে কতগুলি এই ধরনের শিল্প রয়েছে যেগুলি বে-আইনীভাবে চলছে বা দূষণ ছড়াচ্ছে? তথ্য চেয়েও তথ্য পাওয়া যায় না। রেজিস্টার্ড শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটাই বা কত?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— প্রথমতঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে এখনও একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে তৈরী করা এখনও সম্ভব হয়নি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তার পরিকাঠামোগত দিক থেকে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে এটাও হয় না। কারণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একটি ভিজিল্যান্স অথরিটির মত। শিল্প দপ্তর ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গেলে যেমন লাইসেন্স দেয় ঠিক তেমনি ট্রান্সপোর্ট দপ্তরও গাড়ীর লাইসেন্স দেয়। এই বিষয়গুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে যাচ্ছে না। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যাতে ঠিকভাবে তার প্যারামিটারগুলিকে বজায় রাখে সেটাই তার দায়িত্ব। তবে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এখনও ঠিক সেভাবে এটা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ যত্রতত্র কারখানা হচ্ছে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আজকে আমরা দেখছি আসাম-আগরতলা রোডের পাশে কোথাও শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে সেই খালি জায়গাতে মানুষ বসতি তৈরী করে বসবাস করেন। ফলে কারখানার নিসৃত ধোঁয়া বা শব্দ এলাকাবাসীর পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দুটো এক সঙ্গে কোন অবস্থাতেই চলতে পারেনা। তবে আগামীতে এই ধরনের সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয় সেটা দেখা হবে। বিষয়টি দেখার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি রয়েছে। তারাই সব কিছু দেখবে। পাশাপাশি যে শিল্প-কারখানাগুলির দ্বারা পরিবেশ বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দূষণে সেগুলিকে অন্যত্র সরানোর নির্দেশ দেওয়ার কাজও চলছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাস্তাঘাটে-শহরে বন্দরে প্রায়ই দেখা যায় রেডিও বা টি,ভির দোকানে বা অন্য কিছুতে বেশ জোড়ে মাইক বাজানা হচ্ছে। এর প্রতিকারে সরকারী ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, পরিবেশ আইনে এটা বরা যায় না। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬-এর তিন নং তপশীল অনুযায়ী শব্দের সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারিত আছে। যেমন শিল্পাঞ্চলে দিনে ৭৫ ডেসিবেল এবং রাত্রে ৭০ ডেসিবেল। বাণিজ্যিক অঞ্চলে দিনে ৬৫ ডেসিবেল এবং রাত্রিতে ৫৫ ডেসিবেল। বসতি অঞ্চলে দিনে ৫৫ ডেসিবেল এবং রাত্রিতে ৪৫ ডেসিবেল। নীরব অঞ্চলে দিনে ৫০ ডেসিবেল এবং রাত্রে ৪০ ডেসিবেল একক হবে। দিন বলতে বুঝাবে সকাল ছয়টা থেকে রাত ৯টা অব্দি এবং রাত মানে রাত ৯টা থেকে পরদিন ৬টা অব্দি। এখানে নীরব অঞ্চল বলতে বুঝানো হয়েছে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কোর্ট চত্বর-এর ১০০ মিটার পর্য্যন্ত।

এই বিষয়গুলি আগে মানুষকে বুঝাতে হবে এবং তারপরই আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

কাজেই, আগে থেকে একটা কনভেনশন চলে এসেছে, আস্তে আস্তে যাতে এগুলিকে প্রয়োগ করা যায় সেইজন্য যে এনফোর্স' অথরিটি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করছে এবং সাথে সাথে জনসচেতনতা গড়ার জন্য প্রতি বছর পরিবেশ দিবস এবং বছরের বিভিন্ন

সময়তে এই সব ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ, এক সাথে যদি হঠাৎ করে কড়া আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটাকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই যাতে মানুষকে বুঝিয়ে তারপরে প্রয়োগ করার জন্য যে চেষ্টা সেটা আমাদের অব্যাহত থাকবে। এবং যখন একটা মাত্রায় যাবে তখন সত্যিকারের সেখানে কড়া আইন প্রয়োগ করা যাবে।

**শ্রীহরিচরণ সরকার :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** আর দরকার নেই।

**শ্রীহরিচরণ সরকার (বামুটিয়া) :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিশেষ করে বাস এবং ট্রাকে এয়ার হর্ণ বাজানো হয়, সেই এয়ার হর্ণের আওয়াজ এত তীব্র যা অনেক সময় হার্টে লাগে। বিশেষ করে অল্প বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ক্ষতিকারক বলে মনে করি। সুতরাং, এগুলির প্লেসমেন্ট করে মানে একটু উন্নত ধরনের হর্ণ বাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দেওয়া হবে কিনা ?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আইন মোতাবেক এয়ারহর্ণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটা বাজাতে পারেনা। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এটাকে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা চেষ্টা করব ধীরে ধীরে। তবে চট করে সবটা করা যাবে না। এবং এই সম্পর্কে পুলিশ প্রশাসন এবং ট্রাফিকের সাথে আমাদের কয়েকবার মিটিং হয়েছে। কাজেই, এই সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা হবে।

## PRESENTATION OF THE NINETEEN REPORT OF THE COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FORM THE SITTINGS OF THE HOUSE

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব্ মেম্বারস ফ্রম দি সিটিংস অব্ দি হাউস-এর ঊনিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

**শ্রীদেবব্রত কলই :** - মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু দি প্রেজেন্ট টু দি হাউস অব্ দি নাইনটিন রিপোর্ট অফ দি কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব্ মেম্বার ফ্রম দি সিটিংস অব দি হাউস।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

## Discussion and Voting on the Demands for Grants for the year 1997-98.

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১১টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা পেয়ে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলি পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন, তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

**শ্রীঅমল মল্লিক :**—স্যার, আমি এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মোট ২৫টি কাট মোশান এনেছি। এ সমস্ত অন্যান্য কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের অন্যান্য বক্তারাও বিভিন্ন পয়েন্টের উপর আলোকপাত করবেন স্যার, আমি মেইনলি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এর উপর মেজর হেড ২৭০২ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ মেজর হেড ৪২১৫ এর উপর আমি বলতে চাই, স্যার। এখানে একটা জিনিষ এই রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থাটা হলো এই রাজ্যের মেইন। এই কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেচ ব্যবস্থা। স্যার, এখানে একটা জিনিষ দেখতে পাই যে, দপ্তরের যে সমস্ত কাজগুলি করতে পারেনি বা যে সমস্ত অবস্থা দপ্তরের, যেমন সেচ, সেচের ক্ষেত্রে ডিপ-টিউব-ওয়েলর একটা হিসাব সরকারের যে সমস্ত রিপ্লাই আছে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের তা আমি উল্লেখ করছি। ১৯৯৩-৯৪ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২টা ডিপ-টিউব-ওয়েল করার তার মধ্যে হয়েছে ৪টি। ১৯৯৪-৯৫ সালে ধরা ছিল ৭টা তারমধ্যে হয়েছে ১টা। ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা ছিল ২৫টা তারমধ্যে একটিও হয়নি। ১৯৯৬-৯৭ সালে ধরা আছে ২৫টা, এই ২৫টির মধ্যে এখন পর্যন্ত একটিও হয়নি। এটা উনাদের রিপ্লাইয়ের মধ্যে আছে। ডিপ-টিউব-ওয়েল সেচ ও পানীয় জলের ১৯৯৪-৯৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৯টা তারমধ্যে হয়েছে ৬টা। স্যার, ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা ছিল ৫৬টা তারমধ্যে হয়েছে ১২টা। ডিপ-টিউব-ওয়েল পানীয় জল ১৯৯৩-৯৪ সালে ধরা হয়েছিল ৫৮টা তারমধ্যে হয়েছে ৩টি। ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা ছিল ৫২টা তারমধ্যে হয়েছে ১৩টা, ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা হয়ছিল ৫১টা তারমধ্যে হয়েছে ৯টা, তারপর এল,আই, স্কিম। ১৯৯৩-৯৪ সালে ধরা ছিল ১১৪টা হয়েছে ১১টা, ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা ছিল ৫টা একটিও হয়নি, ১৯৯৬-৯৭ সালে ধরা হয়েছিল ৪৪টা এখন পর্য্যন্ত কয়টি হয়েছে জানা যায়নি।

# PRESENTATION OF THE NINETEEN REPORT OF THE COMMITTEE ON ABSENCE MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSES

তারপর মার্কটু টিউব-ওয়েল, ১৯৯৬-৯৭ইং সালে দক্ষিণ ত্রিপুরায় লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৫২০টা হয়েছে ১৫২টা, উত্তর ত্রিপুরায় ধরা ছিল ৩০০টা তারমধ্যে হয়েছে ৭১টা, ধলাই এ,ডি,সি এরিয়াতে ধরা ছিল ১৫০টা হয়েছে ৭৯টা

তারপর রিং-ওয়েল, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৮০০টা করার কথা ছিল হয়েছে ২১৩টা, উত্তর ত্রিপুরায় ধরা ছিল ৮০০টা হয়েছে ১০৮টা, ধলাইতে ধরা ছিল ১৬৮টা হয়েছে ১৫টা। সেইভাবে স্যানিটারী ওয়েল পশ্চিম ত্রিপুরায় ধরা ছিল ৫২৫টা হয়েছে ১৬৫টা, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ধরা ছিল ৮৪২টা হয়েছে ৪৫টা, উত্তর ত্রিপুরায় ছিল ৩০০টা হয়েছে ৮৩টা, ধলাইতে ধরা ছিল ১৫০ টা হয়েছে ২২টা। তারপর মার্ক থ্রি অমরপুরে ১৯৯৬-৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০টা হয়েছে ২৫টা, করবুকে ছিল ৪৬টা হয়েছে ১১টা, আর কিল্লাতে ধরা ছিল ২৫টা হয়েছে ১০টা সাতচাঁদে ধরা ছিল ৪৮টা হয়েছে ৩১টা, রুপাইছড়িতে ধরা ছিল ৪৫টা হয়েছে ৫টা। আর একটা জিনিষ স্যার, বিভিন্ন বিভাগে কিরকম হয়েছে, কত হয়েছে সমস্ত তথ্য সংগ্রহাধীন বলে দিয়েছেন। কাজেই, যে দপ্তর এখন টাকা চাইছে বা টাকার দরকার। এক একটি দপ্তরের এক একটি ক্ষেত্রে পানীয় জল বলুন সেচের ডিপ-টিউব-ওয়েল বলুন, এল,আই বলুন এক একটি জায়গাতে দেখা যাচ্ছে এমন ধরনের পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে।

এচিভমেন্ট হচ্ছে না এটা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। এখানে লক্ষ্যমাত্রা পুরণের জন্য টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু এচিভমেন্ট হচ্ছে না। কাজেই, বছরের পর বছর সেই ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ এক অবস্থা। কাজেই, এই অবস্থায় আমি এখানে কাট মোশান এনেছি। এই সব কাট মোশন চিন্তা ভাবনা করেই এনেছি। আজকে এখানে টাকা রাখা হয়েছে তা ৯৬ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা রিপ্লাই দিচ্ছেন, ১৯৯৭-৯৮ সালে ১০০ টা ডিপ-টিউব-ওয়েল করবে। স্যার, জনসাধারণ সবাই জেনে গেলেন, ১০০টা ডীপ-টিউব-ওয়েল হবে। আর কেহ খবর রাখছেনা হল কি হল না? এমন কি মন্ত্রীরা পর্যন্ত খবর রাখছেন না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসব জানা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। স্যার, আমি গতদিনে বলেছি, এখানে রেলের ব্যাপারে বিরাট শিলান্যাস হল? মন্ত্রীকে আনা হল, প্রধানমন্ত্রীকে আনা হল। রেল চলে আসবে। যেন কয়েক দিনের ভেতরেই চলে আসবে। নিজেদের পত্রিকা ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় উঠেছে, আগরতলা পর্যন্ত যাতে রেল আসে সে জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রেল মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

(ভয়েসস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ, তাহলে কি হয়েছে?)

আমাদের কিছু হয়নি। আমরা ঠিক আছি। আমরা আগেই জানি কি হবে। হয়েছে আপনাদের। প্রধানমন্ত্রীকে এনে বিরাট শিলা বসালেন। স্যার, আমি পি,জি,পি,তে কাট মোশান এনেছি।

১৯৮১ সালের জনসংখ্যা অনুযায়ী ৮৪ হাজার, ১৯৯১ তে ১ লক্ষ ১০ হাজার দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে ৯৯ শতাংশ, শিক্ষার ক্ষেত্রে ১১ পারসেন্ট এসেছে। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে পি,জি,পি, স্কীম চালু। তাদের বিভিন্ন স্কীম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেইসব স্কীম তাদের কাছে গিয়ে পৌছায়নি। রাজ্যের পি,জি,পি, চালু হবার পর থেকে ৩১-১২-৯৬ পর্য্যন্ত ৯,১১৪ জনকে পূনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং খরচ হয়েছে ১ কোটি টাকার উপর। এই বছর নিয়েছেন ১ হাজার। আমরা কাট মোশান এনেছি, সঠিকভাবে এই দপ্তরের টাকা খরচ হয়না, এবং সঠিক সময়ে তাদের কাছে গিয়ে স্কীমের সুফল পৌছয়না। এজন্যই তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে থেকে যাচ্ছে। কাজেই, এই পি,জি,পি, দপ্তরের প্রতি নজর দেওয়ার দরকার আছে বলেই আমার এই কাট মোশান। কাজেই, এখানে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে, প্রতিটি কাট মোশানের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :** -- মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

**শ্রীদীপক নাগ** (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন আমি আমি সেই সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ২২২৫ সম্পর্কে বলতে চাই। নির্বাচনের প্রাক্কালে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, যদি তাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে ও,বি,সিদের চাকুরীতে রিজার্ভেশন করা সহ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হবে। তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, চার বছর চলে গেছে। আর এক নির্বাচন এসে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ও, বি, সিদের চাকুরীর ক্ষেত্রে রিজার্ভেশান সহ মণ্ডল কমিশনের অন্যান্য সুপারিশ কার্য্যকরী করতে পারছেন না, আইনের বাঁধা আছে বলে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সভায় দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে, প্রাথমিক তদন্ত করে ও,বি,সির সংখ্যা হচ্ছে ৬,৭৪,৪৯৩ লক্ষ জন। কিন্তু তাদের বাড়ীঘরে গিয়ে সেনসাস করা হয়নি। এমনিতেই একটা তথ্য দিয়ে দিয়েছেন। যারা ও,বি,সি, আন্দোলনের সাথে যুক্ত, বিভিন্ন সংগ্রাম কমিটির সাথে যুক্ত তারা ডিমাণ্ড করেছেন যে শতকরা ৪২ পারসেন্ট ও,বি,সি, ভুক্ত জনগণ এই রাজ্যে বাস করছেন অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ। এই ১৩ লক্ষের জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য কথা বলছেন। আজকে চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা খুবই সামান্য। আজকে ও,বি,সি, ভুক্ত জনগণ চাকুরী ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের বার আছে। সেটা সত্য নয়। সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ করে বলেছেন যে, রিমোট প্লেস, অনুন্নত রাজ্য এবং মিকস জনগণের রাজ্যে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রাজ্য সরকার করতে পারবেন। সুপ্রীম কোর্ট স্পেসিফিকেলী বলেছেন। সেখানে রাজ্য সরকার

ও,বি,সি, ভূক্ত জনগণের জন্য এই রাজ্যের মধ্যে সুযোগ সুবিধাগুলি সম্প্রসারিত করতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাই আমরা ২২২৫ মেজর হেডে কাট মোশান এনেছি তাতে এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের ও,বি,সি, ভূক্ত জনগণের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতশ্রুতিকে কার্যাকরী করার জন্য ভূমিকা নেন। এবং ও,বি,সি ভুক্ত যুবক যুবতীরা যাতে চাকুরী ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধরী।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের কয়েকটি ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কয়েকটি কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া দীর্ঘদিন ধরেই জনগণের সঙ্গে এবং এই হাউসের সাথে যুক্ত আছেন। এখানে আমার দপ্তরের কয়েকটি ডিমাণ্ডের উপর তিনি কাট মোশান এনেছেন। আমি আশা করেছিলাম যে সুন্দর একটা প্রস্তাব সরকারে বিবেচনার জন্য বলবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি। আমি হতাশ হয়েছি। তবে লিখিত ভাবে কতগুলি বিষয় তিনি কাট মোশানে এনেছেন তাতে আমি হতাশ হলেও আশ্চার্যান্বিত হয়নি। কারণ, উনাদের নীতিটাই ওইরকম। যেমন স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নং ৪১ এর উইম্যান কমিশনের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা তিনি করেছেন। এই হাউসে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিগত যে রিভাইস বাজেট হয়েছিল সেখানে ক্যাটগোয়িক্যালী বলা হয়েছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যে উইম্যান কমিশন গঠিত হওয়ার পর নারীদের উপর যে অত্যাচার হত ৪-৫ বছর ধরে তারা বিচার পেত না আজকে এই উইম্যান কমিশন গঠিত হওয়ার পর নারীরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাদের পরিবার এবং পরিবারের বাইরে নারীদের উপর নিপীড়নের প্রতিকার চেয়েছেন এবং বহু ক্ষেত্রে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। স্যার, যারা এক সময়ে নারী নির্যাতন করে বুক ফুলিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে হাটতেন তাদের কথা আমি বলতে চাই না স্যার, কারণ তাহলে কারও কারও অসুবিধা হবে। কিন্তু আজকে তার উল্টো হয়েছে। কারণ মানুষ তাদের কোনঠাসা করে রেখেছে। তেমনি আজ উইম্যানস কমিশনের ঘোষনা আজকে সারা দেশে আওয়াজ উঠেছে মহিলাদের সমান অধিকার দিতে হবে। এমন কি চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আকাশকে আধাআধি ভাগ করে মহিলাদের এক ভাগ দেওয়া হোক কিন্তু এটা তো আর বাস্তবে সম্ভব নয় সেই অধিকারের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে। তা-না হলে কোন দেশের মঙ্গল হতে পারেনা। আমাদের দেশে মহিলাদের সমস্ত ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ না হলেও যাতে ৩৩ ভাগ

করা যায় তার আওয়াজ উঠেছে কিন্তু আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের বাধা-দানের ফলে এটা হচ্ছে না। কিন্তু আমরা মহিলাদের জন্য যাতে ৩৩ পারসেট সংরক্ষণ করা যায় তারজন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার; পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় মন্ত্রী কোন্ ডিপাটামেন্টের উপর এবং কোন্ ডেভেলাপমেন্টের উপর বক্তব্য রাখছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ মাননীয় মন্ত্রী যে ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে বলছেন সেই ডিপার্টমেন্টের উপর আমি কোন কাট মোশান আনিনি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া আমি দুজনের নামই বলছি। আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলব, আপনার কাট মোশান সম্পর্কে যখন বলব নিশ্চয়ই তখন আপনি পয়েন্ট অব্ অর্ডার নিবেন এবং তাহলে আমি খুশী হব। কাজেই এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে সেটা অযৌক্তিক কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যারা এই সমস্ত অধিকার চান এবং যারা সমাজে নারীদের সমান অধিকার চান তারজন্য এই কাট মোশান আনা এটা ঠিক হয়নি। তাই খারিজ হওয়া দরকার এবং আমি এই কাট মোশানের বিরোধিতা করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১ তার বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহাশয়। স্যার, উনারা কাট মোশান এনেছেন বার্ধক্য ভাতার বিরুদ্ধে, ল্যাণ্ডলেস তাদের বিরুদ্ধে, ব্লাইণ্ড এবং হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টস্ তাদের বিরুদ্ধে এখানেও তাঁরা ওয়াস্টফুল এ্যাক্সপেনডিচার বলে কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যখন সরকারে ছিলেন অল্প সময়ের জন্য ৫ বছরের জন্য মন্ত্রী ছিলেন। উনি একটা সময়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও মন্ত্রী হয়েছিলেন। ৫ বৎসরের জন্য তখন উনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমরা দেখেছি মন্ত্রীদের আরাম আয়াসের জন্য, এমনিতে তারা নিজেরা বহুবার বাইরে যান, লক্ষ লক্ষ টাকা তারা খরচ করেছেন, তারওপরে বৎসরে চারবার সপরিবারে আমাদের রুলসের অ্যাকজিকিউটিভ বিষেসে সেখানে পরিবারের মধ্যে মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে যুক্ত আছে। শ্বশুর শাশুড়ীকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেখানে শ্বশুর শাশুড়ীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে বৎসরে চারবার করে তাদেরকে বাইরে নেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের জন্য ৫ বৎসরে একটি টাকাও বাড়ানো হয়নি। স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকারই চালু করেছিল। প্রথম ৩০ টাকা, ৩০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা, ৪৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা, ৬০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা, ৭৫ টাকা থেকে গত ৯৫ সন থেকে আমরা ১০০ টাকা করেছি। আমি বলেছি শুধু রাজ্যের যে স্কীম এটা না কেন্দ্রীয় স্কীমও এই বৎসরে আরও দশ হাজারের উপরে সর্ব্বমোট ১৫ হাজার অতিরিক্ত রাজ্যের স্কীমের বাইরে রাজ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ভাতা পাবেন। রতিবাবু বলেছেন এটা কাট করতে হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা

জাহান্নামে যাক। আজকের দিনে ১০০ টাকা কিছুই না স্যার। রতিবাবু কিরকম বৃদ্ধ, বৃদ্ধার সন্তান, তিনি এই সামান্যতম যে দেওয়া হয় তাও এটাকে কাট করতে চান। স্যার, দ্বিতীয় আর একটা কাট মোশান ডিমাণ্ড নং ৪১, হেড অফ অ্যাকাউন্ট ২২০২, আইটেম নং ২০০, এটা নিয়ে একটু আগে আমি বিবৃতি দিয়েছিলাম রাজ্যের স্বাক্ষরতার প্রসঙ্গে। এটা নিয়ে এখানে দীর্ঘ বক্তৃতা করতে চাই না। কেন স্বাক্ষরতা? স্বাক্ষরতা শুধু একটা অক্ষরকে লেখার জন্য, একটা অক্ষরকে পড়ার জন্য মানুষ তৈরী করা না। একজন স্বাক্ষর মানুষ, একটা নিরক্ষর মানুষেরও চোখ আছে, মন আছে, ভাবনা আছে। কিন্তু লিখতে না পারার কারণে তার মনের যে ভাবনা এটাকে কোথাও ধরে রাখার জন্য, এই ভাষায় প্রকাশ করাব জন্য একটা নিরক্ষর মানুষ তা পারেনা। কাজেই তখন তার অগ্রগতির প্রসঙ্গে দেশের বা রাজ্যের নাগরিকবাসী জনগণের স্বাক্ষরতার প্রয়োজন, শুধু চেখ দিয়ে দেখবে না, মনেরও চোখ আছে। সেই মনের চোখ দিয়ে যাতে বুঝতে পারে, মনের চোখ দিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে, মনের চোখ দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করতে পারেন একটা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য। এইজন্য এই হাউসে বলেছি। আমরা আগামী মাস থেকে এই স্বাক্ষরতা কর্মসূচী শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানে যেমন সার্বিক স্বাক্ষরতার কর্মসূচীর ক্ষেত্রেতে, টোট্যাল লিটারেসীর ক্যামপেইনের ক্ষেত্রে যেমন সেখানে প্রজেক্ট হয় কেন্দ্রীয় সরকার তিনভাগের মধ্যে ২ ভাগ বহন করেন এবং একভাগ বহন করতে হয় ত্রিপুরা সরকারকে। ঠিক তেমনি পোষ্ট লিটারেসী ক্যামপেইনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে একভাগ বহন করতে হবে এবং নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে শুধু একটা দলের লোক আসছে সেখানে তা না, সব দলের লোককে সমৃদ্ধ করবে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক মানকে সমৃদ্ধ করবে, অর্থনীতি সমাজ, পরিবেশকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু এই জায়গাতে উনি মনে করেন মানুষ যদি টি,এল,সির পরে পি,এল সি হয়, তারা যে অক্ষরজ্ঞান শিখেছে এটাকে বড় করার জন্য, আরও সমৃদ্ধ করার জন্য যদি হয় এটা ওয়েস্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার তাদের জন্য। সুতরাং এই কাট মোশানও চলে না। স্যার, তারপর ডিমাণ্ড নং ৪১-এ হেড অফ অ্যাকাউন্ট ২২৩৫, আইটেম নং ১০২ এখানে রাজ্যের অনাথ আশ্রমগুলিতে, বিগত সময়ে ১০ টাকা করে ছিল তাদের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা অন্যান্য সব মিলিয়ে। আমরা এপ্রিল মাস থেকে এটাকে ২০ টাকা করব। ডাবল ১০ টাকা ছিল, ২০ টাকা হবে। ২০ টাকা যদি আমরা সেইভাবে পারহেড হিসাবে আনতে পারি অন্যভাবে আমরা এটাকে কমপাইলেশান করেছিলাম। কাজেই অনাথ ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা কিছু ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করব, তাদের জন্য একটু পুষ্টি বাড়াবো, এতে রতিবাবু বলেছেন যে না। অনাথ ছেলেরা তোমরা মরে যাও, কেন জন্মগ্রহণ করলে পৃথিবীতে! এটাও একটা কাট মোশান হয়। স্যার, কি রকম জনবিরোধী হলে পরে তারা এই রকম হতে পারে। তারপর আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২, আইটেম

নাম্বার ২২০৪, এখানেও ওরা আমাদের রতিবাবু কাট মোশান এনেছেন। ত্রিপুরার ট্রাইবেল ছেলেরা বাইরে যাবে এটা ওনার ভাল লাগেনি। স্যার, গত চার বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু ছেলে-মেয়েকে বাইরে পাঠিয়েছি এবং আগামী দিনে আমরা পাঠাব। কেন পাঠাব, কারণ, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের পক্ষে তাদের মা-বাবার পয়সা খরচ করে বাহিরে গিয়ে দেখা, বাহিরে সমাজের সঙ্গে পরিচয় হওয়া সম্ভব না। অবশ্য আমরা সমস্ত ছেলেমেয়েদের পাঠাতে পারিনি। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের বাছাই করে আমরা পাঠাই। এতে ওনার আপত্তি, ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েরা দিল্লী যাক, কেরালা যাক, এটা ওনারা চাননা। ওনারা চান ওরা বাংলাদেশে যাক। কাজেই ট্রাইবেল ইয়থ এক্সকারসিয়াম হিসাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে এটা তারা সমর্থন করতে পারেনা। তারা মনে করে ভারতবর্ষের মানচিত্রের বাইরে যাক, না হলে এই রকম কাট মোশান কি করে আনে? স্যার, আর একটা কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩, আইটেম নাম্বার ৪৮১০, এটা হল সোলার কভ ভোলটেইস সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে কেশবদার কারেন্ট পৌঁছানো মুশকিল সেই সব এলাকায় আলো পৌঁছাতে পারি। স্যার ঐ সব এলাকার ট্রাইবেল লোকেরা তারাও একটু আলো চায়। স্যার, আমরা গত বৎসর এবং এই বৎসর মিলিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে ৫০০টি পরিবারকে সোলার ভোলটেইস লাইট দেব ধলাই জেলাতে মার্চের মধ্যে ৫৩৭টি পরিবারে চলে যাবে এবং আগামী আর্থিক বৎসরে আরও ৪০০টি দক্ষিণ ত্রিপুরায় একদম দুর্গম এলাকাতে আমরা দেব। এতেও স্যার, তাদের আপত্তি, এই আপত্তি যদি অন্য কোন বিরোধী সদস্যরা করতেন তো আমরা বিরোধিতা করতাম না। কিন্তু রতিদা তিনি উপজাতি সমাজ থেকে এসে প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিটি কথা বলেন, আজ তিনি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সোলার কভ ভোলটেইস সিস্টেম বিদ্যুৎ পৌঁছানো যাবেনা প্রত্যন্ত উপজাতি গ্রামে এই ধরনের কাট মোশান এনেছেন। কাজেই এটা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের বিরোধী, জনগণের স্বার্থের বিরোধী, তাই আমি বলছি রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে এই কাট মোশানগুলি তারা প্রত্যাহার করবেন এবং এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে দপ্তর ভিত্তিক যে অনুদান চাওয়া হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। স্যার, মাননীয় সদস্য অমল বাবু এবং রতি বাবু যে ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, পুলিশ দপ্তরের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া দরকার, টাকা দিতে হবে। স্যার, আমাদের বিরোধী ব্যাঙ্গ থেকে বিরোধিতা করলেও আমি তার সমর্থন করব, যদি এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেন।

কারণ দপ্তর চালাবে কে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি কি দপ্তর চালাতে পারেন ? এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যিই কি দপ্তর ভাল চালাচ্ছেন এটা আপনিই বলুন। আমার সীমনা এলাকার কথাই যদি বলি, এই ব্যাপারে আজকে মাননীয় সদস্য প্রণববাবু ও বলেছেন, হরিচরণবাবুকেও বলেছেন, এখানে তিনি নেই। কতজন লোক সেখানে অপহরণ হয়েছে।

দুঃখের কথা বলব কেন নিজের ঘরের কথা আগে বলব। কতজন লোক অপহরণ হয়েছে- কতজন লোক ? স্যার, ৩৭ জন লোক অপহরণ হয়েছে। আর এখনো রয়ে গেছে ১৭ জন। কারা রয়ে গেছে, সেই হোমগার্ড বেনু ঘোষ, রিক্সা চালক কানু মালাকার এরা ? আর যারা ফিরে এসেছেন তাদেরকে পুলিশ উদ্ধার করেছে, না একটা কেইসও না, একটা মামলায়ও না, একটা ঘটনার নজীর নেই। তাহলে আমাদের পুলিশ বাহিনী কি অপদার্থ। অসম্ভব, পুলিশকে এই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখেছি এই রাজ্যের পুলিশ ওয়েষ্ট ব্যাংগল এবং অন্যান্য ষ্টেটের পুলিশ থেকেও অনেক বেশী দক্ষ এবং এর অনেক সার্টিফিকেটও আছে। কিন্তু এটার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী এই একজন মাত্র লোক তিনি এই দপ্তরকে চালাতে পারছেন না।

স্যার, এখানে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় ক্রিমিন্যাল ইন্‌ভেষ্টিগেশন সম্পর্কে। স্যার, উনি তো এখানে বলেছেন যে মোট রেজিষ্ট্রিকৃত মামলার সংখ্যা হচ্ছে ২৮,৫১৪টি। আর ফাইন্যাল রিপোর্ট তদন্ত হয়েছে মাত্র ৬,০০০ টি, এটা আপটু ১৯৯৬। আর আমার কাছে যে খবর আছে তাতে এটার সংখ্যা হচ্ছে ৪০,০০০ এর উপরে ঘটনা ঘটছে, কিন্তু একটা কেইসেও কি পুলিশ কিছু করতে পারেনি। আমাদের আত্মীয়-স্বজন যদি খুন হয়, ইট ইজ নট মাই ডিউটি এটা পুলিশ ডিটেক্ট করবে হো ইজ্ দ্যা ক্রিমিন্যাল। আর এখন স্যার, ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে কোন তদন্তই হচ্ছে না ইন্‌ভেষ্টিগেশন প্রপারলি হচ্ছে না। পুলিশ পারছে না, না উনি বলে দিচ্ছেন এইভাবে করো, ঐভাবে করো। আবার উনি বলে- ছেন যে আমরা নাকি তদন্তে কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করছি, আসলে স্যার, উনিই তদন্তে ব্যাঘাত সৃস্টি করছেন। সুতরাং কিসের জন্য টাকা, কেন টাকা-টাকা চাইছেন অপোজিসান যারা আছে, বা অন্যরা যারা আছে তাদেরকে মারার জন্য টাকা। তবুও এটাকে সমর্থন করতে পারতাম যদি বুঝতাম যে পুলিশকে শক্তিশালী করার জন্য, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর মত বলবান করার জন্য বি,এস, এফ,এইসব প্যারা মিলিটারী ফোর্সের মত বলবান করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্য নয়। আজকে ন্যেশন্যাল পুলিশ ফোর্সের যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে দশম রিপোর্ট সাব্‌মিট করা হয়েছে, তার একটাও কি কার্য্যকরী করা হয়েছে ? একটাও না। এই পরিস্থিতিতে স্যার, আজকে এমন একটা সময়ে পুলিশের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে আজকে গ্রামের চিত্র কি ?

আজকে স্বরাস্ট্রমন্ত্রীকে নিজে এটা দেখা উচিৎ, কিন্তু উনাকে কিছু বললেই ভ্রূনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন আজকে সমস্ত রাজ্য আগ্নেয়গিরির উপর রয়েছে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লোড করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— ঠিক আছে স্যার, এইসব বললে আপনাদের যখন সহ্য হয়না তখন আর আমি বলছি না এই সম্পর্কে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**— সেটা নয়, অপনি যেকোন বিষয়ের উপরই বলুন, কিন্তু আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— তারপর স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, মেজর হেড ৪২১৫ এর উপর একটি কাট মোশান আনা হয়েছে। এখানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কথা বলা হয়েছে। স্যার, এই প্রসঙ্গে গতকালকেও একটি প্রশ্ন এসেছিল এবং তার উত্তর মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন কি ? যদিও উনার উত্তর আমার সঙ্গে ডিফারেন্স রয়েছে, উনার বক্তব্যে বুঝা গিয়েছিল কি অবস্থা স্যার, রাজ্যে আমি এই সব খবর নেবনা গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল। কি অবস্থা গ্রামে চলছে স্যার, আমার মোহনপুরের কথাই বলছি, গ্রামের এখন জল আর পাচ্ছেনা। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন সেখানে গিয়ে দেখেন যে সমস্ত ডিপ-টিউব-ওয়েল, মার্ক-২, মার্ক-৩ সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, গ্রামের মানুষ সেখানে জল পাচ্ছেন না। ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হওয়ার পর কাজ না করেই ক্যাডাররা ভুয়ো বিল করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। মোহনপুর গাঁওসভার জগৎপুরে ওয়াটার সাপ্লাই লাইন গিয়েছে সি,পি,এম নেতা ফণীভূষণ দেবের বাড়ীতে অন্য কোন বাড়ীতে এই জলের লাইন যায়নি। ঐদিন বলেছিলাম আর আজকেও আবার বলছি। কাইণ্ডলি একটু খোঁজ নেবেন।

স্যার, ও,বি,সি প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যের আনা প্রশ্নের উত্তরে উপ-মুখ্যমন্ত্রী কি জানালেন সেদিন ? হাই কোর্টের বার আছে ? এই সরকার প্রথমে ও,বি,সি সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে আগে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না কেন ? কেবিনেট সিদ্ধান্ত হলে নাইনথ্ সিডিউলে বিল আনা উচিৎ। এই ব্যাপারে কি কোন উদ্যোগ আপনাদের আছে ? এই নিয়ে একজন সেদিন দাঁড়িয়ে বলছেন উচ্চ বর্ণের কথা। উচ্চ বর্ণ বা নিম্ন বর্ণের কথা নয়, সমস্যাটা হচ্ছে পিছিয়ে পড়াদের উন্নত করতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের নিস্ক্রয়তা।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কেমন চলছে। রাজ্যে বড় লোকের চিকিৎসা হয়। গরীবের ভয়ংকর রোগ হলেও সরকারী খরচায় চিকিৎসা হয় না। আমি একটি রোগের ভেকসিন নিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত প্রশ্ন করেছিলাম এই হাউসে। কিন্তু উনার নেগেটিভ রিপ্লাই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সমগ্র দেশে হেপাটাইটিস-বি প্রচণ্ডভাবে

ছড়াচ্ছে। এটা খেলাসিমা কিংবা এইডসের চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না অন্যত্র। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশানের এই ব্যাপারে পরিষ্কার সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এনিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির দিকেই জোর দিতে চাইছে না কেন এই রহস্যটা আমার কাছে থেকেই যাচ্ছে। প্রতিজনে এই ভেকসিন পিছু দেড় হাজার টাকা করে খরচা করতে হয়। রাজ্যের দরিদ্র অংশের মানুষের সংখ্যা যেখানে ৭৪ শতাংশ সেখানে এই টাকায় ভেকসিন নেওয়া কি গরীব অংশের জনগণের পক্ষে সম্ভব ? মন্ত্রী জানালেন আর্থিক অসংগতির কারণে এক্ষুনি সেটা চালু করা যাচ্ছেনা। তাহলে কি রোগও বন্ধ থাকবে ? সমস্যার সমাধানটা কিভাবে হবে, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ? লোক তাহলে মরবে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন। আপনার ইতিমধ্যেই ১০ মিনিট সময় চলে গিয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— শেষ করছি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী আছেন। স্যার, এই রাজ্যে মহিলা কমিশন গঠন হওয়ার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত ১,০১৫টি নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন বা ঐ ধরণের অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। এই মহিলা কমিশনকে পলিটিকেলাইজ করা হচ্ছে। যদিও যাদেরকে মহিলা কমিশনে বসানো হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। রাজ্য সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করছে। সেজন্য অত্যাচারিতারা মহিলা কমিশনের মাধ্যমে এগিয়েও বিচার পাচ্ছে না। আর একটি কথা বলছি স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, আর দেওয়া যাবে না। আমি আর আপনাকে সময় দেবনা। আপনি বললে কিন্তু আপনার বক্তব্য সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সার্ভে সেটেলমেন্টের যে দপ্তরটি রয়েছে সেটাকে নাকি উঠিয়ে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। সমগ্র রাজ্যে এই নিয়ে প্রচণ্ড গুঞ্জন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বসুন। আপনি বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে। আমি কাট মোশানগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নিচ্ছি না। শরীরও বেশী সুবিধা নয়। গতকালকে দেখা গেছে আলোচনা করতে গিয়ে মাখনদার মত প্রবীণ সদস্য তিনি আলোচনা করতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌছেছেন যে "ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত।" কোথায় কাট মোশান আনতে গিয়ে কোথায় গিয়ে পৌছেছেন। আর এখানে মাননীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র-

বাবু খুব মায়াকান্না কাঁদছেন বিরোধীদের জন্য, তার বাবাকে টাকা দেওয়ার জন্য। আমাকে তো বারবার ইনডিকেট্ করলেন নাম বলে বলে। আমি কাউকেই বৃদ্ধ ভাতা দিতে চাই না, যারা সম্পত্তির মালিক। আমি চাইনা আপনাদের মত অটেল সম্পত্তির মালিকদের, এম,এল,এদের, মন্ত্রীদের। যাহাতে সেই ধরনের লোক না পায় তারজন্য এখানে আমি এই কাট মোশনটি এনেছি। তাদের মুখে যে মাকড়ছার জাল বোনা আছে সেটাকে সড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আজকে আমি সেই কাট মোশানটি এনেছি এখানে। আর মহিলা কমিশনের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করেছিলাম যাহাতে একজন মহিলাকে দিয়ে সেই কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সংখ্যা জোরে সেটি নাকচ করে দিয়েছে। আর, ও,বি,সিদের ব্যাপারে এই হাউসে আমরা বার বার দাবী করে এসেছিলাম যে তিন জনের জায়গায় যাতে পাঁচজন করা হয় সেটিও তারা বানচাল করে দিয়েছে। এই জন্যই আজকে বিরোধিতা করতে হচ্ছে। জেনেশুনে তাদের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য দিতে পারিনা। সত্যিই কি বিচিত্র তাদের টাকা চাওয়া। সেখানে একটি কথা বলতে হবে যে টাকা দিবে গৌরীসেন, এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। টাকা চাইলে কেন্দ্র দিবে। এবং সেই টাকা এখানে লুটেপুটে খাবে। এখানে ঐদিন জলসম্পদের মন্ত্রী বলেছেন যে মাটির নীচে জল নেই। কত বড় পণ্ডিত। উত্তর মহারাণী, উলাখেত এই সমস্ত অঞ্চলে নাকি মাটির নীচে জল নেই। ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য যেখানে বুক কাঁপেনা সেখানে আবার কিসের টাকা। আর সুনামধন্য পুলিশ মন্ত্রীর কথা কে না জানে সারা রাজ্যের মানুষ জানে, মানুষ মারলেও তার বিচার হচ্ছে না। তার এত বড় ক্ষমতা। আর যেখানে সবাই জানে যে রাজ্যে অহরহ বিদেশী অনুপ্রবেশ চলছে। কিন্তু একজনকেও সনাক্ত করতে পারেনি। এখানে আমার সহ অমলবাবুর ২৫টি কাট মোশান আছে সবটি আলোচনা করা সম্ভব না। কাজেই আমি এগুলি এনেছি সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে বাজেট পাশ করুন। আমি আর বেশী বলতে চাইনা। সময়ও কম। আপনিও দিতে চান না। প্রয়োজনবোধে যেখানে বেশী বলা উচিত সেখানেও দেবেন না। এখানে ২৫টি কাট মোশান আছে। প্রত্যেকটিতে যদি এক মিনিট করেও বলি, তাহলেও ২৫ মিনিট লাগবে। কিন্তু সময় দেবেন না। কারণ সব বেড়িয়ে যাবে। তাই সময় বাড়াতে চান না।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** সংসদীয় গণতন্ত্রে নিয়ম অনুসারে যতটুকু সময় আপনাদের প্রাপ্য তার থেকে বেশীই দেওয়া হচ্ছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** এটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু যেহেতু আর সময় দেবেন না, সেহেতু সমস্ত কাট মোশানের সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ

করা হয়েছে সবগুলি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং তার উপর যে কাট মোশান এসেছে সেই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই কাট মোশানের উপর গতকালও আলোচনা হয়েছে। বাজেটের উপরও সাধারণ আলোচনা হয়েছে। সব আলোচনাই আমি শুনেছি। এইসব আলোচনা শুনে মনে হয়েছে, চার বছর আগে হয়ত জনসাধরণের সঙ্গে তবু কিছু সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখনত শুধু কেয়ার অব পত্রিকা। এখানে এসে পত্রিকা তুলে ধরেন, পত্রিকার রেফারেন্স দেন এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, গ্রাম লেভেলে কি কি করা দরকার তার বাছাই করেই এখানে যা দরকার তা বাজেটে রাখা হয়েছে। আজকের ডিমাণ্ডেও তাই আছে। আমার একটি ডিমাণ্ড আছে, আমার নিজস্ব দপ্তর পুলিশ দপ্তরের উপর। একটু আগেও বিরোধিদের বক্তব্য শুনছিলাম চুপচাপ বসে, ভুল কথা কিছু শুনা যায় কিনা সে জন্য। সারা রাজ্যের ভেতরে এটা বাস্তব সত্য, রাজ্যে ৪৪টা থানা আছে? এই ৪৪টা থানার মধ্যে ২৫টা থানা বিশেষ করে চোখে লাগার মত যেখানে ইনসারজেন্সি ঢুকতে পারেনি। সেখানকার উপজাতি-অউপজাতি সব অংশের মানুষের প্রতিরোধে এটা হয়েছে? এই অঞ্চলগুলির অবস্থা কি? অমলবাবু কাট মোশান এনেছেন। উনার বাড়ী বিলোনীয়ায়। সেখানে বীরচন্দ্রমনুর কথা ভুলতে পারিনা প্রকাশ্য দিনেরবেলা কি হয়েছিল। আজকে ১টি ঘটনা দেখানতো গত চার বছরে কি কংগ্রেস অফিস, কি গণ সংগঠনের অফিস আক্রান্ত হয়েছে? এণ্টি স্যোসাল কোন একটি ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হস্তক্ষেপ করছে। এটাই হচ্ছে, পুলিশের কাজ। অতীতের চরিত্র থেকে পুলিশের পরিবর্তন হয়েছে। জনগণের সঙ্গে পুলিশ সহযোগিতা করছে। তাই দূর্গা পূজার সময় আগরতলা সহ সব জায়গায় লক্ষ লক্ষ লোক সারা রাত রাস্তায় নেমেছে। একটি ঘটনাও ঘটেনি। এমন কোন জায়গায় ডিষ্টার্ভ হয়নি। এত সুন্দর অবস্থা কেন? জনসাধারণ এবং পুলিশ দপ্তর একসঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক ভাবে নরমাল সিচুয়েশান মেইনটেইন করেছেন। যারা সংকীর্ণ রাজনীতি করেন, তারাই আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সব কথা বলছেন। আর সেই সব লোকজনের কাছ থেকেই হচ্ছে বিপদ। আজকে সমর্থন নেই দেখে, পাগলের মত জনসমাবেশ করে থাকেন। কিন্তু মানুষকে জমাতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ কাজ করছে।

স্যার, উনারা ফেইল্যুর টু কনট্রোল ওয়েষ্টফুল এ্যাকসপেণ্ডিচার অন ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগ্যাশন বলে কাট মোশান এনেছেন। খুব বেশী দূরে যেতে হবে না এই হাউসের বাইরে তো আগরতলা শহর, এই আগরতলা শহরে ১৯৯৬ সনে মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় পুলিশ ৪টা ডাউরী কেস ডাউরী হত্যার জন্য ১১ জন এরেষ্ট। তাছাড়া ডাউরী কেসে যারা অত্যাচারিতা, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এমন আরও আছে ৩টা কেস। এই টোট্যাল ৭টা কেসের মধ্যে ৪টা কেসের চার্জশীট হয়ে গেছে আর মাত্র ৩টা বাকী আছে। ৯৬-৯৭ ডাউরী কেসে মহিলা

কমিশনের যে ভূমিকা, এই আগরতলা শহরে গণতান্ত্রিক মানুষের যে ভূমিকা এবং পুলিশ তার সঙ্গে সহযোগী এরকম আরও ৩টা কেস আছে। স্যার, আজকে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে কি তবে ডাইরী কেসে খুন করা হয়েছে। এই তিনটা কেসে এই বছরের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্য্যন্ত ৭ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে। তারমধ্যে ৩টা পেণ্ডিং আছে। পুলিশ নিশ্চিত ভাবে ইনভেষ্টিগ্যাশান করে অপরাধীদেরকে বের করবে। শুধু আগরতলা শহরেই না সারা রাজ্যে পুলিশ সমস্ত ডাকাতির কেসে, চুরির কেস, সমস্ত মার্ডারের কেসের আসামীদের খুঁজে বের করছে। আজকে মার্ডারও কমে গেছে ইনক্লুডিং এণ্টি সোসিয়াল ইনসারজেন্সী। এটাকে তুলনা করে হিসাব করলে দেখা যাবে মার্ডারের কেস কমে যাচ্ছে। কি করে হচ্ছে ? তার ইতিহাসগুলি ওঁরা ভোলে যান। খোয়াইতে কি মর্মান্তিক ঘটনা, সেখানে মানুষের বাড়ী ঘর আগুনে পুড়ে গেছে, মানুষ রিলিফ ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে সরকারী কর্মচারীরা, অফিসাররা দিনরাত খেটে তাদের সমস্ত কিছু ডিষ্ট্রিবিউশান করছেন। সেখানে উনাদের বিরোধী নেতা নিজে গিয়ে ফিজিক্যালী অফিসারকে মারলেন। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। এটা হচ্ছে ওদের শাসন। ওঁরা এই শাসনই চান। পুলিশ এটা সমর্থন করেনা। আগে যে কথা ছিল-বাবু যত বলে মহাজন বলে তার চেয়ে বেশী। আজকে সেই দিন আর নেই। পুলিশের প্রশ্ন আইন কোথায় ? মানুষও বুঝতে চাইছে রাজ্যটাকে কোন্ পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা গত চার বছর ধরে যে কাজ করেছি তার প্রতিটি পয়সা সরকার কোন জায়গার খরচ করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আছে। এই সরকার বাজে খরচ করেন না। বাজেটের প্রতিটি পয়সা সঠিক ভাবে খরচ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সেইজন্য আজকে গ্রাম পাহাড়ে অনাহারে মৃত্যু কমে গেছে। শহর ও গ্রামে চলছে উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস। আমরা যে এত কাজ করছি তবুও বলব আমরা সামন্যই করেছি। আমাদেরকে আরও অনেক বেশী কাজ করতে হবে জনকল্যাণে তথা ত্রিপুরার উন্নয়নে। তার জন্যই এই বাজেট।

স্যার, আর একটা কাট মোশান এনেছেন আমি অবাক হয়ে গেলাম মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক। এখানে উনারা অনেক বক্তব্য রেখেছেন গত কয়েকদিন ধরে স্পেসিফিক লিখিতভাবে কাট মোশান এনেছেন। এম,টি, পুলের যে কাজকর্ম সেই সম্পর্কে তাদের মতান্তর ইত্যাদি। তারপর দেখছি যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার মধ্যেও তাঁরা অবজেকশ্যান আনেনে। এম,টি, পুল হচ্ছে আমাদের পুলিশ দপ্তরের মোটরগাড়ী যারা এম,টি, পুল ডিষ্ট্রিবিউট করেন। ভ্যাহিকেল ডিপার্টমেণ্ট তার বিরুদ্ধে কাট মোশান্ এনেছেন। একটু ভাল করে পড়ে যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন মোবাইল ট্যাক্স ফোর্স (এম,টি,এফ) কি করে কাজ করছে। মোবাইলস্ ট্যাক্স ফোর্স ওদের ক্যাম্প আগরতলা, সোনামুড়া, কমলাসাগর, নরসিংগড়, সুন্দরটিলা,

খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিলোনীয়া এবং কমলপুর এই দশটি জায়গার মধ্যে এস,টি,এফের ক্যাম্প। যেখান থেকে তারা যারা ফরেনার্স বাংলাদেশ থেকে অথবা আগে যারা প্রবেশ করেছেন তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতেন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে জোট আমলে সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ লোক প্রবেশ করেছিল এবং তার জন্য সমস্ত এ ডি,সি, এলাকার লোকেরা আতংকিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, সমস্ত উপজাতি এলাকার মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ শুরু করেছিল যেমন ভাবে খুশী তেমন ভাবেই। এমন কি আগরতলা শহরে বটতলায় যে সুপার মার্কেট আছে সেই সুপার মার্কেটে তখনকার মন্ত্রীরা তাদের জন্য রুম এলটমেন্ট দিয়েছে. তাদের চাকুরী দিয়েছে এটা হচ্ছে ওদের ব্যবস্থা। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৩ সালে ৪৯৭৪ জনকে পুশ ব্যাংক করা হয়েছে, ১৯৯৪ সালে ৬৬০১ জনকে পুশ ব্যাংক করা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে ৮৫৩১ জনকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে, ১৯৯৬ সালে ৬৫৩৭ জনকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে এবং জানুয়ারীর ১ তারিখ পর্যান্ত ১২২৮ জন এইগুলি হচ্ছে এস টি.এফের ভূমিকা। ওরা সেখানে টাকা রাখতে চায় না এবং তার জন্য কাট মোশান এনেছেন। কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে রিএমবার্স করে আমাদের যে টাকা আসবে সেটাও চাননা। সমস্ত বর্ডারগুলি খুলে দিতে চাইছেন। অল্প কয়েকজন ষ্টাফ সেখানে আছে এবং তারজন্য কেন্দ্রকে আমরা বারবার বলছি তারজন্য বিশেষ নিযুক্তি দাও, বাড়তি স্টাফ দাও। কারণ এখানে বেশী শক্তির প্রয়োজন। বর্ডারে যেখানে ১১ ব্যাটেলিয়ান বি,এস,এফ, থাকার কথা কিন্তু সেই জায়গায় সেখানে আছে মাত্র ৭ ব্যাটেলিয়ান। সেইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ওরা বলেছেন কাট মোশান করার জন্য, এটা কি হয়? কার স্বার্থে? অন্ধের মত এইরকম করে দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই। এমনিতেই আপনারা জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে তাই এইরকম করে অন্ধের মত তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। ভাল করে বুঝুন কোন্ বিষয়টা কি করলে ভাল এবং সে জন্য টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। টাকার বরাদ্দ কমানোর কোন প্রশ্নই উঠেনা। শেষ আর একটা পয়েন্ট ওরা তুলেছেন স্যার, পুলিশের টাকা বেড়েছে। ওয়েস্টফুল অ্যাক্সপেনডিচারের কথা বারবার বলছে স্যার। আমাদের রাজ্যে নিজস্ব পুলিশ আমরা বাড়াচ্ছি, নতুন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে. এছাড়া নতুম নতুন থানা তৈরী করার, ওদের প্রস্তাবে বার বার বলেছেন। এছাড়া আমাদের আর্মস ফোর্স হচ্ছে, টি,এস,আর, ব্যাটেলিয়ান বাড়াতে হচ্ছে. আই,আর, ব্যাটেলিয়ান নিযুক্ত করতে হবে। টাকা চাই। রতনবাবু ত স্যার, রতনে রতন চিনে। রতনবাবু ত সি,আর,পি দিয়ে মাননীয় আদালত থেকে আবেদন নিবেদন করে চোখের জল ফেলে সেটা তিনি নিয়ে এসেছেন। কি কারণে? একটা ঘটনা হয়েছে?

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন সি,আর.পি দিয়ে পাহারার কথা, উনার দয়ায়তো আর সি,আর,পি আসেনি।

**মিঃ স্পীকার** :— এটাত পয়েন্ট অফ অর্ডার হয়না।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** হয়, আপনারা এখানে যা চালাচ্ছেন তাতে হয়।

**শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—**স্যার, মোহনপুর উনার বাড়ী, মোহনপুরের বাড়ীতে তিনি যখন থাকবেন সেই বাড়ীতে সি,আর,পি,এফ গার্ড তারজন্য নির্দিষ্টভাবে প্যারামিলিটারী ফোর্স দিয়েছেন। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কোর্টের নির্দেশ। উনি আগরতলায় বাসাবাড়ীতে উনারা গ্রীর কোয়ার্টার পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে থাকেন। শুধু তিনি নয় স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা সকলেই এক লাইনের। ওরা জনবিচ্ছিন্ন বলেই তাদের জন্য এই ব্যবস্থার দরকার হয়েছে। এই রাজ্য সরকার পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসাবে তৈরী করে, জনগণকে সহযোগিতার জন্য টেনে এনে একটা মানবিক যে তার ভূমিকা সেই ভূমিকা সৃষ্টি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। স্যার, এইখানে যে কাট মোশান গুলি আনা হয়েছে এগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আনা হয়েছে। এই সমস্ত কাট মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে, যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে চাওয়া হয়েছে এগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং সকলে এই ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানাবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীসুবোধ দাস।

**শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :—**মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে যেসব ডিমাণ্ড গুলি চেয়ে বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে, এইগুলির সমর্থন করেছি এবং বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা আনীত বিভিন্ন কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। এখানে পঞ্চায়েত দপ্তরের উপরও মাননীয় সদস্য অমলবাবু এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ২টি কাট মোশান এনেছেন। ডিমাণ্ড নং-২৩ মেজর হেড ২৫১৫ এই কাট মোশান আনতে গিয়ে যে কথা বলেছেন সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক উল্লেখ করেছেন ওয়েষ্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার। যে অর্থ খরচে শৃংখলা রক্ষিত হচ্ছে না বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন। আসলে মাননীয় সদস্যরা আতংকিত হয়ে গেছেন। তাদের সময়ে এই রাজ্যে কখনও পঞ্চায়েত ছিলনা। পঞ্চায়েত ছিলনা, মনে নেই, ভূলে গেছেন ৩০ বৎসরের রাজত্বের সময় হাত তুলে ভোট হয়েছিল ২ বার। গরু কেনা বেচার রশিদ আর জোর করে গরীবদের এবং জুমিয়াদের ধান লুট করা এটা ছিল তাদের কাজ, থানায় ঘোরাফেরা করা দালালি করা এটা ছিল তাদের কাজ। ১৯৭৮ সনে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসে পঞ্চায়েতকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন হয়েছিল এই রাজ্যে। তখন থেকেই এই রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতের মুখ দেখেছে এবং ১০ বৎসরের যে কর্মসূচী ভারতবর্ষের ইতিহাসে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং ৫ বৎসরে জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল সেইসব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে এখানে নৈরাজ্য কায়েম করে, লুটপাট কমিটি গঠন করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করে গরীব মানুষের পেটে লাথি দিয়ে ওরা খেয়ে ফেলেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা সকলেই জানেন যে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার ফলে ৭৩ তম সংশোধনীর ২৪৩ (জি) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারগুলি

প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করবে এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিকে আরও ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে। সেই আইন মোতাবেক এই রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন রচনা করা হয়েছে এবং আইন পাশের কিছু পরেই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই যে ২১৪ নম্বর ধারা অনুসারে অর্থ কমিশন গঠন করে সেই কমিশনের যে রিপোর্ট তাকে রাজ্য সরকার গ্রহণ করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এখানে আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যদি দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ১৯৯৭-৯৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের জন্য ৩০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা শুধু আনটাইড ফাণ্ডের হিসাবে ব্যয় বরাদ্দের জন্য ধরা হয়েছে। এবং এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে গ্রামে এবং ব্লকে উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য ২২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করা হয়েছে। কেন তারা এই দাবীর বিরোধিতা করছেন এবং কাট-মোশান এনেছেন? তারাতো গ্রামের মানুষের জন্য এই যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং জন প্রতিনিধিরা রাজ্যের সকল স্তরের সরকারী কর্মচারী ও জনগনকে সঙ্গে নিয়ে যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করেছেন এটা তারা পছন্দ করছেন না। তারা শুধু দুর্নীতি দেখছেন, স্যার, তাদের এই সব চিৎকার শুনে বুঝা যায় যে, ঘর থেকে বের হয়ে চোররাই চিৎকার করে বলছে চোর চোর, আসলে তারা কি করেছিলেন এটাই তার প্রমাণ। তারা ভাবছেন এখানে এখন যেভাবে জনগণ কাজ করছেন, যেভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীরা মিলে কাজ করছেন তাতে এটা সম্পূর্ণই চুরি হয়ে গেছে তারা কিন্তু ঠিকই জানেন যে এটা চুরি না, টাকাটা সত্যিই জনকল্যাণে ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব কথা বলছেন। কারণ, তাদের মন ভেঙ্গে গেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন অনেক টাকা পয়সা খরচ করছেন, গাড়ী হাকাচ্ছেন, কিন্তু আসর জমছে না। কাজেই, এখন এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে কি হবে মানুষকে তারা আর বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। কাজেই, তাদের আনীত কাট মোশানগুলি সমর্থন-যোগ্য নয়। স্যার, আমি এটার তীব্র বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এখানে কাট মোশান এনেও কাট মোশানের পক্ষে সাহস করে কোন কথা বলতে পারেননি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া পঞ্চায়েত দপ্তরের উপর কাট মোশান এনেও সাহস করে একটা কথাও বলতে পারেননি। কারণ, গ্রামে যদি কোনদিন যান তাহলেই দেখবেন তারাতো গ্রামে যান না, গ্রামে গেলে মানুষ তাদেরকে ধরে বলবে কেন এই সবের বিরোধিতা করেছ। আজকে আমরা যখন টাকা পাচ্ছি, গ্রামের উন্নতি হচ্ছে তখন আপনারা তার বিরোধিতা করছেন। জানেন না আপনারা আজকে গ্রামের চেহারা কি হয়েছে, আর আগে কি চেহারা ছিল। স্যার, আজকে গ্রামের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে এটা জনগণও স্বীকার করে। কাজেই, ওনারা যে সমস্ত কাল্পনিক ঘটনা এখানে তুলে ধরেছেন, কাট মোশান এনেছেন। মার্ক-টু টিউব-ওয়েল হচ্ছে ,না

কোন বছর কম হয়েছে বলে। আবার এদিকে টাকা যখন ধরা হচ্ছে তখন তার বিরোধিতা করছেন। এখানে আজকে যখন টাকা ধরা হয়েছে তখন তারা কাল্পনিক কিছু কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কোন সময়ের হিসাব তারা দিচ্ছেন, দুই মাস আগের হিসাব। এই বছরে কি পরিমাণ মার্ক-২, মার্ক-৩ এবং সেনিটারী টিউব-ওয়েল হয়েছে সারা রাজ্যে তার হিসাব রাখেন? সে হিসাব রাখেন না। আজকে গ্রামে গ্রামে গ্রাম-উন্নয়ন কমিটির, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছে এটা কি আপনারা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন ?

স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় ট্রাইবেলদের নিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু উনাদের জোট সরকারের আমলে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আমি নিজে গিয়েছিলাম কাঞ্চনপুরের একটা গ্রামে প্রায় বার কিঃ মিঃ পথ পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে দেখি একটা প্রাণীও নেই, গ্রামে একটা ঘরবাড়ীও নেই, মাঠে ধান পঁচে গেছে, সমস্ত গ্রামগুলি খাঁ খাঁ করছে, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আর এখন উনারা ট্রাইবেলদের জন্য এত দরদ দেখাচ্ছেন। মনে নেই সেই গসীরামপাড়া এবং মালবাসার ট্রাইবেল রমনীদের উপর বলাৎকার করার পর সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য দিল্লী থেকে মহিলা কমিশন এসেছিলেন কিন্তু সেই মহিলা কমিশনে এই উপজাতি মহিলারা যাতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে না পারে সেজন্য তাদের রাস্তায় আটক করে রাখা হয়েছিল। আর এখন ট্রাইবেলদের কথা বলছেন। আপনাদের লজ্জা হয়না ? আপনাদের লজ্জা হওয়া দরকার। তারপর হাজার হাজার ট্রাইবেল আমাদের উত্তর ত্রিপুরা থেকে আপনাদের জোট সরকারের আমলে মিজোরামে এবং আসামে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের ফিরিয়ে এনে তাদের আবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আর এখন আপনারা পাহাড়ে গ্রামাঞ্চলে উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন যাতে করে গ্রামে-গঞ্জে এবং পাহাড়ী এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে না করা যায়, সেখানে রাস্তাঘাট বা অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা না করা যায়।

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনবাবু অনেক গল্প বলে গেলেন যে, প্রায় ৪০,০০০ এর উপরে নাকি মামলা হয়েছিল এই সরকারের আমলে। ভাবছেন কি ? কোথায় পেলেন এই সব ? রাস্তা থেকে কুঁড়িয়ে এনে এটা কি হবে। আসলে লক্ষ লক্ষ অভিযোগ আপনাদের জোট আমলে থানায় রেকর্ড করা হতো না। আর এখন এসে বলেছেন চল্লিশ হাজার, বিশ হাজার কি বলেন পরে আপনাদেরই কিছু মনে থাকে না।

কাজেই, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আজকে এখানে যেসব ডিমাণ্ড এসেছে তার প্রতিটিকেই পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

**শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা** (মন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাহোদয়, দপ্তরের উপরে আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড, ২৪২৫ কো-অপারেটিভের উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড ২৪২৫-এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কাট মোশান এনেছেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি এখানে যেহেতু কাট মোশান এনেছেন নিশ্চয়ই এই ডিমাণ্ডের উপর কিছু বলবেন। অন্যান্য ডিমাণ্ড নিয়ে আলোচনা করলেও এই ডিমাণ্ড নিয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। আমার মনে হয় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তিনি ভুল করেছেন এই কাট মোশানটি এনে। অথবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি কাট-মোশানটিতে চোখ বুঝে সই করেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কাট মোশানটি আনলেন। কারণ, ডিমাণ্ড নং ১২-এর মেজর হেড ২৪২৫ এতে রয়েছে বেতন ভাতা, মেনেজারিয়াল সাবসিডি, গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড, এবং ল্যাম্পস প্যাকসের মাধ্যমে পণ্য বিপনন করার জন্য এখানে অর্থের সংস্থান চাওয়া হয়েছে। নূতন করে গো-ডাউন করা ও পুরাতনগুলিকে মেরামত করার জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। সমবায় আন্দোলন আমাদের রাজ্যে স্বীকৃত। সমবায়কে মজবুত করার জন্য এখানে এই ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। সমবায়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যে ৫৬টা ল্যাম্পস, ২১৩টা প্যাকস সহ রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রায় দেড় হাজার সমবায় সমিতি আছে। তারমধ্যে ১১২৮টি সমবায় সমিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা ল্যাম্পস, প্যাকস, ইত্যাদি সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন করেছি। বাকী ২৭২টি সমবায়ে নির্বাচন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু জোট আমলে আমরা কি দেখেছি? তারা কি শুধু পঞ্চায়েতগুলোকেই ভেঙ্গে দিয়েছিল? ল্যাম্পস, প্যাকসের বোর্ডগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও গত পাঁচটি বছরে উনারা নির্বাচন করতে পারেননি। মনোনীত লোক বসিয়ে এগুলিতে লুটপাট করেছেন মাত্র। উনাদের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এই ব্যাপারে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নয়-ছয় করেছে তারা। মাননীয় সদস্য রতিমোহনবাবু এখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হত। উনিতো কো-অপারেটিভ মিনিস্টার ছিলেন। কত টাকা উনারা লুটপাট করেছেন তার ফিরিস্তি আমি দিতে চাই না। কিন্তু ফটিকরায় কেন্দ্রে ১৯৮৯ইং যে উপনির্বাচন হয়েছিল তখন

তারা ল্যাম্পস, এবং প্যাকসের টাকা যথেচ্ছভাবে নয়-ছয় করেছে। ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা বিভিন্ন নামে তুলে উনারা নির্বাচনে খরচা করছেন বলে জানা গিয়েছে। এপ্রিলের ২৪ তারিখ নির্বাচন ছিল। আমরা জানি নির্বাচন ঘোষণা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে ঋণ প্রদান সহ আর্থিক সহায়তা, চাকুরী, বদলী ইত্যাদি করা যায় না। নির্বাচনের দুইদিন আগেও সেখানে কিন্তু ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ওদের রাজত্বে ল্যাম্পস এই প্যাক্স এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলি প্রায় সব অর্দ্ধ মৃত অবস্থাতে ছিল। আমরা ক্ষমতা আসার পরে এগুলির নির্বাচন আমরা করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে পানেরর মধ্যে এগারশ আটাশটির নির্বাচন আমরা সম্পূর্ণ করেছি আর বাকি ৩৭২টির নির্বাচন করার জন্য চেষ্টা করছি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি বলব যে, উনারা যে কাট মোশান এনেছেন, সেখানে কোন বক্তব্যই উনারা উপস্থিত করতে পারেন নি। সুতরাং উনারা উনাদের কাস্ট মোশান উইথড্র করে নেবেন এবং বাজেটকে উনারা সমর্থন করবেন। আমরা ডিমাণ্ড নং ১২কে উনারা সমর্থন করবেন। আমি বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, সোচনাবাম নতুনাভা বিহিনাস্য দর্পনং কিং করিষ্যতিং যারা লেখাপড়া জানে না তাদের ও চোখ আছে আর যারা লেখাপড়া জানেন তাদের ও চোখ আছে। কিন্তু লেখাপড়া জানে না বলে তাদের কে টি, এল, সিতে ভর্ত্তি করা হয়। সুতরাং এই বাজেট একটি রাজ্যের শতকরা ৮৫ শতাংশ মানুষের বাজেট এবং যেসব কাজকর্ম করার জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং যে কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন। আজকে উনারা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এর বিরোধিতা করছেন। সুতরাং এটা জনগণের কাছে গিয়ে উনাদের এর জবাব দিতে হবে। আমি পরিশেষে এই কথাটা বলতে চাই যে বাজেটকে দেখার মত সেই চোখ উনাদের নেই। এই জন্য বলছি যে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। এই বাজেটের মধ্যে আপনারা খোঁজে দেখুন। আপনাদের সঙ্গে মিলবে না। গত ৫ বছর যা করেছেন এটা ত্রিপুরার জনগণ জানে। আপনাদের এইসব ফিরিস্তি আমি দিতে চাই না। কত টাকা মেরেছেন, উগ্রপন্থীর ব্যবসা বানিজ্য করে কে কত টাকা মেরেছেন এইসব কথা আমি বলতে চাই না। জনগণ সবজানে অপেক্ষা করুন। এই জন্য বলছি যে বিরোধিতা কেন, জনগণের বাজেট, জনগণের জন্য এটা এবং আপনারা যেসব কাজকর্ম করছেন এ থেকে বিরত থাকুন, সরকারকে সহযোগিতা করুন। আজকে আমরা ক্ষমতায় আছি দুইদিন পরে আপনারা আসবেন।

ত্রিপুরার জনগন যদি চান আপনাদের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আনবেন তাহলে আসবেন আপনাদের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আনবেন তাহলে আসবেন, আপনারা সরকার পরিচালনা করেন।

**মি: ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লুড করুন।

**শ্রীবিরঞ্জন দেববর্মা ( মন্ত্রী )** :— সুতরাং আমরা যা করে যাব সেগুলি আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব না। এগুলি ত্রিপুরার জনগণের জন্য ত্রিপুরার মানুষের জন্য। এইজন্য বলছি যে বাজেটের মধ্যে খোঁজে কি আছে। এইজন্য আমি উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে, যেখানে দেখ ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

**মি: ডেপুটি স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমল সিংহ মহোদয়।

**শ্রীবিমল সিংহ ( মন্ত্রী )** : মিঃ ডেপুটি স্পীকার, আমার ৩৫ ও ১৩ ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের পক্ষে একটা সুখ সংবাদ আপনাদেরকে দিতে চাই-আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য রিজিওনাল ফার্মাকিউটিকাল ইনস্টিটিউট যেটা ডিপ্লমা পর্যান্ত আছে সেটা এখন আমাদের প্রতিনিধিরা কথা বলার পর ১৯৯৭০৯৮ সালের নবম প্ল্যানে ২০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে এটাকে ডিগ্রি কলেজ হিসাবে সীকৃতি দিয়েছে। উনারা এখানে অনেক কথায় বলেছেন যে এই হচ্ছে না সেই হচ্ছে না, অনেক কাছে হচ্ছে না, এই কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমি সেটা স্বীকার করি। এখানে মাননীয় সদস্য রতনবাবু, বলেছিলেন যে, মানুষের জন্য সাধারণ ঔষধ পর্যান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে না। আমি এখানে বলতে চাই গত ২২ তারিখে তুলাশিখরে একটি নূতন পি-এইচ, ই খোলা হয়েছে। সেখানকার মানুষের কথা চিন্তা করে যাহাতে তারা আরও বেশী চিকিৎসার সুযোগগুলি পায়। সেখানে ঘর ছিল না। তবু সাধারণের কথা চিন্তা করে সেখানে ব্লকের একটি ঘর নিয়ে সেইদিন সেটি করা হয়েছে। আপনারা জানেন জি বি হাসপাতালে আমরা গত দেড় মাস আগে একটি ইনটেনশীপ ইউনিট খুলেছি। যাতে খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায় প্রাণ ফিরে পাই। তারজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা তো অস্বীকার করার কিছু নেই যে ট্রাইবেল এলাকাতে যেখানে সেখানে ডাক্তার যেতে পারে না উগ্রপন্থী কার্যাকলাপের জন্য আমরা সেই রকম ৩২টা জায়গায় ইতিমধ্যে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছি। যেমন গঙ্গাপাশা সেই মাণিধর রোয়াজা পাড়া যেখানে পায়ে হেটে যেতে দুই থেকে তিন দিন লাগে। সেখানে আমরা বি, এস, এফ ক্যাম্পকে বেস করে ডাক্তার পাঠিয়েছি। সেখানে এম, পি, ডব্লু, পাঠানো

সেখানে ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যান্ট পাঠানো এই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে পালস্ পোলিও প্রোগ্রাম সারা ভারতবর্ষে ফার্স্ট প্রায়রিটি স্বীকৃতি পেয়েছেন। কেন্দ্র থেকে আনতুলে সাহেব ও পবন সিং গাতুয়াল খুশি হয়ে চিঠি লিখেছেন যে ত্রিপুরার এই পার্ফর্মেন্স খুবই সন্তোষ জনক। ম্যালেরিয়া শুধু নয় সমস্ত সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীমেই ত্রিপুরা সাফল্য অর্জন করেছেন। লেপ্রসীতে ত্রিপুরার মত ভারতবর্ষে আর কেহ রেজাল্ট করতে পারে নি। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কোন এইডস্ রোগী পাওয়া যায় নি। আমি আগেই বলেছি, এখানে একজন এইডস আক্রান্ত রোগী হয়ে মারা গেছে। সে বাইরে থেকে এসেছিল। বোম্বে থাকত। মারা গেছে। যা যা করার কথা তা করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয় সেখানেও ও কাষ্ট করতে চেয়েছেন। এটার কি কারণ থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না। তারপর, স্যার, আপনি জানেন, ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সেই সাব্রুম, বিলোনীয়া, অমরপুরেও আধুনিক আলট্রা সাউণ্ড মেসিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজকের প্রশ্নেও এসেছে, হেপাটাইটিস বি পজেটিভ সম্পর্কে সরকার কি করছেন? এখানে বলা হচ্ছে, সরকার থেকে নাকি এ ব্যাপারে কিছুই করছেন না। স্যার, আপনারা জানেন, যেখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। সেখানে রক্ত নেবার আগে ৪ রকমের পরীক্ষা হয়। এইডস আছে কিনা, হেপাটাইটিস বি আছে কিনা, ম্যালেরিয়া আছে কিনা, সীফেলেস ডিজিস আছে কিনা? হেপাটাইটিস চিহ্নিত হচ্ছে না তা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা হেপাটাইটিস রোগটি কি সেটাই বুঝতে পারেন নি। এটা জণ্ডিস। যা রক্তের মধ্যে থাকে। স্যার, হেলথ দপ্তরের উদ্যোগে অসংখ্য হেলথ ক্যাম্প হচ্ছে। ত্রিপুরার আনাচে, কানাচে যেখানে ডাক্তার যেতে পারেন না, সেখানে আমরা ক্যাম্প করছি। এরপরও আমরা বলব, মানুষের কি অসুবিধে নেই? স্বর্গ রাজ্য হয়েছে? না। কোথাও কোথাও দুর্নীতি হচ্ছে। সেই দুর্নীতিকে সমস্ত আউট করার চেষ্টা করছি। সেই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন রকম খাদ নেই, ভেজাল নেই। কাজেই সেই সমস্ত জায়গায় মাননীয় সদস্যরা কিছু কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, হয় কি? তা না হতে পারে। কিন্তু কেউ জানেন কি হয় তা বুঝি না। আজকে আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করছি যে নিজেরা স্বচক্ষে দেখুন, বুঝুন, নিরীক্ষণ করুন। স্যার, তারপরে আরবান ডেভোলাপমেন্ট সম্পর্কে এখানে কাট মোশান এনেছেন। স্যার এটা নতুন স্কীম তাই বুঝতে পারেন নি। যেমন আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলছি, এই স্কীমটা প্রাইম মিনিষ্টারের আরবান পভারটি ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম। ১৯৯৫-৯৬ সালেই চালু হয়েছিল কিন্তু টাকা ধরা থাকলেও রিলিজ হয় নি। এইবার হয়েছে। ধর্মনগর এবং উদয়পুরে এই দুটি শহরকে ধরে স্টেট শেয়ার দিয়ে অনেক ডেভেলাপমেন্ট করছি। আমি এখানে

বলতে পারি যে, উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত ৩০টা রিক্সা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তারপরে ৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে সেলফ স্যামপ্লমেন্ট জেনারেশান-এর জন্য। সেখানে ২৫৩ জন গরীব জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে। ২৬০টা পরিবারকে ৩৭৫০ টাকা করে দিচ্ছি। বিভিন্ন অকুপেশনে যারা আছেন নারীরা, তাদের ইনকাম ডেভেলাপমেন্টর জন্য। এরকম প্রজেকট আমরা ধর্মনগর ও উদয়পুরে করেছি এবং এটা যাতে সারা রাজ্যের মধ্যে হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসে মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকশান করেন। তারপর ওরা এসে আবারইলেকশান বন্ধ করে দেন। উনারা বলতে পারেন উনারা বলতে পারেন উনারদের আমলে কোন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক তারা করেছেন? গত পাঁচ বছর ধরে উনারা কোন ডেসেভলাপমেণ্ট ওয়ার্ক করেছেন না। শহর জলমগ্ন হয়ে থাকত এখনও কিছু কিছু হয় এবং তার জন্য আমরা বিরাট মাষ্টার প্ল্যান নিয়েছি, ক্যানাল করছি জয়গুরু ফার্মেসীর কাছ থেকে। যদিও এখন মিউনিসিপ্যালটিতে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আছেন, কিন্তু আমরা এসে ইলেকশান করেছি, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালটিতে ক্ষমতায় আছে, তবে তার আমাদেরকে সাহায্য করছে। রাজ্যসরকার এউ মিউনিসিপালটি যৌথ সহযোগিতায় এগুলি হচ্ছে। আজকে গরীব মানুষদেরকে শত লোকস্ট শৌচালয় আমরা করে দিছি। তাছাড়া বিভিন্ন সাবডিশানে, আগরতলা শহরে, জিবি, বাজারে, মহারাজগঞ্জ বাজারে মোটরস্ট্যাণ্ডে আমরা কমিউনিটি শৌচালয় করেছি। এগুলি ধর্মনগরে ও হয়েছে এবং অন্যান্য সাবডিসিশানেও হচ্ছে। বর্তমান যুগে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট এর ব্যাপার নয় এগুলি টোটাল নাগরিকের জন্য যারা এগুলি ব্যবহার করবে। এই সমস্ত ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক করার জন্যই এখানে টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে। আমি আশা করব বিরোধী সদস্য মহোদয় যারা এখানে কাট মোশান এনেছেন সেগুলি তাঁরা তুলে নেবেন এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** শ্রী কেশব মজুমদার।

**শ্রী কেশব মজুমদার** (মন্ত্র) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অঘোর দেববর্মা মহোদয়ের উত্থাপিত তিনটা ডিমাণ্ড সহ মোট ১১টা ডিমাণ্ডের উপর আমি ব্যয় বরাদ্ধ চেয়েছি। এই ১১টা ডিমাণ্ডে মোট ৫৫টা মেজর হেড আছে। এই ডিমাণ্ডগুলির সবগুলিকেই আমি সমর্থন করছি। এই ১১টা ডিমাণ্ডের ৫৫টা মেজর হেডের মধ্যে ২৫ টাতে কাট মোশান আনা

হয়েছে মুলত ১৫টা মেজর হেডের উপর। এই কাট মোশানগুলিকে আমি বিরোধিতা করছি। বেশী কথা বলার কিছু নেই। কিছু বলার আগে আমি একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই কবি বলেছিলেন-সী, হুহ্যাভ আইজ ব্লুসী। হীয়ার, হু হ্যাভ ইয়ারস্‌টু হীয়ার, এর সঙ্গে যোগ করা যায় রিয়েলাইজ, হুহ্যাভ ব্রেইনস টু রিয়েলাইজ। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তাঁরা দেখলেন না, শুনলেন না বুঝলেন না তাঁরা কাট মোশান নিয়ে আসলেন। দে হ্যাভ এ্যাকটেড লাইক এ রোবট। স্যার, আজকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দেখে একটা ধারণা হয়েছে সেই জন্য এই কথা বলছি যে গতকাল মাননীয় সদস্য রতিবাবু একটা বিষয় এখানে উৎথাপন করেছিলেন যে নেট আর গ্রস। এই নিয়ে গতকাল হৈ চৈ করেছিলেন আজকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার দেখছি লেখা আছে-অভুতপূর্ব ঘটনা। এই খবরটা দেখে বোঝা গেল এই রোবটদের কালকে যেটা মনে নিট করে দেওয়া হয়েছিল সেটাই শুধু বললেন, আর বাকীটা আজকে পত্রিকায় উঠল। এটা নুতন কোন কথা নয়। ৩১ নাম্বার ডিমাণ্ডে আমরা যে টাকা ধরেছি এটা তো আপনাদের জানা আছে। শুধু এটাই নয় মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া তিনি এক সময় মন্ত্রী ছিলেন, আমার ঠিক খেয়াল নেই উনি বাজেট পেয়েছিলেন কিনা। এটা যত দিন থেকে বাজেট হয়েছে তত দিন থেকেই চলছে। কিছু কিছু হেডে কিছু কিছু ডিমাণ্ড আছে যেগুলিতে টাকা রিকভারি হয়। সুতরাং সেগুলি রিকভারি হয় তবে পরবর্তী সময়ে বছরের প্রথম খরচ করতে গেলে তার জন্য বাজেট প্রভিশানের দরকার। যদি বাজেট প্রভিশান না থাকে তাহলে খরচ হবে কি করে? প্রথমে খরচ হবে তারপর সেগুলি রিয়েলাইজ করতে হবে। সুতরাং সে জন্য গ্রসটাকে প্রথমে দেখান হয় এবং নেটটা পরবর্তী সময় সেগুলি বাজেটের মধ্যে প্রভিশান থাকে। এটা যদি দেখেন তাহলে দেখবে এই ৪৩ ডিমাণ্ডের মধ্যে প্রায় ৬/৭টা ডিমাণ্ডের মধ্যে এই ধরণের বিষয় যা পরবর্তী সময়ে রিকভারাবল সেগুলিকে আগে প্রভিশান ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এটা কেন বুঝলেন সেটা আমি বুঝিনি। এই বিষয়টা না বুঝার কোন কারণ নেই সে জন্য বলেছি ওদের মস্তকে এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ-কালকে বললেন না কেন?)

গত কালকেও বলা হয়েছে যে এইগুলি গ্রসের উপরে এটা হচ্ছে। নেট গ্রসের বাইরে। তারপর নেট সেটা হয় রিকভারাবল যে গ্রসাউন্টটা থাকে সুতরাং সেই জন্য এই ঘটনা দেখে মনে হলো আজকে তাদের আলোচনায় এটা দেখেছি যে তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে বাজেট সমর্থন করবে না। বাজেট সমর্থন না করতে গিয়ে এমন ভাবে বলেছেন যে, যেমন ধরুন এখানে আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ এবং তার মেজর হেড হচ্ছে ৩০৫৪ এখানে রোড, এবং গ্রস করা হয়েছে। এ, ডি, সি এলাকায় যে সমস্ত টাকা দেওয়া হয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু এটার উপরও উনারা কাট মোশান

এনেছেন। সার, আমি শুধু এটা মনে করিয়ে দিতে চাই রোডস্ এবং ব্রিজের টাকা দিয়ে ট্রাইবেল অঞ্চলের রাস্তাঘাট করার জন্য, তাদের সত্ত বিকাশের জন্য এ, ডি, সি গঠন করা হয়েছে। এবং এ, ডি, সির জন্য টাকা, দেওয়া হয়েছে। যারা উপজাতি অংশের মানুষ তারা যাতে উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা পায়, উন্নত জীবন ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তার জন্য এই কাজগুলি যখন করতে পাওয়া হয় তখন যারা হতাশাগ্রস্ত এতকাল হতাশ হয়ে যারা উগ্রপন্থীর জীবন গ্রহণ করেছেন, যারা বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছেন তারা আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাধা দিচ্ছেন যে রাস্তা করা যাবে না। কারণ রাস্তা করলে ওখানে পুলিশ ঢুকবে, আর্মি ঢুকবে তার মধ্যে যাতায়াতে শুরু হবে এবং মানুষের উন্নয়ন ঘটবে তাতে উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ চলবে না। তাই এই দাবীকে মাথায় রেখে এখানে দেখছি হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীরঞ্জিৎমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক উভয়েই দাবী উৎথাপন করেছেন যে রোডস্ এবং ব্রিজ এ, ডি, সি এলাকায় হতে পারবে না। তার জন্যই কাট মোশান আনা হয়েছে। সেজন্য এটা তো বোঝাই যায় ওরা কি চাইছেন। ওরা যা চাইছেন পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে সেটা বোঝা যায়। অথচ উল্টো কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ওরা অনবরত করে চলেছে। সেজন্য ওদের এইসব কাটমোশানগুলি বিরোধিতা করার প্রয়োজন আমি প্রয়োজন মনে করিনা। এইগুলি বিরোধিতা করারও কোন যোগ্য না, যেগুলি বলেছেন সার, এখানে নিউট্রিশান ফুডসম্পাদের জন্য মেজর হেড ২২৩৬, ডিমাণ্ড নং ১৯ এখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে। আই, সি, ডি, এস প্রকল্পে ১লাখ ৬৪ হাজার ৬৮৯ জন শিশুকে নিউট্রিশান দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে অর্থনীতির এই অবস্থা হয়েছে, স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের মাথায় এসে এই রকম অবস্থায় দাঁড়াল সেই জায়গায় শিশুদের নিউট্রিশান দেওয়া যায়না, স্কুলে যেতে পারেনা, একটুখানি ওদের ভাল খাবার দেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতি যা দেওয়া হয় আমরা তাতে খুশী না। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে পার হেড দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা খুশী না। আমরা চাই যাতে আরও বেশী দেওয়া যেত, বরঞ্চ এইসব শিশুদের যাদের বাবা, মায়েরা যারা পারেন না, তাদের যদি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা যেত আমরা খুশী হতাম। এই রকম ব্যবস্থা পৃথিবীতে আছে। যেসব দেশে সমাজ তান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে সেইসব দেশে এই ব্যবস্থাগুলি আছে। শিক্ষার জন্য বাপ,মায়েদের ভাবতে হচ্ছে না, চাকুরীর জন্য বাপ মায়েদের ভাবতে হচ্ছেনা এবং স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের মাথায় আমাদের দেশের শিশুরা এখনও না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে এখনও স্কুলে যেতে পারে না, স্কুলে যাওয়ার বয়সের এরা বিভিন্ন বাড়ীতে চাকরী করেন মেয়েরা আর ছেলেরা চায়ের দোকানে কাজ করেন। এই শিশুরা যাতে স্কুলমুখী হয়, তার জন্য নিউট্রিশান ফুড দেওয়া হচ্ছে আই, সি, ডি, এস প্রকল্পের মাধ্যমে। এইগুলিতে তারা বিরোধিতা করেছেন। ওরা কি চাইছেন ? শিশু থেকে আরম্ভ করে বয়স্ক পর্যন্ত, কৃষক পর্যন্ত সমস্ত কিছু ওরা বিরোধিতা

করছে সার, মাইনর ইরিগেশানের ব্যাপারে কাট মোশান এনেছেন। আমরা ত চিৎকার করে বলেছি যেটা যা হয়েছে তাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষে এভারেজ যা ইরিগেশান করা হয়েছে তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে সবচেয়ে লয়েষ্ট থারটিন পারসেন্ট ল্যাণ্ড ইরিগেটেড। তাও হ্যাসিউরড্ ইরিগেশান না। টেন পারসেন্টের বেশী আমরা অ্যাসিউরড ইরিগেটেড করতে পারিনি। এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে ইরিগেশানের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার উপর কাটমোশান। এরা কি চান? গোটা রাজ্যটাকে ওরা ধ্বংস করে দিতে চাইছেন। আমাদের এই কাজ করতে গেলে আমাদের টাকা পয়সা লাগবেই। স্যার, ড্রিংকিং ওয়াটার ফেসিলিটিস এটা অ্যামেন্ডেড করার জন্য পি, এইচ, এর যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করেছেন। এর উপরও কাটমোশান। কেন? আমাদের গভর্ণমেন্ট আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেমন নবাকে সেইভ ড্রিংকিং ওয়াটার নাগ করাবার জন্য আমরা ২ হাজার ২সালের মধ্যে যাতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যাতে সেইভ ডিংকিং ওয়াটার পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য কাজ করব। কেন্দ্রে যে পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্ত্তিত কেন্দ্রীয় সরকার এর বি, এম. এস প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই সার্ভিসগুলি বেসিক মিনিমাম সার্ভিস যেগুলি আছে সেই সার্ভিসগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য সেগুলি দেওয়া হয়েছে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের যেসব রাজ্য আছে আমাদের ত্রিপুর সহ তাদের জন্য স্পেশাল তারা কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তাকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে এই অবস্থা পৌঁছে দিতে চাই। সেদিকে লক্ষ্য করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এইজন এই বৎসরেও আমরা আরও বেশী কিছু জায়গায় পানীয় জলের সুযোগ আমরা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ৩ বৎসরের মধ্যে শেষ করতে গেলে একটি বেশীরভাগ অংশকে আমাদের এই বৎসরেই কাভার করতেও হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা কিছু বরাদ্দ চেয়েছি। এই বরাদ্দের উপর কাট মোশান এসেছে। স্যার, রাজ্যে অশান্তি তারা করাবার সমস্ত ব্যবস্থা মানুষকে বিভ্রান্তি করে সরকারের বিরুদ্ধে নজর নেওয়ার জন্য এইসব চক্রান্ত করে যারা কাটমোশানগুলি এখানে আনা হয়েছে আমি সমস্ত কাটমোশানগুলিকে বিরোধিতা করছি এবং আমার দপ্তরের তিনটা ডিমাণ্ড ১৫, ১৯ ৩২ এই তিনটা ডিমাণ্ড সহ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের বিভাগের যেসব ডিমাণ্ড আছে সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

## VOTING ON THE DEMANDS

**মিঃ স্পীকার** — মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Amal Mallik on the Demend No. 10 Mejor Head 2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1 lakh to represent the economy that can be effected on the particuler matter viz :—
"Failure to control wasteful expenditure on criminal Investigaton & viglianoe (Criminal Investigation Department & Special Branch) ".

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Shri Rati Mohan Jamatia moved a cut mation on the Denand No 10 Majr Head 2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance the "Need to intensify the activities of M. T pool to detect foreign nationals."

(The cut moton was put to voice vote and lost)

Shri Rati Mohan Jamatia moved a cut motion on the Demand No. 10 Major Head 2055 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. Policy on Criminal Investigation of being politically motivated "

(The cut motion was put to voice bote and lost).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 10 to vote, The question before the House is the Demand No 10 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department that a sum not exceeding of Rs 1 [illegible], 48. 19. 000/— (excluding the charges amount of Rs. 24, 35, 000/-) be granted to defray charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No 10 under the following Major Heads :—

2055 Police . . . Rs. 95,91,25,000/-

2070—Other Administrative Services (Police) Rs. 5,99,83,000/-

2070—Other Administrative Services (Civil Defence). Rs. 21,84, 000/-

2070—Other Administrative Servics (Fire Services). Rs5,33,31 000/-.

3275—Other Communication Services. Rs 3,89,65, 000/-

1059—Capital Outlay on Public works. Rs. 8,00, 000/-

4070—Capital outlay on other Administrative Service (polie) Rs. 14,63, 000

4070—Capital outlay on other Administrative Service (Fire Service) Rs. 40,67,000/-

4216—Capital outlay on Housing Rs 3,25,71,000/-

5275—Capital outlay on Communication Services Rs. 30,30,000/-

(The Demand was put to voice and passd.)

( The Demand was put to voice vote and passed )

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amal Mallik on the Demand No. 15 Mjar Head 2702 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the Specific grievance that :—

"Need to set up more L I. Scheme at Jirtali II Chyagharia, under Rajnagar & Bagafa Block"

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Shri Amal Mallik moved a cut motion on the Demand No 15 Majar Head No. 2702. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Failure to set up more D T. W. for Irrigation at west Charakbai, Mularaighat under Bagafa Block."

( The cut Motion was put to voice vote and lost.)

Shri Rati Mohan Jamatia Moved a cut Motion on the Demand No 15 Major Head 4215 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to take more affective measures on R. W. S."

( The cut Motion was put to voice vote and lost )

Mr. Speaker Now I am putting the Demand No. 15 to vote The question before the House is the Demand No. 15 moved by the Hon'ble Minister-in- charge of the TRP & PGP Department that a sum not exceeding of Rs. 83,02,96,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2215— Water Supply and Sanitation | Rs 3,98,00,000/- |
| 2702— Minor Irrigation. | Rs. 49,37,88,000/- |
| 2711— Flood Control | Rs 1,43,00,000/- |
| 4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation, | Rs 22,49,05,000/- |
| 4701 — Capital Outlay on Minor and Medium Irrigation | Rs. 7,00,00,000/- |
| 4711— Capital Outlay on Flood Control Projects | Rs. 3,75,03,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed )

Now, I am putting the Demand No 15 to vote, The question before the House is the Demand No. 15 moved by the Honourable Minister in-charge of the Tribal welfare, A D.C. T R,P, & P,G,P, etc Departments that a sum not exceeding of Rs, 88,02,96,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No, 15 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2215— Water Supply and Sanitation | Rs. 3,98,00,000/- |
| 2702— Minor Irrigation. | Rs, 49.37,88,000/- |
| 2711— Flood Control. | Rs, 1,43,00,000/- |

4215— Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.

Rs. 22,49,05,000/-

4701— Capital Outlay on Minor and Medium Irrigation. Rs. 7,00,00,000/-

4711— Capital Outlay on Flood Projects. Rs. 3,75,03,000/-

( The Demand was put to voice vote and passed. )

Mr. Speaker : Now I am putting the cut motions on Demand No. 19 to vote. There are 6 (Six) cut Motions on this Demand.

Now the question before the House is the cut Motions raised by-

Shri Rati Mohan Jamatia on emand No. 19, Major Head-2225—That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to ennance the Education and grants to A,D.C,

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 19, Major Head 2236-That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that :

"Need, to inquire into the corrupt practices on Special Nutrition programme as alleged to News papers & require proper vigilance"

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No 19, Major Head 5054 That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :

"Need to enhance the allocation on Roads to A D. C."

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 19, Major Head 2702. That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

' Need to enhance the allocation for Lift Irrigation & Division Schemes"

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No 19, Major Head 2210 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to make supply of Medicine sufficiently & regularly also to the P,C,s"

Shri Rati Mohan Jamatia Demand No No. 19. Mojor Head 2401 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specifice grievance that :—

"Need to procure sufficient fertilisers & distribution should be fair and neutral."

( All the Cut Motions were put to Voice Vote and LOST. )

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No, 19 to vote The question befor the House is the Demand No 19 moved by the Honourable Minister in-charge of the Tribal welfare, A.D C, T,R,P. & P.G P etc Departments that a sum not exceeding of Rs. 172, 02, 67,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2225— Welfare of SC/ ST/ OBC. | Rs. | 43,83,67,000/- |
| 2236— Nutrition. | Rs | 4,77,06,000/- |
| 3604— Compensation Assignment to Local Bodies and Panchayat Raj Institutions. | Rs. | 5,64,00,000/- |
| 2029— Land Revenue | Rs. | 10,89,000/- |
| 2425 — Co-Operation | Rs. | 66,62,000/- |
| 4425 — Capital Outlay on Co-operation | Rs. | 36,10,000/- |

( The Demand was put to voice vote and passed )

Mr Speaker : - Now I am putting the Demand No. 19 to Vote. The question before the House is the Demand No 19 moved by the Hon'ble Minister-in - Charge of the Tribal walfare Department, That a sum not exceeding of Rs. 1720267000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No 19 under the following Mojor Heads :—

| | |
|---|---|
| 2225— Welfar of SC/ST/OBC | Rs 43,83,67,000/- |
| 2234— Nutrition, | Rs, 04,77,06,000/- |

| | |
|---|---|
| 3604— Compensation Assignment to Local Bodies and Panchayat Raj Institutions. | Rs. 05,64,00,000/- |
| 2029— Land Revenue. | Rs 00,10,89,000/- |
| 2425— Co operation. | Rs. 00,66,62,000/- |
| 4425— Capital Outley on Co-Operetion. | Rs 00,36,10,000/- |
| 5054— Capital Outlay on Flood Control projects | Rs 00,06,00,000/- |
| 4801— Capital Outlay on power. | Rs, 03, 00,00,000/- |
| 2702— Minor Irrigation | Rs, 01,26,95,000/- |
| 4711— Capital Outlay on Flood Control Projects | Rs. 00,61,73,000/- |
| 2210— Medical & Public Health. | Rs, 02,99,05,000/- |
| 4210— Capital Outlay on Medical and Public Health | Rs 00 87 00,000/- |
| 2205— Art & Culture. | Rs 00,01,00 000/- |
| 2220— Information & publicity. | Rs. 00,07,00,000/- |
| 3452— Tourism. | Rs 00,10,00,000/- |
| 2515— Other Rural Development progremme. | Rs. 22,18,00,000/- |
| 2230— Labour and Employment, | Rs. 00,01,35,000/- |
| 2407— Plantation. | Rs. 00,03,00,000/- |
| 2851— Village & Small Industries. | Rs. 00,02,85,000/- |
| 4860— Capital Outlay on Consumer Industries | Rs 00 15,00,000 - |
| 2815 – Village & Small Industries. | Rs, 00,75,42,000/- |
| 4425— Capital Outlay on Co-Opration | Rs, 00,05,00,000/- |
| 5465— Investment in general Financial and Trading Institution. | Rs 00,08'12 000/- |
| 2405— Fisheries. | Rs. 00,95 41,000/- |
| 2401— Crop Husbandry | Rs, 02,70,40,000/- |
| 2401— Corp Husbandry. | Rs, 00,98,60,000/- |

| | | |
|---|---|---|
| 2435— | Other Agri, Programme. | Rs. 00,80,00,000/- |
| 2401— | Corp Husbandry. | Rs. 1,33,40,000/- |
| 2422— | Soil and water Conservation. | Rs. 34,00,000/- |
| 2403— | Animal Husbandry. | Rs. 1,24,00,000/- |
| 2425— | Dairy Development. | Rs. 4,35,000/- |
| 2402— | Soil and water Conservation. | Rs. 6,25,000/- |
| 2406— | Forestry and wildlife. | Rs. 2,22,50,000/- |
| 2501— | Special programme for Rural Dev. | Rs. 3,49,60,000/- |
| 2505— | Rural Employment. | Rs. 6,20,00,000/- |
| 4215— | Capital Outlay on water Supply & Sanitation. | Rs. 6,80,00 000/- |
| 4216— | Capital Ounlay on Housing. | Rs. 29,00,00,000/- |
| 4515— | Capital Outlay on Other Rural Dev. programme. | Rs. 1, 37,00 000/- |
| 2225— | Welfare of SC ST OBC. | Rs. 1,40 00,000/- |
| 2501— | Special Programme for Rural Dev. | Rs. 2,00,000/- |
| 3425— | Other Scientific Research. | Rs. 1,00'0 0/- |
| 4810— | Capital Outlay on N.C.S.E. | Rs 18,00,000/- |
| 5425— | Capital Outlay on Other Scientific Research | Rs. 1,00,00 /- |
| 2202— | General Education. | Rs. 15,16,50,000/- |
| 2202— | General Education. | Rs 3,10,000/- |
| 2235— | Social Security and welfare. | Rs. 18,68,000/- |
| 2236 | Nutrition. | Rs. 56,42 000/- |
| 2204— | Sports and Youth Services. | Rs. 4,15,000/- |

( The Demand was put to Vote and PASSED )

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 32 moved by Shri Amal Mallik that the amount of the policy underlaying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on P.G.P. and O.B C."

( The Cut Motion was put to voice vote and Lost ).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No, 32 to vote. The question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forestry and wildlife Department that a sum not exceeding of Rs. 1,01,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 32 under the following Major Head :—

2406— Forestry and wildlife Rs. 1,01,33,000/-

( The Demand was put to voice vote and Passed )

Now the Demand No. 23. There are two Cut Motions on this demand.

Now. the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohean Jamatia that the amount of the demand be educed to Re 1 to represent disapproval of the policy under lying the demand viz :

"Disapproval of Govt. Policy on grant in Aids to Gaon panchayat, anchayat samiti Zilla pari-had"

( The cut motion was put to voice vote and Lost. )

Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No, 23 moved by the Honb'le member Shri Amal Mallik

That the amount of the Demand be reduced by Rs, 2000/- to represent the eo nomy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wasteful expenditure on untied and to Gaon panchayat

Panchayat Samiti, Zilla parised."

( The cut motion was put to voice vote and Lost )

Now, I am putting the Demand No. 23 to vote The question before the House is the Demand No 23 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Panchayat Department the a sum not of Rs 55, 15,03.000/- be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 4515-- Capital outlay on other Rural Development programme. | Rs. 3 48.00,000/- |
| 2515— Other Rural Deve. programme | Rs 33,17,03,000/- |
| 3604 — Compensation and Assignment to Local Bodies and panchayat Raj Institution. | Rs. 13,20,00,000,- |

( The Demand was put to voice vote and Passed. )

There is one Cut Motion on this Demand. Now the question before the house is the Cut Motion on the Demand No. 33 moved by the Hon'ble member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Solar Energy."

( The cut motion was put to voice vote and Lost )

Now I am putting the Demand No. 33 to vote The question before the House is the Demand No 33 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Affairs ect Department that a

sum not exceeding Rs. 87,80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2501— | Special programme for Rural Devt | Rs. 1,00,000/- |
| 2801 – | Non—Conventional Sources of Energy. | Rs. 22,00,000/- |
| 3425 – | Other Scientific Research. | Rs. 42,00,000/- |
| 4810 – | Capital outlay on Non—Conventional Sources of Energy | Rs,13,80,000/- |
| 5425 — | Capital Outlay on other Scientific Envernmental Resources. | Rs 8,00,000/- |

( The motion was put to voice vote and Passed. )

Now the Demand No 41. There are four Cut Motions on this Demand Now the question before the House is the cut motion on the Demand No 41 moved by the Hon'ble member, Sri Rati Mohan Jamatia

That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Adult Education."

( The motion was put to voice vote and lost )

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No 41 moved by the Hon'ble member Sri Rati mohan Jamatia that the amount of the demand be reduced by Rs. 5000/- be represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wastful expenditure on old age pension, old age widow pension & Jhumia old age pension under Social security Scheme'

( The cut motion was put to voice vote and Lost )

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No 4 moved by the the Hon'ble member Shri Amal Mallik that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set up Mahila Ashram in the Tribal Area"

( The cut motion was put to voice vote and lost )

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Member Sri Rati mohan Jamatia that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set up Childrens Home in the Tribal areas also"

(The cut motion was put to voice vote and Lost ).

Now I am putting the Demand No. 41 to vote

The question before the House is the Demand No 41 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the General Education Deartment that a sum not exceeding of Rs 24 54 64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of paymer during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head :—

| | | |
|---|---|---|
| 2202 — | General Education. | Rs. 3'.8,01,000/- |
| 2235 — | Social Security and Welfare. | Rs 10,42 75,000 - |
| 2236 — | Nutration. | Rs. 1,83,88,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed ).

Demand No. 41. There are 4 (four) Cut Motions on this Demand Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 41 Major Head 3202 moved by the Hon'ble Member Sri Rati Mohan Jamatia of the Demand by reduced by Rs. 100/- to represent the econ my that can be affected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Adult Education."

( The cut motion was put to voice vote and last )

Now the question, before the House is the Cut Motion on the Demand No. 41, Major Head-2235 moved by Sri Rati Mohan Jamatia "That the amount of the Demand be reduced by Rs 5000/- to represent, economy that can be a fected on the partioular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on old pension & jhumia old age pension under Social Security Scheme.

( The cut motion was put to voice vote and lost )

Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Sri Amal Mallik, on Demand No 41 Major Head-2235 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :

"Need to set up Mahila Ashram in the Tribal Aree also."

( The Cut Motion was put to voice vote and lost. )

Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Rati Mohean Jamatia on Demand No 41, Major Head – 2235, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that" :—

'Need to set up childrens Home in the Tribl areas also"

( The Cut Motion was put to voice vote and lost. )

Now I am puting the Demand No 41 to vote. The question be for ethe House is the Demand No. 41 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Social Education Department that "a sum not exceeding Rs. 24,84 64,000/- be granted the defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head :

| | |
|---|---|
| 2202 — Genaral Education | Rs. 13,08,03.000/- |
| 2235— Social Security and welfare | Rs. 10,42 75,000/- |
| 2236— Nutration | Rs. 1,33,88,0001- |

( The cut motio was to voice vote and lost. )

Mr. Speaker :— Demand No 42 There is one Cut Motion on this Demad. Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 42, Major Head 2204 moved by the Hon'ble Member Sri Rati Mohan Jamatia,, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 500/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tribal Youth excursion programme & Organisation of Exhibition of Tribal Youth."

( The Cut Motion was put to voice vote and lost,. )

Now I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the the House is the Demand No, 42 moved by the Hon ble Minister-in-Charge of the Sports & Yourth programme Department that" a sum not exceeding of Rs 9,76,73,000,- be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2204— | Sports and Youth Services | Rs 7,02,69,000/- |
| 2552— | North Eastern Areas | Rs 1,24,54,000/- |
| 4202— | Capital outlay on Education, Sports Arts and Culture. | Rs. 1.49,50,000/- |

( The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Demand No 16, There is two Cut Motion on this Demand. Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 16, Major Head 2210 moved by the Hon'b'e Member Sri Rati Mohan Jamatia "That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that" :—

"Failure to take affective measures for eradication of Malaria regular DDT spray, Blood sample collection etc."

( The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost ),

Mr, Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 16 Major Head 2210 moved by the the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia' That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that' :—

"Need to take more affective measures on prevention & controleu AIDS"

(The out motion was put to voice vote and lost)

Now I am putting the Demand No 16 to vote. The question before the House is the Demand No 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department that a sum not exceeding of Rs. 61,62,82,31 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in espect of Demand No 16 under the following Major Heads :

| | | |
|---|---|---|
| 2210— Medical and Public Health | Rs. | 39,11,83,000/- |
| 2211— Family welfare | Rs. | 12,66 98,000/- |
| 2252— Other Social Services | Rs. | 1,000/- |
| 2552— North Eastern Areas | Rs. | 6,00,000/- |
| 3454— Census, Survey and Statistices | Rs | 11,94,000/- |
| 4210— Capital Outlay on Medical and Public Health | Rs. | 5,46,50,000/- |
| 4211 — Capital Outlay on Family Welfare | Rs. | 3 59,37 000,- |
| 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas | Rs. | 60,18,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Demand No 35 There is one Cut Motion on this Demand Now the question before the House is the Cut Motion on the Domand No 35 Major Head 2217 moved by the Hon'ble Member Sri Rati mohan Jamatia "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- torepres the economy that can be effocted on the particular matter viz : -

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Prime Ministers

integrated urban poverty eradication programme."

( The Cut Motion was put to voice vote and lost ).

Now I am putting the Demand No 35 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department that a sum not exceeding of Rs. 13,91,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2216—Housing | Rs. 4,00,000/- |
| 2217— Urban Development | Rs. 10,21,33,000/- |
| 4215— Capital Outlay on water Supply and Sanitation | Rs. 90,00000/- |
| 4216— Capital Outlay on Housing | Rs. 2,00,00,000/- |
| 4217— Capital Outlay on Urban Development | Rs. 76,00,000/- |

( The Demand was put to voice vote and Passed )

Now I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the House is the Demand No 35 moved by the Hon'ble Health & Family welfare and Urban Development Minister that a sum not exceeding of Rs 13,19,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No 35 under the following Major Heads : -

| | |
|---|---|
| 2216 -- Housing, | Rs 4,00,000/- |
| 2217— Urban Development. | Rs. 10 21,33,000/- |
| 4215— Capital Outlay on water Supply and Sanitation. | Rs. 90,00,000/- |
| 4216— Capital Outlay on Housing | Rs. 2,00,00,000/- |

4217 — Capital Outlay on Ur Rs. 76,00,000/-

( The Demand was put to voice vote and passed ).

Now, Demand for Grant No 12. There is one cut motion on this Demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Amal Mallik that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1 to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Co-operation

( The motion was put to voice vote and lost )

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Co-operation Department Minister that a sum not exceeding of Rs. 6,10,02,000/- (excluding the Charged amount of Rs. 2,85,00,000/ ) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No 12 under the following Major Heads :

| | |
|---|---|
| 2425 — Co-operation | Rs 3,21 47,000/- |
| 4425 — Capital Outlay on Co-operation. | Rs. 1 25,15,000/- |
| 6425 — Loans to Co-operative Societies, | Rs. 1,13,40,000/- |

( The Demand was put to Voice Vote and Passed ),

The House is adjourned till 11 A M of to-morrow, Thursday, the 27th March, 1997.

## ANNEXURE – A

Admitted Starred Question No. 271

Name of the Member : Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower planning and Employment Department be pleased to State :

প্রশ্ন :—

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কোন দপ্তরে কত জন সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন, এবং

২। যারা ছাঁটাই হয়েছেন তাদেরকে চাকুরীতে পুনঃর্বহাল করা হবে কিনা ?

উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 310

Name of M.L.A. :— Shri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be Pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার উদয়পুরের বনদুয়ার এলাকায় একটি কেন্দ্রিয় খাদ্য গোদাম করার পরিকল্পনা সরকারের হাতে রয়েছে।

২। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত গোদামের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

### ANSWER

১। বনদুয়ার এলাকায় কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Question No : 322 (Starred)

Name of the Member : Shri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charg of the Industries & Commerce Department be please to state :

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগরের ইন্দুরাইলে কয়লার ন্যায় এক ধরণের পাথর পাওয়া গেছে যাহা পার্শ্ববর্তী ইটভাট্টাগুলোতে কয়লার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ?

উত্তর :—

১। ধর্মনগরের ইন্দ্রাইলে নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এই কয়লা পার্শ্ববর্তী ইটভাট্টায় ব্যবহার করা হয় বলে কোন তথা জানা নেই।

প্রশ্ন :—

২। যদি সত্য হয় তা হলে উক্ত কয়লার মান নিরূপণ এবং উত্তোলনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর :—

২। গত ১৯৯৪ ইং সালে আগরতলাস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের Geological Survey of India-তে কয়লার নমুনা পাঠানো হয়। উক্ত সংস্থা তাদের কলিকাতাস্থিত Central Chemical Laboratory থেকে কয়লার মান নিরূপণ করে জানায় যে ইহা নিম্নমানের কয়লা এবং শিল্পে ব্যবহারের অযোগ্য। তাই, উত্তোলনের কোন প্রশ্ন আসে না।

**Admitted Starred Unstarred Question No 326**

**Name of M L A :—** Shri Sudhan Das

**Will the Hon'ble Minister in Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—**

১। রাজ্যে রাইস মিলের লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতি কি।

**ANSWER**

১। রাইসমিলের লাইসেন্সের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে তাহার স্ব স্ব মহকুমা শাসকের নিকট নির্ধারিত ফর্মে আবেদন পত্র জমা দিতে হয়। মহকুমা শাসকগণ ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারীর সুপারিশ ক্রমে এবং সঠিক বিবেচিত হইলে তাহা খাদ্য অধিকর্তার অফিসে পাঠান এবং খাদ্য অধিকর্তা তাহা অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট পাঠান। সঠিক বিবেচিত হইলে রাজ্য সরকার মিল বসানোর পারমিট মঞ্জুর করিয়া থাকেন। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে দুই ধরণের যথা হলার ও শেলার রাইস মিল বসানোর পারমিট দেওয়া হয়। আবেদনকারী তাহার রাইসমিল বসানোর পর মহকুমা শাসকগণ রাইস মিল চালানোর লাইসেন্স নির্দিষ্ট সিকিউরিটি এবং ফিস জমা রাখিয়া প্রদান করেন ”

**Admitted Starred Question No. 339**

**Name of M.L.A. :— Shri Makhanlal Chakraborty**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—**

১। বর্তমানে রাজ্যে ( চাউল, গম, লবন, কেরোসিন, চিনি ) ইত্যাদির মজুত ভাণ্ডার কত ?

২। বর্ষার মরশুমের পূর্বেই রাজ্যে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

**ANSWER**

১। বর্তমানে রাজ্যের খাদ্য শস্যের মজুত ভাণ্ডার নিম্নরূপ :—

ক) রাজ্য সরকারের গুদামে (১৩/৩ ৯৭ ইং)

| | | |
|---|---|---|
| চাউল | -- | ১১,৩১৯ মেঃ টন |
| গম | -- | ৫১৮ ,, ,, |
| লবন | -- | ৬,৭০১ ,, ,, |
| চিনি | -- | ২,৫৪২ ,, ,, |

ইহা ছাড়া রাজ্যে অবস্থিত IOC এর ডিপোগুলিতে কেঃ তেলের পরিমাণ ৪১৫ কিঃ লিঃ

খ) ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদামে ( ১৪ ও ৯৭ ইং )

| | | |
|---|---|---|
| চাউল | -- | ১৪,৭০১ মেঃ টন |
| গম | -- | ২১৬ ,, ,, |
| চিনি | -- | ৩,৯৪৮ ,, ,, |

২। বর্ষার আগে রাজ্যে মজুত ভাণ্ডার গড়ার লক্ষে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রনালয় ও খাদ্য নিগমের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখা হইতেছে যাহাতে অন্ততঃ দুই মাসের খাদ্য শস্য রাজ্য গুদামে জমা করা যায়।

**Admitted Starred Question No. 342**

**Name of M.L.A. :— Shri Khagendra Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন গঙ্গানগরে ৬ শয্যা বিশিষ্ট পি, এইচ, সি, খোলার পরিকল্পনা আছে কি,

২। থাকলে, কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

**ANSWER**

১। আছে।

২। উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হবে।

Admitted Starred Question No. — 344
Name of M.L.A, :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে, গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন গঙ্গানগর খাদ্য গোডাউনকে পাঁকা বিল্ডিং করার পরিকল্পনা নিয়েছেন সরকার ?

২। নিয়ে থাকলে, কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন গঙ্গানগর গুদাম পাকা করিবার কোন পরিকল্পনা এখনও হয় নাই।
২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. : 364
Name of the Member : Shri Madhab Saha

প্রশ্ন :—

১। রাজ্য সরকারের অধীনে বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরে কতটি গাড়ী চালকের পোষ্ট খালি আছে ? (দপ্তর ভিত্তির হিসাবে)

২। শূন্যপদ পূরণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No : 367
Name of Member : Shri Bhudeb Bhattacherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ধূপকাঠির ফ্যাক্টরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ধূপকাঠির ফ্যাক্টরী করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

প্রশ্ন

২। থাকলে কোন্ কোন্ বিভাগেও স্থানে উক্ত ফ্যাক্টরীগুলি করা হবে ?

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. :— 372

Name of M.L.A. :— Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What is the progress about issue of special ration cards under streamlined Public Distribution System introduced by Govt. of India from the Republic Day, 1997 ?

2. How many persons are likely to be benifited under the scheme in Tripura ?

ANSWER

1. Special ration cards under BPL scheme has not yet been printed. Suitable endorsement is being made on the existing ration cards of the identified BPL families pending issue of special coloured cards.

2. About 2·21 lakh families are likely to be benifitted under the scheme in Tripura.

Admitted Starred Question No. :— 373

Name of M.L.A :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What is the present position about setting up of a Sub—Centre at Lankamura under West Agartala Police Station of West Tripura District ?

ANSWER

1. Sanction of establishing new Sub—Centre has not yet been communicated by the Govt. of India.

Admitted Starred Question No. 375

Name of the M.L.A. :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কি, এবং

২। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে তাহা কি কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মহকুমা শাসকগণ ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকগণকে, দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি রোধ করিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। E C Act অনুযায়ী দুর্নীতি পরায়ন ও অতি মুনাফা খোর ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহকুমা শাসকগণ ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকগণকে ইতিপূর্বে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Saated Question No. 437

Name of Member : Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কুমারঘাটে একটি চা ফেক্টরী করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

১। সত্য হলে, কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

উত্তর

২। চা তৈরীর কারখানা করার পরিপ্রেক্ষিতে কনসালটেন্টের মাধ্যমে একটি বিস্তারীত পরিকল্পনা রিপোর্ট (D P.R.) তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন :—

৩। উক্ত স্থান পরিবর্তন করে কাঞ্চনপুর মহকুমারঅন্তর্গত মাছ মারায় করার জন্য বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর

৩। না।

Admitted Starred Question No. :— 440

Name of M L A. :— Shri Amitaba Datta

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এম. বি. বি. এস, বি. ডি. এস., ভি. এস., এগ্রি. বি. এস. সি, বি. ই. এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বেকারের সংখ্যা কত ?

২। এদের মধ্যে আগামী অর্থবছরে কতজনকে নিয়োগ করা সম্ভব হবে ?

উত্তর

১। [illegible]

এম. বি. বি. এস. —১৪ জন।

বি. ডি. এস. — ২ জন।

ভি. এস. — ১৫ জন।

এগ্রি. বি. এস. সি — ১০৪ জন।

বি. ই. — ৫৫৯ জন এবং

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার — ৫৫৫ জন।

২। আগামী অর্থবছরে শূন্য পদের সংখ্যার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 445

Name of M.L A. :— Smit Kartik Kanya Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department Handloom (Handicrafts and Sericulture) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গ্রামীণ গরীব তাঁতীদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য সরকার তরফে সূতা দিয়ে সাহায্য করার পরিকল্পনা বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

১। যদি সত্য হয়, তবে পুনরায় তা চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর ঃ—

২। পুনরায় ভর্তুকীতে তাঁতীদের সূতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের তরফে নেওয়া হইবে না।

প্রশ্ন

৩। না নিয়ে থাকলে তার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

৩। ভর্তুকীতে সূতা দিয়ে সাহায্য করার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে টি. এইচ, এইচ. ডি সি, লিঃ, টি. এ. ডব্লিউ, সি. এস. লিঃ এবং ক্লাষ্টারস্থিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব তাঁতশিল্পীদের কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে মূলধন হিসাবে সূতা দিয়ে সাহায্য করা হয় এবং উৎপাদিত কাপড় জমা রেখে মজুরী দেওয়া হয়।

**Admitted Starred/Unstarred Question No 443**

**Name of M L A :— Shri Makhanlal Chakraborty**

**Will the Hon'ble Minister in Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। রাজ্য শিল্পে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এবং

২। রাজ্যের উৎপাদিত গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন, উৎপাদিত রাবার ভিত্তিক শিল্প কারখানা, আগরবাতি তৈরীর কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে কি,

৩। ইহা কি সত্য যে বহিররাজ্যের শিল্প পতিরা গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ?

৪। সত্য হইলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে শিল্পে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত তিনটি প্রকল্প যথা ঃ ১) গ্রোথ সেন্টার, ২) ইন্‌টিগ্রেটেড্‌ ইনফ্রাক্‌ষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ৩) এক্‌সপোর্ট প্রমোশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল পার্ক স্কীম রূপায়ণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২। রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক সারকারখানা এবং উৎপাদিত রাবার ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল।
সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে আগরবাতি তৈরীর কারখানা গড়ে তোলার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। বে-সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে গ্যাসভিত্তিক মিথানল, এ্যামোনিয়া/ ইউরিয়া, ফারটিলাইজার কারখানাগুলো স্থাপন এবং যৌথ উদ্যোগে বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বহিঃরাজ্যের শিল্পোদ্যোগীরা আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

৪। হ্যাঁ।

**Admitted Starred Question No. 452**

**Name of Member — Shri Makhan Lal Chakraborty.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—**

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এপ্রিল ৯৩ইং থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কতজন লোক ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগে মারা গিয়েছেন ?

২। বিগত জোট রাজত্বের সময়ে ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে মার্চ ৯৩ ইং পর্যন্ত কতলোক এই রোগে মারা গিয়েছিল ?

৩। ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে রাজ্যে ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগে মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০ ও ৩৬৭।

২। ফেব্রুয়ারী ৮৮ইং হইতে মার্চ ৯৩ইং সময়ে রাজ্যে ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগে মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২৪ ও ৬৬৩।

৩। ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ—

ক) জ্বরের রোগীকে খুঁজে বের করে ক্লোরোকুইন বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া বীজানু পাওয়া গেলে **Plasmodium Falciparum** এরক্ষেত্রে এক-দিন এবং **Plasmodium Vivax** এর ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের জন্য ক্লোরোকুইন এবং প্রাইমাকুইন বড়ি দিয়ে **Radical treatment** করে পুরোপুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

খ) ম্যালেরিয়া সংক্রমন মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেশী হয়ে থাকে। তাই এই সময় দুই পর্য্যায়ে ৭৫ দিন করে ডি, ডি, টি, ছড়ানো হয়। প্রথম পর্যায়ে মার্চ মাস থেকে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায় জুলাই মাস থেকে শুরু হয়। এই ডি, ডি, টি-র সংস্পর্শে এসে ম্যালেরিয়া সংক্রমনকারী স্ত্রী এনোফিলিস মশার মৃত ঘটে এবং ম্যালেরিয়া সংক্রমন রোধ হয়।

আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় মশার বংশ বৃদ্ধি রোধে পুর পরিষদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন ড্রেইনগুলিতে সারা বৎসর ব্যাপী মশার শূককীট ধ্বংসকারী ঔষধ ছড়ানো হয়।

গ) কোথাও জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটলে **Mass Blood Survey** করে ক্লোরোকুইন ও প্রাইমাকুইন বড়ি খাওয়ানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষ মেডিকেল টিম আক্রান্ত এলাকায় পাঠানো হয়। জনগনের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে ডি, ডি, টি ছড়ানোর কাজ ঠিকভাবে হয়। এবং জ্বরের রোগী সময়মত ক্লোরোকুইন বড়ি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত, বি ডি, সি ইত্যাদি মিটিং-এ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে এব্যাপারে আলোচনা করেন। জেলাশাসকের নেতৃত্বে প্রতি জেলায় সভা করে **Anti Malaria Activities** এর তদারকির দায়িত্ব ও দেওয়া হয়। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতে বিনামূল্যে ক্লোরোকুইন বড়ি পাওয়া যায় তারজন্য ঔষধ বিতরন কেন্দ্র ও জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।

ঘ) এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর ও কৈলাশহর, ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী ও কমলপুর এবং দক্ষিন জেলার অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমায় মোট ১১ হাজার বিছানার মশারী দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

**Admitted Starred Question No. 474**

**Name of Member :— Shri Prasanta Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be Pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। বিদেশী পুঁজিতে রাজ্যে শিল্প স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বিদেশী পুঁজিতে রাজ্য শিল্প স্থাপনে বর্ত্তমানে রাজ্যে সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্ন

২। থাকিলে এর জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠেনা।

প্রশ্ন

৩। এই পর্যন্ত মোট কতজন বিদেশী পুঁজিপতি রাজ্যে শিল্প স্থাপন করার জন্য আবেদন করেছেন এবং কি কি শিল্প করার জন্য আবেদন করেছেন ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৪। এর মধ্যে কয়টি রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

**Admitted Starred Question No :— 481**

**Name of the Member : Shri Mati Lal Saha**

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭—৯৮ ইং আর্থিক বৎসরে চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কতজন বেকারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৯৭-৯৮ সালে ৭৬৫৫ জন বেকারকে চাকুরী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**Admitted Starred Question No :— 533**

**Name of the Member :— Shri Prasanta Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—**

### প্রশ্ন

১। রাজ্যের কারাগারগুলিতে বিচারাধীন বন্দী এবং সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য কি কি **Rationing System** বর্তমানে চালু আছে তার বিস্তৃত বিবরণ।

২। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দৈনিক মজুরীর হার কত ? এবং

৩। উক্ত মজুরী বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

### উত্তর

১। রাজ্যের কারাগারগুলিতে বিচারাধীন বন্দী এবং সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে প্রতিদিনের প্রতিজনের জন্য নিম্নরূপ খাদ্যবন্টন পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। ক) | চাউল বা আটা | ৭০০ গ্রাম | |
| খ) | ডাল | ১২৫ ,, | |
| গ) | লবন | ২৫ ,, | |
| ঘ) | সরিষার তৈল | ২২ ,, | |
| ঙ) | পেয়াজ | ১০ ,, | |
| চ) | মসলা | ১০ ,, | |
| ছ) | গুর | ১৫ ,, | |
| জ) | তেতুল | ৩ ,, | |
| ঝ) | সব্জী | ৪১০ ,, | |
| ঞ) | মাংস | ৮০ ,, | প্রতি সপ্তাহে |
| ট) | মাছ | ৬৫ ,, | প্রত্যেকটি এক |
| ঠ) | ডিম | ১ টি | বার করে |
| ড) | লাকড়ি | | ১ কেজি প্রতিদিন |

নিরামিষ ভোজীদের মাছ মাংস এবং ডিমের পরিবর্তে ২৩০ গ্রাম আলু, এবং ১৫০ গ্রাম কলা দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে চারজনকে একত্রে ১টি করিয়া সাবান দেওয়া হয়। ৫ গ্রাম করিয়া নারিকেল তৈল প্রতিজনকে ১ দিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয়। ১লা অক্টোবর থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত প্রতি বছর প্রত্যেককে ৫গ্রাম করে সরিষার তৈল ১দিন অন্তর অন্তর দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ :—

সকাল বেলার খাওয়া—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | রুটি | ৮৭ গ্রাম |
| খ) | চা | ১৪ ,, |

| | |
|---|---|
| গ) চিনি | ৫৮ „ |
| ঘ) মাখন | ২১ „ |
| ঙ) দুধ | ৫৮ „ |
| অন্যান্য খাওয়া— | |
| চাউল অথবা | ৪০৭ গ্রাম |
| আটা | ৪৬৭ „ |
| ডাল | ১৭৭ „ |
| তরকারী | ২৩৩ „ |
| আলু | ১১৭ „ |
| মাংস | ৫৮ „ |
| তেতুল | ৪ „ |
| লবন | ১৪ „ |
| গুড় | ২৯ „ |
| সরিষার তৈল | ১৪ „ |
| ঘি অথবা সরিষার তৈল | ৪২ „ |
| লাকড়ি অথবা | ৯৩৩ „ |
| কেরোসিন তৈল | ৭৫০ „ |
| দই অথবা | ১১৭ „ |
| কলা | ১১৭ „ |

২। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের সাধারণ কালের দৈনিক মজুরী ৪ (চার) টাকা এবং কঠিন কাজের দৈনিক মজুরী ৪.১৫ টাকা চালু আছে।

৩। উক্ত মজুরী বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আপাততঃ নেই।

পরিপূরক ঃ— বর্তমান মূল্যসূচক অনুযায়ী প্রত্যেক কারাবন্দীদের জন্য প্রতিদিন সরকারের খরচ হয় গড়ে ৩০ (ত্রিশ) টাকা করে। কয়েদীদের মজুরী এর অতিরিক্ত। তা ছাড়া সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে কয়েদীদের মজুরী বৃদ্ধিসংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রীম কোর্ট বিচারাধীন আছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি মামলা গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চে বিচারাধীন আছে। ঐ মামলাগুলি নিস্পত্তির পর সরকার কয়েদীদের মজুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

**Admitted Starred Question No. — 547**

**Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :**

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যে সমস্ত হাসপাতালে এম্বুলেন্স নেই সেইসব হাসপাতালে কত দিনের মধ্যে এম্বুলেন্স দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

২। ইহা কি সত্য যে অনেক হাসপাতালে এম্বুলেন্স থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে গরীব অংশের রোগীকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যের সমস্ত মহকুমা হাসপাতাল এবং গ্রামীন হাসপাতাল সমূহে এম্বুলেন্স আছে। রাজ্যের যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স দেওয়া সম্ভব হয়নি সেখানে পর্যায়ক্রমে এম্বুলেন্স দেওয়া হবে।

২। ইহা সত্য নয়।

**Admitted Starred Question No :— 561**

**Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath**

**Will the Hon'ble Minister in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :**

প্রশ্ন

১। কমলপুর পি, এইচ, সি,তে আরও ১০টা সিট বাড়ানো হবে কিনা ?

২। বাড়ানো হলে তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন আসে না।

**Admitted Starred Question No :— 571**

**Name of the Member :— Shri Ashok Debbarma**

**Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :**

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনমালা ও গোলাঘাটি দয়ারাম পাড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নির্মান কাজ এখনও পর্যন্ত শেষ করা হয়নি ?

২। সত্য হলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। পূর্ত বিভাগের তথ্য অনুযায়ী টিউবুলার ট্রাস (Tubular Truss) না পাওয়ার দরুন দয়ারাম বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ বন্ধ আছে। কাঞ্চনমালার কাজ চলছে।

প্রশ্ন

Admitted Starred Question No. :-- 573

Name of the Member : -- Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :--

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্য ও ঔষধের জন্য মাথা পিছু বরাদ্ধ কত?

২। ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে এই বরাদ্ধ কত ছিল?

৩। ইহা কি সত্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীদের নিজ খরচে ঔষধ কিনতে বলা হয়?

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারন কি?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে রোগীদের পথ্য বাবদ মাথা পিছু বরাদ্ধ ১৬ টাকা। ঔষধের ক্ষেত্রে মাথাপিছু কোন নির্দিষ্ট বরাদ্ধ নেই। রোগীর প্রয়োজনানুসারে ঔষধ দেওয়া হয়ে থাকে।

২। ১৯৯৫-৯৬ সনে পথ্য বাবদ মাথা পিছু বরাদ্ধ ছিল ১৬ টাকা।

৩। ইহা সত্য নয়।

৪। প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন

Admited Strred Question :-- 576

Name of the Member -- Shri Brajendramog Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক কালে খোয়াই, কল্যানপুর, চেবরী, রামচন্দ্রনগর, বাইজালবাড়ী, তৈছু, জারুলবাচাই সহ বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমনে আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার গ্রহন করেছেন কিনা।

২। আহতদের চিকিৎসা বাবদ এলাকা ভিত্তিক কত টাকা করে খরচা হয়েছে?

উত্তর

১। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমনে আহতদের আবেদনের ভিত্তিতে চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

২। এরকম কোন তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে রাখা হয় না।

Admited Starred Question No. :— 602

Name of the Member :— Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এই মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি হেপাটাইটিস বি পজেটিভ সম্পর্কে রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচার বিভাগ থেকে জনসাধারনের চেতনার্থে কেন ব্যপক প্রচার করা হচ্ছে না এবং ব্যাপক প্রচারের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে কি ?

উত্তর

১। অন্যান্য রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে যেসব স্বাস্থ্য শিবির, সেমিনার ও প্রশিক্ষন শিবির হচ্ছে সেখানে Viral Hepatitis B সম্পর্কেও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয়ে থাকে।

জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Viral Hepatitis B সম্পর্কে নিবিড় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করা হবে।

সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে এরোগ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া হবে। রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কেও বেতার ও দূরদর্শনে আলোচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No. :— 606

Name of the Member :— Shri Amal Mallik

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার এস এফ, মাধ্যমিক, এইচ. এস, বি এ, বি কম, পাশ করা কতজন বেকারকে সরকার চাকুরী দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?

২। সত্য হইলে কতজন ও কবে নাগাদ এই চাকুরী দেওয়াহবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সত্য।

২। ৭৬৫৫ জন বেকারকে আগামী ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরের মধ্যে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**Admitted Starred Question No. 607**

**Name of the Member :— Shri Amal Mallik**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬ ইং সালের শেষভাগে আগরতলা কেন্দ্রীয় খাদ্যগুদাম ও আগরতলার বিভিন্ন রেশনসপ্‌ গুলিতে মিহি ও অতিমিহি চাল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন গড়মিল দপ্তরের নজরে এসেছে কিনা ?

২। এসে থাকলে গড়মিলটা কি ? এবং

৩। এই গড়মিলের জন্য দপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 622

Name of the Member : - Shri Ashok Deb Barma

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে পিওর সায়েন্স বিষয়ের স্নাতক বেকারের সংখ্যা কত ?

২। এই সমস্ত বেকারদের মধ্যে কতজনকে নিযুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বাকী পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। যে সমস্ত পিওর সায়েন্সের বেকাররা জব ফরম পূরণ করতে পারেনি তাদেরকে নতুন করে জব ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে পিওর সায়েন্স বিষয়ের স্নাতক বেকারের সংখ্যা হয় ১৮২৪ জন।

২। এই সমস্ত বেকারদের মধ্যে জব ফর্মের মাধ্যমে ১০৮০ জনকে নিযুক্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে কোন পদ খালি নাই।

৩। যে সমস্ত পিওর সায়েন্স বেকারেরা জব ফর্ম পূরণ করতে পারেনি তাদেরকে নতুন করে জব ফর্ম পূরণের সুযোগ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই।

**Admitted Starred Question No. 627**
**Name of the Member :— Shri Bindu Ram Reang**

**Will the Hin'ble Minister-in-charge of the Health and Famiy Welfar Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। খেদাছড়ার বর্তমান হেলথ সেন্টারকে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি।

২। যদি থাকে, তবে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এ, ডি, টির সহযোগিতায় খেদাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নীত করা হবে।

২। খুব শীঘ্রই কাজ হাতে নেওয়া হবে।

**Admitted StarredQuestion No. 629**

**Name of M.L A. :— Shri Ratanlal Nath**

**Will the Hon'ble Minister in-charge of th Food & Civil Supplies Department be pleased to state —**

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য, সারা রাজ্যে র সরকার "রাইস মিল" এর লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর কারণ কি ?

৩। "রাইস মিল" এর লাইসেন্স পেতে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হয় ?

উত্তর

১। সত্য নহে

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। রাইস মিল বসানোর পারমিট পাওয়ার জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত প্রমাণ পত্রাদি দাখিল করিতে হয় :—

ক) হলার রাইস মিল লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে এই মর্মে একটি মুচলেকা দিতে হয়। যে লাইসেন্স পাওয়ার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে তাহার হলার রাইস মিলকে রাবার রোল শেলার স্থাপন করে উন্নতমানের করিতে হইবে।

খ) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড

গ) আয়ের সার্টিফিকেট। (অরিজিনাল)

ঘ) রাইস মিলটি যে স্থানে স্থাপন করা হইবে সে স্থানের মালিকানার প্রমাণ পত্র।

ঙ) প্রত্যেক আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

## ANNEXURE—'B'

Admitted Starred Question No. 46

Name of M.L.A :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Manpower Planning and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ১৮-১-৯৭ইং সন পর্যন্ত সারা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত (শ্রেণীর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত কর্মচারীর মধ্যে কতজন তপঃ উপজাতি, কতজন তপঃজাতি ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর কতজন? (শ্রেণীর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 61

Name of M.L.A :— Shri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Manpower Planning and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোক নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তরে পদের জন্য ইতিমধ্যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে?

২। বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত পদের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে সেখানে দপ্তর ভিত্তিক পদের সংখ্যা কত? এবং

৩ ইতিমধ্যে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে কোন কোন দপ্তরে কতটি শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে? যে সমস্ত পদে নিয়োগ করা যায়নি কতদিনের মধ্যে সেই সব পদে নিয়োগ করা সম্ভব হবে?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Unstarred Question No. 63

Name of Member : Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, জেল দপ্তরে তপঃ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরণের পোষ্ট ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কি কারণে ঐ সমস্ত পোষ্ট পূরণ করা হয়নি ?

৩। রাজ্যের বিভিন্ন জেলগুলিতে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে এস টি, এস সি, এবং ও বি সির সংখ্যা কত শ্রেণী ভিত্তিক হিসাবে।

উত্তর

১। হাঁ ইহা কি সত্য যে জেল দপ্তরে প্রত্যক্ষ নিয়োগ ও প্রমোশনের পদ মিলে মোট ৮টি তপঃ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদ শূন্য পড়ে আছে। এর মধ্যে—

প্রত্যক্ষ নিয়োগের পদ মোট—২টি

সাব জেইলার—১টি

কম্পোজিটর—১টি

প্রমোশনের পদ মোট ৬টি

কারাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় কারাগার—টি

চিফ ওয়েল ফেয়ার অফিসার—১টি

সাব জেইলর —১টি

প্রবীণ প্রহরী —৩টি

২। নিয়োগ নীতি সংশোধণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় উক্ত ৮টি পদের মধ্যে তিনটি পূরণ করা যায় নাই। একটি পদ (C, W, O) পূরণের জন্য (T, , S, O) কে সুপারিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বাকী ৪টি চারটি পদ পূরণের উপর আদালতের স্থগিত দেশ থাকনয় পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলোতে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯৭ জন এবং তাদের শ্রেণীভিত্তিক এস, টি এস, সি কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| শ্রেণী | তপঃ উপজাতি | তপঃ জাতি |
|---|---|---|
| 'ক' | ১ | ১ |
| 'খ' | ১ | — |
| 'গ' | ৯৯ | ৫৭ |
| 'ঘ' | ১২ | ৮ |
| মোট | ১১৩ | ৬৬ |

কর্মচারীদের মধ্যে ও. বি, সি,-দের জন্য পৃথক কোন হিসাব নেই ।

**Admitted Unstarred Question No. 82**

**Name of the M.L.A :— Shri Rati Mohan Jamatia.**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Appointment & Services Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট কতজনকে অবসর গ্রহণের পর এক্সটেনশান (চাকুরী) দেওয়া হয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। সরকারী নীতি অনুসারে একজনকে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ কত মাস এক্সটেনশান দেওয়া সম্ভব, এবং

৩। এক্সটেনশান প্রাপকদের মধ্যে কত জনকে ঐ সীমার পর পুনরায় একসয়টনশান দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর |
২ নং প্রশ্নের উত্তর | তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।
৩ নং প্রশ্নের উত্তর |

**Admitted Untarred Question No. 84**

**Name of M.L.A. :— Shri Rati Mohan Jamatia**

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৭ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরা জুট-মিলের কত টাকা লাভ বা লোকসান হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

| year | Net Loss in rupees |
|---|---|
| 1993-94 | Rs. 5, 61. 14, 487'00 |
| 1994-95 | Rs, 6, 46, 51, 992'00 |
| 1995-96 | Rs. 7, 16, 89 000'00 (Provisional) |
| 1996-97 | Preparation of A/c in Progress. |

Admitted Unstarred Question No 88

Name of Member :— Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department (Handloom Handicrafts & Sericulture) be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরে কত গুলি তফসিলী জাতি ও উপজাতি পরিবারকে হস্ত তাঁত ও কোমর তাঁত দেওয়া হয়েছিল এবং এর দ্বারা কতগুলি পরিবার উপকৃত হয়েছিল (মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্র্যাফট এণ্ড সেরিকালচার দপ্তর হইতে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদকে নিম্নলিখিত হারে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থবর্ষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বর্ষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বর্ষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কত সংখ্যক উপজাতি তফসিলী জাতি পরিবারকে সূতা দিয়ে ছিল তাহার ব্লক ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক সঠিক হিসাব স্বশাসিত জেলা পরিষদ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্ন

২। ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে আরও হস্ত তাঁত ও কোমর তাঁত দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

২। ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বছরে ৬ষ্ঠ তফসিলী মোতাবেক বিগত অর্থ বৎসরের ব্যয় বর্তমান অর্থ বছরে (১৯৯৭-৯৮) অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

Admitted Unstarred Question No, 89

Name of Member :-- Shri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department (Handloom Handicrafts and Sericulture be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজ্যে কত পরিমাণ সিল্কের সূতা উৎপাদিত হয়েছে জেলা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১ ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরের জেলা ভিত্তিক উৎপাদিত সিল্ক সূতার পরিমান নিম্নরূপঃ -

| জেলার নাম। | ১৯৯৪-৯৫, | ১৯৯৫-৯৬। | ১৯৯৬-৯৭ |
|---|---|---|---|
| ক) পশ্চিম ত্রিপুরা | ১৭১ ১৬৫ কেঃ জিঃ | ২৩৫'০৬৭ কেজি | ৩১৭'২৫০ কেজি, |
| খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা | নাই | নাই | ২২৪'৩৩৫ " |
| গ) উত্তর ত্রিপুরা | নাই | ২১'৬৭০ | ১৯'২৫৫ ,, |

প্রশ্ন

২। উক্ত সিল্ক সূতা থেকে কত হাজার মিটার সিল্কের কাপড় তৈরী হয়েছে ?

উত্তর

২। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁতশিল্পী না থাকায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কোন কোন সিল্ক শাড়ী তৈরী না হয়ে থাকলেও ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁতশিল্পী দ্বারা ২৪৮০'২৩ বর্গ মিটার সিল্কের কাপড তৈরী করা হয়েছিল।

প্রশ্ন

৩। এবং এই কাপড় বাজারজাত করে কত টাকা সরকার পেয়েছে ?

উত্তর

৩। ১৪২৯ ২৩ বর্গ মিটার কাপড় বাজারজাত করে মোট ১, ৪৭, ৫২৫ টাকা সরকার পেয়েছে।

প্রশ্ন

৪ এই সিল্ক কাপড় বোনাতে কতজন তাঁত শিল্পী জড়িত রয়েছে ?

উত্তর

৪। ৩৫ জন।

**Admitted Un-starred Question No. 90**

**Name of the Member :— Shri Bhudeb Bhattacharjee**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Heath and Famililly welfare be pleased to state :—**

১। উত্তর ত্রিপুরার মোট কতটি হেলথ, সাবসেন্টার আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কতটি চালু আছে এবং কতটি বন্ধ আছে,

৩। বন্ধ সাব-সেন্টারগুলিকে চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি,

৪। রাজকান্দি ও ফটিকছড়ায় ডিসপেনসারী করা হবে কি ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় মোট ১০৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ,

কৈলাশহর মহকুমায় ৩৮টি

ধর্মনগর মহকুমায় ৩৭টি

কাঞ্চনপুর মহকুমায় ৩১টি

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। বর্তমানে প্রশ্ন আসে না।

৪। রাজকান্দি ও ফটিকছড়ায় ১টি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে।

**Admitted Un-starred Question No 93**

**Name of the Member :— Shri Ritia Mohan Jamatia**

**Will the Hon'ble Minister in-charge Manpower & Employment Depattment be plessed to state :—**

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শ্রেণী ভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা বর্তমানে কত ?

(এস, টি ও এস, সি উল্লেখ পূর্বক দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

**Admited Un-starred Question No. 97**

**Name of Membere :— Shri Sudhan Das**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বেকার যুবকদের বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকার থেকে কোন সাহায্য করা হয় কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি করা হয়ে থাকে তবে কিভাবে সাহায্য করা হয় ?

উত্তর

২। প্রথমতঃ ইচ্ছুক যুবকদের জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার জন্য রেজিষ্ট্রিশন দেওয়া হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ স্বনির্ভর প্রকল্প যেমন PMRY-এর মাধ্যমে যুবকদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়।

তৃতীয়তঃ Tripura Industrial Development Corporation Limited এর মাধ্যমে ইচ্ছুক বেকার যুবকদেরকে প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করা হয়।

প্রশ্ন

৩। ১৯৯৫ ইং সাল থেকে ১৯৯৭ ইং সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিল্প কারখানা গড়ার জন্য কত জনকে সাহায্য করা হয়েছে এবং কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক তথা-এস, সি, এস, টি সহ) ?

৩। PMRY ঋণ প্রদান করা হয়েছে

| | | SC. | ST. |
|---|---|---|---|
| 1994-95 | 796 জন | 32 জন | 22 জন |
| 1995-96 | 893 ,, | 66 ,, | 35 ,, |
| 1996-97 | 132 ,, | — | 02 ,, |

Tripura Industraial Develpment Corporation Ltd (TIDC) :

| বৎসর | ঋণ প্রদান করা হয়েছে | | এস, সি, | এস, টি |
|---|---|---|---|---|
| 1994. | 88 টি | ইউনিট | 3 জন | 6 জন |
| 1995 | 111 টি | ,, | 1 ,, | 10 ,, |
| 1996. | 114 টি | ,, | 5 ,, | 10 ,, |

Admited Un-starred Question No. 108

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা কত (বাগান ভিত্তিক হিসাব) ?

২। উক্ত চা বাগানগুলি কোন সংস্থা পরিচালনা করে থাকেন কি না ?

৩। উক্ত শ্রমিকদের কত টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় এবং ঐ শ্রমিকদের সরকার থেকে কি কি সুবিধা দেওয়া হয় তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগান গুলোর শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা :

| ক্রমিক নং | চা বাগানের নাম | শ্রমিক সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১) | আদরিনী চা বাগান | ৬৮ জন |
| ২) | হরেন্দ্রনগর ,, | ৩৩৬ ,, |
| ৩) | বিনোদিনী ,, | ৮৭ ,, |
| ৪) | লক্ষীলুঙ্গা ,, | ২১৭ ,, |
| ৫) | তুকানীয়া লুঙ্গা ,, | ১৭৬ ,, |
| ৬) | দুর্গাবাড়ী ,, | ২৫৫ ,, |
| ৭) | গোপালনগর ,, | ২২৫ ,, |
| ৮) | হরিদাসপুর ,, | ৫২ ,, |
| ৯) | কলকলিয়া ,, | ১৯ ,, |
| ১০) | মোহনপুর ,, | ১৭৬ ,, |
| ১১) | কালাছড়া চা বাগান | ২০২ ,, |
| ১২) | নরেন্দ্রপুর ,, | ৫২৫ ,, |
| ১৩) | মেখলিবন্দ ,, | ৩৪২ ,, |
| ১৪) | কৃষ্ণপুর ,, | ৬১ ,, |
| ১৫) | ব্রহ্মকুণ্ড ,, | ১০৪ ,, |

| ক্রমিক নং | চা বাগানের নাম | | শ্রমিক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১৬) | সিমনা ছড়া | ,, | ৭৬ ,, |
| ১৭) | ফটিকছড়া | ,, | ১৯৭ ,, |
| ১৮) | খোয়াই | ,, | ১১৫ ,, |
| ১৯) | কল্যানপুর | ,, | ৯৪ ,, |
| ২০) | মালাবতী | ,, | ৭২ ,, |
| ২১) | মেখলীপাড়া | ,, | ৩৪৭ ,, |
| ২২) | হরিশনগর | ,, | ২৪৮ ,, |
| ২৩) | কমলাসাগর | ,, | ৩২৫ ,, |

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

| ক্রমিক নং | চা বাগানের নাম | শ্রমিক সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১) | লুধুয়া চা বাগান | ১৮৭ ,, |
| ২) | লীলাগড় ,, | ৫৫ ,, |

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

| | | |
|---|---|---|
| ১) | কালীশাসন চা বাগান | ১৩৭ জন |
| ২) | তাচাই ,, | ৫৪ ,, |
| ৩) | শোভা ,, | ২০১ ,, |
| ৪) | হালাইছড়া ,, | ১৯৬ ,, |
| ৫) | গোলকপুর ,, | ২৭৫ ,, |
| ৬) | রাণীবাড়ী ,, | ৫৯০ ,, |
| ৭) | জগন্নাথপুর ,, | ২৪ ,, |
| ৮) | মনুভ্যালী ,, | ৫২৬ ,, |
| ৯) | মহাবীর ,, | ৩৯২ ,, |
| ১০) | রামদুর্লভপুর ,, | ৩৮৯ ,, |
| ১১) | দেবস্থল চা বাগান | ৮৪ জন |
| ১২) | সোনামুড়া ,, | ১২৮ ,, |
| ১৩) | নটিংছড়া ,, | ৮২ ,, |
| ১৪) | সরোজিনী ,, | ২৮ ,, |
| ১৫) | হীরাছড়া ,, | ৭১ ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬) | মহেশপুর | ৪২৫ | ,, |
| ১৭) | হাফলংছড়া | ৩৫৭ | ,, |
| ১৮) | মধুসূদন | ৯৪ | ,, |
| ১৯) | ধর্মনগর | ১৭৮ | ,, |
| ২০) | রাংকং | ১৩৭ | ,, |
| ২১) | প্যারীছড়া | ২৮৯ | ,, |
| ২২) | সরলা | ৩০১ | ,, |
| ২৩) | মর্ছিড়া | ৩৫০ | ,, |
| ২৪) | দারাংটিলা | ১৫ | ,, |

২। রাজ্যের চা বাগান গুলির মধ্যে ৭টি চা বাগান ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এবং ১০টি চা বাগান সমবায় কর্তৃক পরিচালিত। বাকী চা বাগানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আছে।

৩। TTDC পরিচালিত চা বাগানের শ্রমিকগণ দৈনিক ১৭.৭০ টাকা করে মজুরী পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদেরকে সরকার থেকে সরাসরি কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়না। TTDC কর্তৃক শ্রমিকগণকে বাসগৃহ নির্মাণের সুবিধা, চিকিৎসার খরচ, ভর্তুকিতে রেশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বোনাস, গ্রেচুইটি, শীতের কম্বল, চপ্পল, ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া হয়।

**Admitted Un-starred Question No. 124**

**Name of the Member :— Shri Brajendra Mog Choudhury**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে কর্মরত ডাক্তার ও নার্সের মোট সংখ্যা কত (ডাক্তার ও নার্সের আলাদা হিসাব)

২। সরকারী হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার ও নার্সের শূন্য পদের সংখ্যা কত, (পৃথক হিসাব

৩। রাজ্যের কোন সরকারী হাসপাতালে 'নিউরো সার্জন' আছে কি,

৪। যদি না থাকে, তবে নিউরো সার্জন' নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে কি এবং

৫। পরিকল্পনা থাকলে এই নিয়োগ করে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্যের সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত ডাক্তার ও নার্সের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮৫ ও ৭৩০।

২। বর্তমানে ডাক্তার ও নার্সের শূন্য পদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪১ ও ৫৯৪।

৩। নাই।

৪। আছে।

৫। এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

**Admitted Un-starred Question No. 129**

**Name of Members :— Shri Makhan Lal Chakraberty, Khagendra Jamatia, Arun Bhowmik.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী রাজ্যের কত সংখ্যক মানুষ রেশনে অর্ধেক দামে খাদ্য সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় আসবে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। এবং কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকারী হবে?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুসারে মোট ২'১৯ লক্ষ পরিবার বিশেষ ভর্তুকিতে খাদ্য সরবরাহ পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। ব্লক ভিত্তিক পরিবার হিসাব নিম্নরূপ (পরিবার ভিত্তিক জনসংখ্যা নি রিত হওয়ার পরই মোট জনসংখ্যার হিসাব পাওয়া যাবে যাহা সময় সাপেক্ষ :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) মোহনপুর | ৯,৫৯০ | পরিবার |
| খ জিরানীয়া ৬.৭৩৯ | ,৫৩৯৬ | ,, |
| গ) মান্দাই | ৫,৬০৬ | ,, |
| ঘ) বিশালগড় | ৯,৪৭১ | ,, |
| ঙ) ডুকলী | ৫,৩৮০ | ,, |
| চ) জম্পুইজলা | ৫,৮৩৯ | ,, |
| ছ) খোয়াই | ৬,১৪১ | ,, |
| জ] তুলাশিখর | ৫,৮৪২ | ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঝ) | তেলিয়ামুড়া | ১১,২৮৫ | ,, |
| ঞ) | মেলাঘর | ১৩.৬৯০ | ,, |
| ট) | কিল্লা | ৪,৮৫৯ | ,, |
| ঠ) | মাতাবাড়ী | ১৪,৪৫৮ | ,, |
| ড) | অমরপুর | ৫,৮৭০ | ,, |
| ঢ) | সাঁতচাঁদ | ৯,৫২৪ | ,, |
| ণ) | রূপাইছরি | ৩,০৪৭ | ,, |
| ত) | বগাফা | ১০,৪৪৪ | ,, |
| থ) | রাজনগর | ৮,৮৭৩ | ,, |
| দ) | কদমতলা | ৯,০১৯ | ,, |
| ধ) | পানিসাগর | ৭ ৮২১ | ,, |
| ন) | কুমারঘাট | ১০,৫৮১ | ,, |
| প) | ডুম্বুরনগর | ৬,৩১৪ | ,, |
| ফ) | করবুক | ৮,৪১৮ | ,, |
| ব) | দশদা | ৫.৪১৮ | ,, |
| ভ) | পেঁচারথল | ২,৩৯০ | ,, |
| ম) | মনু | ৭,৯৭২ | ,, |
| য) | ছামনু | ২ ৬৬৫ | ,, |
| র) | সালেমা | ১১,৫১৩ | -- |

১,১৩,৭৫৩ পরিবার

আরবান এরিয়ার পরিবারের সংখ্যা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | আগরতলা মিউনিসিপাল এরিয়া | ৪০০০ | পরিবার |
| ২) | রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত | ৩৮৮ | ,, |
| ৩) | খোয়াই ,, ,, | ৩০০ | ,, |
| ৪) | তেলিযামুড়া ,, ,, | ৪১১ | ,, |
| ৫) | সোনামুড়া ,, ,, | ১৩৯ | ,, |
| ৬) | উদয়পুর ,, ,, | ৩৬৮ | ,, |
| ৭) | অমরপুর ,, ,, | ১৬৭ | ,, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮) | সাব্রুম | ,, | ,, | ৮৯ | ,, |
| ৯) | বিলোনীয়া | ,, | ,, | ২৬৭ | ,, |
| ১০) | ধর্মনগর | ,, | ,, | ৫৪৯ | ,, |
| ১১) | কৈলাশহর | ,, | ,, | ২৪১ | ,, |
| ১২) | কুমারঘাট | ,, | ,, | ২০০ | ,, |
| ১৩) | কমলপুর | ,, | ,, | ৮২ | ,, |
| | | | | ৭,২৪৬ | ,, |

২। রাজ্য সরকার এই প্রকল্প আগামী মে, ১৯৯৭ ইং নাগাদ রাজ্যে চালু করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

**Admitted Un starred Question No. 131**

**Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। বিগত ১৯৯৫-৯৬ ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে রাজ্যের কতটি ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং কতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে (নাম ও ঠিকানা সহ।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে আর কতটি রূপান্তরিত করা হবে, (নাম ও ঠিকানা)

৩। কল্যানপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে।

৪ বাউণ্ডারী ওয়াল সহ নার্স ও ডাক্তারদের কোয়ার্টারসগুলি সংস্কার ও নতুন কোয়ার্টারস নির্মানের কাজ কবে নাগাদ করা হবে ?

**উত্তর**

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে তিনটি ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ক) কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

খ) ৮২ মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

গ) বুরেন্ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

ঘ) মনুবাজার গ্রামীন হাসপাতাল

১৯৯৬-৯৭ বর্ষে এখন পর্যন্ত দুইটি ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যথা,

ক) বামুনিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

খ) ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে আরও তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মান কাজ চলছে। যেহেতু ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং এর মধ্যে নির্মান কাজ সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট কোন তথ্য পূর্ত দপ্তর থেকে পাওয়া যায়নি তাই আর কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা নাই।

৩। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সবকয়টি গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০টি করার পরিকল্পনা আছে।

৪। সদ্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের কোয়ার্টারগুলি অতিশীঘ্রই সংস্কার করা হবে। বাউ-ডারী ওয়াল ও নূতন কোয়ার্টার নির্মানের কাজ বিবেচনাধীন আছে।

**Admitted Un-starred Question No. 134**

**Name of the Member :— Shri Dipak Nag**

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে বায়োসায়েন্স বেকারের সংখ্যা কত?

২। এই সমস্ত বেকারদের মধ্যে কতজনকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত করা সম্ভব এবং তাদের নিযুক্তির ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন,

৩। কবে নাগাদ তাদের [illegible] না দেওয়া হয় তার কারণ কি?

৪। ১৯৯৩ ইং বর্ষে যে সমস্ত বায়োসায়েন্স [illegible] বেকারদের অফার বাতিল করা হয়েছিল তাদের অফার বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ কি ছিল এবং তাদেরকে পুনরায় অফার দেওয়া হবে কি না।

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে রেজিস্ট্রিকৃত বায়োসায়েন্স বেকারের সংখ্যা মোট ১০৬৬জন।

২। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের ভিত্তিতে তাদেরকে নিযুক্ত করা সম্ভব। নিযুক্তির ব্যাপারে সরকার নিযুক্তির নিয়ম কানুন মেনেই নিযুক্তি করন করবেন।

৩। তাদের নিযুক্তি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন।

৪। নির্বাচন কমিশন (ভারত সরকার)'র নিকট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায়, কমিশনের নির্দেশে

ঐ প্রকার গুলো বাতিল করা হয়। সরকারের চাকুরী নীতির নরমে থাকলে তারাও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসবে॥

**Admitted Un-starred Question No. 136**

**Name of the Member : Shri Pannalal Ghosh**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appintment & Services Department be pleased to state :—**

**প্রশ্ন**

১। **Die-in-Harness** এর কয়টি আবেদন পত্র **P.W.D. Education** সহ অন্যান্য দপ্তরে বিবেচনার জন্য আছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। আবেদন কারীদের মধ্যে কতজন তিন বছর বা তার বেশী সময় অপেক্ষমান আছেন ?

৩। এ সব আবেদন কারীদের আবেদন দ্রুত বিবেচনারব্যয় জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর
২ নং প্রশ্নের উত্তর } তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।
৩ নং প্রশ্নের উত্তর

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly Building Agartala on Thursday, the 27th Mareh. 1997 at 11 A. M.

## PRESENT

Shri Jitendra Sarker. Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 11 Ministers, 38 Members.

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— I have received a letter on 27th March. 1997 from Hon'ble Chief Minister of Tripura that Shri Aghore Debbarma. Minister for Tribal Welfare etc. Departments will not attend in the Assemble on this day i. e. 27th March, 1997 due to illness. Shri Sukumar Barman, Minister Fisheries etc. Department will give all the replies to the questions and will perform any other business relating to the departments allocated to Shir Aghore Bebbarma. Minister for Tribal Welfare etc. Departmerts.

## QUESTION & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার** :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তরদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়ের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসমীর দেব সরকার ( অনুপস্থিত ), শ্রী মকা ভৌমিক ( অনুপস্থিত ), শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** (বাগমা) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েচান নং ২৮৪ স্যার

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েচান নং ২৮৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে ১৯৯৬ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৯৭ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত পরিমাণ ধান এবং গম উৎপাদন হয়েছে ( পৃথক পৃথক হিসাব )

২) উক্ত সময়ে ধান ও গমের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত পরিমাণ ছিল ?

উত্তর

১ উৎপাদনের হিসাব কৃষি বর্ষ ( জুলাই থেকে জুন ) অনুযায়ী করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে যে পরিমাণ ধান ও গম উৎপাদন হয়েছে তার হিসাব এই রূপ :—

ক) ধান — ৬,১৮,৩২৫ মে: ট:

খ) গম — ৫,২৪০ মে: ট: ।

২) উক্ত সময়ে ধান ও গমের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এই রূপ ছিল :—

ক) ধান — ৯,৩৭,৫০০মে: ট:

খ) গম — ৯,০০০ মে: ট: ।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯ লক্ষ মে: ট: । কিন্তু উৎপাদন হয়েছে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৩২৫ মে: ট: । ৩ লক্ষ মে: ট: কত উৎপাদন কম হয়েছে, এটা কেন কম হয়েছে এবং তার ত্রুটি কোথায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়েদেখবেন কিনা এবং খতিয়ে দেখে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কৃষির হিসাব জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত করা হয়। সেই হিসাবে ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ধান ও গমের উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল সেটা হলো—

১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ধান ও গমের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত ফলন নিম্নরূপ :—

| ফসলের নাম | লক্ষ্যমাত্রা | | | |
|---|---|---|---|---|
| | জমির পরিমান ( হেকটরে ) | উৎপাদনের পরিমান ( মে: টনে ) | জমির পরিমান ( হেকটরে ) | উৎপাদনের মোট পরিমান ( মে: টনে ) |
| ধান— | | | | |
| আউস— | ৮৫, ০০০ | ২, ৫৫, ৯০০ | ৩৫, ৬১০ | ৯০, ০০০ |
| জুম— | ১০, ০০০ | ১০, ১০০ | ৮, ৮৮৫ | ৭, ০০০ |
| আমন— | ১, ৪০, ০০০ | ৪, ৫৯, ৯০০ | ১, ৩৩,৬৫৩ | ৪,১৭০ ২১০ |
| বোরো— | ৫৯, ৬০০ | ২০ ১১, ৫০০ | ৫৩, ৭০৫ | ১, ৮৩, ৪২০ |
| মোট— | ২, ৯৪, ৬০০ | ৯, ৩৭, ৫০০ | ২, ৩১, ৫৩৫ | ৬, ৯৮, ৩২৫ |
| গম— | ৪, ৫০০ | ৯০০০ | ২, ৬২০ | ৫; ২৪০ |

১৯৯৫-৯৬ সনে খরার দরুন আউস ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় লক্ষ্য মাত্র পূরণ করা সম্ভব হয় নি।

১৯৯৬-৯৭ সালে আনুমানিক ৮ লক্ষ, ৭১,৫৫০ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** ( সালেমা ):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেই লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছানর কারণ হিসাবে সেচের কোন ব্যাপার বা এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমানে জল সেচের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যে সেচ, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু সেই জায়গায় এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্য ১২ শতাংশ জমিকে এই সেচের আওতায় আনতে পেরেছে এবং বাদবাকী জমির বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ফলে যে বছর বৃষ্টিপাত কম হয় জলের অভাবে সেখানে উৎপাদন আমরা লক্ষমাত্রায় পৌঁছাতে সম্ভব হয় নি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনিয়া ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পরিমাণ জমিতে চাষ হওয়ার জন্য টারগেট ধরা হয়েছিল. কিন্তু সেই পরিমান জমিতে চাষ ... সম্ভব হয় নি কিন্তু তার জন্য বলেছেন যে, ... লক্ষমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আউস ফসলের যে ...গেট ছিল তার জন্য, ... পরিমাণ সারের প্রয়োজন ছিল সেই পরিমান সার না পাওয়ার ফলে লক্ষমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক নয় কারণ সেই সময় আউস ফসলের জন্য যে পরিমাণ সারের প্রয়োজন ছিল সেটা যোগান দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** ( মাতাবাড়ী ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী উনার উত্তরে বলেছেন ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষের মত টারগেট ছিল কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৮ লক্ষ ৭২,১৫০ মেট্রিক টন [ যদি আমি ঠিক শুনে থাকি ] তুলনায় বিগত বছর যে টারগেট ছিল সেই টারগেট থেকে এ বছর কেন কম টারগেট ধরা হয়েছে? ... আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে স্বর্ণমাসুরী হাইব্রীড যে ধান পৃথক ভাবে আমাদের রাজ্যে কিরকম ফলন হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার ১৯৯৬-৯৭ সালের আগের বছর যে লক্ষমাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ফিল্ড এ্যাসেসমেন্টের উপর নির্ভর করে করা হয়েছিল। কোন অফিসার অফিসে বসে এটা করেন নি কাজেই এখানে দপ্তরের ভূমিকা থাকতে পারে না এটা আমি আগেই বলেছি। তার জন্য অত্যান্ত প্রয়োজন হচ্ছে বৃষ্টিপাত এবং সেটা সময় মত হতে হবে এবং প্রয়োজন মতও হতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে অপ্রতুল ব্যবস্থা, সেটা একটা দায়ী। তৃতীয় হচ্ছে সারের যোগান আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা সত্বেও আমরা যেটা বাস্তব সেটা হচ্ছে রেল ওয়াগন সময়মত না পাওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক না পাওয়ার জন্য চতুর্থত হচ্ছে, হাইলিং ভ্যারাইটিজ ধান, তার বীজগুলি আমরা যতাসাধ্য যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কৃষকদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, স্বর্ণমাশরী, শুধু স্বর্ণমাশরী না, স্বর্ণমাশরী, বাশমতী, কলিঙ্গ এই ধরণের যে সমস্ত বীজ আছে যেগুলি অধিক ফলনশীল এবং অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলি। যেহেতু নতুন ভ্যারাইটিজ সেগুলি কৃষকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। সেদিকে দপ্তরের কৃষি বিজ্ঞানীরা মাঠে পড়ে থেকে কৃষকদের সহায়তা করছেন এবং কি পরিমাণ স্বর্ণমাশরী চাষ এখানে হয়েছে বা কত উৎপাদন হয়েছে এই তথ্য এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই।

**শ্রীরবিমোহন বার্দিয়া** :— স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে একটা কারণ আছে কিনা যে ফসল উঠার আগে যখন ধান থেকে থোড় বের হয় থোড় বের হওয়ার পর যদি ফসলে পোকা ধরে তখন আর পোকা হতে পারেনা। যেহেতু পোকা মারার জন্য ঔষধ দেওয়া হয়না। এই পোকা মারবার ঔষধ দিয়ে পোকা মারার ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং ব্যবস্থা নিয়ে সেটার লক্ষ্যমাত্রা বাঁচানো যায় কিনা এই চিন্তা করবেন কিনা ?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** (মন্ত্রী) :— স্যার, পোকার আক্রমণেও অনেক সময় ধানের ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে, তবে দপ্তরে সেই ব্যাপারে জানানোর অন্তত সুযোগ রয়েছে। দপ্তরের বিজ্ঞানীরা তারা যখন কোন মাঠে এই ধরনের পোকার আক্রমনের খবর পাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা যেমন পেস্টিসাইডিস, ইনসেক্টিসাইড্স এইগুলি ব্যবহার করে কৃষকদের সহায়তা করছেন। যদি কোন মাঠে পোকার আক্রমণের খবর তাৎক্ষনিকভাবে দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় আমরা সেখানে সেই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** ( কল্যাণপুর ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৩৩৮।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ** ( মন্ত্রী ) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৩৩৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬, ৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল, এবং কত উৎপাদন হয়েছে ( বৎসর ভিত্তিক হিসাব ]

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত,

৩। রাজ্যের সর্ব বৃহৎ ডম্বুর জলাশয়ের মাছ উৎপাদন ও সংরক্ষনের বিষয়ে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ৯৫-৯৬ এবং ৯৬-৯৭ ইং সনে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা মাত্রা নিম্নরূপ। ১৯৯৫-৯৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ২৪ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন ।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে, ( ১৯৯৬-৯৭ ) মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৭,৫০০ মে: টন।
৩। ডম্বুর রাজ্যের বৃহৎ জলাশয়; এই জলাশয়ের মাছের উৎপাদনের ঘাটতি যাতে না হয় প্রতি বৎসর তার জন্য বড় জাতের মাছের চারাপোনা ( এ্যাডভান্সড, ফিংগারলিং ছাড়া হয়। নিকটবর্তী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির লাইসেন্স প্রাপ্ত সদস্যদের নির্ধারিত মূল্যে দপ্তরের ল্যান্ডিং সেন্টারে জমা দিয়ে থাকেন।

স্বল্প বৃষ্টি ও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য মৎস্য ধরা ও বন্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। অনুকূল পরিবেশে মাছের যোগান আশানুরূপ হবে এবং প্রকৃত সংরক্ষন সহ সুষ্ঠ বন্টন ব্যবস্থা করা হবে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঠিক রাজ্যের মাছের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রী মহোদয় বললেন। তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যের যে মাছের চাহিদা তা মেটেনা, আমাদের বাইরের থেকে আনতে হয়। আমার প্রশ্ন হল ডম্বুর একটা সর্ববৃহৎ জলাশয় এবং সেখানে মাছের উৎপাদন হয় আমরা লক্ষ্য করেছি যা ত্রিপুরার একটা বৃহত্তর সম্পদ মাননীয় মন্ত্রী আগে বলেছেন সেখানে মাছ নিজেরাই ডিম ছেড়ে মাছের উৎপাদন সৃষ্টি করে। আমরা লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় ১৫ কেজি থেকে ৩০ কেজি রুই কাতলা মাছ সেখান থেকে রাজ্যে আসত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জোট আমলে সেগুলি সব ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন সেখানে তার সঠিকভাবে মৎস্য উৎপাদন হচ্ছে না। সেই হিসাবে আমার কথা হল আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই ডম্বুর জলাশয়ের মাছ দিয়ে রাজ্যের চাহিদা তো মিটবেই বাইরের রাজ্যেও তার রপ্তানী করা যাবে এই রকম যে প্রতিষ্ঠান এটা সম্পর্কে এখানে যেটা বললেন যে কিছু ব্যহত হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কারণে তাতে উগ্রপন্থীর সমস্যাও আছে। তা এই সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে সেখানে একটা মাষ্টার প্ল্যান করে এই রাজ্যের সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য এই ডম্বুর জলাশয়ের সংস্কারের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকার নেবেন কি ?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে, ডম্বুর জলাশয়ের একটা বিরাট সম্পদ আমাদের ঠিক। এই জলাশয়ে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় সম্পূর্ণ যদি আমরা সংগ্রহ করতে পারি নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা তার যোগান আমরা দিতে পারব। এটা ঠিক আমি বলেছি যে সম্প্রতি এখানে কিছু ব্যহত হচ্ছে। এটা সবাই জানেন যে কিছু কিছু প্রবলেম আমাদের ছিল, বর্তমানেও আছে, তবে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা হোম দপ্তর থেকে নারিকেল বাগানে একটা ক্যাম্প করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। যদি সেটা সফল হয় আমরা আশা করব যে মাছ আরও বেশী সংগ্রহ করতে পারব এবং সেটা রাজ্যবাসীকে যোগান দিতে পারব।

শ্রী আনন্দমোহন বোয়ারজী (রাইমাজ্যানী):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভদ্দুর সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। স্যার, ছোট আসে ১৯৯০-৯১ সালে বর্ষাকালে ৯ কুইন্টাল ১৭ কেজি মাছ যেটাকে ভদ্দুরে পচিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে? স্যার, সেখানকার লোকজন এখনও এটা নিয়ে এলাকার জনগণ কমপ্লেইন করে তখন ওরা কি করেছিল; বড় মাছগুলিকে বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হয়েছিল, আর যেগুলি ছোট মাছ সেগুলিকে পচিয়ে কবর দেওয়া হয়েছিল। এই হল ১ নম্বর। আর ২ নম্বর হচ্ছে আমরা বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আজকে ৪ বছর চলছে এর মধ্যে প্রতি বৎসর কতগুলি করে পোনা জলে ছাড়া হয়েছে।

শ্রী কিরণ কুমার বর্মন (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে, ছোট আমলে মাছ পচিয়ে তা মাটির নীচে কবর দেওয়া হয়েছিল। স্যার, ছোট আমলেতো অনেক কিছু হয়েছে, এরকম অনেক রকম কথা আছে এবং আমরাও তা শুনেছি। যাই হোক সেই রকম কোন তথ্য এখন আমরা কাছে নেই। আমাদের ভদ্দুর জলাশয়ের জলের মধ্যে এখন বড় বড় অনেক মাছ আছে আমরা সেগুলিকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। গত বছর আমরা ৩ লক্ষ রুই কাতলা মাছের পোনা ঐ জলাশয়ে ছেড়েছি।

শ্রী অমল মল্লিক:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন এটা হল ওনাদের দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল রাজ্যে মাছ উৎপাদন করার? কিন্তু রাজ্যের চাহিদা বোধ হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবে। এবং এই রাজ্যের চাহিদা বেশীর ভাগই পূরণ হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বহিঃরাজ্য থেকে আমদানিকৃত মাছ দিয়ে। এই রাজ্যের মাছের উৎপাদন কম হওয়ার পেছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে মাছের রোগ হওয়া। এই রোগের প্রতিকার করার মত ব্যবস্থা রাজ্য সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে না। ফলে মাছের উৎপাদন কম হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্টলে স্টলে মাছ দেওয়ার যে ঘোষণা করেছিলেন সেটা কিছু দিন চালানোর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর কারণ কি? এবং বিভিন্ন জায়গায় মাছ চুরি হচ্ছে এবং কোন কোন কারণে উগ্রপন্থীদের কারণে এই মাছ উৎপাদন হচ্ছেনা এখন আগামী ১লা বৈশাখ প্রতি স্টলে স্টলে মাছ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

**শ্রীসুকুমার বমন** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মাছ উৎপাদন কম হচ্ছে কেন ? স্যার, আমাদের বর্তমানে মাছের চাহিদা হচ্ছে ৩৫,০০০ মে টন। আমাদের সে তুলনায় উৎপাদন কম হচেছ এটা ঠিক। তবে আমরা বলতে পারি যে ১৯৯২-৯৩ ইং সনে ২২,০০০ মে ট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ২৪,৯৪০ মেট্রিক টন করেছি তাহলে নিশ্চয়ই উৎপাদন বেড়েছে। আরো বাড়াবার জন্য চেষ্টা করা হচেছ। আমরা নতুন স্কীম এজন্য চালু করেছি। আর মাছের রোগ সম্পর্কে বলেছেন। স্যার, এটা আমরা কি করব ? এখন পর্যন্ত গবেষকরা কেউই এই রোগ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেন না ? কাজেই আমরা কি সাজেষ্ট করব ঔষধ দেওয়ার জন্য। গত-বছরে অরুনধুতিনগরে ট্রেনিং সেন্টারে একটি সেমিনার হয়। সেই সেমিনারটি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে আমাদের দেশের যে সর্ববৃহৎ গবেষণাগার সেখান থেকে নতুন বিজ্ঞানী এসেছিলেন। তারাও সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে চুন, কাঁচা হলুদের রস, এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য।

আর স্টলে স্টলে মাছ দেওয়ার জন্য আমরা বলেছিলাম, সেটা আমরা দেবার জন্য চেষ্টা করছি আর গত বছরেও আমরা ১লা বৈশাখ এবং দশমীর দিন বিভিন্ন স্টলে স্টলে মাছ বিক্রি করেছি। এইবারও দেব।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি না যে ডম্বুর জলাশয়ে বর্তমানে বেটিং অর্থাৎ মাছ ধরা হয় কি না ?

স্যার, এখানে দুই ধরণের মাছ ধরা হয়—একটা হচেছ নেচারেল গ্রো হয়ে যেসব মাছ এবং আরেকটা হচেছ আমরা যেটা চাষ করি। এখন এই নেচারেল ফিশ এবং পিসিকালচার্ড ফিস্ কোনটা কি পরিমাণ প্রতিদিন ধরা হচেছ ? তাছাড়া এখন যেহেতু ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন হচেছ যে অবস্থায় আমরা আশা করতে পারি কি না যে রাজ্যের মানুষ এই মাছ পাবেন, এবং এটা কবে নাগাদ পাওয়া সম্ভব হবে ?

**শ্রীসুকুমার বমন** (মন্ত্রী) :— স্যার, ডম্বুর জলাশয়ের দুই ধরণের মাছ রয়েছে একটা হচেছ বড় মাছ যা আমরা কালচার করি। এবং আর একটা আছে ন্যাচেরাল ফিস। তবে এখন মাছ খুব একটা সংগ্রহ করা যাচেছ না। যেখানে বেশী মাছ পাওয়া যায় সেখানে জেলেরা এখন আর যেতে সাহস করছে না। কারণ ইতিপূর্বে ঐ অঞ্চলটিতে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা

সংঘটিত হয়েছে। আমি এটা গত অধিবেশনেও বলেছি। আজকেই আমি বলেছি যে, এই ব্যাপারে আমাদের কিছু কিছু পরিকল্পনা আছে। যদি পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে জেলেরা সেখানে মাছ ধরতে যেতে পারেন। তবুও এখন যেটুকু মাছ ধরা হচ্ছে, সেটা মন্দির ঘাটে রাখা হচ্ছে। সেই ল্যান্ডিং ঘাটে কিছু কিছু মাছ জমা পড়ছে। স্যার, আমাদের যে বরফ কলটি আছে সেটা অনেক দিনের পুরানো। ১৯৭৭-৭৮ ইং বছরে এটি কেনা হয়েছিল। কিছুদিন সেটা আবার নষ্টও ছিল। আমরা সেটাকে মেরামত করেছি। গত পরশু দিনও কিছু আইর,-বাবলা মাছ সেখান থেকে এনেছে। কাজেই সেখান থেকে মাছ আনতে শুরু করেছে। আমরা আশা করি মাছ আনতে পারব এবং মানুষকে খাওয়াতে পারব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীঅশোক দেববর্মা এবং শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৪৩।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৪৩

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭ ইং সনের ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে আত্মসমর্পণ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে ?

২। উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা কি ?

উত্তর

১। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত ৪১০৩ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে।

২। উগ্রপন্থার কাজ ছেড়ে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে শামিল হওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে বার বার আবেদন রাখা হয়েছে এবং তাদের অভিভাবকদের নিকট ও সরকার আবেদন রেখেছেন যে ঐ সব বিপথগামী যুবকদের সৎ পরামর্শ দিয়ে উগ্রপন্থা পরিহার করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ও ত্রিপুরার উন্নয়নের কর্মসূচীতে শামিল হতে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়েছেন ১২ই জানুয়ারী যে, ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১২ই জানুয়ারী থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে ? আর একটি

প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের খাতায় এখন পর্যন্ত কতজনের নাম উগ্রপন্থী হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বৈরীদের অস্ত্রের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে এ. কে. সিরিজের অস্ত্রও রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আত্মসমর্পন করার সময় তারা কি সেই এ. কে. সিরিজের মত মারাত্মক অস্ত্রগুলি সরকারের কাছে জমা দিয়ে আত্মসমর্পন করে, নাকি সেগুলি রেখে এসে আত্মসমর্পন করে? আত্মসমর্পনের সময় সরকার এই ব্যাপারে কোন আত্মসমর্পনকারীদের উপর আরোপ করেন কিনা? বা এর নীতিনির্দেশিকা কিছু আছে কিনা এবং থাকলে সেটা কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী):— স্যার, এখানে যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি ঠিক সেই ভাবেই উত্তর দিয়েছি। মাননীয় সদস্য যদি শুনতে চান তাহলে আমি নিশ্চই বলতে পারি। স্যার, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স, নামে ১,৬৩৫ জন আত্মসমর্পন করেছে, তাদের নাম পুলিশের খাতায় আছে। এই যে ১,৬৩৫ জন আত্মসমর্পন করেছে এবং তাদের যে বিষয়গুলি, তারা যে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছে তাদের সাথে অ্যাকর্ড হয়েছে সেই অ্যাকর্ডে যে সমস্ত বিষয়গুলি তাঁরা উল্লেখ করেছেন এটা দেখলে পরে আমরা নির্দিষ্টভাবে আত্মসমর্পনের ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা কি এবং কিভাবে করা হয়েছে কি নীতিতে ঠিক করেছি এটা পরিস্কার হয়ে যাবে। তাদের যে দাবীগুলি এবং যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি আমি বলছি:

1. Resettlement and rehabilitation of A. T. T. F. personnel

2. Action would be taken against the Bangadesh foreign nationa whe have come to Tripura after 25th March, 1971 and are not in possession of valid document autvorising to stay in Tripura.

3. Restoration of alienated land to the tribals and affective steps against violation.

4. Inclusion of tribal majority villagesd fall side the A. D. C. area in A. D. C.

5. Introduction of Inner line permit system be taken up with Govt. of India and insist upon for its approval.

6. Constitution of village police force under the administrative control of A. D. C.

7. Increase no. of seats as reserved for S. T. to 25th nos in A.D.C.

8. Tribal cultural development centre with arrangement of training would be setup in T. T. A. A. D. C. area.

9. Bhasha commission would be setup for the improvement of KOK BORAK and other tribal languages.

10. Stops would be taken to retain the Ujjauta palace as a historical monument.

11. All villages and revers which earliear had tribal names and subsequently re-named by non-tribals would be given their original tribal names.

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় মন্ত্রী মোহদয়, আমার মনে হয় এগুলি আলোচনা হয়েছে

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি শেষ করছি। এই যারা আত্মসমর্পন করেছে তাদের যে দাবীগুলি, সেই দাবীগুলিকে ভিত্তি করে এবং আমাদের নির্দিষ্ট নীতিতে তাদের আত্মসমর্পন করার জন্য আমরা এগ্রিমেণ্ট করেছি এবং অন্যান্য যারা এই নীতিতে গণতান্ত্রিক জীবনে ফিরে আসবে তাদের আমরা এলাউ করছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ. টি. টি. একের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এতে আমরা, হাউস অবহিত আছি। এবং সরকারের উদ্দেশ্য তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। এই যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন এটা বিরোধীতা আমরা করিনি, স্যার। আমাদের প্রশ্ন হলো এ. টি. টি. এক বাদ দিয়ে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৬৩৫ জন আত্মসমর্পন করেছে, তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। আর বাকি যে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার আত্মসমর্পন করেছেন তাদের সঙ্গে কি চুক্তি হয়েছিল সেই সম্পর্কে কিছু নেই স্যার। আর একটা জিনিষ হলো, স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার লেখা হচ্ছে, আমরা চার হাজারের উপর আত্মসমর্পন করিয়েছি, রিপোর্ট দিচ্ছেন এক হাজার। এই আত্মসমর্পন পলিসি না মেলার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের বৈরীদের আত্মসমর্পন রাজ্য সরকারের পদ্ধতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্ধতি না মেলার কারণে আজকে কোন সাহায্য প্রপারলি আসছে না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এই পলিসি সমর্থন করছে না। যারজন্য কোন সাহায্য প্রপারলি হচ্ছে না। স্যার, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার লেখা হচ্ছে যে আমরা চার হাজার উগ্রপন্থীকে সালেণ্ডার করিয়েছি কিন্তু আমাদের রাজ্যে বলা হচ্ছে যে তিন হাজার, সেই সংখ্যাটা না মিলার কারনেই কেন্দ্র থেকে কোন কিছু সাহায্য

পাওয়া যাচ্ছে না, (এক) হয়েছে, যিনি এখানকার পুলিশের অধিকর্তা তিনি এখানকার আইন-শৃংখলা থেকে আরম্ভ করে সবকিছু দেখবাল করেন তিনি নাকি তার একটা নোটে লিখেছেন যে, এখানকার মন্ত্রী এবং বৈরীদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। সেই কারণে ডি. জি. গির সঙ্গে এক মত হতে না পারার কারণে গত ৩১শে ডিসেম্বর থংগেন দাস ডি. জি. পিকে বলেছেন যে রাজ্য ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, যেগুলি এখানে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ অসত্য। ৯৩-২৮শে জানুয়ারীর পর যখন আহ্বান জানানো হল তখন থেকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৯২ জন আত্মসমর্পন করেছে। এবং এই ২ হাজার ৯২ জন টি এন ভি, এন এল এফ টি, টি টি ভি এফ, টি, টি, ওয়াই, এফ, এ টি, টি এফ ( টাইগার ) এ, টি, বি এফ, টি এন, এস, এফ তার মধ্যে আছে। এখন পর্যন্ত যারা সারেন্ডার করেছে বিনা শর্তে। এর আগে ৪ হাজার ৯ শত জন এর মধ্যে ৩ হাজারের বেশী লোক সারেন্ডার করেছে। সেখানে কোন রকম চুক্তি ছাড়াই তারা সারেন্ডার করেছে। যার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের যে মন্তব্যের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটি মিথ্যা অভিযোগ। আগের নরসিংহ সরকার কোন রকম সাহায্য সহযোগিতার কথা অস্বীকার করেছেন। এটা মিথ্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এই আত্মসমর্পন করেনা আগেকার কেন্দ্রীয় সরকার, পি. ভি. নরসীমা রাওয়ের সরকার, তাঁরা কোন রকম সাহায্যে সহয়তা এ ব্যাপারে করতে চান নি। কিন্তু নতুন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী চিঠি দিয়েছেন, তাঁরা রাজ্য সরকারকে আত্মসমর্পনের জন্য সকল রকম সহযোগিতা, সহায়তা করতে রাজী আছেন।

**মিঃ স্পীকার**:— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** (কদমতলা):— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩০১

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী):— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩০১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে যে যে থানা এলাকাগুলি উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা কতদিনের জন্য,

২। রাজ্যে শান্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ফোর্স রাজ্যে আছে কিনা,

৩। যদি না থাকে তাহা হইলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

২। ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি, চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য যখন যেমন প্রয়োজন হয় সরকার তা ব্যবস্থা করেন।

শ্রী .......... নাথ :— স্যার, যে যে থানাগুলিতে উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছে সেই থানা ......... বসবাসকারী জনসাধারণ তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী ......... আছে কিনা? আর যদি জানা থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা ......... ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমরা সুনির্দিষ্ট অবস্থার কথা বিবেচনা করেই যেকটি থানা ......... উপদ্রুত আইন জারী করেছি। কোথাও কোথাও কিছু অভিযোগ আছে, ......... উপর অত্যাচার হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি। যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে শাস্তি হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা):— স্যার অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫৫।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৫৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের মহিলা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত কোন পুলিশ ষ্টেশন করার পরিকল্পনা আছে কি,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত থানা করা হবে?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের মহিলা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত কোন পুলিশ ষ্টেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৫৫।

শ্রী......... (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, শ্রীরামখড়া, জি, পি, রামকৃষ্ণপুর জি, পি, নবনজয় জি. পি, ( তেলিয়ামুড়া ) কোন কৃষি মহকুমার মধ্যে পড়ে না।

২। সত্য হলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— স্যার, সারা রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কৃষি মহকুমার মধ্যে আছে। একমাত্র খোয়াইএর শ্রীরামখড়া জি, পি, রামকৃষ্ণপুর জি, পি, এবং নবনজয় জি, পি এই তিনটি গাঁওসভা কৃষি মহকুমার বাইরে আছে। গত ৪ বছর ধরে এলাকার জনসাধারণ থেকে দাবী আসছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সুরাহা হয় না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এটা কতদিনের মধ্যে করা হবে এখানে জানাবেন কি?

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, শ্রীরামখড়া জি,পি, রামকৃষ্ণপুর জি পি, এবং নবনজয় জি.পি, এই তিনটি গাঁওসভা খোয়াই কৃষি মহকুমার অন্তর্গত। আগে এগুলি তেলিয়ামুড়া ব্লকে ছিল এখন নূতন তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত হয়েছে। সে জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের ওখানে ২টি কৃষি মহকুমা আছে। সেখানে দুটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে আমরা সেই স্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে বলেছি, কাজ চালিয়ে যেতে এবং খোয়াই কৃষি মহকুমা যেন এই গাঁও সভাগুলি দেখে। কাজেই তাদের সুযোগ পেতে কোন অসুবিধা হবেনা। আমার দপ্তর থেকে খোয়াই কৃষি মহকুমাকে এই গাঁও-সভাগুলি কাভার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

**শ্রীহাসমাই রিয়াং** ( কাঞ্চনপুর ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৭৮।

**শ্রীতপন চক্রবর্তী** ( মন্ত্রী ) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৮ স্টার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে শিকারী বাড়ী গ্রোথ সেন্টারের কৃষি দপ্তর অফিস ঘর এবং গোডাউন ঘর অনেক দিন যাবত বন্ধ হইয়া আছে,

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত অফিস ঘর ও গোডাউন চালু করা হবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর দাস।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৯৬ স্যার।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৯৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে যেসব ধানের জমিতে গালিফার্ম করার ফলে জমি নষ্ট হয়ে গেছে, সেই জমিগুলি রক্ষা করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং

২) কমলপুর বিভাগের বড়লুংমা ও নাকফুল ছড়ার গালিকার্য বন্ধ করার জন্যই বা কি উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) সারা রাজ্যে যে সব ধানী জমিতে গালিফার্ম করেছে বলে সুনির্দ্দিষ্ট খবর আছে। সেই সব জমি রক্ষা করার জন্য যথাযথযুক্ত উদ্যোগ উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতও অবগত আছেন।

১) কমলপুর বিভাগের বড়লুংমা ছড়ায় গালি নিয়ন্ত্রণের জন্য পঞ্চায়েত সাব কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি বিভাগ থেকে .০ হাজার টাকার এষ্টিমেইট তৈরী করা হয়েছে। নাকফুল ছড়ায় গালি নিয়ন্ত্রনের জন্য এষ্টিমেইটের কাজ চলছে।

শ্রীসুধীর দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যরে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধানী জমিতে ঘরবাড়ী করে জমি নষ্ট করা হচ্ছে এবং ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যে সামগ্রিকভাবে ধান, গম ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এগুলি কিভাবে করা হচ্ছে? এগুলি দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে কিনা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর নিয়ে বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের তথ্য আমার কাছে আছে যে, এর

ফলে ধানী জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলি সাধারণতঃ মহকুমা প্রশাসন দেখে থাকেন। কৃষি দপ্তর থেকে এই ধরণের খোঁজ খবর নিয়ে মহকুমা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গালিফার্মের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যার, যদিও এখানে কমলপুরের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন ব্রহ্মছড়াতে গালিফার্মের কারণে সমস্ত ধানী জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে সমস্ত কিছু [illegible] এই গালিফার্ম বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সারা ব্রহ্মছড়ায় ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং [illegible] জমিগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতি সত্বর তদন্ত করে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীরূপন চক্রবর্ত্তী** (মন্ত্রী) :— উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে এগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা অনুমোদিত প্রকল্প প্রণয়ন বিচারাধীন আছে। এই প্রকল্পের মধ্যে ১৯৯৫ ১৯৯৬ ও ১৯৯৬ ইং সালে সারা রাজ্যে ১৪টা এই ধরণের প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ব্রহ্মছড়াও আছে।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীশহীদ চৌধুরী।

**শ্রীশহীদ চৌধুরী** [ বক্সনগর ] :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮০৬ স্যার।

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪০৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যের জনসংখ্যা কত,

২) এর মধ্যে এস,সি, এস,টি, ও,বি,সি, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা কত

উত্তর

১) ১৯৯১ ইং সনের আদিমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা ২৭,৫৭,২০৫ জন।

২) তার মধ্যে—

এস সি — ৪,৫১,১১৬ জন।

এস,টি — ৮,৫৩,৩৪৫ জন।

ও,বি,সি সহ অন্যান্য ১৪,৫২,৭৪৪ জন।

১৯৯১ ইং সনে ও,বি,সি জনসংখ্যা আলাদা ভাবে জানা নেই।

সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ও, বি, সি, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন ১৪ লক্ষের উপর। ও বি, সি, র কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া ইদানিং কালে সংখ্যালঘু মাইনরিটি ক এখন গঠন করা হয়েছে তাদের কাজকর্ম করার জন্য তাদেরকে এই সংখ্যালঘু হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, এই সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আলাদা ভাবে আদমসুমারী গণনা করে জন সংখ্যা গণনা করার সুবিধে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এটা জানতে চেয়েছেন, আমি তার একটা তথ্য এখানে সংযোজন করছি ১) কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ১লা ... ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ৩১, ৩৫ ১০০ জন ( আনুমানিক ) এই তথ্য ১৯৯১ সালের আদমসুমারীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত।

২। ১৯৯৫ইং সনের ও, বি, সি, সার্ভে অনুযায়ী লোক সংখ্যা ৬, ৭৪, ৩৯২, ( প্রভিশন্যাল )। কাজেই এই সম্পর্কে আবার গণনা শুরু হলে নিশ্চিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন দপ্তরের একটা পরিসংখ্যান মত ও, বি, সি জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৯৩ জন। এই যে পরিসংখ্যানটা বলা হয়েছে। এটা কি ভাবে সার্ভে করা হয়েছে এবং এই সংখ্যাটা যে বের করা হল এটা কিসের ভিত্তিতে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা জনগণনা ভিত্তিতে হয়েছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী প্রথম বলেছেন ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার ২৭০ জন। তখন এস, টি, সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৪৫ জন। এখন ১৯৯১ সালেরগণনা অনুযায়ী তিনি বলছেন ৩১ লক্ষ। ২৭ লক্ষ থেকে ৩১ লক্ষ প্রায় ৪ লক্ষ বেড়ে গেছে। সেই জায়গায় এস, টি এবং এস, সি জনসংখ্যা কত বেড়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :-- স্যার, এখানে এই তথ্য আপাতত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে তথ্য নিয়ে বলতে পারব।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে আমরা জেনে গেলমা

৩১ লক্ষ এবং সেটা ২৭ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ বেড়ে ৩১ লক্ষ হয়েছে। তাহলে কি সংখ্যাতত্ত্বর রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু উনি বলতে পেরেছেন ৩১ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ ও, বি সি, ও, বি সব হিসাব দিতে পেরেছেন কিন্তু এস, টি, এবং এস, সির হিসাব দিতে পারলেন না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— স্যার, জন গণনা (সেনসাস) এই অনুসারে হয় তার জন্য ১৯৯১ সনে আদমশুমারী কথা বলছি, পরিসংখ্যান দপ্তর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনে ডাটা সংগ্রহ করেন তার থেকে এটা বলা হয়েছে। এখন উনি আলাদা ভাবে এস, টি এবং এস সি সম্পর্কে জানতে চাইছেন সেটা তাঁরা নির্দিষ্ট ভাবে আমাদের জানালে আমরা সেই ভাবে সংগ্রহ করে বলতে পারব

**শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৪ লক্ষের মত ডিফারেন্স যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন সেটা অনুপ্রবেশের ফলে কি ঘটেছে? দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, আমি যতটুকু জানি, ১৯৮১ সনে যে আদমশুমারী হয়েছে এই রাজ্যের মধ্যে সেই আদমশুমারীতে অন্যান্য যে সম্প্রদায় গুলি আছে রাজ্যের মধ্যে মুসলিম, খ্রীষ্টান বৌদ্ধ, জৈন তাদের আলাদা করে নির্দিষ্ট বলা আছে ১৯৯১ সনের সেনসাসে এইগুলি সমস্ত তুলে দেওয়া হল এর কারণটা কি?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— ১৯৯১ সনের যে জনসংখ্যা আদমশুমারীর সেই অনুসারে কত পুরুষ কত স্ত্রী কোন কোন ধর্মের লোকদের সংখ্যা কত সেগুলি নির্দিষ্ট ভাবে বলা আছে। যেটা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যে কি কারণে জনসংখ্যা বেড়ে গেল তার, অনেক গুলি কারণ থাকতে পারে জনসংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এটা একটা কারণ প্রচারের দ্বন্দ্ব সেটা হতে পারে, বরংখেলা রোধ, আর একটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ কোথায়ও হচ্ছে, টাস্ক ফোর্স যারা আছেন তারা বলতে পারবেন সেগুলি সম্পর্কে। এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব না

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

**শ্রীঅনিল চকমা** (পেচারথল) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪০১

**শ্রীসুকুমার বর্মন** :— (মন্ত্রী) এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪০১।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে গরীব মৎস্য চাষী দের মধ্যে বিনামূল্যে বিভিন্ন রকমের মাছের পোনা বিলিবন্টন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। উক্ত গরীব মৎস্যজীবীদেরকে বিনামূল্যে ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ ফুট প্রস্থ মাছের জাল দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ।

২। এককভাবে কোন মৎস্য চাষীকে এই ধরনের কোন জাল দেওয়ার কর্মসূচী দপ্তরের নাই। তবে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সদস্য বা সমবায় সমিতির সদস্য ছাড়াও ৮জনের গ্রুপকে বেড় জাল দেওয়া হয়ে থাকে প্রতিটি গ্রুপকে চার ( ৪ ) পিস বেড় জাল দেওয়া হয়ে থাকে, যার দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট।

**শ্রীঅনিল চাকমা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিনা মূল্যে পোনা দেওয়া হয়ে থাকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এই বিনা মূল্যে পোনা যেটা দেওয়া হয়ে থাকে এটা রাজ্যের কতজনকে গরীব মৎস্য চাষীদের দেওয়া হয়েছে এই তথ্য আছে কিনা? এবং আর একটা প্রশ্নের উত্তরে যেটা বলা হয়েছে, এইরকম বেড় জাল দেওয়া হয়ে থাকে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছে কিন্তু আমি দেখেছি এটা ৬ হাত ৭ হাত লম্বা এইরকম জাল দেওয়া হয়ে থাকে। এইরকম জাল মাছ ধরার পক্ষে উপযুক্ত না। এটাকে উড়াল জাল বলে, এইরকম জাল দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু এখানে বেড় জাল দেওয়া হয়ে থাকে বলে যে তথ্য, মাননীয় মন্ত্রী দিলেন সেটা সঠিক কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এটা যদি দেওয়া হয়, তাহলে ভাল, যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এখানে রেখেছেন যে কতজন মৎস্য চাষী চারা পোনা দেওয়া হয়েছে। ১৪টা মহকুমায় ১২ হাজার ৪৪৬ জনকে এবং ২৫ হাজার ৫৫০ মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। আর যেটা মাননীয় সদস্য বেড় জাল দেওয়ার ব্যাপারটা বলেছেন, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য ভুল করছেন। উনি ৬-৭ হাত লম্বা যে জালের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে ঝাঁটা জাল সেটাও দেওয়া হয়। প্রশ্নের মধ্যে যেটা উল্লেখ করেছেন বেড় জাল সম্পর্কে সেটা আমি বলেছি ২০০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২০-৩০ ফুট প্রস্থের জাল।

**মিঃ স্পীকার** :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত ( * ) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A'

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার** :— আজকের কার্য্যসূচীতে ৭ (সাতটি) উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১৭-৩-৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— 'গত ১৪/১২ই মার্চ তারিখে কলসী পুলিশ ফাঁড়ী (বিলোনীয়া মহকুমায়) বৈরী আক্রমনের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।'

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১২-৩-৯৭ তারিখ রাত অনুমান ১২-১৫ মিনিট সময়ে বাইখোরা থানাধীন কলসী ক্যাম্পে কর্তব্যরত ডি. এ. আর পুলিশ হঠাৎ কয়েকটি গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। তারা অনুমান করেন দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ক্যাম্প লক্ষ করে গুলি বর্ষিত হচ্ছে। তৎক্ষনাৎ ক্যাম্পে কর্মরত প্রহরীরা উগ্রপন্থীর আক্রমণ অনুমানে পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। ইতি পূর্বে এই ক্যাম্পটির প্রতি আও একবার দুস্কৃতকারীরা আক্রমণ সংঘটিত করেছিল। ডি এ আর পুলিশ ক্যাম্প থেকেই রাইফেলের গুলি চালিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে পুলিশ সর্বমোট ৪৭ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছিল। দুস্কৃতিকারীরা অন্ধকারে ঘটনা-স্থল ত্যাগ করে গিয়েছে বলে যখন তারা বুঝতে পারে তখন ক্যাম্প থেকে বেড়িয়ে তারা তল্লাসি চালান। শান্তিরবাজার সি আই এবং বাইখোরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সি, আর, পি এফ সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দুস্কৃতকারীদের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য এলাকা দিয়ে তল্লাসী শুরু করেন। ঘটনাটি কলসী ডি. এ. আর ক্যাম্প-এর ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় বাইখোরা থানায় ১৫ ৯৭ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেছে। ঘটনাস্থল থেকে ঘটনার অব্যবহিত পরে তল্লাসীতে পাঁচটি রাইফেলের ব্যবহৃত বুলেটের খোল। উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় কোন তরফের হতাহতের খবর নেই। দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তল্লাসী অব্যাহত আছে।

**শ্রীঅমল্য মল্লিক** :— ... জন্য ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কলসী আউট পোস্ট এবং ... বাজার দীর্ঘদিন ধরে বৈরীদের একটা টারগেট হয়ে আছে। একটা জায়গার মধ্যে ... কেন থাকে না হয়, যেমন গত ২৫শে ডিসেম্বর এই ক্যাম্পে আক্রমন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে বিধান ... নামে একজন কনষ্টবল এবং ব্যবসায়ী রাখাল গুহ নিহত হয়। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ কলসী বাজার পোড়া গেছে এর আগেও কলসী বাজার আগুনে দুই তিনবার সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়ে গেছে বলতে পারেন, এই অবস্থায় এই জায়গার মধ্যে পুলিশের যে স্টাংথ আছে এটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে এই এলাকার নিরাপত্তা সুব্যবস্থা করা হবে কিনা? আর একটা জিনিষ হচ্ছে, খোয়াইকান একটি সি আর পি এর ক্যাম্প ছিল সেটাকে আবার সেখানে দিলে সেখানকার নিরাপত্তা কিছুটা সুনিশ্চিত হয়। কাজেই এই নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):— স্যার, এই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটা প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। এইতো খোয়াই ফাং-এ আমরা যখন সি, আর, পি, এর কিছু পোষ্টিং করেছিলাম, এছাড়াও যেখানে যেখানে দরকার কলসীও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, ওখানে টি. এ, আর আছে. টি, এ, আর প্রকৃতপক্ষে উগ্রপন্থীকে মোকাবিলা করার মত ট্রেনিং প্রাপ্ত নয়। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের একটা চিন্তার রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি খোয়াইতে যে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে সেই ঘটনার পরে জরুরী ভিত্তিতে রী-এনফোর্সমেন্টের জন্য অনেক জায়গা থেকে আমাদের কিছু নিরাপত্তা বাহিনীকে তুলে আনতে হয়েছিল। এইটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আবার সেই সব জায়গাগুলিতে যেখান থেকে তুলে দিয়েছি সেখানে আবার রী-এনফোর্স করে নিরাপত্তা বাহিনীকে দিয়ে সেই সব এলাকার স্বাভাবিক অবস্থা যাতে আমরা বজায় রাখতে পারি তার জন্য চেষ্টা নেব।

**শ্রীরাজেন্দ্র মগ চৌধুরী** :— স্যার, ১৪-৩-৯৭ ইং তারিখ রাত্রী ১২-৪৫ মিনিটে ... বাড়ি আর ক্যাম্প উগ্রপন্থী আক্রমন করেছে বলে বলেছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা ... আমি বলব এটা নেহাৎ গুজব কারণ আপনি বলছেন পূর্ব দক্ষিণ কোন থেকে উগ্রপন্থীরা এসেছে, পূর্ব দক্ষিণ কোনে নই ... এম-এর প্রাক্তন প্রধান তেজুরী মগের বাড়ী। তাহলে আমি একটা জিনিষ পরিস্কার ... সেই তেজুরী মগের বাড়ী থেকে উগ্রপন্থীরা গুলি চালিয়েছে। স্যার, তাহলে আমি একটা জিনিষ পরিস্কার যে সেই তেজুরী মগের

(সি. পি, এম. নেতা) থেকেই উগ্রপন্থীরা গুলি চালিয়েছিল, এইটা তদন্ত করে দেখা হবে কি না? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—এখানে যে ডি আর এ পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, সেই ক্যাম্পের মধ্যে দুই সেকশান পুলিশ রয়েছে। এরা কি সেখানে উগ্রপন্থীরা আক্রমন প্রতিহত করার জন্য রয়েছে না কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস কর্মীদের বাড়ীতে হামলা করার জন্য রয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ক্লারিফিকেশন চেয়েছেন সেটা বুঝতে পারিনি। তবে এইটা পরিস্কার যে ডি, আর, এ এইখানে রাখা হয়েছে কিন্তু এদের পক্ষে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার মত অবস্থা তাদের নেই। কিন্তু সেখানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি খারাপ ছিল তাই এই ক্যাম্প বসানো হয়েছে এবং এরা থানার পরিচালনাধীনেই রয়েছে। আর আমাদের কাছে যে তথ্য এসেছে তাতে অনুমান করা হয়েছে বলা হয়েছে যে গুলি দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে এসেছে এইটা অনুমান করেছেন। এই ঘটনা এখনো তদন্তাধীন। তদন্তের কার্য্য শেষ হলে পরে জানা যাবে যে, গুলি কোন দিক থেকে এসেছিল।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে ডি, আর এ, এর উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার মত সক্ষম তারা নয়, কাজেই সেখানে ডি, আর এ, এর পরিবর্তে সি, আর, পি, এফ ক্যাম্প বসানো হবে কি না? আর দ্বিতীয় হচ্ছে সেখানে যেসব নিরাপত্তা কর্মী দেওয়া হয়েছে তারা যাতে কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, কোথাও কোথাও কোন নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের উপর রাজনৈতিক দলের কোন প্রভাব বিস্তার কখনো হয়নি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সি, আর, পি, এফ, দেওয়া হবে কি না। এই ব্যাপারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব একটা এসেসমেন্ট থাকে। এবং সেটা অনুযায়ী কোন জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত হয়। আবার কোন জায়গায় অবস্থার অবনতি হলে অন্য জায়গা থেকে যেমন খোয়াই ঘটনার সময় অন্য জায়গা থেকে ও নিরাপত্তা কর্মীদের সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন খোয়াইর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সেখান থেকে নিরাপত্তা কর্মীদের তাদের নিজ নিজ স্থানে আবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এই এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :- উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৭-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয় যুক্তভাবে উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি খাদ্য ও জন সংরক্ষণ দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো :— রাজ্যের গরীব পরিবারগুলিকে সস্তায় চাল ও গম দেওয়ার কর্মসূচী এ যাবৎ কার্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কারণ এই ব্যাপারে একটি কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়। তাহা দুইটিই একসঙ্গে চলতে পারে।

**শ্রীব্রজগোপাল রায় মন্ত্রী** :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই দুইটির উপরই এ সঙ্গে একটি বিবৃতি দিচ্ছি। আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো রাজ্যে গরীব পরিবারগুলিকে সস্তায় চাল ও গম দেওয়ার কর্মসূচী এ যাবৎ কার্য্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।

স্যার, ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে সারারাজ্যের শহর এবং গ্রাম এলাকায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ১, ১৬, ৫১০ টি পরিবারকে ৩০ শতাংশ হারে পরিবার চিহ্নিত করে পরিবার পিছু দশ কে, জি, চাল, দেওয়ার কার্যসূচী বিগত ১লা মার্চ, ১৯৯৭ থেকে কার্য্যকরী করার ব্যাপারে বিগত ৩০শে জানুয়ারী রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুসারে আরোও ৮৮, ৮৮৯ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারকে মোট ৩৯,০১ শতাংশ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করার জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। আগামী ১লা মে, ১৯৯৭ইং থেকে এই প্রকল্পগুলি চালু করা সম্ভব হবে।

**শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে আগামী ১লা মে থেকে বি, পি, এল প্রকল্প এই রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। এটা প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দিয়েছিলেন ৩০ শতাংশ হবে। এখন আবার বলছেন যে সংখ্যাটা ৩৯,০১ শতাংশ হবে। এই প্রকল্পে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের চাল চিনি-গম ইত্যাদি রেশন সপ থেকে কম দামে বিতরন করা হবে। কিন্তু স্যার, আমাদের রাজ্যেতো গরীব অংশের মানুষের সংখ্যা ৭৪ শতাংশ বলে এতদিন আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। কাজেই

যারা এই প্রকল্পের আওতায় আসছেন না অর্থাৎ বাকী ৩৫ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের জন্য এই ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে? এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত দাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা হয়েছে কিনা? যদি আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে এর ফলাফলটা কি? আর যদি এই ব্যাপারে কোন আলোচনা না হয়ে থাকে তাহলে অতিশীঘ্র আলোচনা করা হবে কিনা?

**শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—** স্যার, বিষয়টি নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে গত দেড়টি বছর ধরেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা যেমন চিঠির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ঠিক তেমনি বিষয়টি নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আলোচনাও করেছি। আমরা এই ব্যাপারে যে পারসেনটেজ দিয়েছিলাম সেটা কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই মানতে রাজী না। কেন্দ্রীয় সরকার 'লাকদেরওয়ালা' কমিটি গঠন করে ৫টি রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের পারসেনটেজ ঠিক করেছেন। তারা গত ১০ বছরের এন, এস, এস, রিপোর্ট অনুসারে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তার উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দারীদ্রসীমা নির্ধারনের জন্য আসামকে স্টেণ্ডার্ড হিসাবে ধরেছেন। ওখানকার স্টেণ্ডার্ড অব লিভিংকে ভিত্তি করে এটা উনারা করেছেন এবং আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন যে, রাজ্য সরকার এটা মেনে নেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আসামের স্টেণ্ডার্ড অব লিভিং ও আমাদের স্টেণ্ডার্ড অব লিভিং এক নয়। আমরা ভারতের প্রত্যন্ত রাজ্যে বাস করি এবং আমাদের রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। আমরা তাদেরকে এই প্রকল্পের সুযোগ থেকে কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত করতে চাই না। তখন কেন্দ্রীয় সরকার জানালেন তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন। তারা অবশেষে চিন্তা-ভাবনা করে সংখ্যাটা ঠিক করলেন ৭৯.০১ শতাংশ। এর বেশী তারা দিতে পারবেন না জানায়লেন। রাজ্যের আর. ডি. দপ্তর থেকে যে গণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে, পুওরেস্ট অব দ্যা পুওরর' যারা তাদেরকেই দেওয়া যাবে সবাইকে নয়। কাজেই অবশিষ্ট দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের বি. পি. এলের আওতায় এক্ষনি আনা গেল না তবে রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। প্রকল্পটা চালু করার প্রয়োজন ছিল বলেই আমরা খুব শীঘ্র এটা এই রাজ্যে চালু করে দিয়েছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গত সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ইং দারিদ্রসীমার নীচে যারা আছেন তাদের সংখ্যা ৩৬.৬৩ শতাংশ। এর পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি করে আসামকে ভিত্তি করে বি, পি এল, ঠিক করেছেন আবার এখানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তব্যে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। পুনরায় সরকার ঘোষণা দিলেন না, আমরা ৩৬.৬৩ শতাংশ ধরব। এখানে তিন রকমের হিসাব দিয়ে রাজ্যবাসীকে কেন বিভ্রান্ত করা হলো ? এটা কি রাজ্য সরকারের মতামতের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার পারসেনটেজ ঠিক করেছেন ? নাকি কেন্দ্রীয় সরকার নিজে ঠিক এটা ঠিক করেছেন ? রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বি, পি, এল সার্ভে কিভাবে করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

আর কেন্দ্রীয় সরকার বি, পি, এল সার্ভে কোন বেসিসে করেন এবং রাজ্য সরকার কোন বেসিসে করেছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :— কেন্দ্রীয় সরকার বি, পি, এল সার্ভে কিভাবে করেছেন সেটা আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলেছি। আর যেটা নিয়ে মাননীয় সদস্যের মনে খটকা রয়েছে যে, ৪৫ শতাংশ ও ৩৬ শতাংশ এই দুইটি কিভাবে আসছে ? সেটার কারণ হচ্ছে, এটা হচ্ছে রুরাল এরিয়া আর একটা হচ্ছে আরবান এরিয়া। রুরাল এরিয়াতে যে পারসেন্টেজ সেটা খুব ব্যাপক আর আরবান এরিয়াতে সেই সংখ্যাটা কম। ওরা শুধু এই কথাই বলেছি তারা বলেছে যে, গ্রাম যুগোপযোগী আর যারা ইরিগেশন থাকবে তারা ডেইলী ওয়েজেস মানে দিন মজুর এদেরকে এটার মধ্যে আনতে হবে। কাজেই আমাদের শহর এলাকার পারসেনটেজ কমেছে পারসেনটেজ বেড়েছে গ্রাম এলাকার মধ্যে। লাকড় দেওয়ালা কমিটি যে সিদ্ধান্ত করে দিয়েছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে 'এত পর্যন্ত দারিদ্রসীমার নীচে লোক তোমার রাজ্যে হবে এবং সেই অনুসারে আমরা সহায়তা দেব যে কোন রাজ্য যদি এর অতিরিক্ত আরও লোককে নিতে চায় তাহলে সেই খরচ সম্পূর্ণ রাজ্যকে বহন করতে হবে' কিন্তু রাজ্য সরকার এর বেশী সাহায্য দিতে পারবে না। এটা তারা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন। এবং তাদের গাইড লাইন আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সেই গাইড লাইন অনুসারে এটা উল্লেখ আছে।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, যেখানে দারিদ্রসীমাসীমার নিচে বসবাস করছে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ ; এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এস. সি. এস. টি. ও. বি. সি. সম্প্রদায়ের লোক বেশীর ভাগ। এখন এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার ৩৯.৩ শতাংশ এই লোকগুলোকে সিলেকশান করতে গিয়ে এখন গ্রামের মধ্যে গরীব মানুষের মধ্যে ঝগড়া লাগবে স্যার। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এখন সিলেকশান করতে গিয়ে যেখানে ১লা মে থেকে ৩৯.. শতাংশ লোক দেওয়া হউক কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু গরীবের জন্য যত রকম পরিকল্পনা সব কিছু যেহেতু গরীবের জন্য। তাই অন্য খাত থেকে টাকা কমিয়ে এনে রাজ্য সরকার গরীব মানুষের জন্য বাকী যে ৩৯ এর পরে যারা আছে আপটু ৭৫ এই বাকী অংশের জন্য ভর্তুকীতে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খুব পরিস্কারভাবে বলেছি যে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করতে হবে। অতিরিক্ত যদি দিতে হয় তাহলে রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কতটা এগুতে পারবেন তার হিসাব নিকেশ করে সেট রাজ্য সরকার দেখবেন। তবে এটার কমিটমেন্ট এই মুহূর্তে আমি দিতে পারছে না।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হয়েছে যে, কোন মতেই হবে না আমার বক্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা রাজ্য আছে কিনা যেখানে ত্রিপুরার পরিস্থিতির সঙ্গে এক আছে? এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস কি স্যার, ছিল ট্রাইবেল উপজাতি রাজ্য। সেখানে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের পাকিনীতিতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে আসার ফলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দিকে ট্রাইবেল সমস্ত নিপীড়িত মানুষ অন্যদিকে উদ্বাস্তুরা নেই, এই কেন্দ্রীয় সরকার পুণর্বাসন ঠিক মত না দিয়ে তাদের বঞ্চিত করেছিলেন। আমরা দেখেছি স্যার, সাত পয়েন্ট দারিদ্র সীমার নীচে রেখে আমাদের আরও বঞ্চিত রেখেছেন। এখন আমার প্রশ্ন স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মত এই রকম পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে একদিকে ট্রাইবেল এক দিকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু, এরা সমস্ত রাজ্যকে অসহায়। এখানে বলেছেন ৭৩.৫৮ শতাংশ দারীদ্রসীমার নিচে এই হিসাব রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। জোরালো দাবী করবেন কিনা?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমি সেই দিনও বলেছিলাম যে, কেন্দ্রী সরকারের নজরে আমরা বিষয়টা এনেছি এবং আমরা কোন সময় কেন্দ্রীয়

সর ...রের সাথে একমত হতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম সচিব বলদেব সিং আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন সেই দিনও আমরা বলেছি আমাদের এই সমস্যাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য। কাজেই সেটি নিয়ে আমরা লড়াই করেছি এবং করব স্যার, গোটা রাজ্য একত্রিত হয়ে যদি কেন্দ্রের কাছে চাপ সৃষ্টি করে তাহলে সেটা সম্ভব হবে।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** গত ১৮-৩ ৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নিম্ন উল্লিখিত বিষয় বস্তুটি উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উল্লিখিত বিষয় বস্তুটি হচ্ছে 'গত ৪ঠা মার্চ অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানাধীন ...হারপুর গাঁও পঞ্চায়েতের তকসাপাড়া ও তাইক্রাগমা কামিতে কামিতে ( ধনঞ্জয় পাড়ায় ) জওয়ানদের দ্বারা নিরীহ উপজাতি রমণীদের গণধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।'

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে 'গত ৪ঠা মার্চ অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানাধীন ...হারপুর গাঁও পঞ্চায়েতের তকসা পাড়া তাইক্রাগমা কামিতে ( ধনঞ্জয় পাড়ায় ] জওয়ানদের দ্বারা নিরীহ উপজাতি রমণীদের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।' গত ৬-৩-৯৭ইং তারিখে বিকাল ৩-১৫ ... সময়ে বীরগঞ্জ থানাধীন তকসা পাড়া সাকিনের শ্রী উত্তম রায় রিয়াং এর স্ত্রী শ্রীমতি ললিতা রিয়াং এর সঙ্গে আর পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বীরগঞ্জ থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ৩-৪-৩ ৯৭ইং রাত্রিতে আসাম রাইফেলসের জোয়ানরা তাদের বাড়ীঘরে তল্লাসী করে এবং ১। শ্রীমতি ললিতা রিয়াং ২ শ্রীমতি সুদামতি রিয়াং ৩। শ্রীমতি অসিতি রিয়াং ৪। শ্রীমতি তবাকুম রিয়াং ৫। শ্রীমতি মন্দরোম রিয়াং ৬। শ্রীমতি জাংরাবতি রিয়াং ৭। শ্রীমতি ... নতী রিয়াং আসাম রাইফেলস জোওয়ানদের দ্বারা শ্লীলতা হানির শিকার হয়েছেন এবং এরমধ্যে সু...তি রিয়াং উক্ত আসাম রাইফেল জোয়ানদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে আহত হয়েছেন। উক্ত ঘটনাটি গত ৬-৩- ৯৭ইং তারিখে বীরগঞ্জ থানায় দৈনিকে ১৬৫ নম্বর মামলা লিপিবদ্ধ করে সি আর, পি, সি আইনের ধারা মতে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে এটা প্রতীয়মান হয় যে, গত ৩-৪, ৩,৯৭ইং তারিখে আসাম রাইফেল এর জোওয়ানরা

উল্লেখিত গ্রামে তল্লাসির সময় তারা শ্রীমতি ললিতা রিয়াং এর বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনদের ঘর খালি করে দিতে বলে। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা ঘর খালি করে দিতে অস্বীকার করে ও চিৎকার চেচামেচি আরম্ভ করেন। এই সময়ে আসাম রাইফেলস জোয়ানরাও বাড়ীর লোকদের মধ্যে থাকা থাকির ফলে শ্রীমতি সনীতি রিয়াং এর শরীরে আঘাত পান এবং পরের দিন নতুন বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসিত হন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আসাম রাইফেলের স্থানীয় অফিসারদের নিকট পুলিশ জানতে চাইলে আসাম রাইফেলস অফিসারেরা এই ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু পুলিশ তদন্তকার্য্য অব্যাহত রেখেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া অমরপুর সফর করে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন তাহা গত ১৫-৩-৯৭ ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করেন। প্রাপ্ত রিপোর্টে কিছু গোলমাল অবকাশ থাকায় সমগ্র বিষয়টি আরো গভীর তদন্তের জন্য সি, আই, ডি কে উক্ত বিষয়ে তদন্ত করে এই এপ্রিল-এর মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে

উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মহিলা কমিশনের নিকট স্বাধীনভাবে কমিশনের তদন্ত চালানোর জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, তবারুন রিয়াং, সুনীতি রিয়াং, হাং... ইদি রিয়াং ... রিয়াং এই পাঁচ মহিলা, স্যার মহিলা বললে ভুল হবে। এদের বয়স ১৭, ১৯, ২১ এই রকম হবে ... রিয়াং এর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে গিয়েছিলেন বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে। সেখানে তারা একটি ঘরে সকলে মিলে অবস্থান করছিল। ঠিক তখনই ঐ জওয়ানরা ... নামে সেখানে ঢোকে এবং তাদেরকে পরিচালনা করে নিয়ে যায়, স্থানীয় লোকেরা। স্যার. তবারুন রিয়াং সাংবাদিক সম্মেলনে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে সে বলেছে, সকাল বেলা যখন মোরগ ডাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে, ৩-৩০ মি: থেকে ৪টা হবে। এই অবস্থায় গিয়ে হাজির হয়েছে এবং জওয়ানরা ওদেরকে ধরার চেষ্টা করে। তারা যে যে দিকে পারে ছুটে গেছে হাংরাইদি টাইবেলে এলাকায় যে খাড়া থাকে সেখানে লুকিয়ে থাকে। তাতে কিছু বলতে পার নি তবারুন রিয়াং এর কাছে একটি কাঁচি ছিল। ধস্তাধস্তি করার সময় একজন জওয়ান সেই কাঁচিতে আঘাত

পায়। তবারুম, হাংরাইদি, রুদর্মা এই তিন জনের উপর জীবনভাবে শ্রীলতা হানি করে, এমনকি ধর্ষণ করার জন্য তাদের শরীর ক' পড়িছল। প্রথমে তারা হিন্দিতে কথা বলছিল। পরে বাংলাতে এবং পরিশেষে কক্-বরক ভাষায় ( ঐ এলাকায় বসবাসকারী রিয়াং ভাষায় ) কথা বলেছিল ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এ সমস্ত তথ্য নেই। ঘটনার পর প্রথম এ..য় করতে যখন যাওয়া হয় তখন তারা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তাতে এক জায়গায় ছিল এই রকম বলেনি : তা সত্বেও ঘটনাটির গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। যাই হউক, ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, এলাকাবাসীকেও জানাব, তাদের কাছে যে যে তথ্য আছে তা যেন তদন্তকারীদের কাছে দেওয়া হয়। আমরা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার জন্য সি, আই, ডি, কে ভার দিয়েছি। এস,পি, সি,আই,ডি নিজে যাচ্ছেন। কাজেই এই সব তদন্তে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে। গতকাল আমার সঙ্গে আর্মি অফিসারের যে কথা হয়েছে সেখানে আমি বলছি, তাদের জওয়ানদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে সেগুলি যেন তারা নিজেরা ইনডিপেণ্ড তদন্ত করে দেখেন। আমি নিজে সুনির্দিষ্টভাবে মহিলা কমিশনকে লিখেছি, আপনারাও ইনডিপেণ্ড তদন্ত করে দেখুন। সমস্ত তদন্তের মাধ্যমে যে রিপোর্ট বেড়িয়ে আসবে সেটাকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— স্যার, সেখানে বলা হয়েছে, ৬-৩-৯৭ইং তারিখে বীরগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে শ্লীলতাহানির ব্যাপারে। এখানে পরবর্তী সময়ে তবারুম রিয়াং নিজে পুলিসের কাছে স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট দিয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে। সুতরাং বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় এফ, আই, আর, রেজিস্ট্রী করা হয়েছে কিনা ? যদি না করা হয়ে থাকে এফ, আই, আর রেজিস্ট্রী করা হবে কিনা ? যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে এই কারণেই কী করা হয় নি যে, সেখানে আসাম রাইফেলস-এর সাথে কিছু শাসক দলীয় ক্যাডার জড়িত ছিল এই ঘটনায়, সেটা তবারুম রিয়াং তার বক্তব্যে বলেছে। এই জন্যই কী থাকতে এফ, আই, আর রেজিস্ট্রী করা হয় নি সেটাকে ধামাচাপা দেবার জন্য। যেহেতু আসাম রাইফেলস এবং শাসক দলীয় ক্যাডার জড়িত আছে এটা হয়ে গেছে, কনট্রোভার্সিয়াল মেটার। সুতরাং সেটাকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আমার স্টেটমেন্টে পরিস্কার ভাবে বলেছি স্যার, ওখানে তদন্ত চলেছে আমি আশা করব এই ঘটনাটিকে যেন বিপথে এবং বিকৃত করার জন্য চেষ্টা করা না হয়। সঠিক তথ্য থাকলে তদন্ত চলছে, তদন্ত অফিসার আছেন তাদের কাছে

উপস্থিত করুন, যদি পারেন মহিলা কমিশনের কাছে উপস্থিত করুন, যদি পারেন সি, আই, ডি ইনকোয়ারীতে রাখুন। আমি বলছি সবদিকে পথ খোলা আছে।

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ১নং হচ্ছে স্পেসিফিক্যালী এই হাউস জানতে চায় যে, এফ, আই, আর করা হয়েছে কিনা আণ্ডার সেকশান ১৫৪ সি, আর, পি, সি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে বলেছেন মহিলাদের নিগৃহীত করা হয় এবং ৬ তারিখে থানাতে জানানো হয়। ২নং হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্ট থেকে দেখা যায় যে এর মধ্যে ৫/৬ জন মাইনর, ১৬/১৭ বছর বয়স। যারা মাইনর তাদের ওসিফিকেশান টেস্ট করানো হয়েছে কিনা এবং ৩নং হচ্ছে যেখানে তাদের নিগৃহীত করার প্রশ্ন সেখানে তাদেরকে মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে কি না? এই মহিলা কমিশন, তদন্ত ইত্যাদি এইগুলি ভেগ প্রশ্ন। আমার ৩টা প্রশ্ন ১) মহিলাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছে, উনি নিজে বলেছেন, সেখানে তাদেরকে ১৫৪ সি, আর, পি, সি অনুযায়ী এফ, আই, আর নেওয়া হয়েছে কিনা? এটা ম্যাণ্ডেটরী। ২) যেখানে মাইনরের প্রশ্ন সেখানে তাদের এইজ এসারটেইনের জন্য ওসিফিকেশান টেস্ট ইজ মাষ্ট। ৩) তাদের মেডিক্যাল টেষ্ট কেন করানো হয়নি। ইনজুরী হতে হয়েছে তার জন্য মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা এক জিনিষ হোয়েদার দে ওয়ার রেপড অর নট। এটা প্রমাণ করার জন্য মেডিক্যাল টেষ্ট। এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর হাউস জানতে চায়।

**শ্রী সমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, তদন্ত অফিসার সমস্ত কিছু দেখছেন।

**শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন** :— এই ভাবে প্রটেকশান দিলে চলবে না। ১৫৪ সি, আর, পি, সিতে এফ, আই, আর নেওয়া হয়েছে কিনা ক্যাটেগোরিক্যালী হ্যাঁ না বলুন। ট্রাইবেল ধর্ষিতা। আর উনি বলছেন তদন্ত। কিসের তদন্ত? ফালতু কথা বলা হচ্ছে। এখানে মাইনর মেয়েরা রেপড হয়েছে, ব্রুটালী রেইপড হয়েছে, এই রেইপকে উনি সমর্থন করছেন। ওসিফিকেশান টেষ্ট হয়েছে কিনা তার ক্যাটেগোরিক্যালি রিপ্লাই চাই।

**শ্রী সমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, দিজ ফাষ্ট টাইম যে এই রকম একটা সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার ফলে স্পেসিফিক তদন্তের আদেশ দিয়েছে। ওঁরা আবার কথা বলেন, ওঁদের সময়ে কি হয়েছে। যাই হোক ওখানে ডেফিনিটলী এফ, আই, আর হয়েছে। এইটা কেস এসেছে এফ, আই, আর হবে না? নির্দিষ্টভাবে এটা এখন তদন্তাধীন আছে। সমস্ত কিছু তদন্ত চলছে আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্য আমি এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে উপস্থিত করেছি।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এফ, আই, আর দেওয়া হয়েছে কিনা হাউস জানতে চায়।

**মিঃ স্পীকার :—** এফ, আই, আর হয়েছে উনিতো বলেছেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—** না স্যার, এটা বললে হবে না। এই সরকার এফ, আই, আর দিয়েছে কিনা এফ, আই, আর হয়নি, আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশান আছে উনি এফিডেফিট দিয়ে বলুন, আমিও এফিডেফিট দিতে রাজী আছি। এই সরকার এফ, আই, আর দেয় নি। ২নং হচ্ছে ওসিফিকেশান টেষ্টও করান নি। উনি ফোন করে বলেছেন ওসিফিকেশান দরকার নেই। হি ইজ রেসপনসিব্যাল; উনি এখান থেকে ফোন করে বলেছেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিথ্যে কথা।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—** আমি বলছি মিথ্যে কথা না।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— ডেফিনাট এফ, আই, আর, হয়েছে। সি, আর, পি, সি, আইনে যে ব্যবস্থা আছে সব ব্যবস্থা অনুযায়ী হচ্ছে। স্যার, এটা কোর্ট নয়। এখানে সরকার সরকারের যা তথ্য আছে সব তথ্য দেওয়া হয়েছে. এফ, আই, আর. হয়েছে, সমস্ত কিছু হয়েছে। সি. আর. পি. সি আইনে যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা চলছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

**মিঃ স্পীকার :—** অনেক হয়েছে আর নয়।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—** স্যার, এটা কি রকম কথা। স্যার, সব বাদ দিয়ে দিন। মা, বোনেরা ধর্ষিতা হচ্ছেন সরকার সাহায্য করছেন। ধর্ষণকারীকে রক্ষা করছেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):— স্যার. সমস্ত মিথ্যা লজ্জা থাকা উচিত।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ-মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিটেলস্ দিয়েছেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— পাঁচ বছর ক্রাইম করেছেন, তারপরও করতে চাইছেন।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তারা যদি আপনার মা, বোন হতেন তাহলে আপনি কী করতেন বলুন?

( গণ্ডগোল )

( এর প্রতিবাদে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ওয়াকআউট করেন )।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী :— স্যার, আমি আবার বলছি, এক, দুই, আর করা হয়েছে টি. আর, পি, সি অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা সব কিছু করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ১৯-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয় উত্থাপিত করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ১০ই মার্চ" বিচারক আগরতলায়, পুলিশ কোর্টে তালা, মধ্যরাতে ধৃতকে থানায় নিক্ষেপ, খোয়াইতে আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী :— দৈনিক সংবাদে ১০ই মার্চ উপরোক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি সত্য নহে এবং উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা নিম্নরূপ :—

গত ৭-৩-৯৭ ইং সকাল থেকে খোয়াই এবং কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরবাসীদের বাংলাদেশে চলে যাবার জন্য কিছু লোক প্ররোচনা দিতে থাকে। এই প্ররোচনা প্ররোচিত হয়ে বিভিন্ন শিবিরের এবং শিবিরে বসবাস করে না এমন কিছু লোক দল বেঁধে পহরমুড়া বাজারে গিয়ে জমায়েত হয়। এদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ মত ছিল। এই খবর পুলিশ ও মহকুমা অফিসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারগণ সেখানে যান। উপস্থিত জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয় এবং তাদেরকে নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যেতে অনুরোধ করা হয়।

তাদের অভাব অভিযোগগুলি পরবর্তী সময়ে নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়। জমায়েতের প্রায় সব চলে যেতে চাইলে নিম্নলিখিত চৌদ্দজন তাদেরকে বাধা দিতে থাকে। এবং উত্তেজনাপূর্বক বক্তব্য রাখতে শুরু করে। এমনতাবস্থা পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্ররোচনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে কিন্তু তারা এই অনুরোধ অমান্য করে। তাতে এই সার্বজনাপের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র নিহিত আছে প্রতীয়মান হওয়ায় পুলিশ বাধ্য হয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা মোতাবেক তাদের বেলা ... টা ৫ মিনিটের সময় আটক করে এবং খোয়াই থানার ... এবং ... করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উপস্থিত জনতা ঐ ১৪ জনকে আটক করার পর ... নিজ নিজ ... চলে যেতে রাজী হয় এবং পুলিশ তাদেরকে ... নিজ নিজ ... পৌঁছে দেয়। ঐদিন খোয়াইয়ে কারফিউ থাকায় হোটেল ... বন্ধ ছিল তাই তাদেরকে প্রাতঃকালীন আহার হিসাবে রুটি, বিস্কুট, প্যারা ইত্যাদি দেওয়া হয়। চৌদ্দজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :— ১) মলয় দাস ২) অমৃত কুমার বিশ্বাস ৩) দিলীপ ... ৪) আকবর মিঞা ৫) দ্বিগেন্দ্র চন্দ্র দাস ৬) বীরেন্দ্র সরকার ৭) অরুণ চন্দ্র পাল ৮) রবীন্দ্র দাস ৯) জিতেন্দ্র দেব ১০) জ্যোতিষ সরকার ১১) বিপুল দাস ১২) রঞ্জিত দাস ১৩) রতন দাস ১৪) রানাকান্ত সরকার।

ঐদিন ৮-৩-৯৭ ইং দুপুর ১২-০৫ মিনিটের সময় জি, ডি, এন্ট্রি নাম্বার ৭৬৫ মূলে ঐ চৌদ্দ জনকে রিপোর্ট সহ খোয়াই কোর্টে চালান দেওয়া হয়। ঐদিন পাবলিক হলিডে ( সেকেণ্ড স্যাটারডে ) ছিল এবং মাননীয় খোয়াই-এর এস, ডি, জে, এম মহাশয় আগরতলায় অবস্থান করায় পুলিশ ধৃত ১৪ জনকে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সহ আগরতলায় মাননীয় খোয়াই-এর এস, ডি, জে, এম নথীপত্র বিচার করিয়া ঐ ১৪ জনকে ১৫১ ধারায় মামলা থেকে ডিসচার্জ করে দেন।

উপরোক্ত ১৪ জনের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ জনকে কল্যানপুর থানার ১২/৯৭ ইং কেসে ইউ এস ৩২৪ টি,পি,সি ধারায় মামলায় নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় পুলিশের রিপোর্ট এর ভিত্তিতে মাননীয় আদালত বিবেচনা করে ১৯/৩/৯৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত ঐ চার জনকে জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। উল্লিখিত চার জনের নাম :— ১) অরুণচন্দ্র পাল ২) বিপুল দাস ৩) রঞ্জিত দাস ৪) রতন দাস। ৮/৩/৯৭ ইং তারিখ খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ১১২/১১৭ নং ধারায় খোয়াই এর এস, ডি, এম ( এ্যাক্জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট )-এর আদালতে ... নং ৪৩/৯৭ দাখিল করে। ৯/৩/৯৭ ইং তারিখ রবিবার ছিল। ১০/৩/৯৭ ইং ধৃত চারজনের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হইলে মাননীয় এস, ডি, এম তাদের জামিনে মুক্তি দেন।

উক্ত কল্যানপুর থানার ১১/৯৭ নং মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে যারা যতটুকু জানি, তারা বাংলাদেশে যাচ্ছিল, শরনার্থীদের ক্যাম্প থেকে তাদেরকে প্ররোচিত করে বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য, আইনশৃংখলা নেই এইরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। তাদের ১৪ জনকে পুলিশ পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার করেছে আমি যতটুকু জানি তারা কংগ্রেস (আই), আমরা বাঙ্গালী দলের এই এলাকার নেতৃত্ব। এই ... মন্ত্রীর ... আছে কিন্তু এবং পরবর্তী সময়ে থানায় যে ৪ জনকে অ্যারেষ্ট করে রেখেছিল নির্দিষ্ট কেসের ভিত্তিতে, তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্মের, সেই কেসগুলি কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, তাদের বিরুদ্ধে কি কি কেস মানে এই চার জনের বিরুদ্ধে কি কি কেইস আছে, এখন আমার হাতে সেই তথ্য নেই। আমার কাছে যে খবর আছে তা হচ্ছে, একজন উপজাতিদের কিডন্যাপ করার ক্ষেত্রে এই চার জনের নাম তদন্তে এসেছে। যখন ইনভেসটিগেশন হয় সেই ইনভেসটিগেশনে দেওয়ার ওয়ারেন্ট, পুলিশের কাছে তারা ওয়ানটেড ছিল। বাকী যারা নাকি তাদের যে পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে এই কথা ঠিক, তাদের মধ্যে কাউকে আমরা বাঙ্গালী দলের কাজ করতে দেখা গিয়েছে। কাউকে কংগ্রেস দলের কাজ করতে দেখা গিয়াছে। কেউ কেউ বিজেপির কাজ করতে দেখা গিয়েছে, এ কথা সত্য।

**মিঃ স্পীকার** :— উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ১৯-৩-৯৭ তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— 'প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় চিনি ও কেরোসিন সময়মত সরবরাহ না হওয়া সম্পর্কে'।

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টি ছিল, 'প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় চিনি ও কেরোসিন সময়মত সরবরাহ না হওয়া সম্পর্কে'।

স্যার, সারা রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার বিতরণের জন্য প্রতিমাসে ১৬৯৮ মেট্রিক টন চিনি চেয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক বরাদ্দের মাসিক বরাদ্দের পরিমাণ ১১৭৬ মেট্রিক টন হওয়ায় ফলে রাজ্য সরকারে পক্ষে প্রতি সপ্তাহের চিনি দেওয়া সম্ভব হয়না।

গণবন্টন ব্যবস্থায় চিনি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিলম্বিত হওয়ার কোন প্রকার তথ্য রাজ্য সরকারের গোচরে নেই।

বর্তমানে রাজ্যে ৫০৪৩ মেট্রিক টন চিনি মজুত তারমধ্যে রাজ্য সরকারের গুদামে ২২৯৩ মেট্রিক টন ও এফ সি আই গুদামে ৩৭৪৯ মেট্রিক টন। এই মজুত মোট পাঁচ মাসের অধিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

বরাক ভ্যালী সেক্টরে নর্থ ইষ্ট রেল ওয়ে কর্তৃক রেলওয়ে লাইন ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেওয়ার দরুন জানুয়ারী ৯৭ ইং সনের শেষ সপ্তাহ থেকে ট্যাংক ওয়াগন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। যার ফলে এই রাজ্যেও পেট্রোলিয়ামজাত তৈল পদার্থের আমদানিতে বিঘ্ন ঘটে। ত্রিপুরাতে কেরোসিন পেট্রোলিয়াম জাত তৈলের যাতে সংকট সৃষ্টি না হয় এ বিষয়ে রাজ্য সরকার আই ও সি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং সড়কপথে তৈল পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। মাসিক কেরোসিন তৈলের বরাদ্দ অনুযায়ী আই ও সি বিগত দেড় মাস ধরে সড়ক পথে আমদানি করে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্য সরকার সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে সংকট দূরীকরণ করা যায়।

উপরোক্ত কারণে গণবণ্টন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ মাসিক বরাদ্দের কেরোসিন তৈল ভোক্তাদের মধ্যে বিতরন করতে সাময়িক কালের জন্য বিঘ্ন ঘটে বর্তমানে ৫১৮ মেট্রিক টন কেরোসিন তৈল আই ও সি ডিপো গুলিতে মজুত আছে এবং ৬০টি টেংক ওয়াগন ৯৯০ কিলো লিটার পাইপ লাইনে আছে। আশা করা যায় কয়েক দিনের মধ্যেই পাইপ লাইনের তৈল এসে পৌঁছবে।

শ্রী অনিল চাকমা :— স্যার, এই যে চিনি কেরোসিন আমাদের রাজ্যের চাহিদা য, তাতে আমা দরকে তিন সপ্তাহের চিনি দেওয়া হয়েছে, আর এক সপ্তাহের চিনি দেওয়া হচ্ছে না। এটা কি আমাদের রাজ্য সরকারের আর্থিক সংকটের জন্য মানে, রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে নয়ে আসতে হয়। এই যে ব্যবস্থা, এই ক্ষেত্রে কি অগ্রিম টাকা জমা দিতে না পারার জন্য এটা হয়েছে, না কি টাকা জমা দেওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার দিতে

পারছে না তার জন্য এটা হয়েছে ? কারণ টাকা যদি জমা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা তার পরের মাসে বাকী চিনিটা পাওয়া যেত। স্যার, অফিসার কর্তৃক এই সমস্ত কোন দুর্বলতার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি তা জানাবেন কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক নয় যে, টাকার অভাবে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় চিনি নিতে পারছে না। আমার বক্তব্যের মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি যে আমাদের চিনির প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাচ্ছি না। আর যা পাচ্ছি তা সময়মত সব দেওয়া হচ্ছে না। এখন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের চাহিদামত প্রয়োজনীয় চিনি বরাদ্দ করলে আমরা সেটা আনতে পারি। কাজেই টাকার জন্য চিনি আনতে রাজ্য সরকার পারছেন না এটা ঠিক নয়। এই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কিছু কিছু সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এটা ঠিক নয়।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে, চিনির কিছু ঘাটতি আছে। কিন্তু কেরোসিনের অবস্থা ভাল আছে। স্যার, এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা যায় যে ডীলারদের দুর্নীতির কারণে সেখানকার মানুষের কাছে কেরোসিন ঠিকভাবে পৌঁছায় না। কাজেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঠিকমত যাতে কেরোসিন জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, কেরোসিনের সমস্যা কিছুদিন আগে হয়েছিল। কারণ আসামে শিটাইগেজ রেল লাইন থেকে ব্রডগেজে পরিবর্তনের জন্য কেরোসিনবাহী ওয়াগন ত্রিপুরায় সময় মত আসতে পারেনি। কিন্তু এখন সেটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন রাজ্যে কেরোসিনের কোন ঘাটতি নেই। আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডীলারদের দুর্নীতির জন্য কেরোসিন জনগণ পাচ্ছে না এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করলে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং এই ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের এস, ডি, ও এবং ইন্সপেকটরদের নির্দেশ দিয়েছি, এটা দেখার জন্য।

**মি: স্পীকার** :— উল্লেখ্য বিষয়ের ষষ্ঠটি গত ২০-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

[illegible] "উদয়পুর পাহাড়ে আপারেশন, সেনাতাড়া খেয়ে বৈরীরা শহরমুখী, রাজধানী শহরে পুলিশের অভিযান" এই শিরোনামে গত ১৮ই মার্চ, ৯৭ ইং তারিখে, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

**[illegible]** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে উপরোক্ত পাহাড়ে অপারেশন, সেনাতাড়া খেয়ে বৈরীরা শহরমুখী, রাজধানী শহরে পুলিশের অভিযান, এই শিরোনামে গত ১৮ই মার্চ তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় সংবাদ সম্পর্কে"

উপরোক্ত পাহাড়ে অপারেশন, সেনা তাড়া খেয়ে বৈরীরা শহরমুখী, রাজধানী শহরে পুলিশের অভিযান। এই শিরোনামে ১৮ মার্চের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় বহু সন্ত্রাসবাদী খোদ রাজধানীতে অবস্থান করছে' খবরের ভিত্তিতে গত রাতে রাজধানীর পুলিশ অভিযান চালায় মন্তব্য করে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো আগরতলা সেন্ট্রাল ডি, এস, পি, পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুর থানার কেস নং—১৯/৯৭ ইউ, এস, ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০২/৪'৬ আই, পি, সি, এবং অস্ত্র আইনে ২৭ নং ধারার যে কেস তার সাথে সম্পর্কিত পলাতক আসামীও মালামালের খোঁজে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর অ্যাডভাইজার চৌমুহনীর শ্রীবৈশাখ দেববর্মার পুত্র শ্রী[illegible] দেববর্মার বাড়ীতে রাত্রে তল্লাসী করেন। তল্লাসীতে সি, আর, পি সি,-র—১০২ ধারা মতে কিছু জিনিসপত্র আটক করে পুলিশ হেফাজতে আনা হয়। আটক মালামালের বিবরণ নিম্নরূপ :—

১) বড়কাঠাল এস, বি, স্কুল এর একটি রেকর্ড, রাবার সীল, ২) চানপুর গাঁওসভা প্রধানের একটি রাবার সীল। ৩) প্রসন্ন দেববর্মার এলবামের ৪টি রঙ্গীন গ্রুপ ফটোগ্রাফ, এছাড়া ঐ বাড়ীর তল্লাসীর সময় দুইজন বহিরাগত যুবকের সাক্ষাৎ পায়। তাদের নাম— ১) [illegible] দেববর্মা, পিতা মৃত উষারঞ্জন দেববর্মা, সাং গামছাকোবরাপাড়া থানা, সিধাই। ২) [illegible] দেববর্মা, পিতা গরীন্দ্র দেববর্মা, সাং— হেজামারা, থানা— সিধাই। ঐ বাড়ী থেকে [illegible] একটি ব্যাংক একাউন্ট সংগ্রহ করে যার নাম্বার—১০১৫। এই একাউন্টের মালিক অখিল দেববর্মা, পিতা মৃত চন্দ্রমোহন দেববর্মা, সাং এডভাইজার চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর। ব্যাংক একাউন্টটি কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাংকের কারেন্ট

সেভিংস একাউন্ট। পুলিশ এই একাউন্টের জমাকৃত টাকার উৎস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করায় একাউন্টের টাকা উইথড্রয়াল বন্ধ রাখতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে। তবে টাকা জমা রাখার ক্ষেত্রে কোন নিষেধ আরোপ করা হয় নাই। চেক বইটিও আটক করা হয় নাই। প্রসন্ন দেববর্মার বাড়ীতে পুলিশ অন্য কোন বেআইনী মালামাল পান নাই। কল্যানপুর থানায় রুজ করা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে উদ্ধারকৃত জিনিষপত্রগুলি সম্বন্ধে ১৫৭-সি, আর, পি, সিতে তদন্ত করা শুরু করা হয়েছে। ঐ দুইজন যুবককে তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রমাণের উদ্দেশ্যে পরদিন থানায় আসতে বলা হয়েছিল কাহাকেও আটক করা হয় নাই। এই সংবাদেই আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "৩ই ... রাজধানীর মন্ত্রীদের সরকারী আবাসে যাওয়ার পথে [illegible] বিহার স্কুলের নিকট পিস্তল উচিয়ে ১১০০ টাকা লুট।" এই সম্পর্কে শ্রীহরিপদ রায় নামীয় জনৈক ব্যক্তি গত [illegible] মাসে [illegible] নিবন্ধে [illegible] কতিপয় দুস্কৃতিকারী ১১০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে পশ্চিম আগরতলা থানার ৫০/৯৭ নং (৩৮২) আই, পি, সি নথীভুক্ত করা হয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন। এ ব্রকার উল্লিখিত পিস্তল উচিয়ে এবং মন্ত্রী পাড়ার আবাসন থেকে এসেছিল বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অভিযোগে উল্লেখ নেই। 'দৈনিক সংবাদের-সেনা তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা শহর মুখী এই শিরোনামের প্রকাশিত সংবাদটির স্বপক্ষে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। এই ধরনের শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদগুলি জনমনে আতংক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই সাহায্য করে।

**শ্রীসুবল রুদ্র :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেওয়া বিবৃতিতে পরিস্কারই বোঝা গেল পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদটির উদ্দেশ্যই হলো শহরে যে সমস্ত উপজাতি আছেন তাদের প্রতি সমাজদ্রোহীদের দৃষ্টি আকর্ষন করা। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে ৩০০ টাকা দিয়ে প্রসন্ন দেববর্মার নামে ব্যাংক একাউন্টটি খোলা হয়।

আরো দেখা গিয়েছে ঐ একাউন্টটিতে একটি সরকারী চেক জমা পড়েছে ৩৭,৪০০ টাকার। যতটুকু জানা গিয়েছে এটা প্রসন্ন দেববর্মার একটি গাড়ী আছে এবং গাড়ী ভাড়া বাবদ এই চেকটি সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন। কাজেই এই টাকা নিয়ে যে সন্দেহ করা হচ্ছে এটা ঠিক নয় বলে মনে করি। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :-- স্যার, আমি বলেছি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত চলাকালীন মাননীয় সদস্য যে সমস্ত বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন সেগুলি তদন্তকারী

অফিসারের কাছে দিলে তারা এগুলি তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

**মিঃ স্পীকার :—** এই সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS At—2.00 P.M.

**মিঃ স্পীকার :—** উল্লেখ্য বিষয়ের সপ্তমটি গত ২৫-৩-৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হচ্ছে :—

হাসপাতালের জন্য এক্সরে মেশিন ক্রয়, লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে দুষ্টচক্র' এই শিরোনামে গত [illegible] মার্চ, ১৯৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত 'স্যন্দন পত্রিকায়' সংবাদ সম্পর্কে।

**শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে এক্সরে মেশিন ক্রয় করার জন্য ৪-৭-৯৬ ইং তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয় যাহা সর্বভারতীয় পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। মোট ৭টি কোম্পানী দরপত্র জমা দেয়। তারমধ্যে M/s. Eimedicor Engineers, Calcutta এবং M/s. Sealdah Sales Bureau, Calcutta তাদের দর পত্রের সঙ্গে D. Call, Income Tax clearanee certificate Sale Tax clearance certificate জমা দেয় নাই। M/s. NCCP Gauhati D. Call দেয়নাই এবং M/s Allengers Medical product Ltd., Ghandigarh D. Call ও STCC sale Tax certificate দেয় নাই। যার ফলে ঐ ৪টা কোম্পানীর টেণ্ডার অবৈধ বলে গণ্য করা হয়। এরমধ্যে

1. M/s. Electro Medical & Allied Industries Calcutta.
2. M/s. Siement Ltd . Calcutta.
3. M/s. Wipro G/E Medical System. Calcutta.

দরপত্রে যে সমস্ত স্পেসিফিকেশান চাওয়া হয়েছিল তারা অধিকাংশ কোট না করার জন্য টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে সেগুলি পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য। টেকনিক্যাল কমিটি কনষ্টিটিউট করা হয় তিন জনকে নিয়ে। এই তিন জনকে নিয়ে তারা মিসার্স ইলেকট্রো মেডিক্যাল এণ্ড এলাইড ইণ্ডাস্ট্রিজ, কলকাতা। এখানে কতগুলি ডিফেক্ট আছে যেগুলি আমি

পড়ে বলছি। যে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই টেকনিক্যাল কমিটি ৬টি কোম্পানীর কাগজপত্র পরীক্ষা করে পরীক্ষার করার পর পর্যায়ক্রমে ... কোম্পানী ফিট বলে বিবেচনা করে এবং নির্বাচিত দুইটি কোম্পানীকে আবার ডাকা হয়। এরমধ্যে একটি হচ্ছে সিমেনস্ আর একটি হচ্ছে উইপ্রো, এদের গ্যারান্টি কার্ড সহ ইত্যাদি আলোচনা করে অন্যান্য শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সঙ্গে নেগোসিয়েশান করা হয়। সেই অনুসারে ২১-২-৯৭ইং তারিখে বিবরটি সাপ্লাই এ্যাডভাইজারী বোর্ড-এর নিকট অনুমোদন-এর জন্য পাঠানো হয়। সাপ্লাই এডভাইজারী বোর্ড উক্ত দুইটি কোম্পানীর দেওয়া দর, ট্যাক্স সহ ... শর্ত, গ্যারান্টির সময়কাল ও বাৎসরিক মেরামতির চুক্তির দর অনুমোদন করেন। এরমধ্যে যে দুইটি করা হয় তারমধ্যে প্রথমটি করা হয়নি। যেটা সম্পর্কে এখানে পত্রিকায় দেখা হচ্ছে ইলেকট্রো মেডিক্যাল এণ্ড এলাইড ইণ্ডাস্ট্রিস।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, দি ইলেকট্রো মেডিক্যাল এণ্ড এলাইড ইনডাস্ট্রিস লিমিটেড এটা হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত গভর্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিং সংস্থা। এবং এটা এমন একটা কোম্পানী যেটার রূপকার ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ শত হাসপাতালে এরা এই এক্সরে মেশিন সাপ্লাই করছেন। এই কোম্পানী শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, আসাম, মণিপুর ও মিলিটারী হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গাতে তারা সাপ্লাই দিয়েছে এছাড়াও শ্রীলংকা, বাংলাদেশেও তারা সাপ্লাই করে থাকে। আমাদের রাজ্যে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য এই কোম্পানী টেণ্ডার ড্রপ করেছেন এবং সেখানে দেখা গেছে তারা যে চারটা আইটেমের জন্য টেণ্ডার ড্রপ করেছেন তার মধ্যে তিনটাতেই তার, লয়েষ্ট এবং একটাতে শুধু হাইয়েষ্ট ছিল। তাহা সত্ত্বেও এদেরকে দেওয়া হল না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীবিমল সিনহা** (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। বিভিন্ন কোম্পানীর তুলনায় ওদের রেট কম ছিল। তা সত্ত্বেও কেন দেওয়া হল না, সেই ব্যাপারে আমি বলছি এখানে কতগুলো কণ্ডিশন ছিল টেণ্ডারে যেগুলি এক নজরে স্পেসিফিক উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রথমটা হচ্ছে রেডিওগ্রাফিক রেডি ইন সেল, ২) একস্ট্রা জেনারেটর ৩) এক্সপ্লোমা ডাইনামার ৪) ওভার লোড প্রডাকশন, ৫) মেন্স কম্পেনসেশন ৬) পাওয়ার সাপ্লাই, ৭) গ্যারান্টি; ৮) এসোসিরিস্ ? ৯) স্পেসিফিকেশন, এখানে মোডেল নাম্বার ওরা দেন নাই,

সেটি তারা উল্লেখ করে নি। আমার একটি ট্যাকসি কার চাইলে হবে না। এটা কি মারুতি ট্যাকসি না এমবাসেডার ট্যাকসি না অন্য কোন ট্যাকসি তার মডেলটা দিতে হবে। ওরা মডেল উল্লেখ করে নি। রেট এর অর্থটা হচ্ছে পার একসেসে কতটা সময় নেব, পার একসেসে কতটা ভুল্টেজ লাগে। এটা তারা উল্লেখ করে নি। একসট্রা জেনারেটর মানে এটার সঙ্গে একটা কম্পোনেন্ট হিসাবে জেনারেটর থাকে, যে জেনারেটর দিয়ে এখানকার ইলেকট্রিক ইনার্জী এক্টসট্রা রেটা তৈরী করে, সেট কতটুকু জেনারেটর করতে পারে তার সম্পর্কে একেবারেই চুপ। একেবারে কোন কিছু দিন নি। তারপর ওভার লোড প্রভাবশন এখানে এই কথা ইন্ডিকেট করা আছে সেট কত লোড পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে আর কতটা পারবে আর কতটা স্ট্যাবল থাকবে সেই রকম একটা ব্যাপার আছে সেটাকে ইন্ডিকেটর বলে। এই ব্যাপারে তারা চুপ। এই সম্পর্কে অন্যান্য চারটা কোম্পানী উল্লেখ করেছেন তার ডা একপপোসারটাইপ. ফটো কপি. ব্যাপারটা হচ্ছে যখন এক্সরে করে, দেহের বিভিন্ন অংশ এক্সরে করা হয় সেখানে যদি দেখা যায় যে কোন রকম অসুখ আছে বা ডিফেক্ট আছে এই ডিফেক্টিভ পোর্শনটাকে বড় করে দেখার জন্য যে সিস্টেম আছে সেই সম্পর্কে তারা একেবারে চুপ। তারপর আছে আপনার এসেসরীস যে এসেসরিস রেডিও গ্রাফী কর্ড এ অ্যালুমিনিয়াম ক্যাসেট বক্স যেটা দাঁতের ভিতরে পর্যন্ত এক্সরে করা হয়। সেখানে কি কি এসেসরিস লাগে তারা সেটি উল্লেখ করে নি। এই সমস্ত কণ্ডিশন ফুলফিল না করার পর কতওয়া সত্ত্বে সাপ্লাই এডভাইজারী বোর্ড এটাকে অনুমোদন দেন নি।

**শ্রীর মনো র রায় :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমি এখনে পত্রিকার এ্যাসটাব্লিশ্ট কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে সাপ্লাই দিয়ে থাকে। আর যেখানে দেখা গেছে যে অন্য দুইটি কোম্পানী তাদের রেট বেশী থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এখানে যারা সাপ্লাই এডভাইজারী বোর্ড আছে তারা চুপি চাপি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বরাদ্দ পাশ করিয়ে নিয়েছেন? এই বরাদ্দ দেওয়ার ফলে পরবর্তী সময় লক্ষ লক্ষ টাকা বেড়িয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে এই দুইটা কোম্পানীকে দেওয়া হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব, এ কোম্পানী এ্যাসটাব্লিশড। আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সুনাম আছে ভাল মাল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। কাজেই তাদের ডেকে আনা হবে কি না? খোয়াইতে আরো অনেক জিনিস কেনা হবে। কাজে কাজেই অ্যাডভাইসরি

বোর্ড বরাত পাইয়ে দেবে এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না?

**শ্রীবিমল সিনহা** (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে ঠিক কি বলতে চাইছেন সেটা আমি বুঝতে পারি নি। স্যার, গ্রামে একটি কথা প্রচলিত আছে গরু জিজ্ঞাসা করে ঘাস খাওয়ান না। স্যার, কি কেনা হবে, কি কেনা হবে না তা কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। কে রামকৃষ্ণ মিশনকে মেশিন দিয়েছে সে ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশান দেওয়া হয়েছে সেগুলি ফুলফিল করে যারা দেবে আমরা তাদের কাছ থেকেই কিনব। আপনি দোকানে গিয়ে জিনিস দেন বললেই জিনিস দেবে না। এ জন্য আপনি কি কি জিনিস চান সেটা বলতে হবে। এখানে ২০ এম, এ, ৩০ এম, এ, ১০০ এম, এ, ৫০০ এম, এ, এই রকম শক্তির উল্লেখ থাকতে হবে ঠিক তেমনি কমপিউটারে আছে, ৮০, ৫০০ এই রকম এক একটি জেনারেশন। আগে জীপ ছিল ও রার মডেল। এখন এসে দাঁড়িয়েছে কমাণ্ডো জীপে। খোয়াই সম্পর্কে বলছেন, ডিষ্টবড ডিষ্টবড থাকলে কি হবে? স্যার, সাপ্লাই এডভাইসরি বোর্ডে কে মেম্বার নেই? চীফ্ সেক্রেটারী আছেন, হেলথ সেক্রেটারী আছেন, কমিশনার আছেন, ফিন্যান্স সেক্রেটারী আছেন তারা সবাই হাই অফিসিয়াল। সর্ব ভারতীয় পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে, টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন জানানো হয়েছে এখন কেউ যদি সেগুলি না দেন, তাহলে আমাদের করার কিছুই নেই। রতন বাবুর কেউ থাকলেও দেবার উপায় নেই।

**শ্রীঅমল মল্লিক** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে বুঝতে পেরেছি সর্বভারতীয় পত্রিকায় দেওয়া হয়েছিল, টেণ্ডার কল হয়েছিল। ৭টা কোম্পানী এসেছিলেন। তার মধ্যে ৪টা কোম্পানী টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন ফুলফিল করতে পারে নি। বাকী ৩টি কোম্পানীকে দেওয়া হল। আমার প্রশ্ন হল, ঐ কোম্পানীগুলিতে নামী কাজের ফান্দার ইনভাইট করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

**শ্রীবিমল সিনহা** (মন্ত্রী):— স্যার, তা আর হয় না। প্রথম যখন টেণ্ডার হয়, তখন দর পত্রের সঙ্গে ডি কল, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, সেল ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়। তারা এত বড় কোম্পানী যে তাও জানেন না।

**শ্রীঅমল মল্লিক**:— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার বক্তব্য হলো ৭টা দরখাস্ত দেবার পর ৪টা বাতিল হয়ে গেল, এটা বাতিল হবে যেহেতু তারা টেণ্ডার দেয়নি।

...রদার ... এবং অন্যান্য কোম্পানীগুলি যদি পারটিসিপেইট করত তাহলে কমিটিশানটা বাড়ানো যেত। সেটা হলো না কেন?

**শ্রীবিমল সিনহা** (মন্ত্রী):— স্যার, ত্রিপুরাতে ৪টা কোম্পানী আছে এবং কমপিটি-শানেরও সাফিসিয়েন্ট স্কোপ আছে। আপনি বলেত পারতেন যদি কম কোম্পানী থাকত তাহলে আপনার আর্গুমেন্টটা ঠিক হচ্ছে, কিন্তু যেখানে সাফিসিয়ান্ট স্কোপ আছে কমপিটিশানের মত, ...রও তিনটা হতো তাই রি...ভারটাইজ করা হয়নি। এর মধ্যে যে কোম্পানী সম্পর্কে ...া হয়েছে ওরা তো এখানে আইটেমের মধ্যে সবচেয়ে বড় আইটেম ৫০০ এম, এ এম, পি, আর ওটা সম্পর্কে ...টেগুলার দেয়নি আর অন্য কনডিশান সম্পর্কে তারা কম্প্লিটই করে নি।

**মিঃ স্পীকার**:— উল্লেখ্য বিষয়ের অষ্টমটি গত ২৫-৩-৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর ও শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় যুগ্মভাবে উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উলিখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"এল, পি, জি, কানেকশান পাবার ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"।

**শ্রীব্রজ গোপাল রায়** (মন্ত্রী):— স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়দের কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

এল, পি, জি, কানেকশান পাবার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা নাই। ভারত সরকারের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রনালয়, ইণ্ডিয়ান ওয়েলের আই, ও, সি (এম ডি) এবং আই, ও, সি, (এ, ও, ডি) এর মাধ্যমে নতুন কানেকশান ইন অর্ডার অব সিনিয়রিটি অব রেজিষ্ট্রেশান-এর ভিত্তিতে সময় সময় নতুন কানেকশান রিলিজ করিয়া থাকেন।

৩১.১.৯৭ ইং পর্যন্ত নতুন এল, পি, জি কানেকশান পাওয়ার জন্য সর্বমোট ৩৮.২৮৮ জন ভোক্তা রাজ্যের বিভিন্ন এজেন্সী পয়েন্টগুলিতে তাহাদের নাম নথিভূক্ত করিয়াছেন। রাজ্য সরকার ভোক্তাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া (যেখানে বর্তমানে কোন এল, পি, জি এজেন্সী নাই) নতুন এল, পি, জি এজেন্সী নিম্ন বর্নিত মহকুমার সদরে স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রনালয় ও ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ রেখেছেন:—

| | |
|---|---|
| ১) সোনামুড়া | ২) বিশালগড় |
| ৩) কমলপুর (আমবাসা) | ৪) লংথরাই ভেলী |
| ৫) কাঞ্চনপুর | ৬) অমরপুর |
| ৭) সাব্রুম | ৮) গণ্ডাছড়া |

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী বড়জলা, বাধারঘাট, জগহরিমুড়া ও তেলিয়ামুড়াতে নতুন এল, পি, জি এজেন্সি খোলার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবেদন [illegible] করেছেন এবং আশা করা যায় খুব শীঘ্রই ঐ সমস্ত জায়গার জন্য এল, পি জি [illegible] করবেন এছাড়া, ১৯৯৭-৯৮ এর মার্কেটিং প্ল্যানে আই, ও, সি কর্তৃপক্ষ [illegible] ও সোনামুড়া মহকুমার নতুন এল, পি, জি এজেন্সী খোলার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে বর্তমানে ত্রিপুরার যে সমস্ত স্থানে এল, পি, জি এজেন্সী আছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

| জায়গার নাম | বর্তমান এল, পি, জি এজেন্সীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১) খোয়াই | ১টি মহকুমা সদরে। |
| ২) উদয়পুর | ১টি ,, ,, |
| ৩) ধর্মনগর | ১টি ,, ,, |
| ৪) বিলোনীয়া | ২টি একটি শান্তির বাজার ও অপরটি মহকুমা সদরে। |
| ৪) কৈলাশহর | ১টি মহকুমা সদরে। |
| ৬) আগরতলা | ৭টি আগরতলা পৌর এলাকায়। |

সর্ব মোট—১৩টি

বিশালগড় এল, পি. জি বটলিং প্ল্যান্টে ইতিমধ্যে বটলিং শুরু হয়েছে। ঐ প্ল্যান্টে দৈনিক প্রতি শিফ্‌টে ১৪০০ সিলিণ্ডার বটলিং করার প্রস্তাব আছে এবং দৈনিক এই পরিমাণ বটলিং রাজ্যের বর্তমান চাহিদা পূরণে সম্ভব। এছাড়া আই, ও. সি কর্তৃপক্ষ নতুন এল পি জি কানেকশান দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হইবে না কেননা, উৎপাদিত এল, জি পি সিলিণ্ডার বর্তমান চাহিদা পূরণ করার পরও উদবৃত্ত থাকিবে।

**শ্রী পবিত্র কর :—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, রাজ্যে বিরাট যে চাহিদা, সে চাহিদা অনুপাতে আমাদের এখানে এল. পি, জি সেন্টার খুবই কম। দেখা যাচ্ছে কতগুলি ইমপরট্যান্‌স সাবডিভিশনে এল পি, জি সেন্টার নেই এবং সে সমস্ত জায়গার জন্য সরকার থেকে দেখা হয়েছে। আমাদের শহর তলীতে কতগুলি জায়গা আছে, সেগুলি ইনক্লুড করায় কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, সেগুলি হলো—রাণীরবাজার নগর

পঞ্চায়েত জিরানীয়া এবং এয়ারপোর্ট এই জায়গাগুলি খুব নিয়ার বাই এবং সেখানে প্রচুর মধ্যবিত্ত অংশের লোক বাস করে এবং তাদের গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে স্যার, আমি যেটা জানতে চাইছি আমাদের রাজ্যে যেখানে এল, পি, জির সেন্টার আছে সেখানে এপ্লিকেশান পড়েছে '৮২২৮টি কিন্তু যে সমস্ত সাব ডিভিশানে এই সুবিধা নেই সেখান থেকে যদি এপ্লিকেশান আসে তাহলে সাথের উপরে যাবে। এল, পি, জি, বটলিং প্ল্যান্ট তখন আপনি যে রিকোয়ারমেন্টের কথা বলেছেন, সেই অনুযায়ী হয়তো এখন হচ্ছে সেটা কভার হবে। আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা সেটা একটা বিরাট ব্যাপার এবং সেই দিক থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় আরও বটলিং প্ল্যান্ট খোলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এল, পি, জিকে প্রস্তাব পাঠান হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে এল, পি, জি সিলিণ্ডারের অভাবের কথা বলছেন সেটা খুবই সত্য। দীর্ঘদিন ধরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি। আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই ক্যাপ্টেন সতীশ শর্মা যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন তার সঙ্গে আমরা একটা ডেপুটেশানে মিলিত হই ত্রিপুরা রাজ্যের বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে। সেখানে উনাকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলাম। ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিসংখ্যান এবং যত এপ্লিকেশান আমাদের কাছে পড়েছে সেগুলি উল্লেখ করে আমরা ওকে অনুরোধ করেছিলাম অন্ততঃ তার অর্ধেক সংখ্যা লাইন আমাদের দিয়ে দিন আর বাকী যেগুলি সেগুলি পরে দেবেন। তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করলেন এবং পি, এ-কে বললেন 'উনাদের এটা লিখে রাখুন দিয়ে দেওয়া হবে'। তারপর আমরা ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর একটা রিমাইণ্ডার দিলাম তার কোন উত্তর আসে নি। তাই আবার কিছু দিন পর আর একটা রিমাইণ্ডার দিলাম কিন্তু তখনও কোন উত্তর আসেনি। তারপর দেখি যারা কানেকশন পাচ্ছেন তাদের না দিয়ে এমন সব জায়গায় দিয়েছেন এবং সেই অপকর্মের দায়ে তাদের জেলখানাতে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা প্রায় প্রতি মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এবং এ, ও, সি কর্তৃপক্ষের কাছে এগুলি ক্লিয়ার করার জন্য বলছি। তবে এখন বিশালগড়ে যে বটলিং প্ল্যান্ট হয়েছে ফলে আমাদের অনেক অভাব-অভিযোগ পূরণ হয়ে যাবে। মাননীয় সদস্য যে, রাণীরবাজার, নরসিংগড়, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি বিভিন্ন সাব-ডিভিশানের খোলার জন্য যে কথা বললেন, যদি সেই সমস্ত জায়গায় লোকেরা দরখাস্ত করেন তাহলে আমরা সেই

দরখাস্তগুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং আরও এজেন্সী খোলার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

**শ্রীপবিত্র কর** :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখন বর্তমানে যে অবস্থা, এখানে যে স্টোরগুলি আছে, আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে যা ডিস্‌ট্রিবিউট হয় এখানে একটা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যাদের লাইন আছে। অনেকের ডাবল সিলিণ্ডার আছে, দেখা যায় তিনমাস পরেও সিলিণ্ডার পায়না, এই রকম ঘটনা আছে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় আমরা যতদূর জানি বাড়ী বাড়ী নিয়ে সিলিণ্ডার সাপ্লাই করেন, আর এইখানে দেখা যায় কিউ দিয়েও এইখানে পাওয়া যায়না এবং সেখানে চোরাকারবারীদের কিছু কিছু খবর সেটা এসেছে। প্রথম হল চালু যেগুলি আছে, তার যে চাহিদা, সেই চাহিদা অনুযায়ী সেগুলিতে নিয়মিত যাতে আসে, যে নির্দিষ্ট টাইম-এ ওরা দেওয়ার কথা এবং অনেকের সিংগল সিলিণ্ডার আছে, এইগুলিতে নিয়ম আছে নির্দিষ্ট সময় পরে এইগুলিকে ডাবল করার জন্য। এটা সারা ভারতবর্ষের যা নিয়ম, ত্রিপুরাতে সেটা ওরা কার্যকরী করেন না। এই বিষয়টা মন্ত্রী বাহাদুর নিশ্চয়ই জানেন এবং এই ব্যাপারে আরো বেশী করে উদ্যোগ নেবেন কিনা এবং আপনি যেটা বলেছেন বিভিন্ন যে কর্তৃপক্ষগুলি, বিভিন্ন নোটিফাইডগুলি আছে, আমাদের সেখানে নগর পঞ্চায়েতগুলি আছে, তারপর পঞ্চায়েত সমিতিগুলি আছে তাদেরকে জানানো হোক কোথায় কি রকম চাহিদা আছে আপনারা সেই অনুযায়ী দেখুন, তা লে সেই ব্যাপারটা ক্ল্যারিফাইড হবে তা না হলে এই বিষয়টা জানবে কি করে যে দরখাস্ত করলে গভর্ণমেন্ট দিতে পারে?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— আমরা এইযে ব্যাপারগুলি, ডাবল সিলিণ্ডার পেতে অযথা হয়রানি হচ্ছে, এগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পেলে পরে আমরা অবশ্যই তদন্ত করি, আমরা বিভিন্ন সময়ে করেছি, কিছু ব্যবস্থাও আমরা এর মধ্যে নিয়েছি। যাইহোক এই ধরণের ব্যাপার ঘটলে আমাদের ইনসপেকটররা রয়েছেন যারা এইগুলি দেখাশুনা করেন তাদেরকে সতর্ক করা হবে। আর জনসাধারণ আরো নতুন নতুন বিভিন্ন জায়গায় এটা কতগুলি সিস্টেমের ভিতর দিয়ে তারা করেন, যেমন এল, পি, জি এ্যাজেন্সি চাই এটা বলে তাদের অ্যাপ্লিকেশান করতে হয়, সেই অ্যাপ্লিকেশানের ভিত্তিতে তারা প্রক্রিয়ায় অ্যাডভারটাইজমেন্ট করেন এবং এই জায়গায় খুলতে চাই নতুন নতুন এজেন্সি। আপনারা কারা

অ্যাজেন্সি নিয়ে ইচ্ছা আপনারা আবেদন করুন। সেই দরখাস্তের ভিত্তিতে তারা অ্যাজেন্সি নির্ধারন করেন। কাজেই এই যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে এবং সেখানে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের এটা সবাইয়ের কাছে বলা আছে। আমরা এমনিতে নিজেদের থেকে দিয়েছি ধলাই নতুন ডিস্‌ট্রিক্ট। ধলাই এর জন্য আমরা লিখেছি এবং হাউস যদি চায় প্রতিটি সাব ডিভিশানে আর একটা করে দেবার জন্য, আমরা অবশ্যই লিখতে পারি এবং সেটা কতটা ফিজিবেল হবে, কতটা দিতে পারবে সেটা তাদের উপর নির্ভর করবে। যাই হোক আমাদের এই ব্যাপারে চেষ্টা থাকবে এবং জনদুর্ভোগ যাতে না ঘটে তারজন্য আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব আমরা এই জন্যও আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব যদি কোন রকম কেউ জনদুর্ভোগের কারণে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটায় সেটা আমাদের গোচরে আনলে আমরা ব্যবস্থা নেব।

**মীজানুল হক** :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে, ... রাজ্যেও ... করে জ্বালানীর সমস্যা বেড়ে গেছে। এই ৫—১০ বৎসরের মধ্যে ... গেছে। যেহেতু এখানে কাঠ ছাড়া অন্য কিছু রিসোর্স নেই, অন্য কোন অলটারনেটিভ নেই, ... জায়গায়, আমরা যাই। চাইছি, যেহেতু সরকারি পক্ষের বিধায়করাও দাবী করেছেন আমরাও দাবী করছি প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশানে, সম্ভব হলে প্রত্যেকটা ব্লকে যেন একটা একটা করা হয়। কারণ এটার অভাব ... সমস্ত জায়গায়, আগে হয়তো আগরতলায় ছিল, এটার প্রয়োজন যতটা এখন ... দেখা দিয়েছে। কাজেই সেই জায়গায় প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশানে যাতে হয় এজেন্সি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে হাউসে আমাদের এটা দাবী এবং আমাদের এই বক্তব্য এটা অনুধাবন করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং আর একটা জিনিষ যে উনি বলেছেন যে রাজ্যের ... টা অ্যাজেন্সিতে যে যে ভোক্তা আছে, এর বাইরেও পাশাপাশি নন-অফিশিয়াল ভোক্তারাও আছেন। এটা প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখা যায় যে, অনেকের নেই কিন্তু উনারা গ্যাস ফেসিলিটি ভোগ করছেন। আমার নামের সিলিণ্ডার আমার সেই সিলিণ্ডার আর একজনকে দিয়ে ঘুরিয়ে দিল। কাজেই সেগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখবেন কিনা? আর একটা জিনিস ... সবখানে অ্যাজেন্সি নতুন দেওয়া যাচ্ছে না, পাশাপাশি যে এজেন্সি সে জায়গায় লোকগুলিকে ঐ পাশাপাশি অ্যাজেন্সিতে সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদেরকে টারগেট করে দেওয়া হবে কিনা? এটার জন্য অ্যাজেন্সিগুলির সঙ্গে আই. ও. সি বা তাদের সংগে যোগাযোগ করে, দরকার হলে কোটা ৫০০ বাড়িয়ে দিক, বাড়িয়ে সাক্রুমকে এর মধ্যে দেওয়া হোক। যেমন বিলোনীয়ায়

শান্তিরবাজারে আছে, সেখানে সাব্রুমকে যোগ করে দিন, সেখানে ১০০ দিয়ে সাব্রুম দেওয়ার জন্য বলা হোক।

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন তার এই বক্তব্যের প্রতি আমারও সহানুভূতি রয়েছে এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আই, এ, সি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করব। এছাড়া এই যে কিছু কিছু এজেন্ট এর সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য আছে ইত্যাদি, এখানে সরকারী সদস্যদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যদি কোন অনিয়ম করে তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের নজরে আনবেন আমরা সেটা দেখব। আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছি, আপনারা জানেন একটা এজেন্সীকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই আই এ, সি কর্তৃপক্ষের কাছে। কারণ তাদের সরাসরি কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তারা তাদেরকে এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করেন তাদের কাছেই জানাতে হয়। কাজেই এই ধরণের কোন অসুবিধা হলে আমরা তাদেরকে জানাই। আমাদের কাছে এই ধরনের কোন তথ্য থাকলে আমরা সেগুলি নিয়ে তাদেরকে জানাই এবং ভবিষ্যতেও এইগুলি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন বক্তব্য থাকে সেই বক্তব্যগুলি আমাদের গোচরে আনলেই আমরা সেগুলি প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

**মিঃ স্পীকার** :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— 'গত ২৮-০৩-৯৭ সাব্রুমা মার্কেট ১২টায় উদয়পুরস্থিত ধ্বজনগর বাজারাট অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিচ্ছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন সেদিন তিনি এবিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মি: স্পীকার স্যার, ধ্বজনগর বাজারে আগুন, অগ্নিকাণ্ড আমার কাছে এখন রিপোর্ট যেটুকু আছে আমি সেটুকু দিয়েই বলে দিচ্ছি। আমি শুধু রিপোর্ট টা পড়ছি। এটা ফায়ার সার্ভিসের যে টিম গিয়েছে সেখানে কাজ করেছে এটা তাদের রিপোর্ট। যেহেতু অ্যাসেম্বলী ২৯ তারিখ শেষ হয়ে যাবে, কাজেই তারপরে সংগ্রহ করাটা অসুবিধা হবে।

A major fire incident occured at Dhajanagar Bazar, Udaipur, South Tripura District at about 0015 Hrs. of 25 03-97.

The call regarding fire incident at Dhajanagar Bazar was received from one Shri Swapan Dey over telephone No.—23798 at 0015 hrs. of 25-3-97. Having received the fire call, Udaipur Fire Serviec crew took turn-out with water tender & protable pump at 0015-20 second of 25/3/97 and reached the fire spot.

On arrival at the spot it is soon that the fire and spread over the market. The Fire Service crew started fire fighting operation without delay and informed to the station for 2nd turn-out. Accordingly the 2nd turnout left the Station at 0020 hrs. of 25/03/97 and reached the fire spot and started fire fighting operation.

As a result more than one hundred various kinds of shope are damaged by fire. During the fire fighting operation some unknown miscrean has physically assaulted to the fire serv'ce crow, For the said assaulting one Shri Pratap Dey. Fireman has received injury and sent him to local hospital for treatment. An F. I. R. has lodged by D.C. Udaipur Fire Station to R. K. Pore P.S. Vide G.D. No. 1123 dated 25-03-97 regarding the assaulting/incident.

Value of properties approximately to Rs. 26,95,000/- is lose by fire and Rs. 1,50,000/- approx is saved from fire. The cause of fire is 'Suspecious'.

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ধজনগর বাজারে গোকুলপুর রিজার্ভ করেই এরি" যেটা আগে বলা হতো আসলে এইটি বর্তমানে খাস জমি সেখানে প্রায় ১০০টি পরিবার এর দোকান ঘর এবং মালামাল পুড়ে যাওয়ায় তারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং তাদের সম্পত্তি ঘরেতে যা ছিল সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। যদিও এস, ডি, ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ২০০ টাকা করে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু তাদের যে

সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তার পরিমান ১৬ লক্ষ টাকার মত হবে। ফলে এই এলাকার বসবাসকারী অধিকাংশ পরিবারই বিত্তহীন হয়ে পড়েছেন। কাজেই তাদের কথা বিবেচনা করে এই বাজার উন্নয়নের জন্য সরকারী বিভিন্ন যে স্কীম রয়েছে বাজারে শেড ইত্যাদি নির্মাণ করে দেওয়া এবং অন্যান্য যে সকল স্কীম রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, সাউথ ত্রিপুরার ডি.এম, কে বলা হয়েছে তিনি অন দ্যা স্পট গিয়ে সেটা খোঁজ খবর করে রিপোর্ট দেবেন। তার রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

**মি: স্পীকার** :— আজ অরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এর উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত গরীব মানুষের জন্য অধেক মূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যাপারে সুবিধাভোগীর তালিকা তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে।

কিন্তু যেহেতু এই ধরনের আরেকটি নোটিশের উপর এর আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার জবাব দিয়েছেন সেহেতু এই নোটিশটির উপর আর বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী এবং শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— 'প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে।'

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো :— প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে।"

স্যার, কয়েক দশক আগেও আমরা ভাবিনি যে শক্তির প্রাকৃতিক উৎসগুলি অদূর ভবিষ্যতেই একটি ভীতিপ্রদ অবস্থায় এসে ঠেকবে। কয়লা, তেল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎসগুলি সৃষ্টি হতে লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে তা আজ প্রায়

নিঃশেষিত। সাথে সাথে জ্বালানীর নির্বিচার ব্যবহার, ব্যাপক বন ধ্বংস ইত্যাদির ফলে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা আমাদের সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে তাই শক্তির সংকট নিরসনে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার মত পাহাড়ী রাজ্যে গ্রামীন উন্নতিতে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গম এলাকায় ছোট পাহাড়ী জনপদগুলির শক্তির চাহিদা মেটাতে ও সৌরবিদ্যুৎশক্তির অবদান অপরিসীম। বিকেন্দ্রকৃত পদ্ধতিতে বিকল্প শক্তি খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়। এই সমস্ত সুবিধার কথা মনে রেখেই রাজ্য সরকার আশীর দশকের গোড়াতেই অপ্রচলিত শক্তির বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য শুধু মাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয় সমগ্র দেশেই প্রসংশা লাভ করেছে। স্যার অস্টম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে এখন পর্যন্ত অপ্রচলিত বিভিন্ন কর্মসূচীর বর্তমান যে অবস্থা, সৌরশক্তির সাহায্যে ১২১টি এলাকায় বৈদ্যুতিক আলো ৯২৭টি পরিবারকে আমরা দিয়েছি। আমরা আরও যে ব্যবস্থাগুলি করতে পেরেছি, তার মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তির সাহায্যে টি, ভি, সেট চালানো যাচ্ছে ১২২টি। সৌর লণ্ঠন বিলি করা হয়েছে ৭১৮টি। গোবর গ্যাস ৪০৫টি। বহনযোগ্য উন্নতমানের ধোঁয়া বিহীন চুলা এগার হাজার একশত আঠারটি দিয়েছি। ফিকস্ট টাইপ ৬,৬০০টি দিয়েছি। ক্ষুদ্র চাষের জন্য সৌর পাম্প দেওয়া হয়েছে ১১৬টি। বর্তমানে উত্তর এবং ধলাই জেলার ১০টি প্রত্যন্ত পি, জি, পি, গ্রামে ১০৭টি সৌরবাতি, ৫০টি রাস্তার আলো, ১০টি কমিউনিটি হলে সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে টি, ভি, চালানোর কাজও এগিয়ে চলেছে। এগুলি এই বছর মার্চের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে শাখান পাহাড়ে ৫০০টি বাড়ীতে সৌর আলো পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত এলাকার ১০টি পুলিশ ফাঁড়িতে সৌর শক্তির সাহায্যে আলো পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ, ডি, সি, এলাকায় ২০০টি সৌর লণ্ঠন, ৩০০টি বাড়ীর জন্য এবং ১০০টী রাস্তার আলো সৌর শক্তির সাহায্যে করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এগুলি ধলাই এবং দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জাগাতে দেওয়া হবে। অপ্রচলিত শক্তির কর্মসূচীর আওতায় কমলপুর মহকুমার শাইকিয়ারবাড়ী গ্রামে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি অতিক্ষুদ্র জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এন, পি, সি এটার জন্য পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। অপ্রচলিত শক্তির বিভিন্ন উপাদানগুলি জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ভর্তুকীতে জনসাধারনের কাছে এই সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করছে। ১৯৯৭-৯৮ইং অর্থ বছরে রাজ্য সরকার যে নিয়েছে সেটা হলো :— গোবর গ্যাসের জন্য আমাদের টার্গেট হলো ষাটটি। উন্নতমানের বহনযোগ্য চুলা ২০০০টি এবং ফিকস্ট

টাইপ ১০০০টি। সৌর লণ্ঠন ৫০০টি। বাড়ীর জন্য সৌর আলো ৩০০টি। রাস্তার সৌর আলো ৫০টি।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী** :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যবস্থাগুলি চালু আছে এবং যা চালু হবে সেটা জানালেন। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সৌর শক্তির এই প্রসেসগুলি চালু হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনিও জানেন যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের কৃষ্ণকলোনী গ্রামে সৌর শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে সেখানে পরিচালনাগত অ-ব্যবস্থার ফলে সৌর শক্তির উপকরণগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তেলিয়ামুড়া ব্লকে গোবর গ্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি ছিল সেগুলি বিগত জোট আমল থেকেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। ঠিকভাবে কিছুই চলছে না। রাজনগরের সেচের জন্য যে পাম্প সেটটি সৌরশক্তি সাহায্যে করা হয়েছিল সেটাও পরিচালনাগত অব্যবস্থার ফলে নষ্ট হয়ে রয়েছে। ইতিপূর্বে ঐ পাম্পসেট থেকে তিন চার কানি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যেত যেটা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। পরিচালনাগত অব্যবস্থার ফলেই এগুলি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই ব্যাপারে কোন তথ্য আছে কি? থাকলে উনি এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ইতিপূর্বে যে ব্যবস্থাগুলি চালু ছিল সেগুলি যত্নের অভাবে বর্তমানে চলছেনা। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীতি হলো এপ্ট অপারেট এণ্ড ট্রেন্সফার। প্রথম যখন আমরা এটা দুর্গম এলাকায় দেব তখন প্রায় বিনা পয়সায় দেব। কিন্তু তারপর এতে নাট টিউব, সুইচ ইত্যাদি লাগতে পারে, সেটা সরকারের পক্ষে অনন্তকাল ধরে দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য আমরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক এডভাইজারী কমিটিগুলিকে বলেছি এই সমস্ত সিস্টেম যেখানে কাজে আসছে না আমাদের জানালে আমরা এইগুলি চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কিভাবে এবং কোথায় যন্ত্রপাতিগুলি কমদামে পাওয়া যাবে জানিয়ে দেব। আমাদেরকে জানালে পরে সেই বি. এ. সি এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলি, আমরা দেখব এবং আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু মাইনর রিপেয়ারিং বা সাহায্য করা যায় তা আমরা করব। আমি আর একটু অতিরিক্ত জানাতে চাই যে, এই অপ্রচলিত শক্তিকে জনপ্রিয় করার জন্য রাজ্যসরকার যে ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন, আশা করি সেটা সফল হবে। শুধুমাত্র একশ শতাংশ ইনভেস্টমেন্ট যেমন করেনা তার সাথে সাথে একটা বহুল।

পরিবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ঐ সিস্টেমগুলোর জন্য আমরা ভূতর্কী দিয়ে থাকি। যেমন সৌর গঠনের ক্ষেত্রে যেখানে পি, জি, পি, গ্রাম সেখানে একটা ভরতুকি দেওয়া হয় ও তাদের জন্য-দের ক্ষেত্রেও যেমন একটা সৌর গঠন তার দাম প্রায় বাজেরে এখন ৬ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ১ হাজার ৬শত টাকা ভূতর্কী দেয়। রাজ্য সরকার এস, টি, ও এস, সি-দের ক্ষেত্রে এক হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা ভূতর্কী দেয়। আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও আমরা এক হাজার একশত টাকা দেই যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই হাজার টাকা প্রায় তার যা মূল্য দাঁড়ায় এই এস, টি, এস, সি-দের ক্ষেত্রে মাত্র এক হাজার টাকা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাত্র এক হাজার পাঁচশত টাকা। ঠিক একই রকম সৌর কুকারের ক্ষেত্রে যার মূল্য বাজারে প্রায় এক হাজার পাচশত টাকা তারমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫০ টাকা ভূতর্কী দেয়। এটা রাজ্য সরকার এস, সি, ও এস, টি-দের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে টাকা যা গিয়ে মূল্য দাঁড়ায় মাত্র ৫শত টাকা এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৬৫০ টাকা। এই রকম গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট এর দিক থেকেও সেখানে দুই রকম। একটা হলো ২ ঘন মিটার গ্যাস উৎপাদন, এটার মোট যে মূল্য পরে প্রায় ১১ হাজার ৫শত টাকা। সর্বত্র সাবসিডি দিয়ে এটা এস, টি, এস, সিদের ক্ষেত্রে মাত্র ২ হাজার ৮০০ টাকা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৮০০ টাকা। অর্থাৎ ২ হাজার মূল্য এটাকে আমরা অনেক সাবসিডি দিয়ে জনপ্রিয় করার জন্য এটা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে চাই। এইরকম উন্নতমানের চুল্লির ক্ষেত্রেও কিছু বিভিন্ন বৈচিত্র্য রেখে এ যটা আমরা সাবসিডি দেওয়ার চেষ্টা করি। কারণ, অপ্রচলিত শক্তিকে আগামী জন্য যেভাবে জ্বালানী শেষ হয়ে যাচ্ছে এটাকে জনপ্রিয় করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।

**শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :—** স্যার, এই যে অপ্রচলিত শক্তি এটা আমরা লক্ষ্য করছি সৌর শক্তির মাধ্যমে এর ব্যবহারিক যে সুবিধা এটা দুর্গম অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায় দেওয়া হয়েছে। সমস্যাটা হলো, আমি যেটা ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি যে, একটা দুর্গম অঞ্চলে এই সৌর শক্তির ব্যবহারের জন্য যে প্লেটগুলি বসানো হয়েছে বিশেষ করে এস, টি, অংশের মানুষদের বাড়ীতে, সেখানে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ সেগুলি নষ্ট হয়ে আছে। আমরা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করছি, আমরা দেখার পরে সেগুলি রিপ্লেস বা সারাই করার পরিবর্তে সেগুলো তুলে আনা হয়েছে। প্রায় এক বছর দেড় বছর হয়ে এইরকম দুরবস্থার মধ্যে আছে, সেলকাই ছড়া, এই সেলকাইয়ে একটা এস, টি, পাড়া আছে সেখানে প্রায় এক বছর ধরে সেগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল। এইগুলো আর সারাই করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, আর বাকিগুলো

বিকল অবস্থায় পড়ে আছে।। কাজেই এগুলো দ্রুত সারাই করার ব্যাপারে এবং নীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী):— স্যার, সুনির্দিষ্টভাবে একটা ও দুপার নাম এসেছে। এবং এইরকম আরও কোথাও যদি থাকে সেই লিস্ট এলে পরে আমরা দপ্তর থেকে তদন্ত করে খোঁজ নেব। এবং সেখানে মেজর যদি কিছু হয় তাহলে দ্রুত সম্ভব হবে না কিন্তু মাইনর মেনটেনেন্স এর ক্ষেত্রে রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা করব কারণ, আমি বলেছি আগেই আমাদের নীতি হলো যেখানে গ্রীড নেই প্রচলিত শক্তি তথা কারেন্টের তার যেখানে আদৌ পৌঁছানো সম্ভব না বা অনেক দিন লাগবে প্রায়রিটি সেখানে। আর একটা হলো যে কিন্তু অপারেট এবং ট্রেনসফার আমরা একসাথে একেবারটা করে দেব কিন্তু বার বার মেনটেন্স করা সম্ভব নয় তার জন্য দপ্তর গত অর্থ বছরে এবং আগামী অর্থ বছরের, জন্য যেসব জায়গাতে বেনিফিসারীদের ঠিক করা হয়েছে ঐ বেনিফিসারীদের মধ্য থেকে আমরা উৎসাহী যুবকদের নিয়ে আসছি। কেননা অনেক সময় এই ছোট কাজ না জানার কারণে সেখানে এই হাজার হাজার টাকার জিনিষ পড়ে থাকে। যাতে সেই রকম না হয় সেই কারণে আমরা প্রথমে ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছি যাতে রিপেয়ারিং করতে পারে, সেই রকম ব্যবস্থা আমরা করব। আর এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে নিয়ে এসেছেন সেগুলি ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, the Notice, The Committee on absence from the House in 19th report presented in the House 23.3.97 reccomended that leave of absence to the following Members for the period indicated :

1. Sri Amal Mellik, M. L. A.
2. Sri Ashok Deb Barma, M. L. A.
3. Sri Aurn Bhaumik, M. L. A.
4. Sri Amitabha Dutta, M. L. A.
5. Sri Brajendra Mog Choudhuri, M. L. A.
6. Sri Matilal Saha, M. L. A.
7. Sri Nripen Chakraborty, M. L. A.
8. Sri Ratimohan Jamatia, M. L. A.
9. Sri Ratan Lal Nath M. L. A.
10. Sri Samir Choudhuri M. L. A.

I take it in the house every recomondation by the members and the members are informed accordingly

## DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997-98

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—১৯৯৭-৯৮ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের, দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখানে এখন ডিমাণ্ডগুলোর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীতে যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলোকে একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং পরে মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব, আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

আপনাদের হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে, প্রকৃত পক্ষে বিরোধী দল পাবে ১১ মিনিট, আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি ২০ মিনিট সময়। এখন ভাষণ রাখবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি এবং রতিবাবু যে ছাঁটাই এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আমরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি সেটি খুবই যুক্তি সংগত। কারণ দেখা গেছে বিগত দিনে বিভিন্ন দপ্তরে বছরের শেষেও টাকা খরচ করতে পারছে না। বছরের শেষে বাজেটের টাকাগুলোকে খরচ দেখানোর অজুহাত করে লুটেপুটে খাচ্ছে, সেখানে কিছু সংখ্যক আমলা, কর্মচারী এবং মন্ত্রীরা। সেটি ত্রিপুরার জনসাধারণের কল্যাণে আসছে না। সময় মত সেই টাকাগুলোকে কাজে না লাগানোর ফলে সেইগুলো অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই স্যার, বছরের শেষে যে খরচ করার প্রবনতা সে জন্য আমি বলছি, যে দপ্তরের প্রয়োজন নেই, সেখানে যেন রাখা না হয়। ঐ টাকা তখন কিছু সংখ্যক আমলা, এবং নিজেদের বন্ধুদের পকেটে ঢুকে যাবে। এই জন্যই কাট মোশান আনা হয়েছে। এখানে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে কিছু বলছি। গত বাজেটে আমরা দেখেছি, সেখানে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মত ছিল। কিন্তু গত ১৯/৩/৯৭ ইং আরো ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার, ৫৫০ টাকা

বেশী খরচ হয়েছে বলে পাশ করিয়ে নিলেন। স্যার, আমরা দেখি, জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্য্যন্ত তিন মাসে যত টাকা খরচ হয় বাকী ৯ মাসে তার এক তৃতীয়াংশও খরচ হয় না। সারা বছর ঘুমিয়ে থেকে রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। স্যার, আমার যেহেতু সময় কম, তাই সব দপ্তরের উপর বলা যাবে না। যে দপ্তরের উপর উপর কিছু বলতে পারি না তাঁরা খুব খুশী হয়ে যান, আমার দপ্তরের উপর বিরোধীদের বক্তব্য নেই। আমার দপ্তর ঠিক আছে। এখানে খুশী হবার কিছু নেই।

**মিঃ স্পীকার :—** একটু একটু ছুঁয়ে যান।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্যার, তারও সময় নেই। স্যার, এখানে আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিয়ে খুব উৎকণ্ঠায় পড়েছি। কোন কিছু বললেই উনি তিরিক্ষে হয়ে উঠেন। আমরা ভয় পাচ্ছি স্যার। মাধব বাবু জানতে চেয়েছিলেন, আগুন লেগে যাদের বাড়ী ঘর পুড়ছে তাদেরকে সরকার থেকে সাহায্য করা হবে কিনা? কিন্তু উনি মনে করলেন, বিরোধী দল থেকে এসেছে, মেজাজ গরম করে ফেললেন।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কোন ডিমাণ্ড?

**মিঃ স্পীকার :—** এটা অব দি ডিমাণ্ড।

**শ্রীঅমল মল্লিক :—** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সবার ডিমাণ্ড। স্যার, উনাকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করুন। স্যার, আমি শিক্ষার উপর কাট মোশন এনেছি। শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন চলছে এ সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে ভাববেন, বিরোধিদের কথা। মাননীয় সদস্যরা সব শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নৈরাজ্য নেই, শিক্ষার প্রসার ঘটছে, জোট আমলে স্কুল বন্ধ ছিল, এখন সব স্কুল ঠিক ভাবে চলছে, পরীক্ষা ঠিক মত হচ্ছে, প্রশ্ন পত্র ঠিক মত যাচ্ছে। নকল নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। স্যার, এই বিধানসভায় প্রশ্ন হলে, গত ৩ বছরের কয়টা স্কুলে পরীক্ষা হয় নি? মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন, ৪৯ টি স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া যায় নি। এইত শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছেন? এ. ডি. সি' এর চীফ অ্যাকজিকিউটিভ মেম্বার বলেছেন, প্রকসি টিচার স্কুল চালাচ্ছে আপনাদের আমলে অনেক কিছু নূতন নূতন সৃষ্টি করেছেন, অপহরণ বাণিজ্য, উগ্রপন্থী, এখন নূতন ভাবে প্রকসি টীচার। এই হচ্ছে ঘটনা। পরীক্ষা হচ্ছে, প্রশ্ন কম গেল। পুলিশ পাহাড়ায় প্রশ্ন জেরক্স করা হচ্ছে, এইত অবস্থা। শুনতাম নোট বই নিয়ে কংগ্রেস বাণিজ্য করছে, আমরা আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও ঠিকমত স্কুলে বই সরবরাহ হয়নি। নোট বই ছাড়া বই বিক্রি হয় না। কাজেই এই সমস্ত জিনিষগুলি আমরা মানতে পারছি না বলেই কাটমোশন এনেছি। তারপর স্যার, ডিস্ট্রীবিউশান পলিসি—চাউল, ডাল, লবণ, কেরোসিন এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কি আমরা পাচ্ছি স্যার। আমরা বললেতো উনারা বলেন সমালোচনা করছি। প্রশ্ন

করলে উনারা বলেন এগুলি ঠিক মত হচ্ছে না, কোথাও যেন গোলমাল আছে। মানুষ ঠিক মত রেশনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাচ্ছে না। মিহি অতি মিহির নামে অনেক বাণিজ্য হয়েছে। মিহি, অতি মিহি চাউলের পরিবর্তে সুপার ফাইন তার পরিবর্তে ফাইন চাউল দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। আজকে এ সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশ্নটা গিল্ট অব বিজনেসের অনেক নীচে থাবায় আমি জানতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে আমি দেখলাম সেখানে লেখা আছে—এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি, প্রশ্ন আসেনা। রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলি সরকারের বিরুদ্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে সে সব বিষয়ে সরকার সঠিক ভাবে তদন্ত করে জনগণকে জানানো সরকারের নৈতিক কর্তব্য। হতে পারে সেটা রাজনৈতিক চক্রান্ত, হতে পারে সেটা ভুল বশতঃ, হতে পারে সেটা মন্ত্রীর বিরুদ্ধ চক্রান্ত বা সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। কিন্তু সেখানে ন্যূনতম ইনকোয়ারি করে রাজ্যের জনগণকে জানানোর চেষ্টা তারা করলেন না? দিনের পর দিন এই ফাংল নাম্বার দিয়ে সমস্ত কিছু পত্রিকায় উঠেছে? কিভাবে কোথায় চালাচ্ছে? রেশন চাউল চাইতে গেলে বলে নাই। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে এফ. সি. আই দিচ্ছে না আমরা কি করব। স্কুলের ছেলেদেরকে সুপার ফাইন চাউল দেবার কথা, কিন্তু আমরা দেখলাম সেখানে কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। কেরোসিন, আটা, লবণ দেবার কথা। কিন্তু কোন জিনিষই রেশন সপে পাওয়া যায় না। শুধু মাত্র পূজোর সময়ে তো দেখছি ৫০০ গ্রাম সুজি, ৫০০ গ্রাম ময়দা, ১ লিটার রেপসিড তৈল দিয়ে থাকেন। এছাড়া আর কিছুই মিলে না।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য বনক্লড করুন।

**শ্রী অমল মল্লিক :**— স্যার, গত বিধান সভায় আমি প্রশ্ন করেছিলাম কয়টা গাঁও সভা মিলিয়ে একটা রেশন সপ? উত্তর দিয়েছেন —বাচাই বাড়ীতে ৪টা ডীলারশীপ এক জনে চালাচ্ছে। এই সমস্ত জিনিষের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাট মোশান এনেছি। কাজেই বিরোধীদের সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনা কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি তোলা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত দফাওয়ারি ব্যায় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি। স্যার, হাউসে দুইটা পক্ষ থাকে একটা হলো ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপরটি হলো অপোজিশান। বিরোধীদের কাজ হলো গঠনমূলক সমালোচনা করা। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ দেখলাম বিরোধী সদস্য মহোদয়গণ যতই গঠন মূলক সমালোচনা

করুন, সেগুলি গ্রাহ্য করা হয় না, এবং এরকম একটা ধারণা ট্রেজারী বেঞ্চের আছে। এ ব্যাপারে আমি একটা গল্প বলছি— একটা গ্রামে দুটো সম্প্রদায়ের লোক আছে। একদিন একটা সম্প্রদায় ঠিক করলো যে একটা উৎসব করবে। সেই উৎসব উপলক্ষে সেখানে মিষ্টান্ন রান্না করা হলো। এমন সময় একটা কাক উপর থেকে মিষ্টান্নের উপর মল ত্যাগ করলো। খাবার সময় সবাই বলাবলি করছে এ তো কাকে মলত্যাগ করছে এখন কি করা। তার জন্য সমস্ত বই পুস্তক ঘাটা হলো কিন্তু দেখা গেল তাতে খাবে কি ফেলে দেবে এমন কিছু লেখা নেই। তখন গ্রামের মোড়লদের ডাকা হলো এ ব্যাপারে কি করা হবে। তখন তারা বললো অন্য সম্প্রদায়েরা এ রকম হলে কি করত? অন্যরা বলল তারা হলে সেটা ফেলে দিত। তখন মোড়লরা বললো তাহলে তোমরা খেয়ে ফেল, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের অবস্থাও হচ্ছে এই রকম। বিরোধী বেঞ্চ থেকে যতই যুক্তি আনা হউক না কেন সেটা গ্রাহ্য করা হয় না। দিস ওয়ে অর দ্যাট ওয়ে সেটাকে বাতিল করতে হবে। স্যার, শিক্ষা ব্যবস্থায় কি অবস্থা চলছে? স্যার, আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। কারণ আমার সময় খুব কম। স্যার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বদলী করা হচ্ছে, প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে. বদলীর কোন নিয়ম-নীতি নেই, শিক্ষকদের শাসানো হচ্ছে, বেতন কাটা হচ্ছে। বহু স্কুলে শিক্ষক নেই, এটা আমাদের রেকর্ড নয়, মাননীয় মন্ত্রীদের রেকর্ড। প্রধান শিক্ষক নেই, শত শত স্কুল বন্ধ, পরীক্ষা হচ্ছে না রেকর্ড ইজ দেয়ার। গ্রাম-পাহাড়ে শিক্ষকরা যেতে পারছেন না, স্কুলে ভর্তি নিয়েও দুর্নীতি চলছে, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়েছে। আগে যিনি শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী অনিল সরকার উনি বলেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য এই রকম অবস্থা। এখন উনাকে বাদ দিয়ে এখন একজন লোককে দেওয়া হয়েছে যিনি সম্পূর্ন ব্যর্থ। কাকে দেওয়া হলো? বিদ্যুৎ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর যা ছিল সবই ব্যর্থ। স্যার, উনাদের নীতিটা বুঝলাম না, আমার মনে হয় বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ফেইল করতে করতে দেখা গেল যখন ঘুড়িটা লাগে কিন্তু জনগণের তো বারটা বাজিয়ে দিয়েছে স্যার। স্কুলে টোট্যালি চেয়ার নেই, টেবিল নেই, বেঞ্চ নেই এবং বিভিন্ন স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। আমি স্যার, উদাহরণ দিচ্ছি কাটাছড়া এস, বি, স্কুল, দারগামুড়া হাই স্কুল সুবলসিং এস, বি স্কুল, তাম্বুলছড়া এস, বি স্কুল, ডেবড়া এস, বি স্কুল, ভগাকারী এস, বি স্কুল এবং রাধানগর হাই স্কুল ইনষ্ট্যান্টস, স্যার, মোহনপুর ব্লকের, টোট্যালি বন্ধ। তাহলে আপনারা বাজেট নিয়ে, টাকা নিয়ে কি করবেন। এমপ্লয়মেন্ট এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট কিসের জন্য এ্যাজ পার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে এই এমপ্লয়মেন্ট এ্যাকস্‌চেইঞ্জ চালু আছে এবং এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট এখানে নিয়ম কি? কাউকে যদি চাকুরী দেওয়া হয় তাহলে এমপ্লমেট এ্যাক্সচেইঞ্চ-এর থ্রুতে আসতে হবে। দিস ইজ প্রসিডিউর। আইন এবং নিয়ম

অনুযায়ী এর মাধ্যমে চাকুরী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। এখানকার চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা কে করছে এবং ইন্টারভিউ হচ্ছে কিনা ? স্যার, সি, পি, এম লোক্যাল কমিটি ঠিক করবে কারা চাকুরী পাবে অর্থাৎ দুর্নীতি করে যাও। স্যার, উত্তর দিতে পারে নি।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত চাকুরী হয়েছে এবং হবে। এখন পর্য্যন্ত তিনি বলার চেষ্টা করছেন লোক্যাল কমিটি মানে আমি যেটা বুঝেছি কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কাসবাদীকে ইঙ্গিত করে বলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরী বিভিন্ন ইন্টারভিউর ভিত্তিতে হয়। চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে কোন পার্টি এই ভাবে চাকুরী দেয় না এবং যাই পোষ্ট চাকুরী যাবে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ জানেন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, দুর্নীতির কথা বলতে গেলেই উনারা পাগল হয়ে উঠেন। স্যার, পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই যে বিভিন্ন চাকুরী হয়েছে কোন চাকুরীই এমপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে হয় নি, বেকাররা আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট রেখে লাভ কি ? স্যার, চাকুরী সম্পর্কে আজকের পেপারেও উঠেছে। স্যার আমি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম যে ওদের নীতি ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়নি, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়নি, সমস্ত কিছু ভাইয়লেট করা হয়েছে।

অর্থের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে, স্পেসিফিক আলোচনায় কোন মন্ত্রী বা কোন সদস্যের বক্তব্যে উত্তর দেওয়া হয়নি এই ব্যাপারে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে সিলেকশান করেছে স্যার, কোন নিয়ম-নীতি নেই, দেয়ার ইজ নো রুলস, নো নীতি, নো সিনিয়ারিটি।

**শ্রীসমর চৌধুরী :—** (মন্ত্রী) : পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, কেবিনেট সিদ্ধান্ত করে কেবিনেট থেকে নিয়োগ নীতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এটা/সারকুলেটে করা হয়েছে। এটা বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এভাবে বিভ্রান্ত যাতে না করেন এই সম্পর্কে, তার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—**স্যার, এই ডিপার্টমেন্ট থেকে কি লাভ ? যদি তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেওয়া না হয়, এটা কি অ্যাকটের ভাইয়লেশান হচ্ছে না ? প্রচণ্ড অ্যাকটের ভাইয়লেশান হচ্ছে।

**শ্রীবিদ্যনাথ মজুমদার :—** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, সুপ্রীম কোর্টের যে রায় তাতে আছে অ্যামপ্লয়মেণ্ট অ্যাকসচেঞ্জ থেকে নিয়োগ করতে হবে এটা কমপালসারী না। নোটিফিকেশান করতে হবে। জব ফরম আমরা নিচ্ছি। আমরা অ্যাকসচেঞ্জকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা থ্রো এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট নিচ্ছি। আমরা এত লোকের চাকরী দেব, থ্রো এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে নিচ্ছি। নোটিফিকেশান করে আমরা জানিয়ে দিয়েছি।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এড়ুকেশানের কথা বলছিলাম। ঐদিন একটা দরখাস্ত দিয়েছিলাম, আপনার কাছে দিয়েছিলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা হচ্ছে আর, পি, এন, এম থ্রোতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উল্টো পাল্টা করা হয়েছে। আর, পি, এন, আবার সাব-কন্ট্রাকটারকে দিয়েছে। বিলো ষ্ট্যাণ্ডর্ড ওয়াক হচ্ছে। এটা বললে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা নয়। ঘটনা যেটা সত্যি সেটা তুলে ধরব স্যার, আমি কমিশনার অফ দি অ্যাড়ুকেশান ডিপার্টমেণ্ট, ডাইরেকটার অফ স্কুল এড়ুকেশান এবং জেনারেল ম্যানেজার আর, পি, এম, এনকে লিখেছি যে বিলো স্ট্যাণ্ডার্ডের ওয়ার্ক হচ্ছে এবং ৭টা স্কুলের নাম দিয়েছি, কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত বরা হয়নি। ১৪/২ শুর পরে দিয়েছি স্যার। এখনও কোন ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। কারণ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল সি, পি, এম নেতাদের ডাইরেক্ট যোগাযোগ। স্যার, খাদ্য দপ্তরের চাউল কেলেংকারী, মোটা, মিহি, বিভিন্ন চালের কেলেংকারী চলছে স্যার। আশ্চর্য্যের ব্যাপার কিরকমভাবে ছলনা করছে, বেঈমানী করছে গ্রামের মানুষের সঙ্গে খাদ্য দপ্তর। আমি প্রশ্ন করেছিলাম সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মানুষদের ৪ সপ্তাহের পরিবর্তে ৩ সপ্তাহ দেওয়া হচ্ছে চিনি, এটা কি দেওয়া হবে ? বলছে না, শুধু শহরবাসীর হবে। এই হল উত্তর স্যার। স্যার, ফুড স্টেবিলাইজেশান অ্যাণ্ড ফুড গ্রাণ্টস সম্পর্কে কাল বলা হয়েছে। মুখ চিনে মুগের ডাল স্যার। পিটিশান করা হয়েছে, মহকুমা শাসক বলছে যে সেখানে দেওয়ার নিয়ম নেই। বলে দিয়েছে সাধারণ যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তাদের দেখে দেখে দেওয়া হচ্ছে। যাতে কালোবাজারী করার স্কোপ পায় স্যার। স্যার, আমি একটা কথা বলছি এখানে পাওয়ারের কথা। এখানে আধুনিকতার কথা বলা হয়েছে। এইখানে মডার্ণ সায়েন্স, মডার্ণ টেকনোলজির কথা বলা হয়েছে। গতকাল মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা কি আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব না ? এটা কিসের লক্ষণ ? পাওয়ারে স্যার, টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ৯৬—৯৭ সনে ১৫২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে ৯৭—৯৮ এ ধরা হয়েছে ১১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এটা কি আধুনিকতার লক্ষণ ? মোটেই নয়। কাজেই স্যার, আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারগুলি দেখার জন্য। স্যার, অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রীর ব্যাপারে কিছু বলছি। স্যার আমি আলোচনায় সবসময় চেষ্টা করব স্পেশিফিক বলার জন্য। স্যার, মধুচৌধুরীপাড়া, লেফুংগা, সোনাইবাজার, হেজামারা, বালুরবন, সোনারাম, নতুনবাজার এই জায়গার পশু হাসপাতালগুলি টোট্যালি বন্ধ। কি অধ্যুষিত অঞ্চল ? উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এইগুলি বন্ধ। এইগুলির ব্যবস্থা না করে কিসের জন্য টাকার অনুমোদন দেব ? খাওয়ার উপরে ? টি, আর, টি, সির কথা বলছে স্যার। শিলং পর্য্যন্ত গাড়ী চলছিল, টি, আর, টি, সি সার্ভিস বন্ধ হয়ে আছে, এই সরকারের আমলে এবং ৮টি ব্লক হেড কোয়ার্টার এটা আমার প্রশ্ন নয়, তাদের উত্তর,

কি উত্তর? যে না, ৮টি ব্ল্যাক ব্লোড কালেকশান করা হয়নি কিসের অভাব? গাড়ীর অভাব। এই যে পরিস্থিতি স্যার, এই পরিস্থিতিতে আমি অনুরোধ করব কাটমোশান যারা এনেছেন তাদের কাটমোশানগুলি যাতে বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হয় এবং যেগুলি যুক্তিগ্রাহ্য আমরা যে পয়েন্ট বলেছি যুক্তিগ্রাহ্য যে জিনিসগুলি আছে সেগুলি অ্যাড করে বাজেটে অনুমোদন দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার তিনটি ডিমাণ্ড আছে। ৯নং ডিমাণ্ডে আছে সেনসাস সার্ভে অ্যাণ্ড ষ্টেটিসটিক্স-এর উপর। ২১ নম্বর ডিমাণ্ডে ফুড ষ্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়েরহাউজিং, সিভিল সাপ্লাইস, ক্যাপিটেল আউটলে অন্ ফুড ষ্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়েরহাউজিং। তারপর ৩৮ নম্বর ডিমাণ্ডে ষ্টেশনারী অ্যাণ্ড প্রিনটিং এই কয়টি আছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ২১ ডিমাণ্ডে ডিস্অ্যাপ্রভ্যাল অফ্ গভর্ণমেন্ট পলিসি অন্ প্রকিওরমেন্ট অ্যাণ্ড সাপ্লাই অফ্ ফুড গ্রেনস এই কথা বলে কাট মোশান আনা হয়েছে। স্যার, খাদ্য ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এফ সি আই-এর মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তার জন্য রীতিনীতি নির্ধারন করা আছে। আমাদের রাজ্যের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা আছে সেই টাকায় খাদ্য আনতে চেষ্টা করি। মাঝপথে লক্ষ্য করা যায় কখনও রেল লাইনের কারণে, কখনও এফ, সি, আই-এর গরিমসিতে আমরা আমাদের নির্ধারিত যে কোটা, সেটা পাইনা। এই নিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য এখানে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করছেন এবং কিছু মিথ্যা রটনাও করেছেন। ওনারা এই ধরণের কথা বলেন যে, টাকার অভাবে দিনের পর দিন খাদ্য আনা হচ্ছে না, মানুষের দুর্ভোগ হয়। এগুলির মানবজনা অবশ্য তার আগেই কিছু কিছু পত্রিকায় হয়েছে এবং তার পরেই ওনারা এই সব কথা বলেন। স্যার, টাকার অভাবে খাদ্য আসত না, তাদের সময় এটা হত। আমরা কেসক্রেডিট সিসটেম চালু করেছি। কাজেই টাকার অভাবে খাদ্য আসে না একথা আমরা কোন অবস্থায় মানতে রাজী নই। আমরা যে বরাদ্দ পাই সেই বরাদ্দ আমরা দেখিয়ে দিয়েছি পরিস্কারভাবে যে, আমাদের জন্য এই বরাদ্দ ছিল তারা এটা দেয়নি। কাজেই সেই অপরাধ আমাদের নয়। অথচ সরকারের কথা বিবেচনা না করে তারা পত্রিকায় লিখছেন হাউসে এসে বলেছেন এখানে তারা এনেছেন যে টাকার নয় ছয় হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি উদ্দেশ্যমূলক বলা, যাতে নাকি সরকার পক্ষকে ঘায়েল করা যায়, নাজেহাল করা যায় এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য একটু আগেই বলেছেন যে আমাদের এখান থেকে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, ফুড স্টাফ লাইসেন্স, ফুড গ্রেইজ লাইসেন্স ইত্যাদি কোন দিনই বন্ধ ছিল না, আমরা কোন দিনই তা বন্ধ করিনি। যেখানে তারা যে লাইসেন্স চান সেটা যদি না পান তাহলে কর্তৃপক্ষকে জানাতে কোন অসুবিধা নাই, তারা সেটা জানাবেন না রীতি নিয়ম যেখানে যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসারেই

সেটা হবে। এই কথাগুলি আমি হাউসে বলেছি, তারপরেও যদি হাউসে এই কথাগুলি আসে তাহলে হাউসে আমরা যে ষ্টেটমেণ্টটা করলাম তার কোন অর্থই হয় না। কাজেই এই ধরণের যে অজুহাত তুলে আমাদের বাজেটকে কাটার কথা তিনি বলছেন। এদিকে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোক এই রেশনের উপর নির্ভর করে চলছে, রাজ্যের মানুষের সেই রেশনকে বন্ধ করার জন্য এটা একটা চক্রান্ত কিনা আমি জানি না। মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য এই ধরণের কাটমোশান। স্যার, আজকে আমাদের যে চাহিদা এবং তার যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান তারা এনেছেন এটা যদি কাটা হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত থাকবে। কাজেই জনপ্রতিনিধি হয়ে এই ধরনের কথা তারা কেন বলেন আমরা বুঝতে পারি না। খাদ্য আনব, তাঁরা বলেন ষ্টক রাখছে না, তা ষ্টকটা রাখব কোথায়? তার জন্যতো স্টোর হাউস চাই।

গোদাম তৈরী করা দরকার। তারজন্য আমরা অর্থ চেয়েছি। এখন সেই অর্থ যদি তারা আনতে বাধা দেন এইভাবে কাট মোশান এনে, তাহলে বুঝতে হবে তারা উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া চান না, তারা চান মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে থাকুক এবং আমাদের তারজন্য দোষারূপ করে তারা মোটামুটি কলকে পেয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বলে দিই ত্রিপুরার মানুষ এই সব কথা ভুলবেন না, এবং হাউসও এইসব কথায় প্রভাবিত হবেন না।

স্যার, আমরা চাল, গম, চিনি, আয়োডিনযুক্ত লবণ, কেরোসিন, তেল, এইগুলি আমরা গণবণ্টন ব্যবস্থার (পি. ডি. এস) বিতরণ করতে গিয়ে যদি কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি করতে পারি, সেটা হতে পারে, তবে একটা আমাদের নজরে আনলে আমরা যথাসম্ভব সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, এটা পরীক্ষিত সত্য। কাজেই এই ব্যাপারে এখানে কাট মোশান আনার কোন প্রয়োজন পড়েনা।

তারপর স্যার, এখানে মোটা চাল এবং মিহি চালের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে, ঐ যে গান-আর বাশীর ভেঁ ভেঁ, একজন গান গাইলো আর আরেকজন বাঁশীতে ভেঁ ভেঁ করে সুর দিলো আর বাকিরা তার তালে তালে নাচতে লাগলো। এইটাই তারা করেছেন। স্যার, আমরা মোটা চাল এবং মিহি চাল সাপ্লাই জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেলো যে এফ. সি. আই মিহি চাল তারা সাপ্লাই দিচ্ছে না, তারা সবসময় সেটা সাপ্লাই দিতে পারে না। কিন্তু মোটা চাল তারা সাপ্লাই দিলেও দাম রাখার সময় মিহি চালের দামই তারা রাখে। কাজেই এইখানে স্যার একটা টেকনিক্যাল অসুবিধা রয়ে গেছে। তবে এটাই নিয়ে কোন দুর্নীতি নেই। যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি মাননীয় সদস্যকে যিনি এইসব কথা উত্থাপন করেছেন, সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ থাকলে তথ্য প্রমান দিয়ে জানালে নিশ্চয়ই তার বিরোদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজেই এখানে দুর্নীতির গন্ধ খুজে বেড়ানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই আমি বলব এই যে মোটা

চাল এবং মিহি চাল সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন কথা বলেছেন এইটা মানুষকে অপদস্ত করার একটা প্রচেষ্টা মাত্র, এইটা সঠিক নয়, এই পথ পরিত্যাজ্য। আর আমার ষ্টেশনারী সম্পর্কে একটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

"Need to inquire into the corruption in regard to purchase & supply of stationary stores".

মাননীয় সদস্য এত আতংকিত কেন? প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী এখানে যা কিছু কেনা হয় তা দুইভাবে কেনা হয়। তার জন্য একটি হায়ার পারসেজ কমিটি আছে এবং এই কমিটিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব পর্যায়ের অফিসাররা রয়েছেন। তারা সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেণ্ডার কল করে জিনিষপত্র ক্রয় করেন প্রেসের জন্য। ষ্টেশনারী জিনিষ কেনার জন্যও একটি কমিটি রয়েছে। সেখানেও বিভিন্ন দপ্তরের লোকরা রয়েছেন। টেণ্ডার কল করেই ষ্টেশনারী জিনিষ ক্রয় করা হয়ে থাকে। এতে কোন দূর্নীতি থাকার কথা নয়। কাজেই এখানে আমি বলব এই ধরণের কোন অজুহাত তুলে বাজেটের বিরোধিতা করবেন না এবং কাট মোশান আনবেন না। এই হাউসে আমাদের বিভিন্ন পেপারস্ সরবরাহ করা হচ্ছে সেটাও প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী দপ্তর ছেপে থাকে। এর জন্য আমরা টি ডি. এস. এম. ডির কাছ থেকে কাগজ সংগ্রহ করছি। তারা বিভিন্ন মিলের কাছ থেকে ক্রয় করে আমাদের সাপ্লাই করছে। তারপরও যদি আপনারা মনে করেন যে কোথাও কোন দূর্নীতি হচ্ছে তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে আপনারা আমাকে জানাবেন। আমি অবশ্যই খোঁজ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। কিন্তু আপনাদের সময়ে প্রেসে কি হয়েছে বা না হয়েছে সেটা এখানে আমি বলতে চাই না। জনগনই সেটা আমাদের থেকে ভাল জানেন। কাজেই এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছেন সেটাকে অযথা কাট মোশান না এনে সমর্থন করার চেষ্টা করুন আপনারা। বিভিন্ন অজু-হাত দেখিয়ে আপনারা এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। রাজ্যের উন্নয়ন-মূলক কাজে বিরোধী দলের একটা ভূমিকা থাকা দরকার। সমালোচনার বিষয় কিছু থাকবে নিশ্চয়ই সেটা সরকারকে জানাতে পারেন। তাতেতো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কাজেই সবশেষে আবারও আপনাদের অনুরোধ করছি এই কাট-মোশানগুলিকে প্রত্যাহার করে প্রস্তাবিত বাজেটটি সমর্থন করুন এই বলে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার** মাননীয় সদস্য ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী, পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

**শ্রীব্রজেন্দ্রমগ চৌধুরী :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ১৯৯৭—৯৮ ইং বর্ষের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী উপস্থাপন করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং এই বাজেটের উপর আনীত কাট মোশানগুলির সমর্থনে আমি কিছু বলছি।

স্যার, এই বাজেট নিয়ে আমরা কি দেখলাম? গত বছরের তুলনায় ৩৭ কোটি টাকা কম বরাদ্দ

রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের জন্য। একেতো বিদ্যুতের ক্রাইসিস, তার উপর বরাদ্দও দপ্তরের কমে গেল। আগামী দিনে তাহলে কি অসহনীয় যন্ত্রনায় রাজ্যবাসীকে ভুগতে হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। একেতো বিদ্যুতের যোগান কম এবং সেই সঙ্গে যেটুকু বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে সেটাও আবার অবাধ চুরি হচ্ছে। দপ্তর নির্বিকার হয়ে বসে আছে। সেই জন্য আমরা এই বরাদ্দের উপর কাট মোশান এনেছি।

আমি এখন ডিমাণ্ড নং ১৭, মেজর হেড ২২২৫, ইনফরমেশান এবং পাবলিসিটি দপ্তর নিয়ে কিছু বলছি। এই দপ্তরের জন্য বাজেটে ৭১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই বরাদ্দ দিয়ে কি হবে? কাদের জন্য ধরা হয়েছে? বিগত জোট সরকারের আমলে আমরা স্যার লক্ষ্য করেছি যে রাজ্যের প্রতিটি ইনফরমেশান সেন্টারে সব পত্রিকা পাওয়া যেত। কিন্তু এখন হচ্ছেটা কি বেছে-বেছে "দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকা এবং "স্যন্দন পত্রিকাকে'' ইনফরমেশান সেন্টারে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে রাজ্যের সঠিক চিত্রটাই জনগণ জানতে পারছে না এবং পাঠকবর্গও তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন ইনফরমেশান সেন্টারে যেতে। তাহলে ইনফরমেশান সেন্টারগুলি কি জন্য রাজ্যে রয়েছে যদি রাজ্যের পত্রিকাই রাজ্যবাসী পড়তে না পারে তাহলে এই বরাদ্দ রাজ্যের বাজেটে কেন? আমি স্পেসিফিক বলছি জোলাইবাড়ীতে এই পত্রিকাগুলি রাখতে দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরীর নির্বাচনী এলাকায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকা পৌঁছতে দেওয়া হয় না। আপনাদের ক্যাডার বাহিনীও এই ব্যাপারে বাঁধা সৃষ্টি করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্বাচনী এলাকা হরিণাতে দৈনিক সংবাদের এজেন্টকে মেরে ড্রেনে ফেলে দিয়েছিল। প্রমান আছে আমার কাছে এবং এটা নিয়ে কেসও হয়েছে। কাজেই বলছিলাম যে কাটমোশানগুলি যুক্তিপূর্ণ। প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে এই দপ্তর নিয়ে কোন অভিযোগ নাকি নেই। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম বছরেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা দেওয়া হল সরকারী ডায়েরীতে যে ডায়েরিটি ছাপা হয়েছিল দশরথ দেবের স্থলে দশরথ ডেড বলে। দপ্তরের কি বরিস্মা? চমৎকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন সেটি খুবই যুক্তি সঙ্গত। এটা অযুক্তি নয়। আমি এখানে প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন যে এই ডিপার্টমেন্টের কোন অভিযোগ নাই। উনি বোধহয় ভাবছেন যে, ওনারা ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বছরে ডায়েরী ছাপাতে গিয়ে যে কারচুপি হয়েছিল সেটা আমরা ভুলে গেছি। সেইগুলি আমরা ক্ষমতায় আসার পরে তদন্ত করে দেখা হবে। আর এড়ুকেশন ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখানে কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলে গেছেন এ. ডি. সি. এবং নন্ এ. ডি সি এলাকায় সমস্ত কিছু উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে

আছে সমস্ত স্কুল বন্ধ হয়ে আছে ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে পারছে না। আর সেখানে আপনারা স্বাক্ষরতা, স্বাক্ষরতা বলে চিৎকার করছেন, সেখানে অক্ষর জ্ঞান দিবেন না নিরক্ষর রাখবেন যেখানে স্কুলই খুলতে পারছেন না। নরসিংহ রাও কেন্দ্রীয় সরকার থাকার সময় নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করে গেছেন, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে দিয়ে গেছেন সে এল. টি. সি'র টাকা আপনারা এখন লুটে পুটে খাচ্ছেন। যেখানে স্কুল নাই শিক্ষকরা যেতে পারছে না সেইখানে শিক্ষাখাতে ২ শত ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া তার কোন যুক্তি আমি দেখছি না। স্যার, খাদ্য দপ্তরের ব্যাপারে বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। কিছুক্ষণ আগে এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। স্যার, উনার যে অক্ষর জ্ঞান নেই আমি জানতাম না। প্রতিদিন পত্র পত্রিকায় যে ফাইল নাম্বার সহ অভিযোগ করা হয় সেইগুলি তিনি দেখতে পান না। তাই এই বাজেটকে বিরোধিতা করে এবং কাটমোশানটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বর্মন।

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রতিবাবু আমার ২০ নাম্বার ডিমাণ্ড এবং ২৬ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন। স্যার, আমার ধারণা হচ্ছে যেহেতু তারা বিরোধী দলে আছেন সুতরাং এই হাউসে তাদের বিরোধিতা করতে হবে। যেহেতু বিরোধিতা করতে হবে সেহেতু যেখানে পারে সেখানে বিরোধিতা করা, এই মনোভাব নিয়ে আজকে তারা শুরু করেছেন।

এইখানেও আমরা দেখছি, তাঁদের কথার সাথে কাজের মিল নেই। আজকের অধিবেশনেও সকাল বেলায় বলেছেন, ১লা বৈশাখ মাছ পাব কিনা, দশমীতে মাছ পাব কিনা ? আবার বিকাল বেলায় কাটমোশন এনেছেন যাতে মাছ না পাওয়া যায়। এফ. এফ ডি এ'তে রতিবাবু কাট মোশন এনেছেন। এই এফ. এফ. ডি এ এর মানে হচ্ছে, যারা মাছ চাষ করে থাকেন তাদের বৈজ্ঞানিক মাছ চাষ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। উদয়পুরে একটি ট্রেনিং সেণ্টার আছে। সেখানে সমস্ত জায়গা থেকে লোক বাছাই করে এনে আধুনিক প্রথায় মৎস চাষ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয়। স্যার, আমরা নুতন নুতন জলাশয় তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছি অ্যাপেকসের মাধ্যমে। যে সব খালি জমি আছে, যেখানে ধান বা অন্য কিছু চাষ হয় না সেই সব খালি জায়গাগুলির উন্নতি সাধন করে মাছ চাষের আওতায় আনা যায় কিনা সে চেষ্টা করা হয়। যে সব মৎস্য চাষীর পুকুর আছে, জলাশয় আছে, মিনি ব্যারেজ আছে তাদের যদি বন্যা কিংবা চুরি হয়ে ক্ষতি হয় সেজন্য তারা যাতে টাকা পেতে পারে সেজন্য ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামের টাকা এটা থেকে দেওয়া হয়। সেখানেও কাটমোশন এনেছেন, যে সব মৎস্যচাষী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরেন,

তাছাড়া আমাদের রাজ্যতে একটু অসুবিধে আছেই মাছ ধরতে গিয়ে তাদের জীবনহানি হতে পারে, অঙ্গ হানি হতে পারে সেজন্য ১৩,০০০ মৎস্য চাষী যারা কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য তাদেরকে এই ইন্সুরেন্সের আওতায় এনেছেন যাতে তারা সাহায্য পেতে পারেন। কাজে কাজেই রতিবাবুর এখানে কাট মোশন আনার অর্থ হচ্ছে যাতে আমরা সেখানে টাকা খরচ করতে না পারি। স্যার, রতিবাবুত বাগমার লোক। বাগমাতে আমাদের একটি ফার্ম আছে। জোট আমলে এর অবস্থা কি করেছিলেন সেটা উনার ভাল করেই জানা আছে। আমি রতিবাবুকে অনুরোধ করব, তাঁর বাড়ীর পাশে এই ফার্মটিকে গিয়ে দেখে আসুন, আজকে কি হচ্ছে সেখানে। বিরোধী দল আছেন বলেই কাট মোশন এনে বিরোধীতা করতে হবে তার কোন মানে হয় না। স্যার, আমরা মিনি ব্যারেজ করার জন্য টাকা ধরেছি। কিন্তু সেখানেও কাট মোশন আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারের কাজ যাতে না হয়। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, মেজর হেড ২৫০১, আই. আর, ডি, পি, সেখানেও কাট মোশন আনা হয়েছে। স্যার, আই. আর. ডি. পি. রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে দেওয়া হয়। এস, সি, এস টি, ও,বি,সি, জেনারেল সব অংশের মানুষকেই দেওয়া হয়। যেখানে ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেখানে কাটমোশন এনেছেন। তাহলে কি করে উন্নতি হবে? এখানে রাজ্যে যারা গ্রামীণ বেকার আছে, অর্ধ শিক্ষিত বেকার আছে তাদেরকে আই, আর ডি, পি, স্কীমের মধ্য দিয়ে কাজ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারা যাতে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানেও কাটমোশন এনেছেন যাতে গরীব অংশের মানুষকে ভর্তুকি না দেওয়া যায়। গ্রামের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা হয়ত আছে। কারণ, জোট আমলে আমরা দেখেছি, ঋণ মেলার নামে টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে লাল বাতি জ্বালিয়েছেন। তাঁরা বলেছিলেন, ঋণের টাকা ব্যাঙ্কে ফেরৎ দিতে হবে না। আজকে যখন ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে, তখন সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, আমাদেরকেত বলা হয়েছে, ফেরৎ দিতে হবে না। নামে বেনামে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই বাধাগুলি যাতে কাটিয়ে উঠা যায়, গ্রামের গরীব মানুষরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য আই, আর, ডি, পি, এবং করপোরেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এস, সি, এস, টি, ও, বি, সি-দেরকে ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উনারা কাটমোশান এনেছেন তাদেরকে যাতে না দেওয়া হয়, দপ্তর যাতে টাকা খরচ করতে না পারে। উদ্দেশ্য কি? এই রাজ্যের গরীব মানুষ যাতে নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াতে পারে। তাহলে উনাদের পক্ষে সুবিধা, উনারা বিরোধীতা করতে পারবেন, রাজ্যের জনগণকে বলে বেড়াতে পারবেন যে এই সরকার কোন কাজ করছে না। ওনারা এই হাউসে এসে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করছেন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা

করার জন্য দাবী করছে এই বিধানসভায় এসেও উনারাই হৈ চৈ করছেন। আজকে রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় উপদ্রুত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা হয়তো কিছু ঘটনা করে থাকতে পারে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয় এখানে দুমুখো নীতি নিয়ে এখানে হৈ চৈ করছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে উনারা দুই মুখো সাপ, শংকনী সাপের মতো। তারা ভিতরে এক রকম বলেন। উনারা আমার দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তর ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যে সমস্ত কাটমোশান এখানে এনেছেন সেগুলি অযৌক্তিক। রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে তারা এই কাট মোশানগুলি আনেননি। আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করছি সেগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে যাবার জন্য। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জনগণের আশা আকাংখা পূরণ করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। সরকার রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যদি রাজ্যের জনগণের সমর্থন পেতে হয় তাহলে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা সরকারের সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশা করছি। জনগনের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে, জনগণের কল্যান করতে হয় তাহলে সরকার জনস্বার্থে যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করবেন এবং তাঁরা তাদের কাটমোশানগুলিকে প্রত্যাহার করে নেবেন। এই আশা রেখে ব্যয় বরাদ্দগুলি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ৯টা কাটমোশান এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় ৬টা কাটমোশান এনেছেন এই ১৫টা কাটমোশানর উপর আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। স্যার, বিরোধী সদস্য মহোদয়রা কাটমোশান আনলেই উনারা ভয় পেয়ে যান, ঘাবড়ে যান। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রীরা এবং সদস্য মহোদয়দের এই কথাই বার বার বলতে শোনা যায় যে, বিরোধী সদস্য মহোদয়রা বিরোধীতার জন্যই এসেছেন। স্যার, মৃত্যু কেউ যদি রোগে মরে সেটাও মৃত্যু, কেউ যদি গুলিতে মরে সেটাও মৃত্যু। কিন্তু ঘটনা দুই রকম। কেউ যদি রোগে মারা যায় তাহলে স্বাভাবিক মৃত্যু, আর কেউ যদি গুলিতে মারা যায় দুষ্টের হাতে তাহলে তাহার জন্য আইন, আদালত অনেক কিছুই হয়। তাই বলছি সবটা মৃত্যুই এক নয়, অথচ মৃত্যু শব্দটা ঠিক আছে। তাই বলছিলাম ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্য মহোদয়রা কাট মোশান আলোচনা করতে গিয়ে সেটা গুলিয়ে ফেলেছেন। আমি গত পরশু দিন বলেছিলাম কাট মোশান তিন রকম আছে। একটা হলো ডিসএপ্রোভ্যাল অব পলিসী, আরেকটা হল টোকেন কাট। সবটাই এক নয়। কোনটা কিভাবে আলোচনা করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী ওদের নেই। সবগুলিকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব জিনিষ তো এক নয়।

কারণ, এখানে যেভাবে উনারা উল্লেখ করছেন প্রত্যেক জায়গায় তাতে আমরা দেখছি উনারা

দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে খেতে চান। আই. আর. ডি. পি সম্বন্ধে আমি তো এক টকার কথা বলেছি কিন্তু আমি যদি চাইতাম এটা সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে যাক সে জন্য তো আমি বলিনি। সেখানে উনাদের লোকগুলিকে যেন না দেওয়া হয় কারণ যারা লাল ঝাণ্ডা নিতে পারবে না, যারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে পারবে না তাদের সেখানে রাখা হবে না। তার জন্য সাবধান হওয়ার জন্য বলছি।

**মিঃ স্পীকার :—** এ সম্পর্কে তো আলোচনা হয়েছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরা তো একতরফা ভাবে বলছেন।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, উপজাতি যুব সমিতি তো আগে ইনক্লাব বলতেন।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** এখনও বলি। উনাদের কান থেকেও কান নেই, চোখ থেকেও চোখ নেই।

**মিঃ স্পীকার :—** উনাকে বলতে দিন।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** কাজেই এটা আপনারা দেখুন। আমি আর বেশী বলব না কারণ আমার অন্যান্য বন্ধুরা আলোচনা করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী কিছুক্ষণ আগেও বলেছেন যদি উনাদের দোষ-ত্রুটি থাকে তাহলে ধরে দেবার জন্য কিন্তু উনার নিশ্চয়ই মনে আছে উনি বলেছেন উনার এই সেশানের আগের সেশানে প্রিন্টিং ভুল হয়েছিল এটা আমি ধরিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তার জন্য তিনি তো একবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না। স্যার, বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে সেগুলি উনাদের বলা হলেও কাজের কাজ কিছুই করেন না। পাঠা যেমন মানুষের নামে ভগবানের কাছে নালিশ করলে কিছুই হয় না ঠিক তেমনি তাদের বিরুদ্ধে লুটপাটের কথা বললে ধমক খেয়ে আসতে হয়। এইরকম অবস্থা বলে কি লাভ হবে। উল্টো ধমক খেয়ে আসতে হয়। কাজেই, উনারা যতই বলুক ঘুষ খায়না, আমরা প্রমাণ করে দেব। এইটা হচ্ছে কথার কথা, কাজে হয়না। আর একটা কথা এখানে বলতে চাই স্যার, এরা গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করার একটা প্রসেস করছে। কারণ অনেক জায়গায় দেখেছি অ্যাডভারটাইজমেন্টের ব্যাপারে অবশ্য আগে মন্ত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয় অনিলদা এখন নতুন মন্ত্রী হয়েছেন, উনি কিরকম চালাবেন জানিনা। উনার মানসিকতার পরিবর্ত্তনও হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যারা উনাদের কথা বলেনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখে তাদেরকে অ্যাডভারটাইজমেন্ট কিছুই দেওয়া হয়না। ক্যাটাগরী হিসাবে এরা পেতে পারে। নিয়ম আছে এরা জানে, কিন্তু এদেরকে দেওয়া হয়না। আর "ডেইলী দেশের কথা" উনাদের যা লাগে পায়, না চাইলেও পায়। আর "দৈনিক সংবাদ।" "স্যান্দন," "ত্রিপুরা দর্পন," "মানুষ," 'জাগরণ, "বিবেক" এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিকে দেওয়া হয়না। এগুলি অস্বীকার করতে পারবেননা। লজ্জায় ওরা অস্বীকার করতে পারেন। কাজেই, আমি প্রথমেই বলেছি যেসমস্ত কাটমোশানগুলি এইখানে আনা হয়েছে

উনারা বিবেচনা করবেন আশা রাখি। উনাদের আজকে ত আর বেশী দপ্তর নাই, এই দপ্তরগুলি পাশ করিয়ে নেবেন এইত জানি, কিন্তু যেগুলি গঠনমূলক কাজ, বিরোধীদের দল থেকে পেশ করা হয়, এগুলি যদি ওরা অ্যাক্সেপ্ট করে নেন এই মানসিকতা হল আসল। ওদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ করুন, আমাদের কাটমোশানগুলি অ্যাক্সেপ্ট করুন এবং কাটমোশানগুলি কেন আনা হয়েছে সেগুলি বুঝে নিন। আমাদের পক্ষ থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের কাছে ৭টা ডিমাণ্ডে মোট ৩৭৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকায় ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চেয়েছি।

এর মধ্যে অন্যান্য মিনিষ্টাররাও অনুমোদন চেয়েছেন। আমার উত্থাপিত ৭টি ডিমাণ্ডের মধ্যে কাটমোশান দিয়েছে অন্যান্য মিনিষ্টারদের উত্থাপিত ডিমাণ্ডের উপরও ১৫টি কাটমোশান সর্বমোট ওরা উত্থাপন করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে ডিমাণ্ডের যে অনুমোদন চেয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং অন্যান্য মিনিষ্টাররা যে ডিমাণ্ড এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলিকে সার্বিকভাবে বিরোধীতা করে আমি ২ / ৪ টি কথা বলব। সাধারণতঃ ডিমাণ্ডের উপর যখন আলোচনা হয় এই আলোচনায় কোথায় ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, কি হওয়া উচিত ছিল এই ধরণের আলোচনা শোনা যায়।

স্যার, বিরোধী পক্ষ দায়িত্বশীল হলে কিছু গঠন মূলক কথা শুনা যায়, তারা তার ধারে কাছেও যায় না। স্যার, এবারের বাজেটের উপর গত ৬ দিন ধরে এখানে জেনারেল ডিসকাশন হয়েছে। স্যার, এই ছয় দিনের সার্বিক আলোচনায় আমার যেটা মনে হয়েছে বিরোধী সদস্যরা ভাবছেন যে আসলে মানুষের স্মৃতিশক্তি খুব কমে গেছে। মানুষ কোন কিছুই মনে রাখতে পারে না। সুতরাং তারা যেটা বোঝাবেন মানুষ সেটাই বুঝবে। কিন্তু ওরা জানেন না যে, মানুষ অন্য কথা ভাবেন এবং মানুষ অন্য কথা ভাবে বলেই তাদের এই সব ধোকা দেওয়ার চেষ্টা যেটা আজকে এই হাউসের মধ্যেই শুধু না আজকে তারা কাটমোশান এনে শুধু গলাবাজী করার মধ্য দিয়ে না, স্বাধীনতার পর যে সব দিয়ে এসেছেন মানুষ সেগুলিকে মনে রেখেছে তার শাস্তি আজও দিচ্ছে। সুতরাং, আমি অনুরোধ করব এই ধরণের চিন্তা ভাবনা ছেড়ে মানুষের কল্যাণে যাতে তাকে ব্যবহার করা যায়, মানুষের কল্যাণে কিছু কথা বার্তা যাতে বলেন আমি তার অনুরোধ করছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ড গুলির উপর যেটা বলা হয়েছে তাতে প্রথমত হল, পাওয়ার। পাওয়ারের টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, টাকা কখনও কোন ডিমাণ্ডে কমে আবার কখনও কোন ডিমাণ্ডে বাড়ে। পাওয়ারের মত বিষয়বস্তু,

এগুলির মধ্যেতো হতেই পারে এই জন্য যে, তারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন পাওয়ারের মধ্যে আমাদের গেলবারের বাজেটে আমাদের টাকা বেশী থাকার কারণ হচ্ছে, দুইটা ইউনিট। রুখিয়া প্রজেক্টে দুইটি নূতন ইউনিট আসার প্রশ্ন ছিল। এগুলিতো টাকা ছাড়া হয়না, আর ইউনিটতো সব সময় হয়ও না। এই দুইটা ইউনিট পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর গেল বারে আমাদের বসবার কথা এবং তার জন্যই মানে এই ইউনিট দুইটার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল আমরা সেই জন্য টাইমলি যেহেতু এই ইউনিটগুলি পাঁচ নম্বর ইউনিট অলরেডী কমিশনড হয়েছে আপনাদের দেখেছেন। ছয় নম্বর ইউনিট-এ সমস্ত মেটেরিয়েলস এসে গেছে এবং সেটাও এরমধ্যে হয়ে যাবে। সুতরাং, এই দুইটা ইউনিটের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল এই টাকাতো এবার থাকবে না। এছাড়া আবার একটা পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই ৩১ শে মার্চ এইটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শেষ হয়ে যাচ্ছে। নূতন পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে এপ্রিল মাস থেকে। এই পরিকল্পনায় আমরা কিছু নূতন পাওয়ার প্রজেক্ট ইত্যাদি করার জন্য তার মধ্যে আমরা রেখেছি এবং সেই পাওয়ার প্রজেক্টের একটা আগামী বছরই যদি অনুদান পাওয়া যায়, টাকা পাওয়া যায়, টাকা পাওয়া যায় যেটা অল রেডী এন, ই, সি তারা আমাদের টাকা দেবেন এবং ওদের অন্তর্ভূক্তে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সেটা হবে বড়মুড়াতে ২১ মেঘাওয়াটের এবং এটার জন্য ৯৫ কোটি টাকা খরচ হবে। এটা আমরা যদি আগামী বছরে পেয়ে যাই তার জন্য অতিরিক্ত টাকা পেলে আমাদের অতিরিক্ত বাড়বে, তখনতো আবার বলা যাবে না যে কেন টাকা বাড়ানো হচ্ছে, কেন বাড়বে। এটাতো ব্যাপার না। যেমন প্রজেক্ট আমাদের আসবে তেমন তেমন টাকা পয়সাও বেশী দরকার হবে। প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে গেলে তার জন্যতো অতিরিক্ত টাকা আমাদের বরাদ্দ করা হবে না। সেই জন্য যেহেতু এবার নূতন প্রজেক্ট' এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নাই। পুরানো প্রজেক্টের কিছু কাজ সামান্য বাকী আছে, সেটুকু করার জন্য ওখানে টাকা রাখা হয়েছে বাকী। গেল বারের সময়েরটা চিন্তা করলেতো হবে না। এখানে এটা করা হয়েছে। স্যার, এখানে যেটা ওনারা বলেছেন যে বিদ্যুতের ব্যর্থতা ইত্যাদি, ব্যর্থতা আর সাফল্য এটা কি দিয়ে নির্ভর করে আমি জানি না, ওদের কাছে তার মাপকাঠিটা কি। স্যার, ওরা আসার আগেই গোমতী প্রজেকট তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে দুইটা মেশিন অলরেডী অপারেশনে ছিল। ওখানে বড়মুড়াতেও সেখানে প্রজেক্ট ইত্যাদি সব কিছুই ছিল। রুখিয়াতেও নুতন প্রজেক্ট ইত্যাদি করার প্রশ্ন। তার পরেতো জোট আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে একজন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন, তার সেই সময়ের মানুষের অভিজ্ঞতাটা কমেনি। আমরা যখন ১৯৯৩ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় এলাম এবং এসে যখন আমি এটা দায়িত্ব পেয়ে এটা নিলাম তখন আমি হিসাব করে দেখলাম সারা দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পাওয়ার থাকত। আমরা এসে রাজ্যের উৎপাদন যেটা পেলাম ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওখানে ঐ বড়মুড়াতে তিনটার মধ্যে দুইটাই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলি চলছিল

ভালগুলি সেগুলিকে খারাপ করে দিয়েছেন। ওখানে চার মেঘাওয়াট উৎপাদন হত। ডম্বুরে ধ্বস পরে সবটা বন্ধ হয়ে গেল। ফলে রাজ্যে চার মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। তা এই চার মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যদি বেহায়া ছাতি ফুলায় তাহলে এখানে কি বলা যাবে। এটাই যদি সাফল্যের নিদর্শন হয়তো কি বলা যাবে।

এই না করে এই হরিদাস পার্টি ডান্সার-কি করবে? ফরাসী দেশে যে গেলেন, ঘুরে এলেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেটা কিসের জন্য? উনি ইঞ্জিনীয়ার নাকি? মন্ত্রীমশাই গেলেন যে। কি বুঝবেন, দালান বাড়ীর চেহারা দেখে আসবেন কিন্তু বিদ্যুতের কিছুই বুঝেন না। এইটা যদি সাফল্য হয়, তাহলে এরা-তো নিঃশ্চয়ই সেটা করতে চায়। ওরা সেই দাবী করতেই পারেন, ওটা যদি সাফল্য হয়। চার মেঘাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন করে তিনদিনে তিন চার ঘণ্টা পাওয়ার দিয়ে সারাদিন অন্ধকারে রেখে যদি এইটাই সাফল্য হয়, তাহলে হবে স্যার! আমি এই কথা বলতে পারি, স্যার, আমাদের নিজস্ব জেনারেটিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৬০ মেঘাওয়াট এর উপরে। আর আমাদের এখন ইফেক্টিভ জেনারেটিং হচ্ছে ৪০ মেঘাওয়াট। কাজেই চার মেঘাওয়াটে যদি সাফল্য হয়, ৪০ মেঘাওয়াট ওদের কাজে ব্যর্থতা। তো এই হিসেব কে করবে? মানুষ এইসব বুঝবে কেন? যেহেতু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার অভ্যাস ওদের হয়ে গেছে সেহেতু ওরা এইসব কথা বলছে। এই-গুলি মানুষ শুনবেন না আমি তাদের অনুরোধ করব এই রাস্তা ছেড়ে দিন। এই রাস্তায় বাজার গরম করার মত কোন কিছুই হবে না বা এই সব করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। বরঞ্চ তারজন্য মানুষ আপনাদের শাস্তি দিতে দিতে আজকে শুধু ত্রিপুরা বিধানসভায় নয় স্যার, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, পার্লামেন্টের মধ্যেও দেখলে দেখা যাবে সেই একটা কোণে তাদের জায়গা হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব একটা কোণে তাদের জায়গা হয়েছে। মানুষকে ধোঁকা দিতে দিতে আজকে তারা এই অবস্থায় চলে গেছেন। তারপরেও যদি ওদের শিক্ষা না হয়, কি করা যাবে। মানুষ-তো এই শিক্ষাও দিয়ে দিয়েছেন। এইখানে এসে গলা বাজী করেন আর কিছু লোক আছেন উনারা যা বলবেন এইগুলি লেখেন, আর যা বলেননা সেগুলিও লেখেন। এই সব করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাবু যত বলেন, পরিষদবর্গ বলে তার শত গুণ এই সব পরিষদ যোগাড় করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। মানুষ জানে কোনটা ঠিক, আর কোনটা বেঠিক।

স্যার, শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে বলেছেন যে ৪৯ টা স্কুল বন্ধ আছে। আমরা তো কিছুই লুকাইনি। মানুষকে ধোঁকা দেব কেন? আমরা-তো বলেছি যে কিছু ইনসার্জেন্সী প্রোবলেম্স্ আমাদের রাজ্যে আছে। এইটা শুধু আমাদের রাজ্যেই নয় স্যার, অন্যান্য রাজ্যেও আছে। ওদেরই শাসিত একটি রাজ্যেও আছে সেটা হচ্ছে মণিপুর। কত স্কুল চালু রয়েছে সেখানে? আমি তাদের

জিজ্ঞেস করতে চাই। চলে ? চলেনা। অথচ সেটা তো কংগ্রেস শাসিত রাজ্য। সেজন্য আমরা তো মানুষে সেটা বলি, লুকাইনা কিছুই। আমাদের রাজ্যে ৩,০১৪ টা স্কুল আছে। তারমধ্যে এই সব প্রোবলেমস্ এর জন্য ৪৯ টা স্কুল বন্ধ আছে। তারমধ্যে আবার কয়েকটা স্কুল খোলেছে। এখন ৩৪ টা স্কুল বন্ধ আছে। এই সব স্কুল চালানোর মত অবস্থা আমরা এখনো গড়ে তোলতে পারিনি। আমরা চেষ্টা করছি অনবরত সেগুলি যাতে চালানো যায়। এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে শিক্ষকরা যেতে পারছেন না। এখন ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে ওরা চাইছে এইগুলিকে জিইয়ে রাখার জন্য। আমি তাদের অনুরোধ করব এই রাস্তা ছেড়ে দিন। যে সব শক্তিকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে দালালী বরছে, দেশটার সর্বনাশ বরছে। ওদের ভুল পথে পরিচালিত করে দেশটাকে টুকরো টুকরো করার জন্য চক্রান্ত করেছেন, দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে চলেছেন। আমি তাদের অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যকে আর ধ্বংসের রাস্তায় নিয়ে যাবেন না। আজকে চিৎকার করছেন। আমাদেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেচেন আমি সেইদিকে যাচ্ছি না। এখন চিৎকার করছেন, এতদিন সখ করে বলেছেন উপদ্রুত অঞ্চল চাই। আর এখন যখন উপদ্রুত অঞ্চল দেওয়া হয়েছে এখন বলছেন যে, আমাদের লোকগুলোকে সব ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুষ্ট লোককেতো ধরবেই। আমরা বলেছিলাম তোমরা শুদ্ধ হও, শান্ত হও, ভদ্র হও, ভদ্র হতে শিখ, স্বাভাবিক জীবনে চলতে শিখ, অভদ্র করো না, গুণ্ডামি করো না মানুষের জীবন সম্পত্তি নষ্ট কর না আমরা সেগুলি বলেছি। ওরা এসব শুনলেন না। উপদ্রুত অঞ্চল জারী করা হয়েছে, ওরা চেয়েছে আমরা জারী করেছি। এখন চিৎকার করছে আমাদের ধরে পেটাচ্ছে। কি করবে ? পেটাবে না কি চুমো খাবে। গুণ্ডা বদমাস যারা আছে তাদের পেটাবেই। তবে তবে অন্য লোকদের যদি কিছু হয়ে থাকে সাধারণ মানুষ যদি কোথায়ও আক্রান্ত হয়ে থাকে আমরা সেগুলো দেখবো। কিন্তু যারা এসব করেছেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। সেইজন্য এখানে চিৎকার করার কোন ব্যাপার নেই। এই হাউসে তিনি আগেও চিৎকার করেছেন। এখন বলছেন যে ভাবে হবে না রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। রাষ্ট্রপতি শাসন হলে কি হবে ? রাষ্ট্রপতি শাসন যত জায়গায় হয়েছে কংগ্রেস ততো জায়গায় গর্তে চলে গিয়েছে। সভাপতির পদই চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দিয়ে, কি হবে। এইসব করে করে সব শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, সেইজন্য ওদের বলব যে ও রাস্তা ছেড়ে দিন ও রাস্তা ছেড়ে যাতে ঠিক মত চলা যায় সেই দিকে আসুন।

স্যার, রতিবাবু বলেছিলেন আই, সি, আই, টি দপ্তর থেকে দৈনিক সংবাদকে বিজ্ঞাপন দেয় না দেশের কথা পত্রিকাকে বেশী করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

স্যার, আমি তথ্য দিয়ে বলছি, একটা সরকার যখন নীতির উপর চলে তখন কে সরকারকে বাহাবা দিল কে তার বিরোধীতা করল সেটা আমরা দেখি না। সেটা দেখেছেন ওরা। সমীরবাবু

আছেন উনিও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এক বছর সুন্দীরবাবু ছিলেন চার বছর-এর মত। দেশের কথা পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ? এই হাউসে বার বার আমরা বলেছি দেশের কথা পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কোর্টে মামলা করে তারপরে অর্ডার এনে এরপরে দেশের কথা পত্রিকা তার অধিকারকে অ্যাস্টাব্লিশ করতে হয়েছে। ওরা আবার কথা বলেন নীতির কথা বলেন। কোর্ট কান ধরে কান মুচড়িয়ে ওসব বলে দিয়েছে।

স্যার, আমরা একটা নীতি করেছি এই নীতি হচ্ছে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যেগুলো অফসেট মেশিন, যেসব পত্রিকা অফসেটে করছে সেগুলো আমরা প্রতি কলাম সেমি: ২০ টাকা করে দিচ্ছি। এবং এই রমক ৬টা পত্রিকা আছে ভাবী ভারত থেকে আরম্ভ করে সবগুলো একই রেইট পায়। দেশের কথার জন্য বেশী রেইট নয়। অন্য যেগুলো আছে' এ' কেটাগরীর পত্রিকা ওখানেও ৬টা পত্রিকা আছে তারা প্রতি কলাম সেমি: ১৬ টাকা করে পান। 'ডি' কেটাগরীর যেসব ডেইলী পত্রিকা রয়েছে সেখানে তারা ১২ টাকা করে পান সেখানেও ৩টা পত্রিকা আছে। 'সি' কেটাগরী ডেইলী যেসব পত্রিকা আছে তারা ১০ টাকা করে পান। অন্যান্য যে সমস্ত সাপ্তাহিকী আছে আর সময় বেশী নিতে চাই না সেগুলো আমার বলার বিষয়বস্তু না। স্যার, যেটা ডেইলী দেশের কথা সম্পর্কে, ডেইলী দেশের কথা বেশী বিজ্ঞাপন পান কেন ? এটা এমনিতেই না। গত ৫ বছর ডেইলী দেশের কথা পত্রিকাকে এই ধরণের কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। সুতরাং, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সমস্ত পত্রিকার যেসব ক্ষতি হয়েছে সেগুলো আমরা পুশিয়ে দেব। এই শুধু ডেইলী দেশের কথার জন্য নয়। দৈনিক সংবাদ পত্রিকাও একটি সময়তে এইরকম ঘটনা ঘটেছিল। দৈনিক সংবাদ পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। তারপরে দৈনিক সংবাদকে কম্পনসেট করা হয়েছে। এটা শুধু দেশের কথার প্রশ্ন না। দৈনিক সংবাদকেও বলা হয়েছে। স্যার, এগুলো এরা ভুলে গেলে চলবে ? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এইসব বলছেন। এইভাবে বিভ্রান্ত করে মানুষের কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। এইজন্য আজকে এই অবস্থা, এইসব করছেন। স্যার, আমি একটা একটা করে বলতে পারি অনেক সময় লেগে যাবে।

স্যার, শিক্ষার কথা বলেছেন। আমরা চাই দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষা সুযোগ পায় এবং যেসব অসুবিধা আছে সেগুলো দূর করার জন্য আমরা সকলের সহযোগীতা চাইব, সকলের সহযোগীতায় সেইগুলো হবে। শুধু সরকার চেষ্টা করবে আর ওরা দুষ্টামী করবেন আর স্কুল বন্ধ করবেন, আমরা শুধু সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করে পারব এটা হয় না। একটা অংশের মানুষ যদি ইচ্ছা করে এগুলো করে তাদের শায়েস্তা করা যায়. পুলিশ দিয়ে ঠ্যাঙানো যায় এতে করে খুব বেশী ফল হয় না। যেমন ধরুন এই যে চুরি চামাড়ী ওরা করছেন আমরা পুলিশ দিয়ে ধরেছি এবং সেই ব্যবস্থা করছি। আবার এই দিকে কিন্তু মতবাজও আছেন যারা ওদের সম গোত্রীয় সমীরবাবুর বন্ধুও

হবেন তাদের ওখান থেকেও ধরা পরেছে। পুলিশ দিয়ে আমরা অ্যাকশান করাচ্ছি। কিন্তু পুলিশ সব এই কাজে লাগিয়ে রাখা যাবে না তাদের জন্য কিছু কাজও আছে। তাই উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য যদি মানুষ হাত না লাগায় যদি মানুষ সহায়তা না করে তাহলে সেগুলো হবে না তারজন্য আমি ওদের কাছে অনুরোধ করব ওসব ছেড়ে দিন। স্যার, এই শিক্ষা বর্ষে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য নতুন আমরা এ, ডি, সি, এলাকাতে এবং এ, ডি, সির বাইরে ২০টা প্রাথমিক স্কুল খুলব। ২৫টা জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নতি করব। এবং ২০ সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুল'এ উন্নতি করব এবং ১০টি স্কুলকে হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নতি করব। এগুলো আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। আমি ওদের কাছে অনুরোধ করব ছেলেমেয়েদের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে ওরা যাতে এইসব পরিকল্পনাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে না যায় ওরা যাতে সহযোগীতা করেন মানুষের স্বার্থে।

স্যার, অন্যান্য অনেক কথা বলেছেন যে বদলীর কোন নীতি নেই। আমি বুঝলাম না বদলীর নীতির জন্য কি হয়েছে। সমীরবাবুতো বদলীর নীতি সম্পর্কে কি বলেছেন জানেন না। উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমরা যখন এইসব ব্যাপারে বলেছি এবং কোর্টের অর্ডার দেখালে পরেও বলেছেন এগুলো কলাপাতা। তাই এখন বদলী নীতি আবার কি ? আমরা একটা নীতি মেনে চলি। যারা বেশী দিন শহরে আছে তাদের বাইরে পাঠাব এই নীতি আমরা মেনে চলি। বদলীর নীতি হয় না। চাকুরী দেওয়ার জন্য নীতি হয়। বদলী, সরকারের কাজ করার জন্য প্রয়োজন বোধে বদলী হবে সব হবে যাতে ইনজাষ্টিস না হয় যাতে জাষ্টিক হয় একটা নীতি যাতে মেনে চলা হয়। তারজন্য ঘোষিত বদলীর নীতি নেই। ওরা কেন বলেছেন, মাথার মধ্যে সব ক্রিমিন্যাল অফেনস, ক্রিমিন্যাল ব্রেন তাই। আর কি বলবে, নীতি ঘোষণা করা একটা, ঘোষনা করলে তখন কি হবে। যেহেতু আমার বন্ধুর শালার ছেলে সে চাকুরী করছে সে ট্রেন্সফার হলে এই নীতি এই সেই করে কিছু। আর নাহলে কোর্টে চলে যাবে। কাজেই, তাদের মতলবটা ওখানে যাতে সরকার কোন কাজ চালাতে না পারে সেইসব মতলবে এইসব কথা বলছেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সমর্থন করেন না। স্যার, চাকুরীর ব্যাপার নিয়োগ নীতি ইত্যাদি বলেছেন স্যার, লেফট ফ্রন্টের মত স্পষ্ট নিয়োগ নীতি কারো নেই। কংগ্রেস আমলে ছিল পকেট ডেলিভারী।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কনক্লুড করুন।

পকেটে করে অফার মন্ত্রীরা এম, এল, এরা নিয়ে যেত এবং ডেলিভারী দিত। স্যার, এখনতো সেই সব নেই, এখনতো পোষ্ট অফিস হয়ে তারপরে যায়। আমরা নিয়ম করেছি এটা ঘোষিত নীতি ৭০ শতাংশ সিনিয়রিটি কাম মেরিট আমাদের চাকুরী হচ্ছে এবং ৩০ শতাংশ মেরিট কাম নীতি এই ভিত্তিতে আমাদের চাকুরী হবে। এর থেকে ঘোষিত নীতি অন্য কিছু নেই। ওদের সময়তো এই-

সব নীতি ছিল না। এখন ত্রিপুরা রাজ্যকে সেই সব বোঝা ইত্যাদি বইতে হচ্ছে। দুর্নীতির কথা বলেছেন, আমি আর বলব না এইসব বললেতো শেষ হবে না। দুর্নীতির কথা বলেছেন এইসব বলতেই পারেন। বই লিখলে আপনাদের কাহিনী লিখে শেষ করা যাবে না। আপনারা এত গুনবান।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— এখানে তারা দুর্নীতির কথা বলছেন। লিখলে তো আপনাদের কাহিনী শেষ করা যাবে না। এখানে দুর্নীতি চোর এইসব কথা বলছেন। দিল্লীতে তারা যখন সেদিকে তাকান ওদের সঙ্গে আছে এবং চারিপাশে আছে সবগুলির লেভেল আছে কোনটা ৪২০, কোনটি ৩০২ কোনটা ৫৫৭ একটা লেভেল লাগানো আছে, স্যার। নরসিংহা রাও এর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪২০ ধারা মামলা আছে। সুতরাং চারপাশে যা দেখে এটাই হচ্ছে শিক্ষা। দুর্নীতি তাই নীতি হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে। কাজেই ওনাদের আমি অনুরোধ করব এই সব ছেড়ে সঠিক রাস্তায় চলে আসুন। যাতে মানুষের কল্যাণে কিছু করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের অনেক সমস্যা আছে। এই সমস্যার মধ্যেও আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্য সঠিক রাস্তায় চলুক। তাই আমি বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব এই সমস্ত কিছু ছাড়ান সরকারের সঙ্গে মিলে ত্রিপুরার মানুষের সামনে দাঁড়ান তাহলে কিছুটা আশীবাদ পেলে পেতে পারেন। এইসব কাটমোশন ছেড়ে দিন, আসুন আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাকে উন্নত করি। ধন্যবাদ।

**মি: স্পীকার** :— আজকের কার্যসূচিতে যে দুইটি ডিমাণ্ড ছিল সেই ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মারফতে জানতে চাই, আমি গতকালও উল্লেখ করেছিলাম এবং আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে একজন অর্থনীতিবিদকে এনে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। হয়তো আমাদেরকে না বুঝালেও আমাদের লীডারকে বুঝাবেন। সেটি হচ্ছে, এখানে বলা আছে গ্রস একসপেণ্ডিচার ১৯৯৭—৯৮ সালের ধরা হয়েছে ১৬২৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। আর এখানে আমাদের বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে ১৪৯০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

এখানে ধরা হয়েছে ১৬.২৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। আর এইবার ১৯৯৭—৯৮ সালে বাজেটের রাখা হয়েছে, ১৪ ৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এখানে বলা হয়েছে আইটেম ওয়াইজ নেট অ্যাকসপেণ্ডিচার। কাজে কাজেই ভোটে দিয়ে পাশ করাতে হবে। আমি এখানে চার্জের কথা বলছি না। যেগুলি নেট সেগুলি লাগবে। সে জন্য জানতে চাইছি, আমরা কি গ্রসকে পাশ করাব না নেটকে পাশ করাব ? দু'টোত হয় না।

**মি: স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আমি এখানে একটু বলছি। পরে আপনারা আপনাদের অপিনিয়ন জানাবেন। Assembly has to vote and assess the estimate of total

expenditure including recoverable amount and excluding charged expenditure.

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—** ঠিক বলেছেন। স্যার, আমার মনে হয় আর অ্যাকসপ্লেইন করার প্রয়োজন হবে না। মাননীয় বিরোধী দলনেতা ব্যাপারটা বুঝেছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** তাহলে আমি ভোটে যাচ্ছি।

Now I am putting the Cut Motion on Demand No. 14 to vote. There is one Cut Motion on the Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 14, Major Head—4552 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"failure of power generation to meet the minimum demand."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

**Mr. Speaker:—** Now I am putting the Demand No. 14 to vote. The question before the House is the Demand No. 14 moved by the Hon'ble Revenue, power, Labour etc—Department Minister that a sum not exceeding os Rs. 121,50,02,000/— (excluding the charged amount of Rs. 9,50,00,000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2801—Power. | Rs. 74,12,02,000 |
| 4552—Capital Outlay on North Eastern Areas. | Rs. 23,00,00,000 |
| 4801—Capital Outlay on power projects. | Rs. 24,38,00,000 |

(The Demand was pnt to Voice Vote and passed).

**Mr. Speaker:—** Now I am putting the Cut Motions, on Demand No 17 to vote, There are two Cut Motions on the Demand.

1. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Amal Mallik on Demand No. 17, Major Head—

2220 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/—to repres-ent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Information Centre".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

2. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No, 17, Major Head—2220 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Advertisement policy."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Revenue, Power, Labour etc. Department Minister that a sum not exceeding of Rs. 4,67,81,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2205—Art and Culture. | Rs. 10,00,000/— |
| 2220—Information and publicity. | Rs. 3,71,86,000/— |
| 3452—Tourism, | Rs. 85,95,000/— |

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker** :— How, I am putting the Cut Motion on Demand No. 37 to vote. There is one Cut Motion on the Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Shri Rati Mohan Jamatia on Demand. No. 37, Major Head 2230 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Employment Service".

(The Motion was put to Voice Vote and Lost).

**Mr. Speaker:**— Now, I am putting the Demand No. 37 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs, 2,30,54,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 37 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 2230—Labour and Employment. | Rs. 2,30,54,000/— |

(The Demand was put to Voice Vote and passed.)

**Mr. Speaker:**— Now, I am putting the Demand No. 39 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. Frist I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amal Mallik on Demand No, 39, Major Head 2203 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on polytechnic Institution".

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Now, I am putting the Demand No. 39 to vote,

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 15,74,59,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2202—General Education. | Rs. 11,02,83,000/— |
| 2203—Technical Education. | Rs. 2,21,78,000/— |
| 2204—Sports and youth Services. | Rs. 66,96.000/— |
| 2205—Art & Culture. | Rs. 1,45,50,000/— |

4202—Capital Outlay on Education, Sports Art
and culture. Rs. 37,52,000/

(The Demand was put to Voice Vote and passed.)

**Mr Speaker** :— Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. But there is one Cut-Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble member Shri Amal Malik on Demand No. 40, Major Head 2202 the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 by represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Primary Education".

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Now, I am putting the Demand No. 40 to vote.

Now, the before question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding of Rs. 217,51,45, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2202—General Education. | Rs. | 216,19,78,000/— |
| 2236—Nutrition. | Rs. | 21,71,000/— |
| 3454—Census, Survey and Statistics. | Rs. | 2,74,000/— |
| 4059—Capital, Outlay on Public works. | Rs. | 95,22,000/— |
| 4202—Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture. | Rs. | 12,00,000/— |

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No. 29 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion

to vote one by one.—

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik on Demand No. 29, Major Head-2403 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure Veterinary Services & Animal Health."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 29, Major Head-2403 that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set up Hospital & Dispensary in the Tribal areas for Animal Health Care".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost )

Now I am putting the Demand No. 29 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 14 35,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2403—Animal Husbandary. | Rs. | 10,61,80,000/- |
| 2404—Dairy Development. | Rs. | 3,72,95,000/- |
| 2552—North Eastern Areas. | Rs. | 1,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Next, Demand for Grant No. 36. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the demand under Major Head—2056 be reduced by Rs. 100/- to "ventilate the specific grievance that "Need to provide better food to the prisoners".

(The cut Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Deptt. that a sum not exceeding of Rs. 3,16.52,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 36 under the following major heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2056— | Jails. | Rs. 4,06,05,000/- |
| 4059— | Capital outlay on public works. | Rs. 10,47,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next, Demand for Grant No. 11.. There is no cut motion on this demand, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that a sum not exceeding of Rs. 6,09,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 11 under the following major Heads :

| | | |
|---|---|---|
| 2041— | Taxes on Vehicles. | Rs. 33,65,000/- |
| 3055— | Road Transport. | Rs. 54,00,000/- |
| 3075— | Other Transport Services. | Rs. 26,40,000/- |
| 5055— | Capital Outlay on Road Transport. | Rs. 4,95,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next, Demand for Grant No. 25. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the

main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"Disapproval of Govt. Policy on Handloom Industries".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 25 to vote. The question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce Deptt. that a sum not exceeding of Rs. 8,33,000/- (excluding the charges amount of Rs. 3,85,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1998 in respect of Demand No. 25 under the following Heads :—

| | |
|---|---|
| 2851—Village & Small Industries | Rs. 8,05,67,000/- |
| 4425—Capital outlay on Co-operation. | Rs. 7,00,000/- |
| 5465— Investment in General Financial and Trading Institutions | Rs. 12,00,000/- |
| 6851— Loans for Village and Small Industries. | Rs. 8,33,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker:—** Now, I am putting the Demand No. (to vote. The question before the House is the Demand No. 9 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics Department. That a sum not exceeding of Rs. 1,50,34,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

3454—Census, Survey and Statistics. Rs. 1,50,34,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker:—** Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 21, Major Head 3456 moved by **Shri Amal Mallik** That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Civil Supplies."

**Shri Rati Mohan Jamatia** Moved a cut motion on Demand No. 21, Major Head—4408 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on procurement & supply of Food grains.

(The Cut Motions were put to voice vote and lost).

Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. that a sum not exceeding of Rs. 35,85,66,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

2408—Food Storage and Warehousing Rs, 3,66,41,000/-

3456—Civil Supplies. Rs. 1,61,25,000/-

4408—Capital Outlay of Food Storage and Warehousing. Rs. 30,58,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amal Mallik on the Demand No. 38, Major Head 2058 That the

amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—"Need to inquire into the corruption in regard to purchase & supply of Stationery Stores.

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I putting the Demand No. 38 to vote. The question before the House is the Demand No. 38 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Deptt. that a sum not exceeding of Rs. 3,96,88,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 38 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 2058—Stationery & Printing, | Rs. 8,96,83000/— |

(The Demand was put to Voice Vote and lost).

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on the Demand No. 20, Major Head 2501 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz,—

Disapproval of Govt. policy on IRDP"

(The Cut Motion was put to Voice Vote and lost).

Now, I am putting the Demand No. 20 to vote. The question before the House is the Demand No. 20, moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the S. C. Welfare Department that a sum not exceeding of Rs. 65,91,81,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2225—Welfare of SC/ST/OBC. | Rs. | 7,54,18,000/— |
| 2236—Nutrition. | Rs. | 76.16.000/— |
| 2029—Land Revenue. | Rs. | 5,61,000/— |

| | | |
|---|---|---|
| 2425—Co-operation. | Rs. | 16,80,000/— |
| 4425—Capital Qutlay on Co-operation. | Rs. | 33,00,000/— |
| 5054—Capital, Outlay on Roads and Bridges. | Rs. | 2,00,00,000/— |
| 4801—Capital Outlay on Power. | Rs. | 88,00,000/— |
| 2702—Minor Irrigation. | Rs. | 70,36,000/— |
| 4711—Capital Outlay on Flood Control projects. | Rs. | 27,24,000/— |
| 2210—Medical and Public Health. | Rs | 1,37,65,000/— |
| 4210—Capital Outlay on Medical and public Health. | Rs. | 44,50,000/— |
| 2205—Art and Culture. | Rs. | 1,00,000/— |
| 2220—Information and Publicity. | Rs. | 2,50,000/— |
| 3452—Tourism. | Rs. | 4,00,000/— |
| 2515—Other Rural Development programme. | Rs | 6,19,00,000/— |
| 2230—Labour and Employment. | Rs, | 70,000/— |
| 2407—Plantation. | Rs. | 2,00,000/— |
| 2851—Village and Small Industries, | Rs. | 11,55,000/— |
| 4860—Capital Outlay on Consumer Industries. | Rs. | 5,00,000/— |
| 2851—Village and Small Industries. | Rs. | 33,72,000/— |
| 4425—Capital Outlay on Co-operation. | Rs. | 2,00,000/— |
| 5465—Investment in General Financial and and Trading Institutions. | Rs. | 5,00,000/— |
| 2851—Village and Small Industries. | Rs. | 6,00,000/— |
| 2405—Fisheries. | Rs. | 75,79,000/— |
| 2401—Crop Husbandry. | Rs. | 1,60,20,000/— |
| 2435—Other Agri. Programme. | Rs. | 40,00,000/— |
| 2401—Crop Husbandry. | Rs. | 43,99,000/— |
| 2401—Crop Husbandry. | Rs. | 70,40,000/— |

| | | |
|---|---|---|
| 2402—Soil and Water Conservation. | Rs. | 16,00,000/— |
| 2403—Animal Husbandry. | Rs. | 68,00,000/— |
| 2404—Dairy Development. | Rs. | 2,40,000/— |
| 2402—Soil and water Conservation. | Rs. | 5,50,000/— |
| 2406—Forestry and Wildlife. | Rs. | 45,95,000/— |
| 2406—Forestry and Wildlife. | Rs. | 37,00,000/— |
| 2501—Social Programme for Rural Development | Rs. | 1,84,00,000/— |
| 2505—Rural Employment. | Rs. | 2,89,00,000/— |
| 4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation. | Rs. | 4,04,00,000/— |
| 4216—Capital Outlay on Housing. | Rs. | 21,75,00,000/— |
| 4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programme. | Rs. | 84,00,000/— |
| 2501—Special Programme for Rural Development Programme. | Rs. | 2,00,000/— |
| 3425—Other Scientific Research | Rs. | 1,00,000/— |
| 4810—Capital Outlay on N.C.S.R. | Rs. | 8,00.000/— |
| 5425—Capital Outlay on Other Scientific Environmental Research. | Rs. | 1,00,000/— |
| 2202—General Education | Rs. | 7,96,30,000/— |
| 2202—General Education. | Rs. | 1,60,000/— |
| 2235—Social Security and Welfare. | Rs. | 8 51,000/— |
| 2236—Nutrition. | Rs. | 29,12,000/— |
| 2204—Sports Youth Services. | Rs. | 2,08,000/— |

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Now, I am putting the Cut Motion on Demand No. 26 to vote.

The question before the House is the Cut Motion moved by Honourable Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 26, Major Head-2405—That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on FFDA."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is theDemand No. 26 moved by the Honourable Minister-in-charge of the S C Welfare & Fisheries etc. Departments that a sum not exceeding of Rs. 4,76,67,000/- (excluding the charged amount of Rs. 70,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No 26 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2405—Fisheries, | Rs. 4,75,67,000/— |
| 2552—North Eastern Areas. | Rs. 1,00,000/— |

(The Demand was put to voice vote and passed).

## GOVERNMENT BILLS—Introduced.

**মিঃ স্পীকার** :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো— "The Tripura Appropriation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 4 of 1997."

উৎথাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Baidyanath Majumder (Deputy Chief Minister) Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce.

"The Tripura Appropriation Bill, 1997 (Tripura Bill No, 4 of 1997.)"

**মিঃ স্পীকার** :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি

ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Appropriation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 4 of 1997)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয় এবং সভায় বিলটি উত্থাপিত হলো)।

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 5 of 1997)."

বিল উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ্ করতে।

Shri. Baidyanath Mujumder (Dy. Chief Minister) :— Mr Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce—

"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 5 of 1997)"

Mr. Speaker :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 5 এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উৎথাপিত হলো। )

Mr. Speaker :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Vacancies in Services and posts) First Amendment Bill, 1997 (Tripura Bill No. 6 of 1997)." উৎথাপন।

আমি এখন এস, সি, ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ্ করতে।

Mr. Aghore Debbarma (Minister in-charge for S. C. & S. T. Deptts ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce— "The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of vacancies in Services and posts) First Amendment Bill, 1997 (Tripura Bill No. 6 of 1997)."

মি: স্পীকার :— এখন এস, সি, ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :—

" The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Vacancies in Services and Posts) First Amendment Bill. 1997 (Tripura Bill No. 6 of 1997). "

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উথাপিত হলো)।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উথাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এই সভা আগামী ২৯ শে মার্চ, শনিবার ১৯৯৭ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE 123

(Questions & Answers.)

Admitted Starred Question No. 119. ANNEXURE—"A"

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রিগণ কি কোন বিশেষ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী কিনা ?

২। বিশেষ সুযোগ থাকিলে তা কি কি ?

উত্তর

প্রশ্ন নং ১ } The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Act, 1972
প্রশ্ন নং ২ } অনুযায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী—

ক) যদি কোন ব্যক্তি চার বৎসর ও তার বেশী সময় মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকেন তাহলে তিনি বিনা ভাড়ায় একটি আসবাবপত্রহীন সরকারী বাস ভবনে আজীবন বাস করিতে পারিবেন।

এবং তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তিন মাস পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে বাস করিতে পারিবেন।

ধ) যদি কোন ব্যক্তি চার বৎসর ও তার বেশী সময় মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকেন তাহলে তিনি কতগুলি বিধি নিষেধ সাপেক্ষ মাসিক পাঁচশত টাকা হারে বিশেষ ভাতা পাবেন

উপরোক্ত আইনে প্রাক্তন মন্ত্রিগণের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত নাই।

Admitted Started Question No. 252

Name of Member :— Shri Arun Bhoumik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Eleotion Department be pleased to state :—

| Question | Answer |
|---|---|
| ১। ত্রিপুরায় পার্লামেন্টের আরও একটি আসন তফসিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়েছে কিনা ? | ১। রাজ্যগুলি থেকে পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ ইং এর সংশ্লিষ্ট ধারার সংশোধন আবশ্যক। রাজ্য থেকে পার্লামেন্টে আরও একটি আসন বৃদ্ধি করে তফসিলী জাতির জন্য সংরক্ষণ করার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়নি। |

Admitted Starred Questio1 No. 253

Name : Sri Umesh Ch. Nath, M. L. A,

Will the Hon'ble Msnister-in-oharge of the Animal Resouroes Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য, (ধর্মনগর) প্রেমতলাতে পশু হাসপাতালের জন্য জায়গা আছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত জায়গায় হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Answer—

১। ইহা সত্য যে ধর্মনগরের প্রেমতলাতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের নিজস্ব জায়গা আছে।

২। ধর্মনগর প্রেমতলাতে পশুহাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. 370

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to State.

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। সারা রাজ্যে ১৯৯৪—৯৫ অর্থ বৎসরে কতজন বেনিফিসিয়ারীকে মৎস্য দপ্তর থেকে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে ? | ১৯৯৪—৯৫ অর্থ বৎসরে মৎস্য দপ্তর বিভিন্ন মৎস্য চাষ কর্মসূচী রূপায়নে সর্বমোট ৬৩৪০ জন বেনিফিসিয়ারীকে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। |
| ২। দিয়ে থাকলে তার পরিমান/সংখ্যা কত ? | মোট ৪৪,৩২,০৪০টি মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। |

Admitted Starred Question No. 397

Name of the Member :— Shri Sahid Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ইহা কি সত্য যে, সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়ায় একটি ফিসারী ফার্ম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ? | ১। হ্যাঁ, ইহা সত্য, পশ্চিম ত্রিপুরা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (FFDA West) সোনামুড়া মহকুমায় কলমচৌড়ায় ফিসারী ফার্ম করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। |
| ২। যদি সত্য হয় তাহলে কবে নাগাদ এই ফার্মের কাজ শুরু হবে। | ২। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলেই এই ফার্মের কাজ শুরু করা হবে। |
| ৩। বর্তমানে সারা রাজ্যে, কয়টি ফিসারী ফার্ম আছে এবং কোথায় কোথায় এই ফার্মগুলো আছে ? | ৩। সারা রাজ্যে মোট ২০টি মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং মৎস্য প্রজনন খামার আছে। এছাড়াও ২টি ক্ষুদ্রকার মৎস্যবীজ উৎপাদন জলাশয় রয়েছে। |

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| ক্রমিক নং | মৎস্য প্রজনন খামার/মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম। | আয়তন (হেক্টরে) |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| | **উত্তর ত্রিপুরা জেলা—** | |
| ১। | পানিসাগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র ধর্মনগর। | ১.৬০ |
| ২। | ধর্মনগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, ধর্মনগর। | ০.৭৬ |
| ৩। | গঙ্গানগর মৎস্য প্রজনন খামার, ধর্মনগর। | ২.৯৪ |
| ৪। | কাঞ্চনপুর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, কাঞ্চনপুর। | ১.২৫ |
| ৫। | আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন খামার, কুমারঘাট, কৈলাশহর। | ১৫.১৮ |
| ৬। | করমছড়া মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, লংথরাইভেলি। | ৭.২০ |
| ৭। | আম্ভাঙ্গা মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, কমলপুর (ধলাই জেলা)। | ১.৯৬ |
| | মোট — | ৩০.৮৯ |
| | **দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—** | |
| ১। | অমরপুর মৎস্য প্রজনন খামার। | ৩০ ৭০ |
| ২। | ধনিসাগর উৎপাদন কেন্দ্র (P. G. B) উদয়পুর। | ২০.৪৮ |
| ৩। | রাজধর মানিক্যদীঘি মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, উদয়পুর। | ৭.৬৬ |
| ৪। | কমলাসাগর মৎস্য প্রজনন খামার, বাগমা, উদয়পুর। | ৭.০০ |
| ৫। | ফটিকসাগর মৎস্য প্রজনন খামার, অমরপুর। | ২.০৮ |
| ৬। | জাতীয় মৎস্যবীজ খামার, মুহুরীপুর, বিলোনীয়া। | ৬.৮৫ |
| ৭। | সাতচাঁদ মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র সাব্রুম। | ১.০২ |
| ৮। | শর্মা জাতীয় মৎস্য প্রজনন খামার, গণ্ডাছড়া (ধলাই জেলা)। | ৬.০০ |
| | মোট— | ৮৪.৮৯ |

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | গমকী মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, খোয়াই। | ১.২৫ |
| ২। | চাকমাঘাট মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, খোয়াই। | ২.৫০ |
| ৩। | লেম্বুছড়া মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র, সদর। | ৬.৬৫ |
| ৪। | রামনগর রাজ্য মৎস্য প্রজনন খামার, সদর। | ২৯.৬০ |
| ৫। | আগরতলা মৎস্য প্রজনন খামার, সদর। | ২.০০ |
| ৬। | জিরানীয়া উৎপাদন কেন্দ্র, সদর। | ০.২০ |
| ৭। | সোনামুড়া উৎপাদন কেন্দ্র, সোনামুড়া। | ০.২০ |
| | মোট — | ৪২.৪০ |

Admitted Starred Question No. 399

Name of Member :— Sri Shahid Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যে মোট কয়টি কৃষি কার্ম রয়েছে? এবং ফার্মগুলিতে কি কি বীজ উৎপাদন করা হয়? | রাজ্যে মোট ২১টি কৃষি খামার আছে। ঐ খামারগুলিতে ধান, গম, তৈল বীজ, ডাল ও আখ উৎপাদিত হয়। |
| ২। সোনামুড়ার নলছড় কৃষি ফার্মটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং বছরে কত পরিমাণ বীজ সংরক্ষণ করা হয়। | নলছড় কৃষি খামার হইতে বছরে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন করা হয়। |
| ৩। বর্তমানে এই ফার্মের অধীনে মোট কত একর জমি আছে? এবং বীজ উৎপাদন করার জন্য চাষের কাজের জল সেচের কি ব্যবস্থা রয়েছে? | এই কার্মে ২৫ একর জমি আছে। ও সেচের জন্য পাম্প সেটের ব্যবস্থা রয়েছে। |
| ৪। বর্তমানে উক্ত ফার্মে কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছে? এবং তাদের কি কি কাজ দেওয়া হয়? | উক্ত ফার্মে ২৯ জন শ্রমিক আছে। ঐ শ্রমিকদিগকে চাষ বাস করার সমস্ত প্রকার কাজেই নিযুক্ত করা হয়। |

Admitted Starred Question No. 404

Name of the Member :— Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state.

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১নং : ধর্মনগর মহকুমার কুর্তিবিলে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি ? | ১নং : ধর্মনগর মহকুমার কুর্তিবিলে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয়নি । |
| ২নং : নেওয়া হইলে উক্ত বিলে গড়ে প্রতি বৎসর মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ কত ? | ২নং : প্রশ্ন উঠে না । |
| ৩নং : কতটি পরিবার উক্ত বিলে মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল, | ৩নং : ১৬০টি পরিবার আংশিকভাবে উক্ত বিলে মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। |
| ৪নং : বিলটির আয়তন কত ? | ৪নং : বিলটির আয়তন আনুমানিক ৭৪ হে: । |

Admitted Starred Question No. 411

Name of M.L.A : Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

QUESTION :—

১ । রাজ্যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র কতটি রয়েছে ? এবং কতটি সাব-সেণ্টার রয়েছে ?

২ । চলতি আর্থিক বছরে নূতন সাব-সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

৩ । থাকলে পেচারতল শান্তিপুরে সাব-সেণ্টার করা হবে কিনা ?

ANSWER :—

১ । রাজ্যে ৪৪টি পশুচিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে এবং ১১৮টি সাব-সেণ্টার রয়েছে ।

২ । হ্যাঁ, আছে ।

৩ । পেচারথল শান্তিপুরে সাব-সেণ্টার করার কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয় নাই ।

Admitted Starred Question No. 413

Name of the Member :— Sri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

১নং প্রঃ— ইহা কি সত্য, জম্পুই হিলে কমলা উৎপাদন প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে ?

উঃ— ইহা সত্য যে জম্পুইহিলে কমলা উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ।

২নং প্রঃ— সত্য হইলে ইহার কারণ কি ?

উঃ— প্রশ্ন উঠে না ।

৩নং প্রঃ— উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উঃ— উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দপ্তর থেকে নিম্নে বর্ণিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

ক) একটি কেন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ দল জম্পুই হিলে কমলা উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে গেছেন । এবং এই সুপারিশ অনুযায়ী কমলা বাগানের নতুন পরিচর্য্যা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

খ) ভাষাগত সমস্যা এড়াতে "মিজো" ভাষায় কমলা চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ।

গ) দপ্তরের অফিসাররা বিভিন্ন গ্রুপ মিটিং মোটিভেশান এবং বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করছেন ।

ঘ) অষ্টম যোজনার ১৯৯৭—৯৫ ইং হইতে কমলা চাষ উন্নতিকরণের লক্ষ্যে একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে উন্নত প্রথার কমলার প্রদর্শনী চাষ, পুরনো বাগান সংস্কার, ৫০% ভর্তুকীতে স্প্রে মেশিন এবং বিনামূল্যে অনুখাদ্য, সার ও ঔষুধের মিনিকীট বিতরণ করা হচ্ছে । তাছাড়া হাতে কলমে শিক্ষার জন্য বহিরাজ্য কমলাচাষীদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

১৯৯৪—৯৫ ইং আর্থিক বর্ষে কমলা চাষ উন্নতি কল্পে পরিকল্পনা যাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৮.৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৫—৯৬ বর্ষে ব্যয় হয়েছে ৯ ৬৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৬—৯৭ বর্ষে ধার্য্য হয়েছে ৬ ০০ লক্ষ টাকা ।

৪। কমলা চাষীদের জন্য রাজ্য সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

কমলা চাষীদের জন্য রাজ্য সরকার যে সকল সাহায্য করে থাকেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

ক) বিনামূল্যে উন্নতমানের কমলার চারা সরবরাহ ।

খ) উন্নত প্রথায় কমলার প্রদর্শনী চাষ ।

গ) পুরানো কমলা বাগানের সংস্কার।

ঘ) অনুখাদ্য এবং রোগ কীটনাশক ঔষধের মিনিকিট বিতরণ।

ঙ) ভর্তুকীতে স্প্রে মেশিন সরবরাহ ইত্যাদি।

৫। সম্পূর্ই হিলে হর্টিক্যালচার রিসার্চ সেন্টার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উ:— উত্তর পূর্বাঞ্চলে পর্ষদের কাছে একটি পরিকল্পনা নেওয়া আছে।

Admitted Starred Question No. 414

Name of Member :— Sri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

| | |
|---|---|
| ১। রাজ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ? | রাজ্যের কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। |
| ২। যদি থাকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ? | কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। |
| ৩। যদি না থাকে, রাজ্যে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কি ? | প্রশ্ন উঠেনা। |

Admitted Starred Question No. 417.

Name of Member :— Shri Bhudeb Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে আর নূতন আউটপোষ্ট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকলে কোন কোন বিভাগে ও স্থানে তাহা করা হবে ;

৩। প্রস্তাবিত রতীয়াবাড়ীতে ফটিকরায় থানা স্থানান্তর ও পাকা বাড়ী নির্মাণ করার বিষয়টি কি অবস্থায় আছে ;

৪। কবে নাগাদ এই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

বিভিন্ন এলাকায় অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশাসনিক প্রয়োজন বিবেচনা করে Police Out Post সাধারণভাবে স্থাপন করা হয়। সেইখানে প্রয়োজনীয় পুলিশের সংখ্যা

এবং অধিক ব্যবস্থাগুলিকেও পরীক্ষা করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় Out Post এর জন্য যে সমস্ত দাবী ও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সবগুলিই উপরোক্ত বিবেচনার মধ্যে রক্ষিত আছে।

৩। বর্তমানে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question. No. 419

Name of the Member :— Sri Sudhir Das.

Will be the Minister-in-charge of the Infoimation. Cultural Affairs & tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন শিল্পীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সাংস্কৃতিক ক্লাশ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১। না।

Admitted Starred Question No. 421

Name of the Member :— Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agrioulture Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন:— ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় কোন কর্পোরেশন এবং সমবায় আছে কি?

উত্তর :— ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় একটি কর্পোরেশন এবং একটি সমবায় আছে।

যথা—ক) ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেড ও

খ) সোনামুড়া সব্জী উৎপাদক সমবায় সমিতি লিমিটেড।

২নং প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে গত তিন বৎসরে ঐ কর্পোরেশন এবং সমবায়কে কি কি সাহায্য করা হয়েছে?

উত্তর :— ক) ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনকে বিগত ১৯৯৪—৯৫ আর্থিক বছরে কৃষি দপ্তর হইতে দশ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

খ) গত তিন বৎসরে সোনামুড়া সব্জী উৎপাদক সমবায় সমিতিকে কৃষি দপ্তর থেকে কোন সাহায্য করা হয় নাই ।

৩নং প্রশ্ন :— এবং এর শেয়ার ক্যাপিটাল কত ?

ক) ত্রিপুরা হর্টিক্যালচার কর্পোরেশনের শেয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

খ) সোনামুড়া সব্জি উৎপাদক সমবায় সমিতির শেয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে নিম্নরূপ :—

১। সরকারী— ২০,৪১.৫০০ টাকা
ব্যক্তিগত— ৪৭.৪৫৫ টাকা

মোট ২০,৮৮,৪৫৫ টাকা

Admitted Starred Question No. 422

Name of Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Deperpment be pleased to state :—

প্রশ্ন—

১) ইহা কি সত্য রুদিজলা (রুদ্রসাগর) দিন দিন শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?

উত্তর— ১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

প্রশ্ন— ২)

যদি সত্য হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—২

ক) প্রাথমিকভাবে দপ্তর এবং দিল্লীস্থিত এক কনসালটেশন এ্যাজেন্সি (অপারেশন রিসার্চ গ্রুপ) একটি প্রকল্পসূচী তৈয়ারী করে বহির্দেশীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার এই সহায়তার বিষয়টি না মঞ্জুর করে।

খ) পরে ফিসারী, ক্ষুদ্রসেচ-বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, পর্যটন, রাজস্ব ও বনদপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

গ) এই কমিটির সুপারিশমূলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের গোমতী ক্যানেল ডিভিসন ৩,২০,৬৫.০০ টাকার একটি প্রাথমিক প্রকল্পসূচী তৈরী করে।

এই কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে এবং তার কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No. 424

Name of the Member :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of Agriculture Deptt. be pleased to state :—

১নং প্রঃ— রাজ্যে জম্পুই পাহাড়ে বনাঞ্চলে আলু, মুলা, কপি, টমেটু উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি দপ্তরের কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

উঃ— পরীক্ষামূলকভাবে বর্ষাকালে জম্পুই পাহাড়ে আলু, মূলা, কপি, টমেটু উৎপাদনের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি ।

২নং প্রঃ— নিয়ে থাকলে চলতি আর্থিক বছরে উৎপাদন করা হবে কিনা ?

উঃ— যেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই সেহেতু উৎপাদনের প্রশ্নই উঠে না ।

৩নং প্রঃ— না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উঃ— পরীক্ষামূলকভাবে জম্পুই পাহাড়ে বর্ষাকালে আলু, মূলা, কপি, টমেটু চাষের পরিকল্পনা না নেওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ :—

জম্পুই পাহাড়ের বর্ষাকাল আলু, কফি, টমেটু উৎপাদনের সহায়ক নহে। কারণ এখানে বৃষ্টিপাতের আধিক্য অনেক বেশী এবং বর্ষাকালে তাপমাত্রা প্রায় ৩০°C থেকে ৩৫°C এর মধ্যে থাকে যা নাকি শীতকালীন সব্জী উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল।

Admitted Starred Question No. 427

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to State.

QUESTION :—

১। আর. কে নগর ক্যাটল ফার্মে গো-খাদ্য মিশ্রণ কারখানায় প্রতি মাসে কি পরিমাণ গো-খাদ্য উৎপাদন হয় ?

২। এই উৎপাদনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের গো-খাদ্যের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে কি ?

৩। যদি না হয় তবে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

৪। ইহা কি সত্য যে এই গো-খাদ্য উৎপাদনে নিম্নমানের ও বাদাম ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হয় ?

৫। সত্য হইলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

Answer—

১। R. K. Nagar cattle Farm-এর গো-খাদ্য মিশ্রন কারখানায় গত এপ্রিল ১৯৯৬ইং থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ইং পর্য্যন্ত প্রতিমাসে গো-খাদ্য ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমান এইরূপ :—

| | | |
|---|---|---|
| April— | 1996 — | 92,000 kg (Ninety two thousand) kg. |
| May— | ,, | 82,000 kg (Eighty two thousand) kg. |
| June— | ,, | 1,59,000 kg (one Lakh fiftynine thousand) kg |
| July— | ,, | 1,77,000 kg (one lakh seventy seven thousand) kg |
| August— | ,, | 86,500 kg (Eighty six thousand five hundred) kg |
| September | ,, | 20,000 kg (Twenty thousand) kg |
| October | ,, | 56,000 kg (Fifty six thousand ) kg |
| November | ,, | 1,14,000 kg (One lakh forteen thousand) kg |
| December | ,, | 1,00,000 kg (One lakh) kg. |
| January | 1997 | 65,000 kg (Sixty five thousand) kg. |
| February | ,, | 70,000 kg (Seventy thousand) kg. |

Total :— 10,21,500 kg

২। এই উৎপাদনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের গো-খাদ্যের সমস্যা সমাধান হয় না।

৩। সারা রাজ্যের সার্বিক গো-খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর অর্থ ও পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নাই।

৪। ইহা সত্য নহে। I S I-এর মান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পশুখাদ্য তৈরী করা হয়। নিম্নমান হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 432

Name of the Member :— Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে ১ম ও ২য় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে রাজ্য সরকারের পুলিশ, টি, এস, আর, আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের কেন্দ্রীয় সরকারের সি, আর, পি, এফ বি, এস, এফ, সি, আই, এস, এফ'এর সমহারে রেশনভাতা দেওয়া হত।

২। যদি সত্য হয় তবে এখনো কি ঐ প্রথা চালু আছে ?

৩। না থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর :—

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের Armed, Un-Aramed and State Rifles সকল কর্মচারীকে যে রেশন ভাতা দেওয়া হতো তা এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আধা সামরিক বাহিনীর রেশন ভাতার সাথে মিল ছিল।

১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় ৪র্থ বেতন কমিশন ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনীর রেশন ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ধিত হার করার পর পূর্বের মিল ভেঙ্গে যায়।

৩। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাতা দেন এবং রাজ্য সরকার আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে রেশন ভাতা দেন ।

Admitted Starred Question No. 444.

Name of the Member :— Smt. Kartik Kanya Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য হোমগার্ড নেওয়ার জন্য মহিলা সহ অন্যান্যদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল।

২। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে কতজন এস. সি / এস. টি ও মহিলা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর : –

Baok Log ST/SC Reserve কোটায় চাকুরী নিয়োগ সম্পূর্ণ মাননীয় কোর্টের আদেশ থাকার ফলে Special Drive এর চাকুরী নিয়োগ বন্ধ রাখতে হয় ।

সম্প্রতি মাননীয় হাইকোর্ট সেই আদেশ কার্য্যকর করা স্থগিত করে দেওয়ার ফলে হোমগার্ডে নিযুক্তির কাজ পুনরায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

Admitted Starred Question No. 454

Name of the Member :— Sri Bhuded Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agrioulture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যে নতুন করে কোন হ্যাচারিং সেন্টার চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | ১। আপাততঃ নাই। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ২। থাকলে ফটিকরায় Agri. Sector অফিসে কোন হায়ারিং সেণ্টার খোলা হবে কি ? | ২। প্রশ্নই উঠে না। |
| ৩। উক্ত ফটিকরায় Agri. Sector অফিসে পাকাবাড়ী নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | ৩। আপাততঃ নাই। |
| ৪। থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ? | ৪। প্রশ্নই উঠে না। |

Admitted Starred Question No. 455

Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ইহা কি সত্য যে, শ্রীরামছড়া জি. পি. রামকৃষ্ণপুর জি. পি. নবনজয় জি. পি. (তেলিয়ামুড়া) কোন কৃষি মহকুমার মধ্যে পড়ে না ? | ইহা সত্য নহে। |
| ২। সত্য হলে তাহার কারণ কি ? | প্রশ্নই উঠে না। |

Admitted Starred Question No. 461

Name of Member :— Sri Arun Bhowmik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন:— | উত্তর |
|---|---|
| ১। ত্রিপুরার বার্ষিক আলু উৎপাদনের পরিমাণ কত ? | ত্রিপুরায় ১৯৯৫—৯৬ ইং সনে ৭৬,৮৭০ মেঃ টন আলু উৎপাদন হইয়াছিল। |
| ২। রাজ্যে হিমঘরের সংখ্যা কত ? | রাজ্যে বর্তমানে চালু হিমঘরের সংখ্যা ৩টি। |
| ৩। বর্তমানে কি পরিমাণ আলু হিমঘরে রাখার ব্যবস্থা আছে ? | ৪,৬০০ মেঃ টন। |
| ৪। রাজ্যে আরো হিমঘরের প্রয়োজন আছে কিনা ? থাকিলে কবে করা হবে ? | হ্যাঁ, আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া গেলেই কাজ হাতে নেওয়া হবে। |

Admitted Starred Question No. 462
Name of Member :— Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

বর্তমানে চালু ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ১৬,৪৭,৬৩৭ জন। এই ভোটার তালিকা ১-১-১৯৯৬ ইং তারিখকে বয়সের ভিত্তি তারিখ ধরে ৯-১-১৯৯৬ ইং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন

২) রাজ্য সরকারের অবগত আছে কিযে ভোটাধিকার প্রয়োগে যোগ্য যে সমস্ত নাগরিকের নাম এখনও রাজ্যের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই তাদের সংখ্যা কত এবং

৩) এই সমস্ত ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১-১-১৯৯৬ ইং তারিখকে বয়সের ভিত্তি তারিখ ধরে সকল যোগ্য ভোটারদের নাম দাবী ও আপত্তি নিষ্পত্তি সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবর্তীকালে যে সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে আবেদন করছেন তাদের আবেদনগুলি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ১-১-১৯৯৬ ইং তারিখে পরবর্তী কালে রাজ্যে বসবাসকারী যে সমস্ত নাগরিকের বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হয়েছে, ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী সংশোধনীর সময় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 467
Name of the Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisharies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন— ১ বর্তমানে ডম্বুরে বৎসরে কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় ?

উত্তর— চলতি আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ইং সন পর্যন্ত মোট ৩.১৭০ মেট্রিক টন মাছ জেলেদের নিকট থেকে সরকারী পর্যায়ে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রশ্ন — ২ এই মাছ কোথায় কোথায় বিক্রি হয় ?

উত্তর সংগৃহীত মাছ অমরপুর, যতনবাড়ী ও আগরতলাতে বিক্রী করা হয়েছে।

প্রশ্ন— ৩ ধর্মনগরে বিক্রীর কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তর হ্যাঁ, অধিক পরিমাণ মাছ সংগৃহীত হলে অন্যান্য মহকুমার ন্যায় ধর্মনগরেও বিক্রি করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 472

Name of the Member :— Sri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার 2nd Indian Reserve Battalion (6th T.S.R.Bn.) খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন;

২। যদি সত্য হয় ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের (Govt. of India) অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কি ?

৩। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাইয়া থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত Battalion এর নিয়োগ কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। আগামী ১৯৯৭ ইং সনের মে মাসের মধ্যে ব্যাটেলিয়ন গঠনের কাজ আরম্ভ করার সম্ভাবনা আছে।

Admitted Starred Question No. 479

Name of the Member :— Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ত্রিপুরার কয়েকটি থানার অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক থানাতে জমা নেওয়া হয়েছিল ?

২। সত্য হলে কোন্ কোন্ থানা ?

৩। ইহা কি সত্য জমা নেওয়া বন্দুকের অনেক মালিকের লাইসেন্স ইতিমধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

৪। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। না। ২। প্রশ্ন উঠে না। ৩। প্রশ্ন উঠে না। ৪। প্রশ্ন উঠে না।

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No. 482

Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agricultre Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা এলাকায় V.L.W অফিস কয়টি আছে ?

২। আগামী অর্থ বৎসরে উক্ত এলাকায় নতুন V.L.W অফিস খোলা হবে কিনা।

৩। যদি খোলা হয় তাহলে কমলাসাগর বিধানসভার কৈয়াডেপায় একটি V.L.W অফিস খোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বিশালগড় কৃষি মহকুমার অধীন বর্তমানে ৫৫টি V.L W আছে।

২। আপাততঃ নাই।

৩ আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. 485

Name of the Member :— Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় মধুপুরে একটি পুলিশ আউটপোষ্ট খোলার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছিলেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কতদিনের মধ্যে উক্ত আউটপোষ্টটি খোলা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 490

Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge the Home Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। বিশ্রামগঞ্জের পুলিশ Out Post টি থানায় পরিণত করবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। যদি থাকে তাহা হইলে কতদিনের মধ্যে উক্ত পুলিশ Out postটি থানায় পরিণত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১ নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি নূতন থানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়তা সমূহ শীঘ্রই পরীক্ষা করা হবে। বিশ্রামগঞ্জ এই ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হবে।

Admitted Starred Question No. 493

Name of the Member :— Shri Madhab Ch. Saha.

Will be the Minister-In-Charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মাতাবাড়ীকে রাজ্যের অন্যতম প্রধান Tourist Spot হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে ঐ এলাকাকে উন্নত করার জন্য কি কি পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উদয়পুর মাতাবাড়ী এলাকাকে উন্নত করার জন্য যে সকল কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে—

ক) ছয় শয্যাবিশিষ্ট একটি পান্থ নিবাস পর্যটকদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

খ) মাতাবাড়ীতে কল্যাণ সাগরের মাঝে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ঝর্ণা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ) মাতাবাড়ীকে আলোকউজ্জ্বল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) মাতাবাড়ী এলাকায় একটি ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) মাতাবাড়ীতে তীর্থ যাত্রীদের বাসস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 502

Name of the Member :—Shri Brajendra Mog Chowdhury.

Will the Hon'ble Minieter-in-charge of the Election Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্ধারনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কিনা,

২। যদি পাঠানো হয়ে থাকে তবে কোন সময়ে নির্বাচন করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার মতামত পাঠিয়েছেন ?

৩। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কোন মতামত পাওয়া গিয়েছে কিনা, এবং

৪। পাওয়া গেলে এই সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে কি জানিয়েছেন ?

উত্তর

১। এই রকম কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ এবং ৪নং প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 558

Name of the Member :— Shri Bhudeb Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গত ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ইং সনে ফিসারি দপ্তর থেকে মোট কয়টি অফিস গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ সময়ের মধ্যে মোট কতটি অফিস গৃহ রাজ্যে নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল ?

৩। বাকী থাকলে সেগুলির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করার কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

৪। ফটিকরায়ে নির্মিয়মান অফিস গৃহটি নির্মাণের কাজ কত দিনে শেষ হবে ?

উত্তর

১। ১৯৯৪-৯৫ইং সনে মোট ২টি এবং ১৯৯৫-৯৬ইং সনে মোট ৪টি অফিস গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে মোট ২টি এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ৩২টি অফিস গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল।

৩। ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ২৬টি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল তার মধ্যে ৪টি সম্পূর্ণ হয়েছিল। অসম্পূর্ণ ২২টির মধ্যে ১৬টির নির্মাণ কার্য ১৯৯৬-৯৭ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬টির কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। ইহা ছাড়া আরও ৬টি গৃহ নি-াণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। আশা করা যায় আগামী অর্থ বৎসরের (১৯৯৭-৯৮) প্রথম পর্বে শেষ হবে।

Admitted Starred Question No. 577

Name of Member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অধিন মোহনপুর বাজারটিকে পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে করে নাগাদ হস্তান্তর করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 583

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty and Sri Shdhir Das

Will be the Minister-in-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের তথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন করে তথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৩। থাকলে কোথায় কোথায় এবং কয়টি হবে? (স্থানের নাম ঠিকানা)

৪। কল্যাণপুর তথ্য কেন্দ্রটি উন্নতি সাধণের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১। মোট ৩৯টি।

২। হ্যাঁ।

৩। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনুতে।

৪। উন্নতি সাধনের বিষয়টি আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব তা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 609

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি থানা এলাকাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে ?

২। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার পর ঐ থানা এলাকাগুলি থেকে উগ্রবাদীরা কতজনকে অপহরণ করেছে ? (থানাভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯টি থানাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২। ৫ (পাঁচ) জনকে। (সিধাই থানা—২ জন, বীরগঞ্জ থানা—৩ জন)

Admitted Starred Question No. 611

Name of the Member : Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নিত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। কল্যাণপুরে দপ্তরের একটি পশু চিকিৎসালয় (Vety Dispensary) আছে। তবে পশু চিকিৎসালয়কে পশু হাসপাতালে উন্নিত করার পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. 628

Name of the Member : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। যে সমস্ত আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কেইস আছে ব্যাংক ডাকাতি সহ তাদের কেইসগুলি কি অবস্থায় আছে ?

২। আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের উপর থেকে সরকার কোন কেইস উঠিয়ে নিয়েছে কিনা ?

৩। নিয়ে থাকলে তা কোন কোন ধরণের কেইস ?

উত্তর

১। যে সমস্ত কেইস চার্জশিট হয়েছে কিন্তু এখনও প্রত্যাহার হয় নাই তাহা Prosecution এ আছে।

২। হ্যাঁ, ১৪০টা কেইস তুলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাহার অধিকাংশই কার্য্যকরি হয়েছে।

৩। প্রত্যেকটি কেইস বিচার বিবেচনা করার জন্য উর্দ্ধতন সরকারী Officer দের নিয়ে Scruting Committee গঠন করা হয়েছে। Scruting Committee সুনির্দিষ্টভাবে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অপরাধ বাছাই করে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় যে সকল অপরাধের অভিযোগ আছে এবং অস্ত্র আইনের অভিযোগগুলি তদন্ত করে মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন।

যে সকল মামলা উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ উগ্রপন্থী জীবনের সাথে যুক্ত নয় সে সব মামলা প্রত্যাহার করা হয় না।

যে সকল মামলা তদন্তাধীন সে ক্ষেত্রেও আত্ম সমর্পনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিকে মূল্যায়ন করা হয়।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 76

Name of Member : Shri Rati Mohan Jamatia and Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন আদালতে মোট মামলার সংখ্যা কত ?

২। তারমধ্যে কয়টি খুনের মামলা, কয়টি ধর্ষণের এবং কতটি অন্যান্য ?

৩। ঐ মামলাগুলোর কয়টিতে আসামীদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে ?

৪। কতটি ক্ষেত্রে সরাসরি কোর্টে আত্মসমর্পন করেছে ?

উত্তর

১, ২, ৩, ৪ } তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 83

Name of the Member : Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Minister-In-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। রাজ্যে মোট লোকরঞ্জন | ১) ৪৪৩টি মহকুমা ভিত্তিক দেখা গেল। |

শাখার সংখ্যা কয়টি ?
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

| | | |
|---|---|---|
| ক) | সদর মহকুমা— | ৭১টি |
| খ) | বিশালগড় মহকুমা— | ৩৫টি |
| গ) | সোনামুড়া মহকুমা— | ২৭টি |
| ঘ) | খোয়াই মহকুমা— | ৫৪টি |
| ঙ) | উদয়পুর মহকুমা— | ৬৬টি |
| চ) | বিলোনীয়া মহকুমা— | ৩৬টি |
| ছ) | সাব্রুম মহকুমা— | ২৬টি |
| জ) | কাঞ্চনপুর মহকুমা— | ১৭টি |
| ঝ) | ধর্মনগর মহকুমা— | ২৭টি |
| ঞ) | অমরপুর মহকুমা— | ২৪টি |
| ট) | গণ্ডাছড়া মহকুমা— | ৯টি |
| ঠ) | লংতরাই ভ্যালী মহকুমা— | ২০টি |
| ড) | কমলপুর মহকুমা— | ২৫টি |
| ঢ) | কৈলাসহর মহকুমা— | ৩৬টি |
| | মোট— | ৪৪৩টি |

২। বর্তমানে সবগুলো চালু আছে কি ?

২। ৪৪৩টির মধ্যে ৩৬৯টি লোকরঞ্জন শাখা বর্তমানে চালু আছে।

৩। এই সমস্ত লোকরঞ্জন শাখাগুলোর প্রত্যেকটিতে কি কি ধরণের বাদ্যযন্ত্র আছে ?

৩। ১টি হারমোনিয়াম ও ১টি ঢোলক

৪। এই সব লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি ?

। হ্যাঁ। প্রতি তিন মাস অন্তর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ২০০.০০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া কোন লোকরঞ্জন শাখা যাত্রানুষ্ঠান করলে ৩০০.০০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

Admitted Un-Starred Question No. 87

Name of the Member : Sri Hasmai Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ১। তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতা পাওয়ার পর ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ ইং সাল পর্যন্ত এগ্রিকালচার দপ্তরের মাধ্যমে উপজাতী ও তপশিলীজাতী গরীব পরিবারগুলোকে আনারস, নারিকেল, সুপারী, কলা ইত্যাদি কত পরিবারকে দিয়েছিল। ইহাতে কত পরিবার উপকৃত হন। মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাবে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় তথ্য জানাবেন কি ?

উত্তর ১। বিগত তিন বছরে গৃহাঙ্গনে ফল বাগান তৈরী করে মোট কতজন তপশিলীজাতী ও উপজাতী পরিবার উপকৃত হয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

| কৃষি মহকুমা | ১৯৯৪—৯৫ | | ১৯৯৫—৯৬ | | ১৯৯৬—৯৭ জানুয়ারী পর্যন্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | উপজাতী | তপ:জাতী | উপজাতী | তপ:জাতী | উপজাতী | তপ:জাতী |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৬ | ৭ |
| ১। পানিসাগর | ১২৪ | ২৩৫ | ৩১০ | ১৯০ | ১৪০ | ১৩০ |
| ২। কুমারঘাট | ৩৯৫ | ২৫০ | ২৮০ | ২১০ | ১৪০ | ১৩৪ |
| ৩। কাঞ্চনপুর | ৪৬৫ | — | ২৭০ | — | ২২০ | — |
| ৪। ছামনু | ৩৫০ | — | ২২০ | — | ১৮০ | ৬৫ |
| ৫। সালেমা | ১৪০ | ২৪০ | ২৭০ | ২০০ | ১৬৮ | ১১৯ |
| ৬। গণ্ডাছড়া | ১৩২ | ৫৩ | ২১৫ | ৮০ | ১৪০ | ৫০ |
| ৭। অমরপুর | ৩৮৫ | ১৪৭ | ২৯৫ | ১০০ | ২৯০ | ৩৫ |
| ৮। বগাফা | ২৯২ | ১৫৬ | ৩০৭ | ৮৮ | ১১৯ | ৮০ |
| ৯। মাতাবাড়ী | ৪৪৪ | ২১২ | ২১৫ | ১০০ | ১৪০ | ১১০ |
| ১০। রাজনগর | ২১৬ | ১৫৯ | ৬২ | ১৬৫ | ১৫ | ১৩৭ |
| ১১। সাঁতচান্দ | ২০২ | ১০৮ | ২৪৮ | ৬৭ | ১৪০ | ৫৮ |
| ১২। খোয়াই | ৪০২ | ১৫২ | ৩০০ | ১২৫ | ১২৫ | ৬৮ |
| ১৩। তেলিয়ামুড়া | ৩০৭ | ১৬০ | ৩০০ | ১২৫ | ১২৫ | ৬৮ |
| ১৪। জিরানীয়া | ১৪৭ | ৫৭ | ৩০০ | ১২৫ | ১২৫ | ৬৮ |
| ১৫। মোহনপুর | ২৩৫ | ১৭৯ | ২৯৫ | ১১৫ | ১২৫ | ৫৭ |
| ১৬। বিশালগড় | ৪০২ | ২০২ | ৩০০ | ১৮০ | ১২৫ | ৭৭ |
| ১৭। মেলাঘর | ২২২ | ১১৫ | ৩০০ | ১২০ | ১২৫ | ৬৮ |
| | ৪৮৯১ | ২৪০৫ | ৪৪১৫ | ১৯৯০ | ২৪৪২ | ১৩২৪ |

প্রশ্ন ২। বর্তমান আর্থিক বছরে পাহাড় দুর্গম অঞ্চলে আনারস বাগান করা ও অন্যান্য ফলের বাগান করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে কিনা ?

উত্তর বিগত বছরগুলির ন্যায় বর্তমান আর্থিক বছরেও দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আনারসের বাগান ও অন্যান্য মিশ্র ফলের বাগান তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। যদি পরিকল্পনা না নিলে তার কারণ ?

উত্তর প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 94

Name of the Member :— Sri Amitabha Dutta.

Will be the Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলায় কোন বৎসর থেকে বই মেলা শুরু হয়েছিল ?

২। রাজ্যে বইমেলা শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৯৭ ইং পর্য্যন্ত আগরতলায় কেন্দ্রীয়ভাবে কয়টি বই মেলা হয়েছে ? বইমেলা করার জন্য রাজ্য সরকার কত অর্থ ব্যয় করেছেন ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৩। আগরতলায় কেন্দ্রীয় বই মেলার ন্যায় রাজ্যের মহকুমাগুলিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বই মেলা হয়েছে কি না ? হয়ে থাকলে কোন কোন মহকুমায় কোন কোন বৎসরে হয়েছে ?

৪। যদি প্রতি বৎসর সব মহকুমায় না হয়ে থাকে তাহার কারণ কি ? যে সমস্ত মহকুমায় বই মেলা হয়েছে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যের পরিমান কত ?

উত্তর

১। ১৯৮১ সাল থেকে।

২। ক) ১৫টি বইমেলা হয়েছে। খ) বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৮১ সালে— ১ লক্ষ টাকা
১৯৮২ সালে— ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৩৩ টাকা
১৯৮৩ সালে— ১ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৮৪ সালে— ১ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৮৫ সালে— ১ লক্ষ ৬৯ হাজার

১৯৮৬ সালে— ২ লক্ষ ১২ হাজার
১৯৮৭ সালে— ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৯৪ টাকা
১৯৮৮ সালে— ৩ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৮৯ সালে— ৪ লক্ষ
১৯৯১ সালে— ৬ লক্ষ
১৯৯২ সালে— ৯ লক্ষ
১৯৯৪ সালে— ৫ লক্ষ
১৯৯৫ সালে — ৭ লক্ষ
১৯৯৬ সালে — ৮ লক্ষ
১৯৯৭ সালে— ৫ লক্ষ

৩। ক) হ্যাঁ। খ) উদয়পুর মহকুমায় হয়েছে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে।
ধর্মনগর মহকুমায় হয়েছে ১৯৮৬ সালে।

৪। ক) উপযুক্ত অর্থের সংস্থান না থাকায় অন্যান্য মহকুমাগুলিতে বইমেলা করা সম্ভব হয়নি।

খ) রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যের পরিমান হল :
উদয়পুরে : ৪০ হাজার টাকা ১৯৮৫ সালে, ৪৫ হাজার টাকা ১৯৮৬ সালে।
ধর্মনগরে : ১ লক্ষ টাকা ১৯৮৬ সালে।

Admitted Un-starred Question No. 99

Name of the Member :— Smt. Kartik Kanya Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্মুসয়নগর অন্তর্গত গুরুপদ কলোনীর কৃষি বাগানটি বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় আছে।

২। উক্ত বাগানে বর্তমানে কত সংখ্যক লিচু, কাগজি লেবু, আম ও কাঁঠাল গাছ আছে ?

৩। গত ৯৩ সাল থেকে জানুয়ারী ৯৭ পর্য্যন্ত এই বাগান হইতে আয়ের পরিমাণ কত ?

৪। বাগানটি বন্ধ থাকিলে তাহা চালু করার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। এই বাগানে বর্তমানে ১৮৭৫টি লিচু গাছ, ৩৭৩টি লেবু, ৩১০টি আম এবং ২৭৫০টি কাঁঠাল গাছ আছে।

৩। গত ৯৩ সাল থেকে জানুয়ারী ৯৭ পর্য্যন্ত গুরুপদ কৃষি ফলের বাগানে মোট আয়ের পরিমান নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| ১৯৯৩-৯৪ = | ৭৬৫ টাকা |
| ১৯৯৪-৯৫ = | ১৩,৩৮১ ,, |
| ১৯৯৫-৯৬ = | ২,১৬৫ ,, |
| ১৯৯৬-৯৭ (জানুয়ারী ৯৭ পর্য্যন্ত) | ৭,৬৮৬ ,, |
| | ২৩,৯৯৭ টাকা |

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 100

Name of the Member : Shri Makhan Lal Chakraborty,

Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ সনে রাজ্যে লোক আদালত কতগুলি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। (জেলা ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। রাজ্যে বিভিন্ন আদালতে কত সংখ্যক মামলা নথিভুক্ত হয়ে আছে? (যেমন মুনসেফ কোর্ট, জজ্‌কোর্ট, হাইকোর্ট ইত্যাদি ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। রাজ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে লোক আদালতে মোট ২১৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা—৯০টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা—৭২টি, উত্তর ত্রিপুরা—৫২টি,

২। বিভিন্ন আদালতে নথিভুক্ত মামলাগুলির সংখ্যা নিম্নে দেয়া গেল :—

মুনসেফ কোর্ট—১০৬২টি জজ্‌কোর্ট—৫০৩২টি অন্যান্য কোর্ট—১৩৮৯৬টি, হাইকোর্ট—৩২৪৯টি।

৩। রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকালে দাবী পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় যে রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট স্থাপনের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমানে ব্যবস্থা রয়েছে যেমন হাইকোর্ট বিল্ডিং, কোয়ার্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।

Admitted Unstarred Question No. 101
Name of the Member : Sri Makhan Lal Chakraborty
Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। রাজ্যে কৃষি খামারের সংখ্যা কত নাম ও ঠিকানা ? | রাজ্যে মোট ২১টি কৃষি খামার আছে। তাহার জেলা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ:— |

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—
১) নড়কলা বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, জিরানীয়া
২) বিশ্রামগঞ্জ প্রদর্শনী খামার, বিশ্রামগঞ্জ
৩) লেম্বুছড়া পরীক্ষা বীজ খামার, লেম্বুছড়া
৪) নলছড় বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, সোনামুড়া
৫) তেলিয়ামুড়া Breeder Seed ফার্ম, তেলিয়ামুড়া।

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—
১) গকুলনগর বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, গকুলনগর
২) মনু প্রদর্শনী খামার, বগাফা
৩) কাঠালিয়াছড়া বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, বগাফা।
৪) দক্ষিণ হিচাছড়ী প্রদর্শনী খামার
৫) আমলিঘাট বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, সাব্রুম
৬) রূপাইছড়ী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার সাব্রুম,
৭) রাংখাং বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, অমরপুর
৮) বংকারাই বাড়ী প্রদর্শনী খামার, অমরপুর

গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা
১) চুরাইবাড়ী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, ধর্মনগর
২) নবীনছড়া প্রদর্শনী খামার, নবীনছড়া।
৩) আমবাসা বীজ পরিবর্দ্ধন খামার, সালেমা
৪) কাঠালছড়া প্রদর্শনী খামার, ছৈলেংটা।
৫) ক্ষেত্রীছড়া প্রদর্শনী খামার, ছাউমনু।
৬) করমছড়া প্রদর্শনী খামার, করমছড়া।
৭) লালছড়া প্রদর্শনী খামার, ছৈলেংটা।
৮) জগবন্ধুপাড়া প্রদর্শনী খামার, ধলাই।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ২। ঐ খামারগুলিতে কি কি ফসলের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন বা সংরক্ষণ করা হয় ? | ২) ঐ খামারগুলিতে ধান, পাট, তৈলবীজ, ডাল ও আখ উৎপাদন হয়। |
| ৩। রাজ্যে বীজ সোধনাগার গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? | ৩) আপাতত নাই। বর্তমানে প্লেন প্রোটেক্শন কেমিক্যাল দ্বারা বীজ শোধন করা হয়। |
| ৪। থাকিলে কোথায় কোথায় করা হবে ? | ৪) প্রশ্ন উঠে না। |

Admitted Un-starred Question No. 102

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেগুলাইটেড কৃষি-নিয়ন্ত্রিত মার্কেটের সংখ্যা কত ? (বাজারের নাম ও ঠিকানা)

উত্তর

রাজ্যে রেগুলাইটের মার্কেটের মোট সংখ্যা ২১টি। বাজারের নাম ও ঠিকানা এইরূপ :—

| ক্রমিক নং | রেগুলাইটেড বাজারের নাম | ঠিকানা |
|---|---|---|
| ১। | পানিসাগর | পোঃ পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা। |
| ২। | দশদা | পোঃ দশদা কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা। |
| ৩। | পাবিয়াছড়া | পোঃ পাবিয়াছড়া, কৈলাসহর উত্তর ত্রিপুরা। |
| ৪। | ছাওমনু | পোঃ ছাওমনু, ধলাই জিলা। |
| ৫। | কুলাই | পোঃ কুলাই, কমলপুর, ধলাই জেলা। |
| ৬। | গণ্ডাছড়া | পোঃ গণ্ডাছড়া, ধলাই জেলা। |
| ৭। | তেলিয়ামুড়া | পোঃ তেলিয়ামুড়া, পঃ ত্রিপুরা। |
| ৮। | কল্যাণপুর | পোঃ কল্যাণপুর, পঃ ত্রিপুরা। |
| ৯। | বাচাইবাড়ী | পোঃ বাচাইবাড়ী, খোয়াই পঃ ত্রিপুরা। |
| ১০। | চম্পকনগর | পোঃ চম্পকনগর পঃ ত্রিপুরা। |
| ১১। | মোহনপুর | পোঃ মোহনপুর, পঃ ত্রিপুরা। |
| ১২। | বিশালগড় | পোঃ বিশালগড়, পঃ ত্রিপুরা। |
| ১৩। | জম্পুইজলা | পোঃ জম্পুইজলা, পঃ ত্রিপুরা। |
| ১৪। | মেলাঘর | পোঃ মেলাঘর, পঃ ত্রিপুরা। |

| | | |
|---|---|---|
| ১৫। | সোনামুড়া | পোঃ সোনামুড়া দঃ ত্রিপুরা। |
| ১৬। | গর্জি | পোঃ গর্জি, দঃ ত্রিপুরা। |
| ১৭। | নূতনবাজার | পোঃ নূতনবাজার, দঃ ত্রিপুরা। |
| ১৮। | শান্তির বাজার | পোঃ শান্তিরবাজার, দঃ ত্রিপুরা। |
| ১৯। | কলসী | পোঃ কলসী, দঃ ত্রিপুরা। |
| ২০। | বড়পাথাড়ী | পোঃ বড়পাথারী, দঃ ত্রিপুরা। |
| ২১। | শিলাছড়ি | পোঃ শিলাছড়ি, দঃ ত্রিপুরা। |

প্রশ্ন

২। এই বাজারগুলির উন্নতি সাধনে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

৩। কল্যাণপুর মার্কেট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী বাজারে যুক্ত করে টেল বা বাজার সেড নির্মাণ ও একটি সুপার মার্কেট গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

৪। কল্যাণপুর কৃষি গোদামের কাজ কবে পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা হবে ?

উত্তর

২। এই বাজারগুলির উন্নতিকল্পে সরকার পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, গোদাম, বাজার সেড স্টল নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাজার পরিসেবা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৩। ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক বছরে কল্যাণপুর বাজারে ১০ (দশ) কক্ষ বিশিষ্ট টেল নির্মাণ করার ব্যয় অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল এবং অসমাপ্ত কাজ ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বৎসরে সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কল্যাণপুর নিয়ন্ত্রিত বাজারে এখন কোন সেড নির্মান করার প্রস্তাব নাই। সুপার মার্কেট তৈরী করার কোন প্রস্তাব বাজার কমিটি হইতে আসে নাই এবং কৃষি দপ্তর সুপারমার্কেট তৈরী করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নহে।

৪। কল্যাণপুরে কৃষি গোদামের কাজ অতি সত্বর সম্পূর্ণ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 103.

Name of the Member :— Sri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিকল্পনা খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কত ?

২। কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ এই বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৩—৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ কত ছিল ?

৪। উক্ত বৎসরগুলিতে বরাদ্দকৃত পরিকল্পনার অর্থ কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিকল্পনা খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ হল মোট ৪১৪'০০ লক্ষ টাকা।

(Animal Husbandry ৪০০.০০ এবং Dairy Dev.—১৪ লক্ষ)

২। কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ এই বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাহা নিম্নরূপ :-

| Items | Animal Husbandry | Dairy Dev. | Total |
|---|---|---|---|
| 1. Salary & wages | Rs. 291.00 lakhs | Rs. 2.20 lakhs | Rs. 293.20 lk, |
| 2. TA/HTC/LTC/MR | Rs. 3.40 ,, | Rs 0 20 ,, | Rs. 3.60 ,, |
| 3. Office Exp Rent/ Advt. Pub & other charges. | Rs. 23.00 ,, | Rs. 0.40 ,, | Rs. 23.40 ,, |
| 4. Propulsion charges/ cost of P.O.L | Rs. 12,00 ,, | Rs. 0.20 ,, | Rs. 12.00 ,, |
| 5. Machinery & Equipt, | Rs. 5.75 ,, | Rs. 1.00 ,, | Rs. 6,75 ,, |
| 6 Stipend | Rs. 2.00 ,, | Rs. 0.50 ,, | Rs. 2.50 ,, |
| 7. Minor Works | Rs. 4.90 ,, | Rs.— | Rs. 4.90 ,, |
| 8, Medicine & Vaccine | Rs. 21.00 ,, | Rs — | Rs 21.00 ,, |
| 9. Ration | Rs 29.25 ,, | Rs 7.50 ,, | Rs 36.75 ,, |
| 10. Breeding Stock | Rs 0.15 ,, | Rs.— | Rs, 0 15 ,, |
| 11. Frozen Semen Straw | Rs, 1.00 ,, | Rs, 2.00 | Rs, 3.00 ,, |
| 12. Seeds & Fertiliser | Rs, 1.30 ,, | Rs,— | Rs, 1.30 ,, |
| 13, Rinderpest Eradi'n | Rs, 0.25 ,, | Rs— | Rs, 0.25 ,, |
| 14. P,W,D | Rs, 5.00 ,, | Rs— | Rs, 5 00 ,, |
| Total :— | Rs, 400,00 ,, | Rs. 14.00 ,, | Rs, 414,00 ,, |

৩। ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে অত্র দপ্তরে উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনা খাতে কত বাজেট বরাদ্দ ছিল তাহা নিম্নরূপ :—

| Year | | Animal Husbandry | | Dairy Dev | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | | 480.00 | | 80.00 | | 560 00 |
| 1993-94 | | 300.00 | | 50.00 | | 350.00 |
| 1994-95 | | 380.00 | | 69.00 | | 449.00 |
| 1995-96 | | 439.00 | | 25.00 | 45.00 | 484.00 |
| | | | Addl | 20 00 | | |
| 1996-97 | | 444.00 | | 20.00 | | 514.00 |
| | Addl, | 50.00 | | | | |

৪। উক্ত বৎসরগুলিতে বরাদ্দকৃত পরিকল্পনার অর্থ কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 upto Feb'97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salary/Wages/ Ration/Medicine/ Vaccine/Frozen Semen/Office Exp./ TA/MR/LTC/HTC/Rent/ pub/Minor works etc. | 412.758 | 335.571 | 445.089 | 476.885 | 404.703 |

Admitted Un-starred Question No. 105

Name of the Member : Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Fisharies Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কত জন Beneficiaries দের মৎস্য চাষের জন্য পুকুর ও জলাশয় খনন করে দেওয়া হয়েছে ? (এস. টি, এস. সি. ও Othersদের আলাদা হিসাব)।

২। প্রত্যেকটি পুকুর বা জলাশয়ের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় যথাক্রমে ৪২৭ জন ও ৩৭৯ জন Beneficiariesকে পুকুর বা জলাশয় খনন করে দেওয়া হয়েছে। এদের এস. সি. এস. টি ও অন্যান্যদের আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

| সন | এস. টি | এস. সি | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৫-৯৬ | ২০৬ | ১১৭ | ১০৪ | ৪২৭ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ২১৯ | ১০৭ | ৫৩ | ৩৭৯ |

২। ৩ (তিনটি) প্রকল্পে পুকুরগুলি খনন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ভিন্নরূপ যথা চারা উৎপাদনের জন্য ১৭,০০০ টাকা, মাছ উৎপাদনের জন্য ২৪,০০০ টাকা, এবং মিনি ব্যারেজের জন্য ৮,০০০ টাকা, তবে গড়ে প্রত্যেকটি পুকুরের জন্য খরচ হইয়াছে ১২,৫০০ টাকা।

Admitted Un-starred Question No. 116

Name of the Member : Shri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে নতুন প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকলে কোথায় কোথায় খোলা হবে?

৩। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কয়টি নতুন প্রাথমিক পশু চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে?

৪। উক্ত সময়ে কয়টি প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্রকে গো-প্রজনন কেন্দ্রে, কয়টি গো-প্রজনন কেন্দ্রকে পশু চিকিৎসালয়ে এবং কয়টি পশুচিকিৎসালয়কে পশু হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে তার বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। এখনও স্থান স্থিরীকৃত হয় নাই।

৩। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে নতুন ২টি প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র ও ১০টি সাব-সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। উক্ত সময়ে ১০টি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রকে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে উন্নীত করা হইবে এবং ৬টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রকে পশু হাসপাতালে উন্নীত করা হইবে।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

## SATURDAY, THE 29TH MARCH, 1997.

The House met in the Assembly House, Agartala at 11 A. M. on the Saturday, the 29th March, 1997.

## PRESENT

Shri Jitendra Sarker, Hon'ble Speaker, in the Chair, The Dy. Chief Minister, the Deputy Speaker, 11 Ministers and 36 Members.

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

**Mr. Speaker :—** I have received a letter on 29th March, 1997 from Hon'ble Chief Minister of Tripura that Shri Aghore Deb Barma, Minister for Tribal Welfare etc. Departments will not attend in the Assembly on this day i.e. 29th March, 1997 due to illness. Shri Keshab Majumder, Minister for Power etc. Departments will give all the replies to the questions and will perform any other business relating to the Departments allocated to Shri Aghore Deb Barma, Minister for Tribal Welfare etc. Departments.

## QUESTIONS AND ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিস্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিস্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

**মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা, শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।**

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** ( কৃষ্ণপুর ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার— ৩৫।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এড্মিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার— ৩৫।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার— ৩৫।

### প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৯৬ ইং সালে এগ্রি বি.এসসি, বি. ডি. এস, এম. বি. বি. এস, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ভেটেরিন্যারী সার্জেন ইত্যাদি বিষয়ে বহিঃরাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতি কোটায় মোট কতটি আসন পাওয়া গিয়েছিল ( পৃথকপৃথক হিসাব ) ?

১। ইহা কি সত্য যে, এই প্রাপ্ত আসনসমূহের সবকটিতে তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতি প্রার্থীদের পাঠানো সম্ভব হয়নি ?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ, এবং

৪। এই কারণ সমূহ দূরীকরণে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

**উত্তর**

| | | এস. টি | এস. সি |
|---|---|---|---|
| ১। | এম বি. বি. এস | ১১ | ০৬ |
| | বি ডি. এস | ০১ | ০১ |
| | ইঞ্জিনীয়ারিং | ১১ | ০৩ |
| | এগ্রি. বি. এসসি | ১০ | ০৪ |
| | বি. ভি. এস. সি. | ০২ | ০১ |
| | বি এসসি ( ফিসারিজ ) | ০১ | ০১ |
| | মোট | ৩৮ | ১৭ |

২। হ্যাঁ ইহা সত্য।

৩। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সের মেধা তালিকা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন তপঃজাতি ও তপঃ উপজাতি প্রার্থী না পাওয়ার ফলে সবকয়টি আসনে উক্ত প্রার্থীদের পাঠানো সম্ভব হয়নি।

৪। জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বসার জন্য প্রতি বছর তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্পেশাল কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবার সময়মত পরীক্ষায় বসতে পারেনি বলে এজেন্ট হয়েছে। এস,টি ও এস,সিদের জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য কত মার্কস প্রয়োজন হয় ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, তপঃ জাতি এবং তপঃ উপজাতি পরীক্ষার্থীরা যাতে ভাল রেজাল্ট করতে পারে সেই জন্য তাদের ব্যাপারে আলাদা কোচিং-এর ব্যবস্থা আমরা করেছি। খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় সেখানে। নাম্বার কমিয়ে তাদের যোগ্যতার মাপ-কাঠি নির্ধারণের বিষয়টি রাজ্য সরকার সেভাবে ভাবেননি। কারণ, বিষয় নিয়ে এভাবে চিন্তাই করা হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি সংরক্ষিত সীটে যাতে করে পূরণ করা যায় সেই জন্য জয়েন্ট এন্ট্রেন্সের স্পেশাল কোচিং ব্যবস্থা চালু রেখেছি ভাল রেজাল্ট করার জন্য।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে কোচিংয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আগরতলায় যে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ এখানে থাকার কোন জায়গা নেই। তার জন্য কিছু অসুবিধা হচ্ছে এইরকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, শুধু কোচিংয়ের জন্য আলাদা থাকার কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি এটা ঠিক। তবে মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন যে, আগরতলায় কোচিংয়ের ব্যবস্থা আছে এই রকম অন্যান্য জায়গায় ব্যবস্থা হবে কিনা— এই রকম পরিকাঠামো এখনও আমাদের তৈরী হয়নি যে এই ধরণের ব্যবস্থা করা যায় বা ডিষ্ট্রিক্ট লেবেলে করা যায়। এখন যে ব্যবস্থাটা আছে যারা কেনডিডেট আছে তাদের কোচিং নিতে গেলে নিজস্ব উদ্যোগে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এই রকম থাকার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করা হয়নি।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাই যে, ন্যূনতম কত নাম্বার পেলে একজন এস, সি, এবং এস, টি কেনডিডেট তারা সিলেকটেড হন এই জয়েন্ট এণ্ট্রান্স ইত্যাদি দিয়ে ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা সাধারণতঃ আমাদের যা আছে ন্যূনতম পাশ মার্কতো অন্যান্য বিষয়ের মত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল। কারণ, মেধা তালিকা যেটা তৈরী হয়, মেধা তালিকা অনুযায়ী অনেক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয়। তার থেকে যা লিস্টেড হয় যত নাম্বার পর্য্যন্ত আছে অনেক সময় ৬০ শতাংশ ৭০ শতাংশ নাম্বার পায় তাদের নেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও ৭৫, ৬৫ পর্য্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায় নিচে নামার কোন স্কোপ নেই। সুতরাং পাশ মার্ক যা আছে এর উপরেতো সবগুলি কাভার করা যায় না।

সুতরাং উপর থেকে আমরা শুরু করি। মেধা তালিকা যতটা পর্য্যন্ত এসে কাভার করা যায় ততটা পর্য্যন্ত নেওয়া যায়। মেধা তালিকায় যা লিস্টেড হয় সব হয় না এই জন্য নির্দিষ্ট নাম্বার বলা মুশকিল। পাশ মার্ক হলে এক এক সময় এক একটা হতে পারে। যদি কেনডিডেট বেশী হয় বা কম থাকে তাদের সীট যদি কম পাই হয়ত দেখা গেল ৭০ পর্য্যন্ত এসে শেষ হয়েছে নাম্বার আর দেওয়া গেল না। যে বছর আমরা সীট বেশী পাই হয়ত এসে দেখা গেল ৬০ শতাংশ পর্য্যন্ত নেমে যেতে পারে এইরকম হয়ত এক এক বছর হতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। পাশ মার্ক যেটা আছে ৪০ এর উপরে সেটা পেতে হবে এর নিচে নামা যায় না কিন্তু তার উপরে করা যায়।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— প্রশ্নটা হচ্ছে এস, সি, এবং এস,টি,দের জন্য একটা রিজার্ভ পোস্ট আছে।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— ঐটা আলাদা তালিকা।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— ওটার মধ্যে যখন পরীক্ষা হয় তখন সেই জেনারেলদের সেই কোটা একরডিং টু মেরিট যেটা হয়, এস, সি, এস, টি,দের ক্ষেত্রে এই রকম হলে পরে তখন সেখানে ন্যূনতম কতটা হলে পরে নির্বাচিত হতে পারে ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা সাবজেকট ওয়াইজ ভেরী করে এবং সেগুলো দেখা যাবে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এমনিতে যা আছে ৪০ শতাংশ মার্কস পেতে হবে।

**শ্রীসহীদ চৌধুরী** ( বক্সনগর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে

এস, টি, এবং এস, সিদের কতজন ছাত্র পাঠানো গেল না ? এই যে এস, টি, ৩৭ জন বলেছেন এবং এস. সি. ১৭ জন বলেছেন এরমধ্যে কতজন পাঠানো যায় নি ?

দুই নং হচ্ছে, এই রাজ্যে তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের এখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসার জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা লক্ষ্য করছি যেহেতু তারা গ্রাম অঞ্চল থেকে আসছে অনেকেই, আগরতলা শহরে তাদের থাকার ব্যবস্থা দপ্তর করেন না। যারজন্য তাদের এখানে থাকার অসুবিধা আছে, খাওয়ার অসুবিধা আছে এবং তাদের স্টাইপেণ্ডের যে ব্যবস্থা সেটা সম্ভবত অল্প দেওয়া হয়। এইসমস্ত বিভিন্ন অসুবিধার কারণে এই পোস্টগুলি পূরণ করা যায় না, ছাত্রদের পাঠানো যায় না। এই দুটি ব্যবস্থা সম্পর্কে কি চিন্তাভাবনা করছেন দপ্তর সেটা জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) ঃ— স্যার, এক এক বছর এক এক রকম হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না। তবে এভারেজ এই রকম হয় না। আমি এখানে বলছি ১৯৯৬ ইং সালে কতজন পাঠানো গেল কতজন পাঠানো গেলনা। ১৯৯৭ ইং সালে আমরা বাইরে থেকে যে কোটা পেয়েছি তা হলো মোট ২৮টি সীট। একশ শতাংশ রোস্টার অনুযায়ী তফসিলী উপজাতি এবং তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অনুমোদন ক্রমে এই ২৮টি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরমধ্যে এস, টি, ১১ জন এস. সি. ৩ জন এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ১৪টি আসন ছিল। এরমধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রেন্সএ মেধা তালিকা এইসমস্ত আসন সবগুলোর জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন তফসিলী উপজাতি এবং তফসিলী জাতি প্রার্থী না পাওয়ার ফলে রাজ্যসরকারের অনুমোদনক্রমে তফসিলী উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন থেকে যদিও ৪টি আসনের জন্য ৪ জন পাওয়া যায়নি অর্থাৎ যে ১১টি আসন তফসিলী উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ ছিল তাতে ১১ জন আমরা পাঠাতে পারিনি, ৭ জন আমরা পাঠাতে পেরেছিলাম। ৪ জন তফসিলী জাতি প্রার্থীর জন্য এই যেটা আছে সেটা ট্রেন্সফার করে তফসিলী জাতি প্রার্থীদের দিয়ে ঐ ৪টি আসন পূরণ করা হয়েছে। স্যার, ১১টা ছিল এস. টিদের জন্য তারমধ্যে ৭ জন হচ্ছে এস. টি এবং অন্যগুলো কনর্ভাট করে এস. সিদের অতিরিক্ত ৪ জন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তফসিলী জাতি প্রার্থীদের একটা সাধারণ প্রার্থীকে বণ্টন করা হয়েছিল। এখানে ৪জন এবং তফসিলী জাতির যে ৩টি আসন ছিল তাতে মোট ৭টি আসন হল। ৭টির মধ্যে আমরা ৬ জন প্রার্থী পেয়েছি। এই ৬ জন আমরা পাঠিয়েছি। আর যোগ্যতাসম্পন্ন আর একটা সাধারণ প্রার্থীদের দিয়ে ওখানে যে ১৪টা ছিল তারমধ্যে ১৫ জনকে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং প্রতি বছর একই রকম হবে না, তার সীট অনুযায়ী নির্ভর করে, কেনডিডেট অনুযায়ী নির্ভর করে সেইভাবে করা হয়ে থাকে। আর যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন স্যার, আপনারাতো জানেন আমরা যদিও শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিনান্সিয়াল কনষ্ট্রেন্ট আমাদের তো থেকেই গেছে। এমনকি আমরা যদি

সব ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে পড়াতে পারতাম তাহলে আমরা খুশী হতাম। কিন্তু আমাদের পক্ষে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ওদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্ভব না। যতটুকু পারা যায় সেটা আমরা সম্পূর্ণ করে যাচ্ছি। সেখানে কোন রকম কার্পণ্য আমাদের নেই। যদি ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটে তাহলে আমরা দেখব, ফিনান্সিয়্যাল ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে আমরা দেখব।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী** ( কল্যাণপুর ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৯৬ ইং সালে জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কতজন এস. সি ছাত্র কতজন এস. টি ছাত্র বসেছিলেন এবং এরমধ্যে কতজন পাশ করেছে ? এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মেধার ভিত্তিতে করা হয় এবং পাশের নাম্বার উপর থেকে আসে তারপরে নিচের দিকে আসে। এতে আমরা লক্ষ্য করছি স্যার, এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে যেহেতু অনগ্রসর পশ্চাদপদ এস. সি. এবং এস. টি. তাদের জন্য আলাদা কেটাগরী তারা যেহেতু শিক্ষায় একটু দুর্বল এখন যদি উপর থেকে মেধা তালিকা ঠিক করে আসে তাহলে ওরা এই চান্স পাবে না। তাই পদ্ধতিটা পরিবর্তন করে আলাদা কেটাগরী অর্থাৎ এস সি এবং এস. টিদের জন্য আলাদাভাবে ৫০ শতাংশের কম নাম্বার পেলেও ৪৫ শতাংশ পেলে তাদের যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং ব্যাপারটি আলাদাভাবে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীরতনলাল নাথ** ( মোহনপুর ) :— স্যার, রাজ্যের সোসিয়্যালি এডুকেশন্যালি ব্যাক ওয়ার্ডদের জন্য গত বছর কিংবা এ বছর জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ও. বি. সি. ছাত্রছাত্রীদের জন্য রিজার্ভেশনের কোন পার্সেণ্টেজ ছিল কিনা ? থাকলে গত বছর কত ছিল এবং এ বছর কত পারসেনটেজ আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা সবারই জানা যে ও. বি. সি. দের জন্য এখনও রিজার্ভেশন পদ্ধতিই চালু নেই।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

**শ্রীহাসমাই রিয়াং** ( কুলাই ) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৪৬।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৪৬।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে, দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে শিকারীবাড়ীতে গ্রোপ সেণ্টারের স্থান নির্বাচন করিয়া বিভিন্ন দপ্তরের অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল,

২। ইহাও কি সত্য যে বিগত ১৯৮৮ ইং সনে জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে ঐগুলি ধ্বংস হওয়ার পথে চলেছে, এবং

৩। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় ৪ বছর হতে চলেছে শিকারীবাড়ী গ্রোপ সেণ্টার অফিস পুনঃ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নি,

৪। সত্য হলে বর্তমান আর্থিক বছরে উপরি উক্ত পরিকল্পনাটি হাতে নেওয়া হবে কিনা ?

১। হ্যাঁ, এটা ঠিক।

২। হ্যাঁ, এটাও ঠিক।

৩। স্যার, কিছু কিছু অফিস পুনরায় শিকারীবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। আমি আগেই বলেছি, আমরা কিছু কিছু অফিস শিকারীবাড়ীতে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই নেওয়া যাবে কিনা এখানে এ প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীহাসমাই রিয়াং** ঃ-- স্যার, ১৯৮৪—৮৫ সালে যে গ্রোপ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল শুধু শিকারীবাড়ীতে নয়, মান্দাইতেও হয়েছিল। ঐ গ্রোপ সেন্টারে ঘর তৈরী করতে কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং যেসব ঘর এখনও নির্মাণ হয়নি সেগুলি কবের মধ্যে নির্মাণ করা সম্ভব হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী ) ঃ— স্যার, এই তথ্য জানানো মুশকিল। বিভিন্ন দপ্তর থেকে ঘর তৈরী করা হয়েছে। কাজেই, ঐ ঘর তৈরীতে কত খরচ হয়েছে তা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানানো যাবে। আর আমরা যেসব অফিস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা হচ্ছে, এ, ডি, সি এর সাব জোনাল ডেভেলাপমেন্ট অফিস ( শিকারীবাড়ী ), এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার অফিস ( আমবাসা ), ফরেষ্ট রেঞ্জার অফিস ( শিকারীবাড়ী ), বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ( আমবাসা )।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— **শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।**

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** ( বাগমা ) ঃ— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৩৬০।

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৩৬০।

## প্রশ্ন

১। ও বি সি ভুক্ত জাতিগোষ্ঠী জনগণের স্বার্থে ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরে কত টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার মধ্যে কত টাকা কোন্ কোন খাতে কি ভাবে খরচ করা হয়েছে, এবং

২। যদি খরচ না থাকে তার কারণ ?

## উত্তর ঃ—

### অর্থনৈতিক

১) প্রয়োজন ভিত্তিক ঐতিহ্যগত জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প।

২) মহিলা ও অন্যান্য তাঁতীদের উন্নয়ন প্রকল্প।
৩) রাবার চাষ প্রকল্প।
৪) নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে রোগীদেরকে চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা।
৫) সমবায় নিগমের মূলধনী সাহায্য।
ক) সংখ্যালঘু সমবায় নিগমের জন্য মূলধনী সাহায্য।
৬) প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা।
এইভাবে যেখানে খরচ করা হয়।
২। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা তিনি এখানে উল্লেখ করেন নি, এটা জানাবেন কি? দ্বিতীয়তঃ, ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরে কত সংখ্যক ও বি.সি বেকার যুবক বা গ্রামীণ শিল্পী কৃষক পরিবার সরকারী ঋণ বা সাহায্য পেয়েছেন?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি মোট ১.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তার মধ্যে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আমি এখানে আইটেম ওয়াইজ বলছি—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য (ষষ্ঠ হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত) | ১১.৬০ লক্ষ টাকা। |
| ২। | প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি— (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য) | ৯.৯০ লক্ষ টাকা। |
| ৩। | মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি— (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য) | ৬.৩০ লক্ষ টাকা। |
| ৪। | লোকশিল্প, সংস্কৃতি, প্রচার উৎসব প্রদর্শনী ইত্যাদি | ১.০০ লক্ষ টাকা। |
| | মোট হচ্ছে— | ৩৮.৮০ লক্ষ টাকা। |

অর্থনৈতিক

| | | |
|---|---|---|
| ১। | প্রয়োজন ভিত্তিক ঐতিহ্যগত জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প | ১১.০০ লক্ষ টাকা। |
| ১। | মহিলা ও অন্যান্য তাঁতীদের উন্নয়ন প্রকল্প | ৬.০০ লক্ষ টাকা। |
| ৩। | রাবার চাষ প্রকল্প | ৮.২০ লক্ষ টাকা। |
| ৪। | নিউক্লীয়াস বাজেট | ১৩.০০ লক্ষ টাকা। |
| ৫। | সমবায় নিগমের মূলধনী সাহায্য | ২৫.০০ লক্ষ টাকা। |
| ক) | সংখ্যালঘু সমবায় নিগমের জন্য মূলধনী সাহায্য | ১.০০ লক্ষ টাকা। |
| | মোট— | ৭৫.২০ লক্ষ টাকা। |
| | প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা | ৫.০০ লক্ষ টাকা। |
| | সর্ব্ব মোট— | ১১৯.০০ লক্ষ টাকা। |

দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা উনি করেছেন যে কত সংখ্যক বেকারকে দেওয়া হয়েছে। সে সংখ্যাটা এখন কাছে নেই।

**শ্রীরতনলাল নাথ** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরে কি কি খাতে টাকাগুলি খরচ হয়েছে। গত ২১. ৩. ৯৭ ইং তারিখে দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রাথমিক ভাবে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৯৩ জন ও. বি. সি আছেন। এই ১.১৮ কোটি টাকায় কতজন ও. বি. সি সম্প্রদায়ের লোক উপকৃত হয়েছেন এবং এর পার্সেণ্টেজ কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তাতে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব ছিল না। সে দিক থেকে সাপ্লিমেণ্টারীটা সে ভাবে আসে নি। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে আমার হাতে মোট সংখ্যাটা নেই। যদি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করা হয় তাহলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তবে ২৮-২-৯৭ ইং পর্যান্ত যে টাকা খরচ হয়েছে সেই হিসাব আমি দিয়েছি স্যার।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস** ( রাজনগর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১।

**প্রশ্ন**

১। গত ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছর থেকে এখন পর্য্যান্ত বিভিন্ন সংস্থার ( আর, ডি, স্পোর্টস এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প ইত্যাদি ) মাধ্যমে কয়টি খেলার মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে ও কয়টি সংস্কার করা হয়েছে,

২। রাজ্যে প্রত্যেকটি ব্লকের অধীনে একটি ষ্টাণ্ডার্ড সাইজ-এর খেলার মাঠ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

**উত্তর**

১। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছর থেকে এখন পর্যান্ত আর. ডি. প্রকল্পে মোট ৪০৮টি খেলার মাঠ নির্মাণ ও ১৫টি খেলার মাঠ সংস্কার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এখন পর্য্যন্ত মোট ৩টি মাঠের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। এই প্রকল্পে মাঠের সংস্কারের কোন সংস্থা নেই। রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে মাঠ নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পে ১৯৯৩-৯৪ হইতে এখন পর্য্যন্ত মোট ২৫টি খেলার মাঠ নির্মাণ ও ১৬টি মাঠের সংস্কার করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ, আছে।

**শ্রীসুধন দাস** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে তিনটি মাঠের কথা মাননীয় মন্ত্রী এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই তিনটি মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে ? প্রত্যেকটা ব্লকে একটা করে ষ্টাণ্ডার্ড সাইজ খেলার মাঠ কবে নাগাদ শেষ করতে পারবেন এবং আগামী আর্থিক বছরে কয়টা ব্লকে ঐ ধরণের মাঠ তৈরীর কাজ শুরু হবে ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে তিনটি মাঠ হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে। প্রত্যেক ব্লকে ষ্টাণ্ডার্ড সাইজ মাঠ করা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাত থেকে সম্ভব নয়। এটা আর. ডি. স্পোর্টস, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, এন. ই. সি বিভিন্ন সোর্স থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা ব্লকে ষ্টাণ্ডার্ড সাইজ মাঠ তৈরী করার জন্য। এবং ইতিমধ্যে বলা যেতে পারে ২৭টি ব্লকের প্রায় সব কয়টিতে এই রকম আছে এবং যেগুলি হয়নি সেগুলি আগামী আর্থিক বছরে করার চেষ্টা করব।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

**শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য** ( ফটিকরায় ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৬।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৬।

## প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কয়টি সেক্টর অফিস আছে এবং সেক্টর ভিত্তিতে এস. ই. ডব্লিউ-এর মোট সংখ্যা কত ?

২। সমস্ত এস. ই. ডব্লিউ. সেক্টরে প্রয়োজনীয় এস. ই ডব্লিউ. ও ভিলেজ মাদার আছে কি ?

৩। যে সমস্ত সেক্টরে স্টাফ নাই, কবে নাগাদ সেই সমস্ত সেক্টারের স্টাফ দেওয়া হবে ?

৪। উক্ত এলাকায় রাতামুড়া, কমলনগর বালোয়ারী স্কুলের এস. ই. ডব্লিউ. মাসে কতদিন সেক্টরে থাকেন এবং সেক্টারে না গিয়েও কি ভাবে নিয়মিত বেতন নেয় তাহা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

## উত্তর

১। কৈলাশহর বিভাগে ৪টি সেক্টর অফিস আছে। এই সেক্টর অফিসগুলির ভিত্তিতে মোট এস, ই, ডব্লিউ যেটা এখন হয়েছে জুনিয়ার এস, ইউ এর সংখ্যা একশত জন। এই সংখ্যা এইরকম কৈলাশহর সেক্টারের অধীনে ৩৩ জন, ডলুগাঁও সেক্টারের অধীনে ২২ জন, গঙ্গানগর সেক্টারের অধীনে ২০ জন, কুমারঘাট সেক্টারের অধীনে ২৫ জন।

২। সমস্ত এস, ই সেন্টারে অন্ততঃ ১ জন করে জুনিয়ার এস, ইউ দেওয়া হয়েছিল। বদলীর কারণে বর্ত্তমানে একজন মামলা করেন ও অন্যান্য তিনজন মেডিকেল লিভে আছেন। তবে সবগুলি এস. ই সেন্টারে স্কুল মাদার বা গ্রাম লক্ষ্মী দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩। সমস্ত সেক্টারেই স্টাফ তথা সুপারভাইজার আছে, তবে সমস্ত সেক্টারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল মাদার বা গ্রাম লক্ষ্মী নাই। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে এই স্টাফ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

৪। রাঙ্গামুড়া এবং কমলনগর নামে কোন বালোয়াড়ী নাই, তবে পূর্ব রাতাছড়া এবং পশ্চিম রাতাছড়া নামে দুটো বালোয়াড়ী আছে। উক্ত দুটোতেই একজন জুনিয়ার এস, ইউ, এবং একজন স্কুল মাদার করে স্টাফ আছে। যদি কোন স্টাফকে কাজ না করে বেতন রীতিমত দেওয়া হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

**শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বিভিন্ন সেণ্টারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ নেই। আমাদের পাশাপাশি দুইটা তিনটা সেণ্টার আছে যেখানে ৩-৪ জন করে এস, ই, ডব্লিউ আছে এবং এক কিলোমিটার এবং দেড় কিলোমিটার এর মধ্যে আজকে ৬ মাস ৮ মাস হল কোন এস, ই, ডব্লিউ বা জুনিয়ার এস, ইউ, নেই। এই ব্যবস্থাটা তদন্ত করে নিরসনের চেষ্টা করবেন কিনা যেসব জায়গায় ভিলেজ মাদার বা গ্রাম লক্ষ্মী নেই সেইসব জায়গায় অতি সত্তর স্টাফ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমি আগেই তথ্য দিয়েছি যে ৪ জন আণ্ডার অর্ডার অফ ট্রান্সফার আছে। তারা জয়েন করলে সেখানে যে স্টাফ নেই এইরকম সেণ্টার আর থাকবেনা। অর্থাৎ সমস্ত সেণ্টারেই জুনিয়ার এস, ইউ, থাকবে। তাছাড়া এই বালোয়ারী কেন্দ্র তথা সোসিয়েল এডুকেশান সেণ্টারগুলিতে নিয়মিত ভাবে যাতে কর্মীরা যান আমরা পঞ্চায়েতকে সেখানে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছি এবং গতমাস থেকে সার্কুলার ইস্যু হয়েছে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র এবং সমস্ত বালোয়ারী কেন্দ্রের যেসমস্ত কর্মী তারা মাসের শেষে বেতনের যে রিপোর্ট, ওয়ার্কিং রিপোর্ট, সেই এলাকার যে সেণ্টার কমিটি আছে, ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সমস্ত সেণ্টারের কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে যাওয়ার কথা। সেণ্টার কমিটির কাউণ্টার-সাইন ছাড়া যাতে ইন্সপেকটররা পে লিস্ট না করেন। এই ক্ষেত্রে শুধু দপ্তর নয়, পঞ্চায়েত তথা গ্রামের জনগণ তাদেরকে আমরা যুক্ত করেছি আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য। আর স্কুল মাদারের ক্ষেত্রেতে এটা বিগত জোট আমলে বিশেষ করে আ্যাবরাপ্টলি রাজ্যের কোন একটা অঞ্চল থেকে লোক নিয়োগ করে সেখানেই পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে। কাজেই এদেরকে ধর্মনগর থেকে সাব্রুমে ট্রান্সফার করা যায়না, আবার সাব্রুম থেকে ধর্মনগরে ট্রান্সফার করা যায়না। এইজন্য ভিলেজ মাদার এবং গ্রামলক্ষ্মী থাকা সত্বেও সব জায়গাতে আমরা রেশান্যালী ডিসট্রিবিউট করতে পারছিনা। তবে আমরা আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ২০০ জনের মত ভিলেজ মাদার নিয়োগ করার চেষ্টা করছি। এটা হলেই যেখানে যেখানে স্কুল মাদার বা ভিলেজ মাদার নেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেখানে সেখানে পোষ্টিং দেওয়া হবে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ( বিলোনীয়া ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, দপ্তরে বর্ত্তমানের যেসমস্ত ভিলেজ মাদার ডি, আর, ডব্লিউ বা কনটিনজেণ্ট বা ফিক্সড পে-তে আছেন তাদেরকে সহসা রেগুলার করার পরিকল্পনা আছে কিনা সরকারের এবং বর্তমানে দপ্তরে কতজন ডি, আর, ডব্লিউ, কনটিনজেণ্ট বা ফিক্সড পে-তে ভিলেজ মাদার আছেন ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, যে ২০০ জন ভিলেজ মাদার ৫০০ টাকা কনসোলিডেটেড পে-তে আছেন এটা জোট আমলে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাও সঠিকভাবে পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়নি। সাপ্লিমেণ্টারী নিউট্রিশান থেকে তাদেরকে বেতন দেওয়া হত। যা হউক এটা কনটিনিউ করছে। আগামীদিনে আমাদের বিবেচনা আছে, তবে এক্ষুনি বলা সম্ভব হবেনা।

তাদেরকে রেগুলার পোষ্টের অ্যাগেনস্টে স্কেল দিয়ে করার জন্য, কবে দেওয়া হবে বলা যাচ্ছে না। তবে এটা চলছে। আর, ডি, আর, ডব্লিউ যারা আছে সেখান থেকে স্পেশিয়াল ড্রাইভের সময় কিছু হয়েছে। বাকীগুলি পোষ্ট নেই, পোষ্ট হলে পরে রোষ্টার ও যোগ্যতা অনুযায়ী আসলে পরে বিবেচনা হবে তাদের ক্ষেত্রে।

**শ্রীসুধন দাস** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, নূতন করে আর বারোয়ারী কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? আর, ডি, আর, ডব্লিউ বা স্কুল মাদার যে নিয়োগ করা হবে তাদের কি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, রাজ্যে সরকার পলিসিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নূতন করে কোন বারোয়ারী কেন্দ্র আমরা খুলব না। তবে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলা হবে। আগামী আর্থিক বছরে ৮০৮ টি, আই, সি, বি, এস সেন্টার খোলা হবে। আর ভিলেজ মাদার বা অন্য নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারের যে নিয়ম, রিক্রুটমেণ্ট রুলস, সেই পদ্ধতিতে নেওয়া হবে।

**শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য** :— স্যার, এখানে রাতাছড়া কমলচরন বারোয়ারী আমার প্রশ্ন ছিল। এখানে রাতামুড়া ও কমলনগর হয়েছে। স্যার, পারটিকুলার এই সেন্টারের ব্যাপারে আজকে এক বৎসরের মত সেখানে কোন স্টাফ নেই। অথচ, আমরা দেখি সেখানকার স্টাফ বেতন নেয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** :— স্যার, আমিতো বলেছি যে, চারজন স্টাফ অলরেডী আণ্ডার অর্ডার অফ্ ট্রান্সফার, ডিউ টু দিস রিজন দিস পোষ্ট ইজ ষ্টিল ভেকেণ্ট এবং তারপর যদি নিয়ে থাকে আমি বলেছি যে, আমরা স্পেসিফিক্যালী তদন্ত করব এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** ( বড়জলা ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬২৪

**Shri Keshab Majumder** ( Minister ) :— Mr. Speaker Sir, Admitted Starred Question No 624.

**—Question—**

1. Is it a fact that the post of Principal of Government Law College has not been filled up ?

2. If so, what are the reasons ?
3. What are the numbers of students and leeturers in the college ?
4. Whether 5 years law course will be introduced in the college ? If so, when ; and
5. Has the Govt. complied with the requirements set up by Bar-Council of India for running the college ?

—Answer—

1. Yes, it is a fact.
2. The R/R for the post of Principal, Govt. Law College is yet to be finalised. Due to this reason this post is still vacant.
3. The total numbers of students in Tripura Govt. Law College are 295. Total numbers of lecturers are 10 ( 2 regular techers & 8 part time teachers. )
4. There is no proposal for introduction of 5 years law course.
5. Bar Council of India, vide their letter No. 2177 : 1991 ( LL/Afflin ) dated 22. 10. 91 put forwarded some conditions which are as follows :—

| Conditions | Action taken |
|---|---|
| 1. The Library should buy text books, reference books and law journals worth Rs 50·000/— before 31st March, 1992. | Text books have already been purchased. |
| 2. The Law College should have its own building and preferably it should be shifted to the adjacent building of the Education Department as mentioned in the report. | The college has already been shifted to its new building on 15-10-92. |

| | |
|---|---|
| 3. The Principal's room, students common room and Library room should be demarcated separately. | ( Necessary steps have already been taken. |
| 4. The Principal should be a full time teacher of the college. | Necessary steps are being taken to finalise R/R for the post of Principal with a view to appointing full time Principal. |
| 5. The library of the college should remain open for at least 8 hours on every working day. | Necessary steps have already been taken in this regard. |
| 6. 50% of the lecturers should be full timers and in case of appointment of full time lectures, LL.M. Degree holders should be given preference. | At present teere are 3 ( three ) sanctioned posts of Asstt. Professor, Govt. Law college. Out of these 3 ( three ) posts, 2 (two) are already occupied. Besides, there are 8 (eight) nos. of part time teachers working at present in this college. As per R/R LL.M. is the essential qualification for recruitment to the post of Asstt. Prof. Govt. Law college. |

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ ফাইনেলাইজড্ হয় নাই সেজন্য প্রিন্সিপাল এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায় নাই-এটা-তো বিশ্বাস করা অসম্ভব। কারণ আজকে তো এত বছর হয়ে গেলো অথচ 'ল'-কলেজের একটা রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ যদি না করা যায় তাহলে তো স্যার, নর্ম্যাল একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আছে যে প্রিন্সিপাল অব ল-কলেজের কোয়ালিফিকেশান কি হওয়া উচিৎ, কি এক্সপেরিয়েন্স থাকা উচিৎ। এখন এটা না করার পেছনে অন্য কোন মোটিভ আছে কি না? হোয়াই ইট ইজ্ নট ডান? এবং আমাদের জানামত সেখানে দুইজন যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, হোল্ টাইম লেকচারার আছেন। এবং তাদের মধ্যে একজন আছেন তার পি.এইচ, ডি, অর্থাৎ ডক্টরেট ডিগ্রি আছে এবং তিনি দীর্ঘদিন এখানে কাজ করছেন। তা সত্ত্বেও একজন আণ্ডার সেক্রেটারী, ল-ডিপার্টমেন্টের অথবা জয়েন্ট সেক্রেটারীকে এখানে প্রিন্সিপালের চার্জে রাখা

হচ্ছে। যেটা নাকি-এই সিটিউয়েশনটাকে এক্সেপ্ট করা যায় না, যেখানে রেগুলার টীচার রয়ে গেছেন। এবং এত বছর অর্থাৎ প্রায় সাত বছর যাবৎ রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ ফাইনেলাইজেশন করা যাচ্ছে না কেন? দেয়ার মাস্ট বি সাম কন্‌ভিন্‌সিং রিজন—হোয়াই ইট ক্যান্ নট বি ডান? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা কি কারণে হচ্ছে না? এটা কি মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা, সরকারের ব্যর্থতা, না আমলাদের ব্যর্থতা, না ইচ্ছকৃত? এভাবে ল-কলেজের একটা রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ ফাইনেলাইজেশন হবে না, সেজন্য প্রিন্সিপাল অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হবেনা—সেটা কি রকম হতে পারে? তারপর উনি নিজেই বলেছেন যে, আটজনের মধ্যে ৫০ পারসেণ্ট টীচার রেগুলারলি অ্যাপয়ণ্টটেড হবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্রদের সংখ্যার অনুপাতে আরো শিক্ষক অ্যাপয়ণ্টেড হওয়া দরকার। সেই আইনটাও মানছে না-যে কণ্ডিশনগুলি রয়েছে। এরপরেও পার্টটাইম টীচার আর থাকতে পারে না, রেগুলার টীচার অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করতে হবে। এই সমস্ত ব্যাপারে দেখেছি অনেকগুলি ল-কলেজের রিকোমেণ্ডেশন ক্যান্সেল হয়েছে। এবং এটা যদি হয় তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সেজন্য যে সমস্ত কণ্ডিশন্স বার কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া দিয়েছে সেগুলি অবিলম্বে পূরণ করা হবে কি না এবং এগুলি না করার জন্য কি সার্কামষ্টেন্সেস্ দায়ী, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে রয়েছে তাতে অনেক কিছুই বিশ্বাস করা যায় না, অথচ বিশ্বাস করতে হয়। সার্কামষ্টেন্সেস্ এভাবেই তৈরী হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। তো— এই যে ব্যর্থতা বা স্বার্থকতা, ইত্যাদির প্রশ্নে নয়, এটা মাননীয় সদস্যের জানা আছে—উনি বলেছেন যে সাত আট বৎসর যাবৎ এটা হচ্ছে না। আমি আগেই এটা বলেছি যে—হ্যাঁ, আমরা এই রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ তৈরী করার জন্য বা এমেণ্ড করার জন্য অতি সত্বর ব্যবস্থা নেব, এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। সবটা হয়ে গেলে আমরা সেটা করতে পারব।

আর বার কাউন্সিলের যে কণ্ডিশন আছে সে কণ্ডিশন অনুযায়ী আমি আগেই বলেছি এখানে আমাদের টোট্যাল যা এখন পোস্ট আছে, তারমধ্যে চারটা আমাদের রেগুলার পোষ্ট হওয়ার কথা। এরমধ্যে তিনটার মধ্যে দুইজন অলরেডি আছেন। আর একজন আছেন—একটা পোষ্ট আছেন—এটা এস. সি. এর জন্য রিজার্ভড্। সেটা আমরা নিতে পারিনি।

এস, সি সংরক্ষিত যে পোস্টটি রয়েছে সেখানে আমরা লোক নিতে পারিনি। তবে সেখানে নিয়োগের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করেও যেহেতু উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য সেই পোস্টটা এখনও ভেকেণ্ট রয়েছে। এস. সি কোটাতে আমরা এই জন্য নিয়মিতভাবে কোন এস. সি প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দিতে পারিনি। আর অন্য বিষয়গুলি আমরা দেখছি। এখানে মূলত এই দুটি প্রশ্নই ছিল। রিক্রুটমেণ্ট রুল আমরা চূড়ান্ত করতে চলেছি। এরমধ্যেই এটা করা হবে। মাননীয়

সদস্য আশংকা প্রকাশ করেছেন যে অনেক কলেজের এফিলেশান কেটে দেওয়া হচ্ছে—সেই ব্যবস্থা এখনও আমাদের তৈরী হয়নি।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে সমগ্র ভারতবর্ষেই পাঁচ বছরের ল কোর্স চালু হয়ে গিয়েছে? দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে। থ্রি ইয়ারসের যে কোর্সটা চালু ছিল সেটা এখনও চালু আছে যেহেতু কনভার্ট করা যাচ্ছে না। এখানেও পাঁচ বছরের ল কোর্স চালু হওয়া উচিত বলে মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যাপারটি ভেবে দেখেছিলেন একবারও?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই ব্যাপারে কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে নেই।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং মহোদয়।

**শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং** ( কাঞ্চনপুর ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নং—৫২৫।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— স্টার্ড কোশ্চেন নং—৫২৫।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার— ৫২৫।

## প্রশ্ন

১। আই. সি. ডি. এস প্রকল্পগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত পরিকাঠামো অনুযায়ী রাজ্যে এসিস্টটেন্ট ডিরেকটর, প্রোগ্রাম অফিসার, এসিস্টটেন্ট সি. ডি. পি. ও ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

## উত্তর

১। হ্যাঁ,

১। প্রোগ্রাম অফিসার পদ সৃষ্টি করে অফিসার নিয়োগ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ঠ পদগুলি সৃষ্টি করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত আই. সি. ডি. এস. প্রজেক্টে সি. ডি. পি. ও. নেই সেই সমস্ত জায়গাতে সি. ডি. পি. ও. নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, প্রমোশন এবং নতুন করে নিয়োগের মাধ্যমে পোষ্টিং দেওয়ার প্রসেস্ চলছে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** ( সালেমা ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার-৫৩৪।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৫৩৪ ।

**শ্রীফয়জুর রহমান** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্‌ কোশ্চেন নাম্বার – ৫৩৪ ।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্যি যে রাজ্যের বিভিন্ন ড্রপ গেইটগুলিতে বনকর্মীরা বে-আইনী কাঠ আটক করেছে ?

২। যদি সত্যি হয় তবে মোট কত পরিমান বে-আইনী কাঠ ধরা পড়েছে ( কিউবিক মিটার হিসাবে ) ?

৩। বর্তমান বাজারে এই কাঠের আর্থিক মূল্য কত ? এবং

৪। উক্ত বে-আইনী কাঠগুলি বিক্রি করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

**উত্তর**

১। বে-আইনী কাঠ হলেই আটক করা হয়ে থাকে ।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন ।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন ।

৪। আটক করা দাবীহীন কাঠ নিলামে অথবা পারমিটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়ে থাকে ।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ঃ**— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আটককৃত কাঠগুলি আমরা আমবাসা, চম্পকনগর সহ বিভিন্ন ড্রপ গেইটে দীর্ঘদিন থেকে পড়ে থাকতে দেখে আসছি। কাঠগুলি উঁই পোকা খাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দপ্তর কি ভাবছে ?

**শ্রীদিলীপ চৌধুরী** ( ঋষ্যমুখ ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেখানে বি,এস, এফরা মাল ধরে তাদের কাছে জমা রাখে সেগুলির কোন কোর্ট কেইস নেই। সেই মালগুলি কি করা হয়ে থাকে ?

**শ্রীফয়জুর রহমান** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোথায় কি ফাঁক আছে এই ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। কারণ জোট আমলে সেগুলির অধিকাংশ আটক করা হয়েছিল।

( **গণ্ডগোল** )

**মিঃ স্পীকার ঃ**— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

**শ্রীঅনিল চাকমা** ( পেঁচারথল ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৬৬ ।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬৬ ।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে বেকার যুবকদের ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য পাকা দালান করে দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

১। গ্রহণ করে হয়ে থাকলে ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক সালে কয়টি দোকান ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

১। হ্যাঁ, এই ধরণের টি, এন, ভি, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উপজাতি বেকার যুবকদের পাকা দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্যসরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এই ধরণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

২। টি, এন, ভি, চুক্তির শর্ত অনুসারে ১৯৯৫—৯৬ সালে ৫৬ জন উপজাতি বেকার যুবককে পাকা দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬—৯৭ আর্থিক বছরে কোন উপজাতি বেকার যুবককে পাকা দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়া এখনও হয় নি। ১৯৯৫—৯৬ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৫টি দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

৩। যেহেতু দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে সেহেতু এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅমিল চাকমা** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৫৬টি যে দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কোন কোন সাব-ডিভিশনে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কমলপুরে ১০টি ঘর করে দেওয়া হয়েছে, লংতরাই ভ্যালীতে ১০টা, গণ্ডাছড়াতে ৬টা, সদরে ১০টা, খোয়াইতে ১০টা, এবং অমরপুরে ১০টা করা হয়েছে। এই সাব-ডিভিশনগুলিতে মোট ৫৬টা করা হয়েছে।

**শ্রীঅমিল চাকমা** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সাব-ডিভিশন ওয়াইজ সারা ত্রিপুরা রাজ্য কাভার করে? যদি না করে তাহলে বাকি যে সাব-ডিভিশনগুলি আছে সেগুলিতে আগামী আর্থিক বছরে করা হবে কিনা?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তার এলাকার উপজাতি যুবক বেকারদের জন্য পাকা দোকান ঘর তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সেই অনুযায়ী ১৯৯৫—৯৬ আর্থিক বছরে ১০টা তারা করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ললিত বাজারে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনুতে ৫টা ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত আরও ৬০টা দোকান ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য তাঁরা পরিকল্পনা নিয়েছেন।

তাতে রতনপুরে ১০টা, ছনখলাতে ১০টা, হেজামারা বাজারে ১০টা, দেওয়ানছড়া বাজারে ১০টা, ফুলদংশাইতে ১০টা, ডেমচুমে ১০টা। সুতরাং মাননীয় সদস্য যা আশংকা করেছেন যে, কত বছর লাগবে। দেখা গেছে যেখানে সম্ভব যেসব উপজাতি বেকাররা দোকানপাট করতে চান সেসব জায়গায় এই বছরই করা যাবে। অন্যান্য জায়গায় পর্যায়ক্রমে এইসবগুলি করা হবে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৮৯।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৮৯।

## প্রশ্ন

১। ১৯৯৪—৯৫ এবং ১৯৯৫—৯৬ আর্থিক বছরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে কতগুলো জুমিয়া ভূমিহীন পরিবারকে সরকারী টাকায় জমি কিনে দেওয়া হয়েছে ?

২। সরকারী টাকায় ক্রয় করা উক্ত জমির পরিমাণ কত ?

## উত্তর

১। ১৯৯৪—৯৫, ১৯৯৫—৯৬ আর্থিক বছরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মোট ৪৬টি উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে সরকারী টাকায় জমি কিনে দেওয়া হয়েছে।

২। ৪৬টি উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে জমি কিনে দেওয়া হয়েছে। সেই জমির মোট পরিমাণ হচ্ছে ৩৬.৮০ হেক্টর।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেসমস্ত জুমিয়া পরিবারদের সরকারী টাকায় জমি কিনে দেওয়া হয়েছে, এবং মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, কাদের থেকে এই জমিগুলো কেনা হয়েছিল এবং প্রতিটি পরিবারকে কি পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছিল ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, জমি যার থেকে কেনা হয়েছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে এখানে যেগুটি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে তাতে জমির পরিমাণ হচ্ছে ১.৬০ হেক্টর। আর কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ ৮০ হেক্টর করে জমি কিনে দেওয়া হয়েছে। খোয়াইতে ৬টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ৪.৮০ হেক্টর। বিলোনীয়ায় ৩টি পরিবারকে ১.৪০ হেক্টর। তার মানে .০৮ হেক্টর করে প্রতেক পরিবারকে জমি কিনে দেওয়া হয়েছে। উদয়পুরে ৪টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ৪ হেক্টর। সাব্রুমে ৮টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ৬,৮ হেক্টর। অমরপুরে ৭টি পরিবারকে ৫.৬০ হেক্টর। কাঞ্চননগরে তিনটি পরিবারকে ৩.২০ হেক্টর দেওয়া হয়েছে। কৈলাশহরে ১টি পরিবারকে ১.৬০ হেক্টর, কমলপুরে ৫টি পরিবারকে ৪ হেক্টর করে দেওয়া হয়েছে। এবং লংতরাইভ্যালীতে ৩টি পরিবারকে ৪.২ হেক্টর দেওয়া হয়েছে। মোট ৪৬টি পরিবারকে ৩৬ ৮০ হেক্টর দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** প্রশ্নপর্ব শেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

## MATTER RAISED BY MEMBER

**শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—** স্যার, খোয়াই-এর বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে শরণার্থীদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে টিপ সই নিয়ে। স্যার, গত ২৭ তারিখ বিধানসভার শেষে আমার কাছে পূর্ব রামচন্দ্রঘাট কলোনী, শান্তিনগর গাঁও সভা, সোনাছড়া, বড়ছড়া, কলাবাগানভূমিহীন কলোনী, পশ্চিম রাজনগর, চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়া, সুমন্ত পাড়া, তুইচিং গ্রাম পঞ্চায়েত গাঁও সভা থেকে লোক এসেছে। তারা সকালে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত দিতে এসেছিল। গত ১১ তারিখ থেকে তাদের রেশন বন্ধ

করে দেওয়া হয়েছে, কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই টিপ সই করিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা আমার কাছে এসে বলেছে, আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য। এব্যাপারে সরকার যেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

**শ্রীসমীরদেব সরকার** ( খোয়াই ) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি নিজে খোয়াই-এর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে গিয়ে দেখেছি, ওরা ঘরে ফিরছে। শান্তিনগর শরণার্থী শিবিরে আমি গত পরশুদিনও গেছি। দেখছি, সেখানকার কিছু শরণার্থী সরকারের দেওয়া টিন নিচ্ছেন না। বলছেন, তাদের আগরতলায় গিয়ে জেনে আসতে হবে, তারা এখন কি করবে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রী কেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থাৎ উনি জানতে চাইছেন, টেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ? স্যার, টেন্ট থেকে তাড়ানোর প্রশ্ন নয়। টেন্টেত আর সব সময়ে থাকার কথা নয়। তাই এটা নূতন নয়। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেই পাঠান হচ্ছে। এছাড়াও আমরা ঠিক করেছি, যাদের বাড়ী নষ্ট হয়ে গেছে তাদের বাড়ী ঠিক করার জন্য কিছু টিন দেব এবং কিছু টাকাও দেওয়া হচ্ছে। ওরা এগুলি নিয়ে বাড়ী ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এখানে জোর করার প্রশ্ন নয়। ওরা আমাদের কাছে এসেছে, টাকার পরিমাণ আরো বাড়ান যায় কিনা। আমরা দেখছি, আমাদের বর্তমান অর্থ সংকুলানের মধ্য থেকে আরো বাড়ান যায় কিনা সেটা দেখছি। এটা কোন ব্যাপার নয়। এখন পর্যান্ত যা অবস্থা তাতে, তারা টিন নিয়ে গেছে, টাকা নিয়ে গেছে, তারা বাড়ীও ফিরে যাচ্ছে। হাঁা, কিছু লোক তারা নিতে অস্বীকার করছেন। এটাতো সিকিউরিটির প্রশ্ন নয় ? একটা গ্রামে ৫০টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবার যেতে চাইছে না। ৪৮টি পরিবার চলে গেছে। এটাতো এ ভাবে হতে পারে না। ঐখানে সিকউরিটির প্রশ্ন নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন। আমরা এবং আমাদের অফিসাররা সব সময়ই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখছেন। এ জন্য যা যা করা দরকার সমস্ত কিছু সরকার করে যাবে, এবং ফিরে যাবার মত অবস্থা তৈরী করেই তাদের সেখানে ফেরৎ পাঠান হচ্ছে।

অন্য একটা দিক থেকে এই বিষয়টা বিচার করার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব। এটা শুধু এমনি বলার নয়, আপনারা জানেন স্কুলগুলিতে এই সমস্ত ক্যাম্পগুলি করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা ৪ তারিখ হবে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা ১২ তারিখ শুরু হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছু সেন্টার আছে। সেই জন্য আমরা সরকার থেকে ওদেরকে টাকা পয়সা সমস্ত ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে ওদের বলেছি দুই ম্যান-ডেইজ করে দেব যাতে ওরা বাড়ী ঘর পরিস্কার করতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। যারা ক্যাম্পবাসী আছেন তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষা দিচ্ছে। সুতরাং ছাত্রদের জন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের সাথে

জন্য দাবিদাওয়া করেছেন। এর মধ্যে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব কারা কারা এইগুলি বলছেন সেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে আনুন আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি দেখব।

**শ্রীরঞ্জলাল নাথ** ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি আপনার বরাবরে দিয়েছি। এখানে যারা ঐ এলাকার লোক, এরমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জনপ্রতিনিধিরা আছেন, সই করে, সীল করে তাদের কি ক্ষতি হয়েছে, কেন রেশন বন্ধ হয়েছে, কি অভিযোগ সব ডিটেইলস্ মেনশান করা হয়েছে। সাদা কাগজে সই নিয়ে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত কথাগুলি বলা আছে। এগুলি আমি আপনার বরাবরে দিলাম। তাদের নামও সেখানে আছে। সরকার মানবিক দিক থেকে তাদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী )** ঃ— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** ঃ— স্যার, একটা বিষয় তোলবার জন্য আমি আপনার অনুমতি চাইছি। গত পরশুদিন ১৭ তারিখে বায়োসাইন্স গ্র্যাজুয়েট বেকাররা ডাইরেক্টর অব স্কুল এডুকেশানকে ঘেরাও করেছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও জানেন। এই ব্যাপারে একটা বিবৃতি চাইছি স্যার।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়, একটা ম্যাটার অলরেডি এডমিটেড। সুতরাং এখন আর কোন মেটার চলতে পারে না। জিরো আওয়ার এই ভাবে কন্টিনিউ করা যায় না।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে ৪ ( চারটি ) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১৭-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো— "পাথরের অভাবে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক পাথর শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী )** ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি— সারা রাজ্যের সব সাবডিভিশানে এই সমস্যা নেই। নীচে আমি যেসব জায়গাগুলি উল্লেখ করছি সেসব স্থানে শ্রমিকেরা পাথর ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত আছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় চুড়াই বাড়ী, প্রেমতলা, গঙ্গানগর ও হাফলংছড়া। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৪টি স্থানে পাথর ভাঙ্গা কাজে শ্রমিকেরা নিয়োজিত আছে। ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বর্ত্তমানে পাথর ভাঙ্গার কাজে উল্লেখযোগ্য কোন শ্রমিক নিয়োজিত নেই।

এসমস্ত পাথর ভাঙ্গার কাজে উত্তর জেলায় মোট ৪৭২ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫১ জন

শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। ধলাই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে কোন কর্মী উক্ত কাজে নিযুক্ত নেই।

বন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ যে বন ও সংরক্ষণ আইন ১৯৮০ মোতাবেক বনাঞ্চল থেকে পাথর আহরণের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এরাজ্যে বনাঞ্চল ও তার আশেপাশে বসবাসকারী উপজাতি জনগণ চিরাচরিতভাবে অন্যান্য অ-কাঠ বনজ বস্তুর মতই পাথরও আহরণ করে আসছেন এবং রাজ্য সরকার এ বিষয়ে একটি আদেশ বলে একই ভাবে পাথর আহরণ ও সরকারী কাজের জন্য তা বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন। এ বিষয়ে বন ও সংরক্ষণ আইনে বিধি নিষেধের প্রশ্নে কখনো কখনো নানা সমস্যা দেখা দেয়। তবে দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকার প্রশ্নে সেসব সমস্যা বনদপ্তর দ্রুত নিষ্পত্তি করেন।

কিন্তু উত্তর ত্রিপুরায় এই পাথর মূলতঃ আসাম থেকে সংগ্রহ করা হয়। বন আইনের বিধিনিষেধের জন্য গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং আসাম থেকে এই পাথর আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং উত্তর ত্রিপুরায় ১১ থেকে ১৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং তারিখের মধ্যে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে।

উত্তর ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে গত ২০শে মার্চ, ১৯৯৭ থেকে আবার আসাম থেকে পাথর সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে পাথর ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এখনো পাথরের অভাবে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয় নি। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলায় অনেকদিন ধরে পাথর ভাঙ্গার কোন কাজ হচ্ছে না এবং বর্তমানে পাথর না পাওয়ার সমস্যার সঙ্গে দক্ষিণ ত্রিপুরায় কাজ না হওয়ার ঘটনাটি যুক্ত নহে।

তবে আসাম থেকে পাথর সরবরাহের সমস্যার জন্য রাজ্যে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের বন দপ্তর, আসাম এবং ভারত সরকার উভয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। অন্তবর্তী কালে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজ যেমন সেতু, রাস্তা ইত্যাদি যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সে জন্য মেঘালয় রাজ্যের বনাঞ্চলের কোয়ারী থেকে এই রাজ্যের জন্য পাথর সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** ( কদমতলা ) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, পাথর সারা রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় ভাঙ্গা হয়। তেমনি আমাদের ধর্মনগর, চোরাইবাড়ী ও মনু ইত্যাদি জায়গায় পাথর ভাঙ্গা হয়। কিন্তু এই পাথর যখন আসাম থেকে আসা বন্ধ হয়ে যায় তখন শ্রমিকদের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চুরির হিড়িক বেড়ে যায়। কারণ, শ্রমিকদের তখন রোজগারের কোন পথ থাকে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি তো বলেছি, কিন্তু মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন পাথর ভাঙ্গার শ্রমিকরা যখন কাজ পায় না তখন তারা চুরি করে। শ্রমিকরা পাথর ভাঙ্গার কাজ না

পেলে তখন তারা বিভিন্ন ধরণের কাজ করে অর্থাৎ, যেরকম কাজ পায়, কিন্তু তারা চুরি করে না। তাই এই অপবাদ আমি মানতে পারছি না। কারণ, এই অবস্থায় তারা যায় নি। এই অপবাদ তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া যায় না এবং এই ধরণের কোন খবর আমাদের জানা নেই। আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি যে আসাম থেকে আবার পাথর আসতে শুরু করেছে এবং শ্রমিকরাও সেখানে কাজ করছে।

**শ্রীসুধন দাস :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উপজাতি পরিবার যারা বন থেকে পাথর তোলার সুযোগ পায়, এটার মাশুল কে পায়—বন দপ্তর না পঞ্চায়েত ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, এটা বন দপ্তরের ব্যাপার। আমার কাছে এই ধরণের প্রশ্ন জানা নেই। উনি আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন। এই সমস্যা সম্পর্কে আমাদের এখানে আঠারমুড়া, তুলাশিখর ইত্যাদি এলাকায় বিশেষ করে আঠারমুড়া এলাকায় ৮০ পারসেণ্ট লোক পাথর সংগ্রহ করে বেঁচে থাকেন।

মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর স্বীকার করেছেন এই সমস্যা সম্পর্কে। আমাদের এখানে বিরাট এলাকা। একদিকে আপনার আঠারবুলা, অপরদিকে তুলাশিখর এলাকা। আঠারবুলাতে ৮০ পারসেণ্ট লোক পাথর ভেঙ্গে তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে। এই অবস্থার জন্য তাদের এখন করুণ পরিণতি। আমার পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হল এখানে যারা কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে পাথর সংগ্রহ করে শ্রমিকদের বাঁচান, অন্ততঃ এরকম কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি যেখানে আছে সেগুলিকে সুযোগ দেওয়া যাবে কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** এটা আমার বলার বিষয় না। লেবার দপ্তর এটা বলতে পারবেন। শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি যা এসেছে আমরা খবর-টবর নিয়ে উল্লেখ করেছি। ঐ ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ করবেন কিনা এটা শ্রমিকরা নির্ধারণ করতে পারেন, কো-অপারেটিভ দপ্তর তারা বলতে পারেন। যদি কো-অপারেটিভ থেকে থাকে, তারা এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবেন কিনা সেটা আলাদাভাবে যদি জানতে চান, কো-অপারেটিভ দপ্তর থেকে তার উত্তর দিতে পারবেন।

**শ্রীসুধন দাস :—** যেহেতু এটা শ্রম দপ্তরের না হলেও তাদের জীবিকার উপর আঘাত, জীবন জীবিকা ব্যাহত হচ্ছে, এখানে শ্রমদপ্তরের উদ্যোগ নেওয়া দরকার, তার জন্য দপ্তর বিবেচনা করবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, যদি শ্রমিক ছাঁটাই হয় বা মজুরির প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটা শুধু আমরা শ্রমদপ্তর থেকে নির্ধারণ করে থাকি। যদি ছাঁটাই হয় বা লে-অফ হয়ে যায় লে-অফ বেনিফিট ইত্যাদি শ্রমিকরা পান কিনা এগুলি আমরা দেখতে পারি। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি শ্রমদপ্তর

দেখতে পারেননা। আমরা অন্য দপ্তরকে বলতে পারব যে হাউসে এই ধরণের একটা প্রশ্ন উঠেছে। আমরা এই ব্যাপারে যে দপ্তর যুক্ত আছে তাদেরকে বলতে পারব।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** মাননীয় মন্ত্রী এখানে সমস্যার কথা বলেছেন। আমি এখানে জানতে চাই শ্রমিকদের বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন দপ্তর যুক্ত, এই দপ্তরগুলি সমন্বয় সাধন করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** এটা সমন্বয় সাধনের ব্যাপার না। আমরা অন্য দপ্তরকে বলব যে হাউসে মেম্বাররা বলেছেন এই সমস্যাগুলিকে দেখার জন্য। এই ব্যাপারে অন্য দপ্তরকে অনুরোধ করতে পারি।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ** - পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, পাথর ভাঙ্গার ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে "এটা আমার দপ্তরের ব্যাপার না", তবুও আমি বলছি যে রাজ্যে পাথর যেমন একটা সম্পদ রয়েছে, রাজ্যে আঠারমুড়া, বড়মুড়াতে সরকার পাথর ভাঙ্গাবার জন্য কোয়ারি করে যেখানে বড় বড় পাথরের খনি আছে এবং সেখান থেকে পাথর সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং তাতে শ্রমিকরা কাজ পেয়েছে। অনেক লক্ষ লক্ষ টাকার পাথর এই রাজ্য থেকেই পাওয়া যেত। পরবর্ত্তী সময়ে এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তারজন্য একদিকে যেমন শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে, অন্যদিকে পাথরের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসাম থেকে কোন্ সময় আসবে না আসবে তার জন্য বসে থাকতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু খনি রয়েছে। আমরা দেখেছি বড় বড় কোয়ারি করে বড়মুড়া, আঠারমুড়াতে পাথর ভাঙ্গা হত। এই ব্যবস্থাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকার এই পাথরকে কাজে লাগানোর জন্য, পুনরায় বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে দুর্গম এলাকার শ্রমিকরা যে কাজ করতে পারত সেই কথা চিন্তা ভাবনা করে এটা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ-** এইগুলিতো আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারবনা। বনদপ্তর বলতে পারবে। প্রশ্ন করুন, তারা বলতে পারবে কেন বন্ধ হল, খোলা হবে কিনা। যতটুকু খবর নেওয়া হয়েছে তাতে সরকার চেষ্টা করছে সেটাকে আবার খোলা যায় কিনা। সেগুলি বলা হয়েছে। এটা ত এমনিতে বলা যাবে না। আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** যেহেতু শ্রমিক জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত প্রত্যন্ত এলাকায়, কাজেই সরকার থেকে কিভাবে দেখা যায় এটার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকার থেকে যেন নেওয়া হয়।

**শ্রীসুধন দাস ঃ—** পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, পাথর ভাঙ্গার সঙ্গে কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন এই তথ্য শ্রমদপ্তরের কাছে আছে কিনা এবং তাদের মজুরি ঠিকমত পায় কিনা এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার ব্যবস্থা শ্রমদপ্তর করেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য লক্ষ্য করেননি, আমি প্রথমেই বলেছি পাথর ভাঙ্গার কাজ উত্তর জেলাতেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। সেখানে ৪৭২ জন পাথর ভাঙ্গার শ্রমিক আছে। আমাদের কাছে যে খবর আছে তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫১ জন আছেন, কাজেই এই ৪৭২ জন এবং ১৫১ জন এই দুটো জেলায় আছে। পশ্চিম জেলার তারা এখনও এই ধরণের কোন অবস্থায় পড়েনি, উত্তর জেলায় এটা বন্ধ হয়েছিল। আমি বলেছি, খবর নেওয়া হচ্ছে যে, লে-অফ যতটুকু হয়েছে, লে-অফ বেনিফিট কি কি দিয়েছে সেটা খোঁজ করে দেখার জন্য এবং যদি না দিয়ে থাকে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য অলরেডী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৫-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "ধৃত এ.টি.টি.এফ. নেতাকে ছাড়াতে শাসকদলীয় নেতাদের দৌড়ঝাঁপ" এই শিরোনামে গত ২৪-৩-৯৭ ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২১-১২-৯৬ তারিখ উগ্রপন্থীদের দ্বারা শ্রী অর্জুন দাস পিতা হরেকৃষ্ণ দাস সাং কবরাখামার থানা জিরানীয়া নিজ গ্রাম হইতে অপহৃত হওয়ায় জিরানীয়ায় পি এস কেস নং ১৪০, ৯৬ ইউ, এস ৩৬৪ ( এ )-আই, পি,সি মূলে তদন্ত চলাকালে তদন্তকারী অফিসার রবীন্দ্র দেববর্মা ওরফে "জয়নার" বয়স ২৫ পিতা মৃত বাসুরাজ দেববর্মা সাং বধিন পাড়া (পাটনী) অপহরণের সাথে জড়িত বলে কিছু তথ্য পায়। রবীন্দ্র দেববর্মা আত্মগোপন করে থাকে। বিভিন্ন তথ্যে পুলিশ আরও জানতে পারে যে রবীন্দ্র দেববর্মা এ, এন ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সের একজন সক্রিয় সদস্য এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এবং কিডন্যাপ করে এ টি টি এফ-এর চাঁদা আদায়ের এই অঞ্চলের ক্যাশিয়ার-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গত ১৪-৩-৯৭ ইং তারিখ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাত্রে এই এলাকায় অপারেশনে নিযুক্ত ১৮ নং মারাঠা রেজিমেন্ট রবীন্দ্র দেববর্মা এবং তাহার সঙ্গী সাথীদের অবস্থানে ( উদয় কোচড়া ) পাড়াটি ঘেরাও করে রাখে এবং তল্লাসী চালিয়ে উগ্রপন্থীদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের কিছু কাগজপত্র তাহার হেফাজতে থেকে উদ্ধার করেন। রবীন্দ্র দেববর্মার সঙ্গী সাথীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু রবীন্দ্র দেববর্মা আর্মি জওয়ানদের হাতে আটক হয়। সেনাবাহিনী তাহাকে ইন্টারোগেট করে জানতে পারে, এ টি টি এফ-এর নোটিশ বিলি করে এলাকার জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ পরিণতির ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন যাবত সে উগ্রপন্থীদলের দাবী অনুসারে টাকা আদায় করে আসছে।

গত ১৫.৩.৯৭ ইং তারিখে তাহার নিকট থেকে উদ্ধারকৃত মালসহ সেনাবাহিনী জিরানীয়া থানায় তাহাকে প্রেরণ করেছে। থানায় জি ডি আন্ট্রি নং, ৪৬৯ ডেইট ১৫. ৩. ৯৭ ইং লিপিবদ্ধ করে

তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৭ ( ১ ) ধারা মতে তদন্ত শুরু করেছে। জিরানীয়া পি, এস কেস নং ১৪০,৯৬ ইউ এস ৩৬৪ ( এ ) — আই পি সি মূলে অর্জুন দাস অপহরণের মকদ্দমাতেও তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬-৩-৯৭ ইং মাননীয় সি, জে, এম আদালতে তাহাকে সোপর্দ করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ রিমাণ্ড-এ রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর সুনির্দ্দিষ্টভাবে তাহার কাছ থেকে জানা যায়, অপহৃত অর্জুন দাসের মৃতদেহ মান্দাই এলাকায় খোপাকাছলা গ্রামের জঙ্গলে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। ২৪-৩-৯৭ ইং তারিখে এই সুনির্দ্দিষ্ট সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করে মাননীয় আদালতের অনুমতিক্রমে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর উপস্থিতিতে মাটি খুঁড়িয়া অর্জুন দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবীন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে দুইটি মকদ্দমার তদন্তকার্য্য চলছে।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উল্লিখিত ধৃত রবীন্দ্র দেববর্মাকে ছাড়াতে শাসক দলীয় নেতাদের দৌড়ঝাঁপের ঘটনা পুলিশের কোন স্তরেই কিছু জানা নেই।

দৈনিক সংবাদে উল্লিখিত সংবাদটিতে রবীন্দ্র দেববর্মাকে ভদ্রলোকের সার্টিফিকেট দিয়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে জোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। জিরানীয়া ও মান্দাই এলাকার সি, পি, আই, (এম)-এর নেতৃস্থানীয়রা গত কয়েকদিন ধরে রবীন্দ্রকে ছাড়িয়ে নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। শাসকদলের দুই একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি রবীন্দ্র দেববর্মাকে ভদ্রলোকের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এবং এই সমস্ত সার্টিফিকেট নিয়ে সি, পি, আই, (এম) নেতারা থানায় দরবার চালাচ্ছেন —ইত্যাদি তথ্যগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক। রবীন্দ্র দেববর্মাকে আদালতের অনুমতি নিয়ে রাজ্য পুলিশের এবং সেনা বাহিনী ও প্যারা মিলিটারী এবং কেন্দ্রিয় ইন্টেলিজেন্সীর অফিসাররা তাকে ইন্টারোগেশন করেছেন এবং এখনো করছেন। কাজেই মকদ্দমাগুলির তদন্তে নিযুক্ত অফিসারদের নিকট প্রকৃত তথ্য পৌঁছে দিয়ে এই মামলায় সাহায্য করতে পারেন সকলেই— তাতে কোন আপত্তি নেই। অসত্য ও অমূলক খবর প্রকাশ করে বা গুজব প্রকাশ করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বা শান্তির ক্ষতি করা হয়। 'দৈনিক সংবাদ' যে সংবাদ পেয়েছিলেন তারা যদি সেটা তদন্তকারী অফিসারদের কাছে পৌঁছে দিতেন অথবা জেনে নিতে চেষ্টা করতেন অথবা সত্যাকারে সংবাদ দিতেন তাহলে ভাল হতো।

**শ্রীপবিত্র কর** ( খয়েরপুর ):— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই সব সংবাদগুলি ভিত্তিহীন এবং এর সঙ্গে সি, পি, আই, (এম), — এর কোন যোগাযোগ নেই। এবং আমরা এই এলাকার মানুষ খুশী যে এই ধরণের একটা মারাত্মক ধরণের অপরাধী সেনাবাহিনী এবং পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাই যে জিরানিয়া থানা এলাকায় এরা চারজনের মধ্যে এই ধরণের সাধারন নাগরিক যারা মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক — তারা অপহৃত আছেন। তাদের কাউকে তিন চারমাস, কাউকে এক

বছর এর উপর হয়েছে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবং এই এলাকার সমস্ত মানুষের সন্দেহ যে এই এলাকায় এই সমস্ত যে অপহরণ হয়েছে তা' মূলতঃ এ, টি, টি, এফ, এর যে উগ্রপন্থী তাদের দ্বারা হয়েছে। এবং তার কাছে এই সম্পর্কে আরো তথ্য থাকতে পারে। ফলে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এই এলাকার যারা অপহৃত হয়ে আছেন তাদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশকে উদ্যোগ গ্রহণ করার জনা নির্দেশ দেওয়া হবে কি না?

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ উদ্যোগ নিয়েছেন। শুধু পুলিশ নয় এখন সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস্ তারাও এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুনির্দিষ্ট কোন্ জায়গায় তারা আছে সে খবর পেলেই তাদের উদ্ধার করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং আমরা এটাই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি যে যারাই কিড্ন্যাপ্ড্ হয়েছে তাদের সকলকেই অতিসত্বর উদ্ধার করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা যেন তারা নেন।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— উল্লেখ্য তৃতীয়টি গত ২৫-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা এবং শ্রীসহীদ চৌধুরী উত্থাপন করেছিলেন। আমি এখন শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ "শারীর শিক্ষাকে বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে।"

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে :— "শারীর শিক্ষাকে বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে।" এই বিষয়টির উপরে স্যার, আমাকে বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছে।

স্যার, যে বিষয়টি এখানে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে সেটাতো অন্তর্ভুক্ত আছেই। শারীর শিক্ষা সম্পর্কে আগে যে সমস্ত ধারণা ছিল সেগুলি এখন তো পাল্টে গিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন বিভিন্ন ধরণের কনসেপ্ট তৈরী হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, 'খেলার মাধ্যমে শিক্ষা'-খেলাটাকেও এখন শিক্ষারই অঙ্গ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। সেই কারণে এই বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের রাজ্যে শারীর শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই রাজ্যে স্পোর্টস্ এণ্ড ইয়থ প্রোগ্রাম ডিরেক্টরেট গঠন করা হয়েছে। এই ডিরেক্টরেট দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এস. বি স্কুল, হাইস্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সহ প্রতিটি স্কুলেই শারীর শিক্ষক রয়েছেন। খেলাধুলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি তারা দেখেন। কখনও পরিচ্ছন্নতার দিক, আবার কখনও ছাত্রদের শরীর গঠনের দিকটিও উনারা দেখেন। বিদ্যালয়ের নিত্যনৈমিত্তিক পঠন-পাঠনের সঙ্গে এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষার সূচী বা রুটিন অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা বিষয়ে মোট নাম্বার রয়েছে ৫০। এর

মধ্যে রয়েছে মৌখিক— ১৫ নাম্বার, আচরণে— ১৫ নাম্বার এবং খেলাধুলার অংশগ্রহণে ২০ নাম্বার, এই ভাবে মোট ৫০ নাম্বার। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে মৌখিক ১০ নাম্বার, আচরণের জন্য ১০ নাম্বার এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য ৩০ নাম্বার, এই ভাবে মোট ৫০ নাম্বার। স্যার, বর্তমানে শারীর শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিলেবাসে। এ বিষয়ে ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মধ্যে থাকছে ওয়ার্ক এডুকেশান ৫০ নাম্বার, শারীর শিক্ষাতে ৩০ নাম্বার, স্কুল পারফরমেন্স ১০ নাম্বার এবং সোসাল সার্ভিস ১০ নাম্বার। মোট ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। সিলেবাসে এই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে ডিভিসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে প্রাপ্ত নাম্বার বিবেচিত হয় না। কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শারীর শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য চিন্তা করছেন। এই সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি যদি শারীর শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরাই হবে প্রথম রাজ্য যেখানে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

**শ্রীসহিদ চৌধুরী ঃ—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা যে বর্তমানে শারীর শিক্ষা স্কুলগুলিতে চালু আছে কিনা? আর একটি বিষয় হচ্ছে স্কুলগুলিতে এডমিশানের সময় খেলাধুলায় পারদর্শীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচিত হয় কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বিবৃতি দিয়ে যে যে নাম্বারগুলি যে যে শ্রেণীতে চালু আছে বলে উল্লেখ করেছেন সেটা এখন চালু আছে কি? কাগজে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও বাস্তবে কিন্তু বিষয়টিকে সেভাবে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে আমার অভিমত। কারণ, বিষয়টি নিয়ে আমি কিছু জানতে পেরেছি বলেই বলছি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়টি একটু ক্লীয়ার করলে ভাল হয়।

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, এটাতো পরীক্ষায় পাশ ফেলের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং গুরুত্ব না দেওয়ার প্রশ্ন নেই। এগুলো কার্য্যকরী করে বিদ্যালয়গুলো। যদি মাননীয় সদস্যের কাছে এই ধরণের কোন খবর থাকে যে কোন্ বিদ্যালয় গুরুত্ব সহকারে এগুলো দেখছেন না তাহলে আমাদের জানালে নিশ্চয় আমরা দপ্তর থেকে ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীসহীদ চৌধুরী ঃ—** স্যার, এডমিশনের ক্ষেত্রে?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) **:—** এডমিশনের আলাদা নিয়ম। এগুলো স্কুল বিশেষ বিশেষ সময়েতে বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রেয়ার নিয়োগ করেন। এগুলো সাধারণত এইভাবে দেখার বিষয় নয়।

**শ্রীপবিত্র কর ঃ—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বিষয়টার উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে প্রত্যেক স্কুলের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। সরকার প্রতিটি হাই স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলকে টাকা দিচ্ছেন যে, বাধ্যতামূলকভাবে যাতে প্রতি বছর এ্যানুয়েল স্পোর্টস করা হয়। কিন্তু আমরা দেখছি, খেলাধূলাতে ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণটা আগের

তুলনায় কমে যাচ্ছে। তাই এটা আনার উদ্দেশ্য। এটা মাননীয় সদস্য এনেছেন যে, এটা যদি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে সেটা কার্যকরী হবে না। কারণ, আজকাল সবাই সাবজেক্টটাই বেশী গুরুত্ব দেয়। যদি কোন অপশন্যাল সাবজেক্ট থাকে তাহলে তার উপর গুরুত্ব থাকে না। কারণ, শিক্ষাটা এমন জায়গায় চলে গেছে, বিজনেস, কমার্শিয়ালে চলে গেছে।

সেই জায়গায় আমাদের বক্তব্য এটাই, এটাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে ক্লাশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বোর্ডে যদি তার নাম্বার দেওয়া হয় তাহলে খেলাধুলার আগ্রহ বাড়বে। আমরা দেখছি যারা খেলাধুলা ভালো করছেন, গোল্ড মেডেল পেয়েছেন সরকার তাদের চাকুরীও দিয়েছেন। ফলে, সেদিক থেকে এটাকে বাধ্যতামুলক করে এবং তাকে সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করে তার উপর নাম্বার দেওয়া, যে নাম্বার-এর উপর পাশ ফেল নির্ভর করবে—এই ব্যবস্থা রাখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি অপশন্যাল হলেতো পাশ ফেলের সঙ্গে কোন সম্পর্কে থাকে না। আমি আগেই বলেছি যে, এই বিষয় যদি পাশ না করে তাহলে প্রথম বিভাগে নাম্বার পেলেও ফেল। সুতরাং এটা গুরুত্ব সহকারের আমরা বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে নিয়েছি এবং তা দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য আমরা কমিটি করে দিয়েছি। ওরা রিপোর্ট যেভাবে দেবেন সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অন্যান্য রাজ্যের অভিজ্ঞতাও তারা নেবেন, তখন আমরা নিশ্চয় সেগুলো দেখব। এবং এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২৭-১১-৯৬ ইং তারিখ একটা কমিটিও করে দেওয়া হয়েছে। তারা সমস্ত ব্যাপার খতিয়ে দেখে এখন একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে এটাকে ইনট্রোডিউস করার ক্ষেত্রে যে যে নির্দেশিকা দেবেন সেইভাবে দেখা হবে।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** ( রাধাকিশোরপুর ) :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য, আর না। আরও ৫টি আছে। আর না।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** :— স্যার, একটু বলব এই শিক্ষার ব্যাপারে।

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে বলুন।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আগে কোর ম্যাথমেটিক্স বলে একটা সাবজেক্ট স্কুলে ছিল। সেটাতেও এই একই ধরণের অবস্থা ছিল যে, কোয়ালিফাইং মার্কস না থাকলে ভাল পাশ করলেও কিন্তু পাশ বলে বিবেচিত হত না। দেখা গেল স্কুলে যে টীচার্স রুটিন আছে তাতে এই কোর মেথমেটিক্স-এর কোন সাবজেক্ট থাকত না। ৮ম পিরিয়ড, ৭ম পিরিয়ড-এ গিয়ে একটি ক্লাশ থাকত। অর্থাৎ যেটা মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় বলেছেন যে, যদি সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত না হয়, কারণ তার পজিশনটা আমরা কোর ম্যাথমেটিক্স-এর অভিজ্ঞতা থেকে জানি। এখানে এই শিক্ষা, এই স্বাস্থ্য বিশেষ করে এই ফিজিক্যাল এডুকেশান যা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

তাই যেভাবে আমরা খেলাধুলায় পারদর্শীতা দেখাচ্ছি তারপর যে সুযোগ পাচ্ছি সেদিক থেকে এই জিনিষটা কোয়ালিফাইং মার্কস্ না পেলে পাশ হবে না তা ঠিক আছে। কিন্তু তার গুরুত্ব নীচের দিকে থাকে না। সম্প্রতি আমি সাব্রুম মহকুমায় দেখেছিলাম সেখানে তো এই বছরের ফিজিক্যাল এডুকেশান এবং ওয়ার্ক এডুকেশানের কোন মার্কস, মার্কস-সীটের মধ্যে তোলেনি। শোনা যাচ্ছে যে, সেখানে নাকি পরীক্ষাও হয়নি, তাহলে মার্কস একটা দিয়ে দেওয়া হবে এবং গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এলিভেন ক্লাশে পাশ না করলেও পাশ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে সেই জায়গায়ই আসছে। তাই এটার গুরুত্ব বিবেচনা করে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন কিনা বা এই ধরণের চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমি বলেছি অলরেডি অন্তর্ভুক্ত আছে এবং অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে এবং পরীক্ষার সঙ্গে এটা যুক্ত। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই বিষয়টাকে কতটা গুরুত্ব বিদ্যালয়গুলো দিচ্ছেন। সেটা দেখার বিষয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে বিদ্যালয়গুলো এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্য্যকরী করছেন কিনা ? আমি নিশ্চয় শিক্ষাদপ্তর থেকে এই কথা বলতে পারি যে, আমরা দপ্তরে খোঁজ খবর করে দেখব যে এগুলো আছে কিনা এবং গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিনা। যদি কোন বিদ্যালয় এই ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে থাকে তাহলে সেটা দেখা হবে। আর যেটা উল্লেখ করলেন এটা দুশ্চিন্তাজনক। শিক্ষক যারা আছেন, যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তারা যদি এই প্র্যাকটিসে চলে যান তাহলে এটা রাজ্যের পক্ষে, ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে। যদি পরীক্ষা না দিয়ে মূল্যায়ণ না করে নাম্বার দিয়ে দেন এটা কারোরই কাম্য না। সভ্য সমাজের কেউ এটা কামনা করতে পারেন না।

**মিঃ স্পীকার** :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ১৬-৩-৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটি নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে— "দীর্ঘসময় ধরে আগরতলা পৌর এলাকার জনগণকে পানীয় জলের লাইন মঞ্জুর না করা এবং কানেকশন না দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীবিমল সিন্হা** (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এলাকায় বর্তমানে প্রায় ২০,০০০ ( বিশ হাজার ) পানীয় জলের কানেকশন আছে, এবং প্রতিবছরই কিছু কিছু নূতন কানেকশন দেওয়া হইতেছে। গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায়

মোট ২,৯১০টি নূতন জলের কানেকশান দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

| | |
|---|---|
| ১৯৯২—৯৩ ইং | ১০৮২টি |
| ১৯৯৩—৯৪ ইং | ৩১৭টি |
| ১৯৯৪—৯৫ ইং | ২৫৪ টি |
| ১৯৯৫—৯৬ ইং | ১০৪১ টি |
| ১৯৯৬—৯৭ ইং | ১৩৬টি |
| | মোট ২৯১০ টি |

প্রয়োজনীয় জলের অপ্রতুলতার জন্য জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সব কানেকশন দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আগরতলা কলেজটিলার দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন নদীর জলকে পরিশ্রুত করার প্ল্যান চালু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই প্লান্ট-এর জল অপ্রতুল হওয়ায় আরও ১৭টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে আগরতলা শহরে জল সরবরাহ করা হইতেছে।

এসব গভীর নলকূপের জল আয়রণ মিশ্রিত থাকায় আগরতলা শহরে আয়রণ মুক্ত জল সরবরাহের জন্য নদীর জলকে পরিশ্রুত করিয়া অধিক পরিমাণে জল সরবরাহ করিবার জন্য কলেজটিলায় আরও একটি দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ও বাধারঘাটে দৈনিক ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন নদীর জল পরিশ্রুত করিবার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কলেজটিলাস্থিত নূতন প্লান্ট চালু করা হইয়াছে এবং বাধারঘাটের প্ল্যান্ট আগামী ৯৭-৯৮ ইং সালে চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইহা ছাড়া আরো তিনটি ওভারহেড ট্যাংক-এর কাজ শুরু হইয়াছে এবং পুরানো পাইপ লাইনকে পরিবর্ত্তন করার কাজও বিভিন্ন জায়গায় হাতে নেওয়া হইয়াছে। এসব কাজ শেষ হইলে আগরতলার দক্ষিণাংশ সহ কাটা খাল বাঁধ পর্য্যন্ত সমগ্র এলাকাতেই পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী জলের কানেকশন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

বর্তমানে আগরতলা পৌর এলাকার উত্তরাংশ অর্থাৎ কাটা খালের উত্তরাংশে গভীর নল কূপের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হইতেছে। এই এলাকায় আরও কিছু গভীর নলকূপ এবং আয়রণ রিমুভার প্লান্ট বসিয়ে এই এলাকার জল সরবরাহের উন্নতির চেষ্টা করা হইবে।

জলের কানেকশানের জন্য দরখাস্ত জনসাধারণ আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের কাছে জমা দিয়ে থাকে। সেই সব দরখাস্ত আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল পাব্লিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট ডিভিশান নং—১ এর নিকট পাঠায়। কিন্তু জলের অপ্রতুলতার জন্য সব কানেকশন দেওয়া সম্ভব হয়।

গত ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বিভিন্ন সময়ে মোট ৪১৩৯ টি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। তার মধ্যে জলের অপ্রতুলতা ও দরখাস্ত অসম্পূর্ণ থাকায় ২৭৩৭টি দরখাস্ত আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে ফেরত পাঠানো হইয়াছিল। বাকী দরখাস্তের ভিত্তিতে ১৯৯৫—৯৬ ও ১৯৯৬—৯৭ সালে মোট ১১৭৭টি কানেকশান দেওয়া হইয়াছে।

১৯৯৬-৯৭ সালে গত জানুয়ারী মাসে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ১৯৭৯ সাল হইতে ১৯৯০ সাল পর্যান্ত বকেয়া দরখাস্তের ১৭৪৬ টি নামের তালিকা পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশান-১ এ জলের কানেকশান দেওয়ার সম্ভাবাতা খতিয়ে দেখার জন্য পাঠাইয়াছে। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই সব দরখাস্তের মধ্যে ৭৭৯ টি জলের কানেকশন প্রথম পর্যায়ে দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সব নূতন কানেকশানের তালিকা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলই নির্ধারণ করিবে এবং সেই অনুযায়ী পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশান-১ ক্রমান্বয়ে অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া যথা এস্টিমেটস্ তৈরী করা, মিউনিসিপ্যালিটিতে এষ্টিমেট পাঠানো, জনসাধারণের মিউনিসিপ্যালিতে টাকা জমা দেওয়া এবং মিউনিসিপ্যালিটি সেই অনুসারে পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান— ১ কে জানানোর পর পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান— ১ এই সব কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৯৬-৯৭ই সালে মোট ১৭৪৬টি দরখাস্তের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৭৭৯টি দরখাস্তকে সিলেক্ট করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত বৎসরে এই হাউজের মধ্যে বলেছেন যে ৪৫০টির মত কানেকশান দেওয়া হবে। আর তার মধ্যে দেওয়া হবে ২০০টির মত রোগীদের জন্য। সুতরাং আমরা এই হাউজে গত বিধানসভা চলাকালীন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে ৭১৯টি দরখাস্ত পি.এইচ ই. তে জমা আছে। আর এখানে পাবলিক হেল্‌থ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কোন দরখাস্তই জমা পরেনি। এবং সরকারের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ৭১৯টি দরখাস্ত যেগুলি আছে সেগুলি কত দিনের মধ্যে দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ১৯৯৬—৯৭ সালে পৌর কাউন্সিলে ১৪৪৬টি দরখাস্ত পড়েছিল জলের কানেকশনের জন্য। এগুলির মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৭১৯টি দরখাস্তকারীকে জলের লাইন দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী এই হাউসে গতবছর বলেছিলেন, প্রায় ৪৫০টি জলের কানেকশন দেওয়া হবে এবং সেকেণ্ড ফেসে আরো ২০০ কানেকশান দেওয়া হবে। তারমধ্যে রোগীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে দেখলাম পাবলিক হেল্‌থ মিনিষ্টার এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। যাক্ আমার প্রশ্ন সেটা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ৭১৯টি কানেকশন কত দিনের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** (মন্ত্রী) :— স্যার, ৭১৯-ও কম। আমরা হাজার হাজার কানেকশন দিতে পারব যদি বাধারঘাটের রাস্তা ক্লিয়ার করতে সাহায্য করেন। সেখানে আমরা ৪০ লক্ষ গ্যালনের প্রোজেক্ট করেছি কিন্তু পাইপ নিতে পারছি না। বাধা দিচ্ছে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কিংবা পাবলিক হেল্‌থ মিনিষ্টারত ঘরে ঘরে গিয়ে জল পৌঁছে দিতে পারবে না। পাইপগুলি লে করার জন্য যে রাস্তা দরকার এটা পাবার জন্য বিশালগড় এস.ডি.ও-এর কাছে লেখা হয়েছে। তাছাড়া, আমি আগেই বলেছি, অনেক পাইপ ৩০ বছরের পুরাণো। সেই পাইপগুলি তিন ইঞ্চির ছিল। আয়রণ জমে পাইপগুলি ১ ইঞ্চি হয়ে গেছে। সেই পাইপগুলিও পাল্টানোর দরকার। পাইপ পাল্টানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। ১০ কিঃমিঃ পাল্টানোর কথা ছিল। আমরা আশা করছি, ১০ কিঃমিঃ না হলেও এই মার্চের মধ্যে ৭ কিঃমিঃ পাল্টানো হয়ে যাবে। কাজেই আমরা আরো বেশী দিতে পারব।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ঃ— স্যার, এই প্রজেক্ট হয়েছে ভাল কথা। হাজার হাজার কানেকশন দেওয়া যাবে সেটাও ভাল কথা। কিন্তু আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, মাত্র ২টি কানেকশন হয়েছে। কাজেই, আমি জানতে চাইছি কানেকশনগুলি দেবার জন্য সরকার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য হয়ত শুনতে ভুল করেছেন। স্যার, আমি বলেছি, ১৯৯৬—৯৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে বকেয়া দরখাস্ত ১,৭৪৬টি। এগুলি পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশানে খতিয়ে দেখার জন্য পাঠান হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৭১৯টি জলের কানেকশন দেওয়া যাবে বলে ঠিক হয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ঃ— হ্যাঁ, আমি সেটাই জানতে চাইছি, ৭১৯টি কানেকশন এবারে পাবে ত ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** (মন্ত্রী) :— স্যার, সন্দেহ নেই। কানেকশন দেওয়া হবে। এটা কিছুই নয়।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ঃ— এই ৭১৯টি কানেকশন দেবার জন্য কাজ আরম্ভ হয়েছে কি ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, কাজ শুরু হয়ে গেছে।

**শ্রীসহীদ চৌধুরী** ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আগরতলা পৌরসভা এলাকায় জলের যে কানেকশান দেওয়া হচ্ছে সেটা কি পদ্ধতিতে দেওয়া হচ্ছে ? এরকম কোন পদ্ধতি চালু আছে কিনা যে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন— কমিশনার, চেয়ারম্যান আছেন তাদের রিকমণ্ডেশানের ভিত্তিতে, তাদের পছন্দের লোকদেরকে জলের কানেকশান দেওয়া হচ্ছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে দরখাস্ত করে আছে তারা জলের লাইন পায় না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক না। তবে আংশিক যে হয় না তাও না। যারা সিরিয়াস রোগী আছেন, জলের প্রচণ্ড দরকার এই ধরণের ইম্পরট্যান্ট কেইস থাকলে তাদেরকে আলাদা কনসিডার করা হয়। অমুকের রিকমেণ্ডেশানের ভিত্তিতে প্রায়রিটি দেওয়া হয় এই ধরণের কোন ঘটনা আমি পাইনি।

**শ্রীপবিত্র কর** ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৪০ লক্ষ গ্যালনের প্ল্যান্টটির জন্য রাস্তা আটকানোর জন্য পাইপ নিয়ে যেতে পারছেন না, নিতে পারলে সুবিধা হবে। কিন্তু শহরের উত্তর অংশে কুঞ্জবন, ইন্দ্রনগর, অভয়নগর, অভয়নগব অংশের জনগণের দুর্ভোগ থেকেই যাচ্ছে। ডিপ টিউবওয়েল যেটা করা হয়েছে সেটার জলে প্রচুর আয়রণ এবং তারজন্য জনগণের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। এই আয়রন বিমুভ করার জন্য আলাদা কোন স্কীম নেওয়া হবে কিনা ? এই জায়গাটা হলে সলভ হবে কিন্তু ঐ পোরশানটা ডিপ্রাইভ থেকে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা গুরুত্ব দেবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রীবিমল সিন্‌হা** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় সদস্য এটা ঠিকই বলেছেন। ১ নং হোষ্টেলের কাছে একটা ডিপ টিউব ওয়েল আছে সেখানে চায়ের রংএর মত জল বের হয়। তারজন্য আমরা বিশেষ স্টেপ নিয়েছি। কিন্তু যারা আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট তৈরী করে তারা সবাই এখানকার না, বাইরের কোম্পানী। অনেকখানি তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাদের এওয়্যার করা সত্বেও তারা সময়মতো কাজ শেষ করছে না। তা সত্বেও তাদেরকে পারশ্যুয়েশান করছি। হাফানিয়া হাসপাতালেও ঐ রকম, রোগীদের জল না পাওয়ার মত অবস্থা। তারজন্য আমরা পারশ্যুয়েশান করছি এবং শিগ গিরই সেখানে পরিশ্রুত জল সাপ্লাই করা যাবে এবং তারজন্য আরও আধুনিক পদ্ধতি থাকলে তাও গ্রহণ করা হবে। আর কুঞ্জবন টাউনশীপের কথা মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন। সেখানে জল সে পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ক্রাইসিস সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট ছিল সেটাও ভবে গেছে। এটাকে ওয়াস করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি নির্বাচন দপ্তরেব ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ও শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"সচিত্র পরিচয়পত্র ভোটারদের বিলি করার অগ্রগতি সম্পর্কে।"

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার এবং শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন আমি বিবৃতি দিচ্ছি,

ভারতের নির্বাচন কমিশনের আদেশ ও নির্দেশানুসারে ১৯৯৫ ইং ভোটার তালিকার ভিত্তিতে রাজ্যের সকল ভোটারগণকে সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরী করে প্রদানের কাজ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং থেকে শুরু

করা হয়। এক্ষেত্রে ভোটারদের ফটো তোলার কাজ পর্যায়ক্রমে ১০-১১-১৯৯৫ ইং থেকে বিভিন্ন নির্বাচন ক্ষেত্রে হাতে নেয়া হয়। এই পর্যায়ে ফটো তোলার কাজ ৩১-৩-১৯৯৬ ইং পর্যান্ত অব্যাহত থাকে। এরপর কমিশনের নির্দেশ অনুসারে লোকসভা নির্বাচনের জন্য কিছুকাল কাজ বন্ধ রাখা হয়। নির্বাচনের কাজ শেষ হলে আগষ্ট ১৯৯৬ ইং থেকে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা হয়। পরবর্ত্তী কালে ১৯৯৬ ইং সনে প্রকাশিত ভোটার তালিকার অন্তর্গত নূতন ভোটারদেরও ফটো তোলার কাজ হাতে নেয়া হয়। এ পর্য্যন্ত পরিচয়পত্র তৈরী ও বিতরণের কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

১) ১৯৯৬ ইং সনের নির্বাচক তালিকা অনুসারে ( সার্ভিস ভোটার বাদে )
রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা— ১৬,৪৬,১৮৪।

২) ছবি তোলা হয়েছে এমন মোট ভোটারের সংখ্যা— ১৪,০৭,৪৮৫।

৩) মোট সচিত্র পরিচয় পত্রের প্রাপ্তির সংখ্যা— ১২,০১,৮৭০।

৪) নির্বাচকদের নিকট বিলিকৃত মোট পরিচয় পত্রের সংখ্যা— ৯,৫৮,৬৮৩।

৫। প্রাথমিক পরীক্ষা ও বিতরণের সময় প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ মোট পরিচয় পত্রের সংখ্যা ৩২,৭৭৫।

৬। ত্রুটি সারানোর পর পুনরায় প্রাপ্ত মোট পরিচয় পত্রের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় সর্ব্বাধিক চারটি সুযোগের মধ্যে একটি সুযোগে নিজের ফটো উঠাবেন। এ অনুযায়ী বিভিন্ন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সুযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :—

১) চারটি সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এ রকম নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা ৩৭টি।

২) তিনটি সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এ রকম নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা ১৯টি।

৩) দুটি সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এ রকম নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা ১টি।

৪) একটি সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এ রকম নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা ১টি।

( ৪৯—আমন্নু বিধানসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ৩টি ভোট কেন্দ্র ও ২৮— কৃষ্ণপুর বিধানসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ১টি ভোট কেন্দ্র ব্যতীত। )

উক্ত সচিত্র পরিচয়পত্র কমপিউটারের মাধ্যমে এক আধুনিক ও জটিল পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে সামান্য শতাংশ পরিচয়পত্র যান্ত্রিক ব্যর্থতার জন্য ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। এই রকম ব্যতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য, এবং যে সকল ভোটার এ পর্যন্ত প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি তাদের জন্য তাৎক্ষণিক পদ্ধতিতে পরিচয়পত্র তৈরী ও বিতরণের এ বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মোট ২৩টি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের কাজ এপর্য্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে এরমধ্যে রয়েছে সদর মহকুমার ৬টি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র, উদয়পুর মহকুমার ৫টি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র, কমলপুর মহকুমার ৪টি নির্বাচন ক্ষেত্র, ধর্মনগর মহকুমার ৫টি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র, কৈলাসহর, বিলোনীয়া ও অমরপুর মহকুমার একটি একটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র।

বাকী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলিতেও পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতিতে কাজ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

**শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন পরিস্কার হিসাব। আমরা দেখছি ১৯৯৫ সাল থেকে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য ডিভিশনের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু আমদের খোয়াইতে যে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র আছে সেখানেও ফটো তোলার কাজ শুরু হয়েছিল সমস্ত সেণ্টারেই। কিন্তু শেষ পর্যান্ত দেখা গেল কিছুই হয়নি। কারণ, কিছু ফটো ডিষ্ট্রিবিউটও করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল ঐ সচিত্রপরিচয়পত্রের মধ্যে অনেক ভূল রয়েছে। কারও নাম ভূল হয়েছে, কারও ফটো ভূল হয়েছে। এভাবে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে, এমন কি আমার নিজের নাম পর্যান্ত ভুল উঠেছে। এই ভুলভ্রান্তি কবে নাগাদ সংশোধন করা হবে ? এই যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এখন পর্যান্ত যে অগ্রগতির কথা মাননীয় মন্ত্রী বললেন তাতে তো হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ সচিত্র পরিচয়পত্র আনার একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করার পর সেই তারিখ অনুযায়ী সচিত্র পরিচয়পত্র আনতে গেলে তখন দেখা যায় এই সচিত্র পরিচয়পত্র-এর কিছুই হয়নি, এমনকি যে ফটো তোলা হয়েছিল সেই ফটো পর্যান্ত উঠে নি। তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে আর একটা তারিখ দিয়ে দেন এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখে গিয়েও সচিত্র পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। তখন তাঁরা আর একটা নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দেন। এই ভাবে স্যার, সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সম্পর্কে যে সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার মহাশয় কিছু বলবেন কি ?

**মিঃ স্পীকার ঃ—** অনারাব্যল চীফ মিনিষ্টার রিসেসের পর এই পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যানের জবাব দেবেন।

এই হাউস বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যান্ত মূলতবী রইল।

( বিরতির পর )

AFTER RECESS AT 2 p m.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার প্রারম্ভে আমি বলতে চাই যে সভাতেই উঠেছিল যে বর্ষসেরা পার্লামেণ্টারিয়ান এটা পার্লামেণ্টে হয়, এই হিসাবে তাকে বরণ করা হচ্ছে বর্ষসেরা পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে। মাননীয় বিধায়ক অমল বাবু উনি জানতে চেয়েছেন, এটা-ত ভাল প্রস্তাব। এখন কি করা যায়, এই ব্যাপারে লিডার অফ দি হাউসও বলেছেন। এখন এটাকে কি করে ফুলফিল করা যায়, পার্লামেণ্টারী প্রসিডিউর দেখে এটার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেন নেওয়া হয়।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, খোয়াইতে যে এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হিংসাত্মক ঘটনায়, তাদের পরিচয়পত্র বিলি করা হয়েছিল, এখন এগুলি পুড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের জন্য সরকারের কি চিন্তা-ভাবনা আছে এবং আর একটা ক্লারিফিকেশান হল, যেমন ২৮ নম্বর কৃষ্ণপুর, গণ্ডাছড়া মহকুমার মধ্যে মালদা রোয়াজা পাড়া, চাকমা পাড়া, গঙ্গানগর কিংবা কর্ণমুনি পাড়া এইসব জায়গাগুলি কনট্রোলিং খোয়াইএর এস, ডি, ও-এর হাতে। স্বভাবতঃই

খোয়াই মহকুমা থেকে এখানে গিয়ে গণ্ডাছড়া এলাকার মধ্যে গিয়ে এটা করতে হয়। এই বিভিন্ন কারণে এটা যে বিলম্বিত হচ্ছে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, আমি বলেছি কোন্ স্টেইজে কত আছে। ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৪ জন ভোটার ১-১-৯৬ তে ভোটার। অ্যাডমিট কার্ড ১৪ লক্ষের উপর নেওয়া হয়েছে, ১২ লক্ষ রিসিভ করেছে, তার মধ্যে ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার বিলি করা হয়ে গেছে। ডিফেক্ট পাওয়া গেছে এবং ডিফেক্ট সংশোধনের বিষয় বিভিন্ন এস, ডি, ও অফিস করছেন এবং যা বাকী আছে আমরা করে ফেলব। কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের রাজ্যের প্রগ্রেস ভাল। কোন কোন জায়গায় ৪ বার চান্স দেওয়া হয়েছে। কোন জাওগায় ৩ বার কোন জায়গায় ২ বার। এখানে ছাওমনু বিধানসভা কেন্দ্র, কৃষ্ণপুর— এগুলিতে একবার করে দেওয়া হয়েছে ৩-৪ টা পোলিং ষ্টেশন থাকে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। খোয়াই সম্পর্কে যে প্রশ্ন, খোয়াইতে কাজটা বিলম্বিত হয়েছে, সেখানেও আমরা ঠিক করে দেব। একটু সময় লাগতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ইলেক্শান কমিশনের আইডেনটিটি কার্ড মাস্ট, থাকতেই হবে এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেই।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, আমাদের আশংকা হল হঠাৎ করে যদি ইলেক্শান কমিশন বলেন যে পরিচয়পত্র এর উপর নির্ভর করে ভোট হবে। তাহলে দেখা যায়, এখানে মোট ১৬ লক্ষের উপর ভোটার আছে, এর মধ্যে রিসিভ করেছে ১২ লক্ষ এবং ডেলিভারী হয়েছে ৯ লক্ষের মত। যেগুলি বিলি হয়নি, রিসিভ করার পরও বিলি হয়নি এগুলির মধ্যে অনেকগুলি আছে যেগুলিতে দেখা যায় ফটো ঠিকমত আসেনি, নাম ভুল বা টাইটেলে ভুল, নানাধরণের সমস্যা। আর ৪ বার করে দিয়েছে এটাও ঠিক। যেমন স্যার, আমি ব্যাক্তিগতভাবে ফটো উঠিয়েছি, আমারটাও হাতে পাইনি। যাহোক, এই ভোটের ব্যাপারে সেখানে যদি একটা পারসেনটেজও বাকী থাকে, এবং এই পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যদি ভোট হয় তাহলে অনেকে বঞ্চিত হবেন। কাজেই যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এটাকে আরো নজরদারি করা, আরো সঠিকভাবে যাতে সবকিছু করা যায়— এটা দেখা দরকার। কেননা ফটো অনেকে উঠিয়েছেন, বার বার উঠিয়েছেন। সেগুলি অনেকে পেয়েছেন. অনেকে পাননি। হয়ত দেখা যাচ্ছে বিভিন্নভাবে চেষ্টা আছে। কিন্তু এই চেষ্টার ফাঁকেও দেখা যায় অনেক কিছু বাকী রয়ে গেছে। এগুলিকে ভালভাবে নজর দিয়ে, আরো সুচারুভাবে করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, কাজের অগ্রগতি ভাল। অন্যান্য অনেক রাজ্যে এ যে পারসেন্ট আমরা করেছি তারচেয়ে অনেক পেছনে আছে। আমাদের ডিফিকাল্টিও আছে। আমরা যে কাজটা শুরু করেছি সেটা আমরা কমপ্লিট করব। ইলেকশান কমিশন যাই বলুক আর না বলুক সামনের ভোটে কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় সেই ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব।

**শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা** (বাইগাভ্যালী) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এমন ঘটনাও আছে— স্ত্রীর নামে ফটো আছে, তার ওখানে স্বামীর নামেও আছে। ছেলের নামে ফটো হচ্ছে, বাবার নামেও হচ্ছে। সেটা কি সংশোধন করা হবে কিনা ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি এখন সব এস, ডি, ও অফিসে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটা এস, ডি, ও অফিসে মেশিন বসিয়ে সংগে সংগে পাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বাকী জায়গাগুলিতে আমরা সবটা কাভার করব।

কাজেই কতগুলি জায়গাতে অলরেডী অন্ততঃ ১৫টি জায়গাতে কাজ করেছি। বাকী জায়গাগুলি ত আমরা সবগুলি কাভার করব।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** :— পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশান স্যার, এই যে গঙ্গানগর কর্ণমুনি পাড়াতে ওখানে তারিখ দেওয়া হয়েছে, "এত তারিখে আমরা আসব বলে," তখন গ্রামবাসীরা প্রায় নয় দশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে সেখানে জড়ো হয়েছে তাদের আইডেনটিটি কার্ডের ফটো তোলার জন্য। কিন্তু দেখা গেল যে, তারিখ দিয়ে ওনারা সেদিন সেখানে যান নি, এই রকম ঘটনা দুই তিন বার করে হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে। যেমন খোয়াই থেকে যারা যাবেন গণ্ডাছড়া, গিয়ে প্রথমে একবার তারা জেনে আসবে যে ফটো তোলার জন্য আসবে কিনা, তারপর তারা ফটো তোলার জন্য ওরা আসবে জেনে সেখানে যাবে, গিয়ে দেখবে ওরা আসেনি, তো আবার ফিরে আসবে এভাবে গ্রামবাসীদের খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে এই ফটো তোলার ব্যাপারে। কাজেই আগামীদিন যাতে এই রকম কোন অসুবিধা না হয়, ঠিক সময়ে ঠিক তারিখে যাতে ওনারা উপস্থিত থাকেন এবং ফটো তোলার জন্য ব্যবস্থা নেন এই ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করা যায় কিনা বা এই ব্যাপারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু চিন্তা করবেন কিনা—জানাবেন কি ?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সব এরিয়াতে কিছু কিছু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, হয়েছে হয়তো, আমরা যথাসম্ভব এটাকে টাইমলি করার চেষ্টা করব। আমরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছি তাতে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, আমরা এটা যেকোন ভাবেই হোক করে ফেলব।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিশেষ করে উদয়পুর মহকুমা এবং বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে কয়েকটা স্কুলে যেখানে ভোট কেন্দ্র সেই সমস্ত স্কুলে গিয়ে ফটো তোলার কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে, স্কুলগুলিতে ভোট কেন্দ্র যেমন, চাম্পাশর্মা জে, বি, স্কুল, খারাথুং, ছাইমারোয়া, মৈথলুং, কাচিগাঙ, বেলতলা হাই স্কুল এবং আঠারবোলা জে, বি, স্কুল, খোয়াইমুড়া ইত্যাদি স্কুলগুলিতে এই সমস্ত এলাকাতে এরা নির্দিষ্টভাবে কোন তারিখ জানায় না। তারপরে অনেক তারিখ পরার পরেও তারা সেখানে সঠিক ভাবে

ফটো তুলতে যায়নি এবং যেগুলি তোলা হয়েছে সেগুলিও বার বার তাদের কাছে আসার পরে শেষ পর্য্যন্ত তারা বিশেষ করে ইভাগালার তাদেরকে বলা হয়েছে— "তোমাদের কিল্লাতে তহশীল কাচারিতে গিয়ে ফটো তুলতে হবে।" স্যার, কিল্লা থেকে ইভাগালার দুরত্ব হচ্ছে ২০ কিলোমিটার। কাজেই ওখান থেকে এসে ফটো তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব না। স্যার, এভাবে ঐ সব এলাকাতে শতকরা ৯০ জনের এখনও ফটো তোলা হয়নি। আর যেগুলি তোলা হয়েছে সেগুলিও বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, এক জনের নামের জায়গায় আর একজনের নাম উঠে গেছে, বাবার নামের জায়গায় ছেলের নাম উঠে গেছে, ছেলের নামের জায়গায় নাতির নাম উঠে গেছে, এভাবে বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেগুলি এখনও সংশোধন করা হয়নি। এমন কি এখানে মাননীয় সদস্য অমলবাবু যে কথাটা বলেছেন যে ওনারটা এখনও পাওয়া যায়নি। আমার পরিবারেও তাই হয়েছে, আমারটা পাওয়া গেছে, কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েদেরটা এখনও পায়নি। আমার পরিবারের তিন জনের ফটো এখনও পাওয়া যায়নি। স্যার, সেখানে আমাদের মত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে সেখানে অন্যদের বেলায় যে কি হবে সেটা আর বলে লাভ নেই। আর একটা কথা যেটা মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন, ১৯৯৫ সালের ভোটার লিষ্টকে কেন্দ্র করে ফটো তোলা হয়েছে। তাতে স্যার, খোয়াইমুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যা তার বয়স ৪২, সুলোচনা জমাতিয়া। উনি বার বার গিয়েছেন ওনার নাম উঠানোর জন্য এবং বারবারই ওনাকে বলা হয়েছে ওনার বয়সের একটা প্রমাণ পত্র দেখানোর জন্য। এদিকে সে কখনও স্কুলে যায় নি। কাজেই সে স্কুলের সার্টিফিকেট আনতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে কি একজন গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্যাকে যেহেতু ১৯৯৫ সালে তার নাম উঠানো হয়নি তাই তার নাম উঠানো যাবে না? অথচ সে ১৯৯৩ সালে ভোট দিয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে এ, ডি,সি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। এখন সে যতবারই তার নাম উঠাতে যাচ্ছে ততবারই তাকে বলা হচ্ছে যে "তোমার বয়সের একটা স্কুল সার্টিফিকেট আন।" সে তাদেরকে বলেছে যে "আমার পক্ষে স্কুল সার্টিফিকেট আনা সম্ভব না, কারণ আমি কখনও স্কুলে পড়িনি।" এই সমস্তগুলি চলছে ঐ সমস্ত অঞ্চলে। কাজেই এই সমস্তগুলি খতিয়ে দেখে পুনরায় এই মহকুমার শাসককে বা যাঁরা এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে সকল অফিসারদের নির্দেশ দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার স্টেটমেণ্টে বলেছি সব ব্যবস্থাই করা হবে। ১৯৯৬ ইং সনের মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পার্লামেণ্টের ইলেকশন থাকায় বন্ধ থাকে। তারপর আবার আগষ্ট মাস থেকে শুরু হয়। তাছাড়া, এটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে সমস্ত অসুবিধা দূর করে আমরা এই কাজটা সম্পন্ন করব।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেও

জানেন যে, রিসেন্টলি অ্যাক্সিডেন্ট হলো খোয়াইতে। তাতে জাতি-উপজাতি অংশের জনগণের অধিকাংশই আই. কার্ড যারা পেয়েছিল, সেটা আগুনে পুড়ে গেছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আবার তাদের আই-কার্ড দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? তাছাড়া অন্যান্য কারণেও আই-কার্ড অনেকের নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এটা পুনরায় দেবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যাদের আই-কার্ড নষ্ট হয়ে গেছে তারা এস.ডি.ও. কে জানালে সেটা পুনরায় দেবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু গভার্ণমেন্টকে জানাতে হবে যে আমার আই-কার্ড এই কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা দরকার সেভাবে করা হবে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা বরাবরই দেখেছি বিগত দিনগুলিতে যে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে এন্যুমারেশন অর্থাৎ ভোটারলিষ্ট তৈরী করা হয়। এইবারও ১৯৯৭ ইং সনে এটা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। কাজেই, এভাবে এই ঘরে ঘরে গিয়ে এন্যুমারেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, যদি না থাকে তবে এটা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই এন্যুমারেশনের ব্যাপারটা সবটারই দায়িত্ব হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের। এক বছর পরে আমাদের রাজ্যের বিধানসভার জেনারেল ইলেকশন এবং এটা প্রতি বছরই রিভিউ করা হয়। কাজেই এবারও আমাদের যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হবে সেভাবেই আমরা এটা দেখব।

**শ্রীমতী কান্তিকন্যা দেববর্মা** (টাকারজলা) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিশালগড় সাব-ডিভিশনে এই ভোটারলিস্টের ভিত্তিতে ফটো তোলার কাজ শেষ হয়েছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে তো বিস্তারিত কিছু আমার কাছে নেই। টোটালটা আমি বলেছি। যাইহোক্ ত আমি খবর নিয়ে এটা দেখব।

**মিঃ স্পীকার** :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"সরিষার তৈল, কাপড় কাঁচার সাবান, ডাল, আটা, চাল, চিনি, লবণ, কেরোসিন সহ সাংসারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকানে জনগণের চাহিদামত সরবরাহ না করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) : — "সবিবার তৈল, কাপড় কাঁচার সাবান, ডাল, আটা, চাউল, চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল সহ সংসারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানে জনগণের চাহিদামত সরবরাহ না করার ঘটনা সম্পর্কে,"— আমার বিবৃতিটি দিচ্ছি।

মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চাউল, আটা, গম, চিনি, আয়োডিন যুক্ত লবণ ও কেরোসিন তৈল কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অনুযায়ী ভোক্তাসাধারণের মধ্যে নিয়মিত সরবরাহ করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক বরাদ্দ ও ভোক্তাদের মধ্যে বণ্টনের হার নিম্নরূপ :—

| | মাসিক বরাদ্দ |
|---|---|
| ১) চাউল | ১৬,১০০ মেঃটন। |
| ২) গম | ১,৮০০ মেঃটন। |
| ৩) চিনি | ১,১৭৩-৭ মেঃটন। |
| ৪) কেরোসিন | ৩,১৭৪ কে.এল |
| ৫) আয়োডিনযুক্ত লবণ | ১,৯৯৫ মেঃটন। |

ভোক্তাদের মধ্যে বণ্টনের হার

| | বণ্টনের হার |
|---|---|
| ক) চাউল | |
| ১) শহরাঞ্চলে — | ৫ কে. জি প্রতি মাসে প্রতি পূর্ণ বয়স্কব্যক্তির জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার অর্ধেক। |
| ২) গ্রামাঞ্চলে — | ৭ কে. জি প্রতি মাসে প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার অর্ধেক। |
| খ) গম এবং আটা | |
| ১) শহরাঞ্চলে | ৫ কে. জি প্রতি মাসে প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য তার অর্ধেক। |
| ২) গ্রামাঞ্চলে | ৬ কে. জি প্রতি মাসে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য তার অর্ধেক। |
| গ) চিনি | |
| ১) শহরাঞ্চলে | ১ কে জি প্রতি মাসে প্রতি ব্যক্তির জন্য। |
| ২) গ্রামাঞ্চলে | ৫০০ গ্রাম প্রতিমাসে প্রতি ব্যক্তির জন্য। |
| ঘ) আয়োডিনযুক্ত লবণ | |
| শহর ও গ্রামাঞ্চলে | সর্বত্র একই হারে মাথা পিছু ৭৫০ গ্রাম প্রতি মাসে। |
| ঙ) কেরোসিন তৈল :— | |
| শহর এবং গ্রামাঞ্চলে :— | একই হারে প্রতি মাসে ৫ জন সদস্যভুক্ত ১) পরিবারের জন্য ৫ লিটার করে। ২) ৬ লিটার প্রতিমাসে ৬ থেকে তদূর্দ্ধ সদস্যভুক্ত পরিবারের জন্য। |

সরিষার তৈল, কাপড় কাচাব সাবান, ডাল ইত্যাদি খোলা বাজারে কোন ঘাটতি নেই। এখানে উল্লেখ থাকে যে খোলা বাজারে যাতে কৃত্রিম সংকট ও অতি মুনাফা ব্যবসায়ীরা না নিতে পারে সরকার সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষকে তীক্ষ্ণ নজরদারী করার জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বিবৃতি দিলেন তাতে বাস্তবের সঙ্গে অনেকাংশেই মিল নেই। কোন রেশন দোকান থেকেই আটা ভোক্তাদের দেওয়া হয় না। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও নাকি বাজারে নিয়ন্ত্রিত দরে বা নির্দিষ্ট দবে পাওয়া যায়, সেটাও বাস্তবেব বিপরিতপন্থী বিবৃতি। এভাবে তথ্য দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, আমরা প্রত্যেকেই জানি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি প্রায়শঃই ঘটছে। দর উঠা-নামাও করছে। শহরের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের কনজিউমার্স স্টোর্সগুলিতে ঠিকদামে জিনিষ পাওয়া গেলেও আরও অনেক কো-অপারেটিভ স্টোর্স রয়েছে রাজ্যে যেগুলিতে বেশী দামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করা হচ্ছে। এসেনসিয়াল কমোডিটিস্ যেগুলি আছে সেগুলি সরকার সরবরাহ করুক আব না করুক, ন্যায্যমূল্যের (সরকারী) দোকান বা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্টভাবে একদামে রাজ্যের সর্বত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাতে উনার সঙ্গে একমত যে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় যেসব জিনিষ রয়েছে সেগুলো খোলা বাজারে যে যে দামে কিনতে হয় সরকার যদি এগুলো জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফৎ বিলি করতে পারেন তাহলে জনসাধারণের উপকার হয় কথাটা সত্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের একটা দাবীও ছিল যে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভর্তুকীতে দেশের সর্বত্র স্বল্পমূল্যে যাতে জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্য-মূল্য দোকানেব মারফৎ বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়। এটা নিয়ে আমরা সরকারে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পত্র দিয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমরা এই ব্যাপারে কোন জবাব পাইনি। এবং এই জিনিষগুলো আমরা যাতে তাদের হাতে পৌছে দিতে পারি তারজন্য আমরা এন. সি. সি. এফ নামক একটি সংস্থা, সেই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম অন্তত ভোজ্য তেল, ডাল এগুলো যাতে সরবরাহ করতে পারে, কাপড় কাচার সাবান বা এই যে ডিটারজেন্ট পাউডার এইসব জিনিষ যাতে দিতে পারে তারজন্য আমরা তাদের সঙ্গে লেখালেখি করেছিলাম। তাদের কাছ থেকে প্রতিনিধি আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন। আসার পর তারা শুধু পাম-অয়েলটাকে হাতে নিলেন আব বাকিগুলো সম্পর্কে তারা কোন সহযোগিতা আমাদের করেন নি। কাজেই আমাদের ন্যায্যমূল্য দোকানের মারফৎ এগুলো দিতে গেলে যেটা নাকি মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা রেশন সপের ডিলারদের দিয়ে ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। কিন্তু তাদের পক্ষেও সম্ভব না আমরা এটাও

খতিয়ে দেখেছি। একদম দেখি নি তা নয়। আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে এটা হলে তাকে বসে থাকতে হবে এই দোকানের জন্য এবং তারজন্য যে পরিকাঠামো দরকার সেই পরিকাঠামো আমাদের নেই এবং প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন আছে। এসমস্ত জিনিষগুলো সরবরাহ করতে গেলে এটা রাজ্যসরকারের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। আর অন্যান্য যে প্রস্তাব রেখেছেন যে আরও যেসমস্ত দপ্তরগুলো আছে—যেমন উল্লেখ করেছেন কো-অপারেটিভ ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে ন্যায্যমূল্যের মাধ্যমে গরীব মানুষকে স্বল্প মূল্যে তাঁরা এগুলো ক্রয় করে এনে যাতে বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা তারা যাতে করেন তারজন্য আমাদের আইতরমা এবং বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের দোকান রয়েছে তারা চেষ্টা করছেন। এর অতিরিক্ত যদি কিছু করতে হয় তাহলে সব দপ্তরের সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলা আমার পক্ষে আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।

তারপর আটা সম্পর্কে বলেছেন। আমরা গম পাই, সেই গমটা আমরা দিতাম। সেই গমটা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল। আগে গম দেওয়া হত রেশনে। এখন গমই আছে। কিন্তু আমরা এটাকে করি কি, এটাকে ভাঙ্গাই, ভাঙ্গিয়ে আটা করি। সেই আটাটা আমরা বিক্রির ব্যবস্থা করি। অবশ্যই সেটা বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে চাহিদা অনুসারে আমরা দিয়ে থাকি এবং সাব-ডিভিশন অফিসারদের কাছে যেসব চাহিদা আছে সেই চাহিদা অনুসারে আমরা সেটা সরবরাহ করি।

**শ্রীসুবল রুদ্র** ( সোনামুড়া ) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আটা দিয়েছেন রেশনের। শহরে ৫ কেজি করে চাউল সরবরাহ করা হয় আর গ্রামে ৪ কেজি করে, শহরে ১ কেজি করে চিনি আর গ্রামে ৫০০ গ্রাম করে সরবরাহ করা হয়। এই নীতিটা কে নির্দ্ধারণ করেছেন এবং কি পদ্ধতিতে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ? স্যার, দেখলে মনে হয়না শহরের মানুষ বেশী খায় অথবা শরীর একটু মোটা অথবা চা বেশী খায়, তাহলে এটা কোন পদ্ধতিতে হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এবং এটা পরিবর্তন করে-গ্রামের মানুষতো একটু কাজ করে বেশী-তাই এটা সমান সমান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এই জিনিষটা কেরোসিনের বেলায়ও ছিল। এই ব্যাপারে এই হাউসে আলোচনা হয়েছিল এবং আমরা উদ্যোগ নিয়ে এটা সমান সমান করে দিয়েছি।

কারণ, চাউল চিনির ক্ষেত্রে আমাদের কতটা কোথায় বন্টন করা হবে এই নীতি নির্দ্ধারণ করবার জন্য এক একটা কমিটি থাকে। বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে এই কমিটি হয়ে থাকে এবং তারাই সেটা নির্দ্ধারণ করে থাকেন। এখানে হাউস থেকে এই প্রশ্ন এসেছে যে, গ্রাম এবং শহরে এক রকম করে দেওয়া যায় কিনা ? এটা চাহিদা-যোগানসহ সব কিছুর উপর নির্ভর করছে। এটাকে আমরা খতিয়ে দেখতে পারি যে, এটাকে সমান সমান করে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

**শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা** :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যে পার্থক্য

মাননীয় মন্ত্রী যে জবাব দিলেন তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য হচ্ছে কৃষি প্রধান রাজ্য, আশিজন মানুষ গ্রামে থাকে। এই গ্রামের মানুষের জন্য ৪ কেজি চাউল মাসে আর শহরের মানুষের জন্য আছে ৫ কেজি, এটা কোনমতেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, সমান সমান করা নয়, গ্রামের মানুষের জন্য বেশী করে দেওয়া। আর দুই নং হচ্ছে, এটা আন-সায়েন্টিফিক ডিস্ট্রিবিউশান হচ্ছে আমরা এই সমস্যা ফেইস করছি। কেরোসিন তেল, শহরে খানিকটা বিদ্যুৎ পাচ্ছে, বিদ্যুতের যখন অভাব হয় তখন আমরা শহরে থেকেও লক্ষ্য করছি যে যখন লোডসেডিং করা হয় তখন শহরের মানুষকেও সন্তুষ্ট রাখার জন্য গ্রামটা আগে কেটে দেওয়া হয়। গ্রামের গরীব মানুষ সবাই বিদ্যুৎ নামাতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কমিটির মধ্য দিয়ে এটা করবেন কিনা যে গ্রামের মানুষকে কেরোসিন বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ এবং শহরের মানুষদের একটু কমিয়ে দেওয়া হউক। চিনির ক্ষেত্রে একটু বাড়ানো উচিৎ বলে আমি মনে করি, অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করে আছে। এটা বাড়ানো উচিৎ। এই কমিটির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের চাউল বাড়ানো, শহরে যেটা আছে থাকবে,, গ্রামের মানুষের কেরোসিন তেল শহর থেকে বাড়িয়ে দেওয়া।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপ মুখ্যমন্ত্রী ) :— স্যার, এটা সারা ভারতবর্ষে একই নর্মস্ আছে। গ্রামেতো কৃষি জমি আছে। এরমধ্যে গরীব অংশের মানুষ আছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু। শহর এলাকায় কৃষি জমি নেই সেখানে কোন ফসল হয় না। কাজেই এটা সাধারণত সব জায়গায় এই রকম। কাজেই সমান সমান করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তবে এই যে নতুন স্কিম হচ্ছে—'বিলো পভারটি লাইন' যাদের আমরা চাল দেব, এই বিষয়টাতে এমনিতে এলটমেণ্ট কমবে। কাজেই এখানে এখন কোন কমিটমেণ্ট দেওয়া যাবে না।

**শ্রীঅমল মল্লিক** :— পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, গ্রামে জমি আছে। হাঁ, গ্রামে জমি আছে এটা ঠিক। কিন্তু সরকার যেটা 'বিলো পভারটি লাইন' সার্ভে-এর মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে 'বিলো পভারটি লাইন' বেশী বাস করে গ্রামে। আমরা যদিও বা সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলো চিৎকার করি গ্রামকে ডেভেলাপ কর, কিন্তু সেটার প্রতিফলন যদি আমাদের এই সমস্ত ঐতিহ্যপূর্ণ হাউসে না হয় তাহলে এটা দুর্ভাগ্যজনক। আর গ্রামে যারা বসবাস করেন তার মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষের জমি নেই, যা আছে তাও কম। এই যে গ্রামের মানুষ ধান উৎপন্ন করে কিন্তু খাওয়ার সময় সেই ধান তাদের কাছে থাকে না। সেসময় এসমস্ত ফসল উৎপাদিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তা বাইরে চলে যায়। যাই হউক, হাউসের মাননীয় নেতা উনার অভিজ্ঞতা আছে এই ব্যাপারে। কাজেই আমরা আশা করব এবং হাউসের সমস্ত মেম্বারদের অনুভূতি হচ্ছে যে, গ্রামের মানুষের জন্য বাড়ানো দরকার, বাড়ানো উচিৎ। কাজেই এই জিনিষটা যেন করা হয় গুরুত্ব সহকারে। এখানে

কমিটমেন্ট নয়, সরকার চিন্তাভাবনা করে যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কাজেই আমাদের বক্তব্য হলো যেভাবে গ্রামকে বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়।

এখানে কমিটমেন্টের প্রশ্ন নয়। গ্রামের মানুষ জানেও না এটা কোথা থেকে নিতে হবে। কাজেই রেশনে চাল, চিনি, লবণের মত আটাও যাতে দেওয়া হয় সেজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :— স্যার, যেহেতু মাননীয় সদস্য বলেছেন আটাও রেশনে দেবার জন্য। সেটা আমরা রেশন সপের মাধ্যমে দেওয়া যায় কিনা দেখব। দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। এখানে কমিটমেন্টের প্রশ্ন নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় কিভাবে চলছে সেটা দেখে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর খাদ্য ও জনসংভরণদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "About suspension of work in State Commission under Consumer Protection Act due to non-appointment of President from 1st January, 1997.

Shri Braja Gopal Roy ( Minister ) :— স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে,

"About suspension of work in State Commission under Consumer Protection Act due to non-appointment of President from 1st January, 1997."

মাননীয় গৌহাটী হাইকোর্ট, ত্রিপুরা ষ্টেট কমিশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মাননীয় জাষ্টিস শ্রী এস. জি, দাস-কে দেড় বছরের জন্য নিয়োগ করার অনুমোদন দেন। যার মেয়াদ গত ৩১-১২-৯৬ ইং তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, রাজ্য সরকার উক্ত নিয়োগ ৫ বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়ার অনুরোধ করেছিল।

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত কোন হাইকোর্টের বিচারক নেই সেহেতু রাজ্য সরকার মাননীয় জাষ্টিস শ্রী এস. সূর্যমনী সিনহাকে ত্রিপুরা ষ্টেট কমিশনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগের জন্য মাননীয় গৌহাটী হাইকোর্টকে অনুরোধ করেন এবং ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রককে প্রেসিডেন্সিয়াল রিকোয়েষ্ট কমিউনিকেট করার অনুরোধ করেন। যাহা আইন মোতাবেক প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে মাননীয় চিফ জাষ্টিস গৌহাটী হাইকোর্ট থেকে জবাব পাওয়া যায়। তাতে রাজ্য সরকারকে উক্ত নিয়োগের ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রেসিডেন্সিয়েল এপ্রোভেল নিতে বলেন। রাজ্য সরকার ইতিপূর্বেই এ অনুরোধ রেখেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকারের নিকট থেকে এ ব্যাপারে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছেন যাতে অতি শীঘ্রই ভারত সরকারের নিকট থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল এপ্রোভেল পাওয়া যায়।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ—** দেড় বছরের জন্য অনারেবল্ জাষ্টিস এন. জি দাস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কার্য্যকাল ৩১-১১-৯৬ তারিখে শেষ হয়েছে। এটা রাজ্য সরকারের জানা আছে যে, এই তারিখে শেষ হবেই। এবং ষ্টেট কমিশন খুব ইম্পরটেন্ট ফোরাম। অনেক মামলা ঝুলে আছে। ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষণ বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয় সরকার এটার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আমরা সবাই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ অবস্থায় এটা তিনমাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে। আমি জানি না, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কবে ক্লিয়ার করবেন। মন্ত্রী মহোদয়-বলেছেন, অনারেবল্ জাষ্টিস সূর্য্যমনি সিংকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই, সেটা সাফিসিয়েন্ট টাইম এহেডে করা হয়েছে কিনা? কারণ একটা হচ্ছে, প্রেসিডেন্সিয়াল এপ্রোভেল প্লাস সেন্ট্রাল ল-মিনিষ্টারস এপ্রোভেল প্লাস চীফ জাষ্টিস এপ্রোভেল। কাজেই, ওয়েল এহেড না করলে পরে নেচারেলি এটা দেরী হবে। আজকে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, আমরা জানি যে, অনারেবল্ জাষ্টিস সূর্য্যমণি সিং এবং জাষ্টিস এন. জি. দাস দু'জনেরই আগরতলায় পোষ্টিং। এখন জাষ্টিস সূর্য্যমনি সিংয়ের হেড কোয়ার্টার শিলং হয়ে গেছে। এই অবস্থায় উনার হেড কোয়ার্টার যদি অন্য জায়গায় থাকে, তাহলে এখানে ষ্টেট কমিশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, সেদিক থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে করতে হবে সিটিং জাজ'ত বটেই, কিন্তু যার হেড কোয়ার্টার আগরতলায়।

অন্ততঃ দুই জনের হেড কোয়ার্টার আগরতলায় থাকবে। সেক্ষেত্রে সরকারকে আবার চিন্তাভাবনা করার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেছে এই ব্যাপারটি অবিলম্বে কিভাবে সেটেলআপ করা যায়। আমি যে বিষয়গুলি জানতে চেয়েছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে সেগুলি জানাবেন কিভাবে এক্সপিডাইট করা যায় এবং এপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারেও যেন উদ্যোগ নেন। প্রয়োজনে পারসন্যাল লেভেলে আলোচনা করে বা টেলিফোনে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি করা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন কিনা?

**শ্রীব্রজগোপাল রায় ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, আমরা সময়মতো গৌহাটি হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেছিলাম। এই যে পিরিয়ডটা ওভার হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আমরা পারমিশান চেয়েছিলাম ৫ বছরের জনা, কিন্তু গৌহাটি হাইকোর্ট এটাকে দেড় বছরের করে দিয়েছেন। যার ফলে আমাদের কাছে আবার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেছে যে আমাদের বিচারক আরও একজন দরকার হবে। তারজন্য আমরা তাঁদের কাছে চিঠি দেই। চিঠি দেবার পর মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে সে জবাব আমাদের দিয়েছেন। আমরা এক সঙ্গেই গৌহাটি হাইকোর্টকে দিয়েছি, তেমনি প্রেসিডেনসিয়াল যে রিকোয়েষ্ট একই সময়ে আবেদন করেছি। তাতে দেখা গেল যে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি, তিনিও আমাদের লিখেছেন প্রেসিডেনসিয়াল রিকোয়েষ্ট এসেনশিয়াল। আমরা সেটার জন্য আবার যোগাযোগ করেছি। এবং মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ হবে কিনা? নিশ্চয়ই আমরা করব এবং আগেও করেছি এবং আমি নিজেও চিঠি দিয়েছি। এরমধ্যে আমি বিভাগীয় কমিশনারকে বলেছি এটা খোঁজখবর করার জন্য এবং প্রেসিডেনসিয়াল রিকোয়েষ্ট কেন আসলো না সেটার জন্যও তদারকি করার জন্য। তবুও আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি করতে পারি। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের সাথে আমরাও একমত। অনেকগুলি কেইস জমে আছে, এগুলির দ্রুত সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেগুলি করার জনা আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করছি। আইনগতভাবে বিচারপতি নিয়োগ হলেই যাতে সমস্ত মামলাগুলি উঠতে পারে তার জনা আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

**শ্রীঅরুণ ভৌমিক** ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, অনারেবল্ জাষ্টিস সূর্যমণি সিং মহোদয়ের কোয়ার্টার যে চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় জানেন।

**শ্রীব্রজগোপাল রায়** (মন্ত্রী) ঃ— জেনেছি, এটা অনেক পরে ঘটেছে। আমরা যখন চেয়েছি তখন উনার হেড কোয়ার্টার চেঞ্জ হয়নি। এখন মাঝপথে যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের কিছু করার থাকে না। আমরা আবার সে জিনিষটা কমিউনিকেট করে দেব। উনাদেরতো জানাই আছে যে উনি এখানে নেই। আমরা আবার বিষয়টা তাদেরকে জানাব, তাদের দৃষ্টিতে নেব।

**মিঃ স্পীকার** ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ৪-৭-৯৫ ইং বন্যার সময় বিলোনীয়ার বনকরের বাসিন্দা ৺গোবিন্দ দত্ত (শ্রমিক) বনকর পুলে এস ডি ও পি. ডবলিউ.ডি. বিলোনীয়া দ্বারা নিযুক্ত হয়ে কাজ করার সাথে মৃত্যুবরণ করার পর, তাঁর বিধবা পত্নী সাবিত্রী দত্ত সরকারী কোন সাহায্য না পেয়ে বর্ত্তমানে পুত্র-কন্যা নিয়ে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

বিলোনীয়া বনকরের মুহুরী নদীর উপর কাঠের পুল ( এস.পিটি. ব্রিজ ) আছে। বন্যার সময়ে গাছ পালা, বিভিন্ন ধরণের জঞ্জালের স্তুপ নদীর উজান স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে ও ব্রিজের ফেণ্ডার বক্স এর ভেতরে জমা হয়, ফলে ব্রিজের স্থায়ীত্ব নষ্ট হবার আশংকা দেখা দেয়। তাই বন্যার-সময়ে ব্রিজটি রক্ষা করার জন্য দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে তিন থেকে চারজন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। যারা গাছপালা জঞ্জাল ও বিভিন্ন ধরণের আবর্জনা ইত্যাদি পরিস্কার করার কাজে অভিজ্ঞ, তাদের দৈনিক হাজিরা ১৪.৫০ টাকা।

গত ৪-৭-৯৫ ইং তারিখে মুহুরী নদীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। বন্যার ফলে ব্রিজের ( ফেণ্ডার বক্স )-এর ভিতরে জমে যাওয়া আবর্জনার স্তুপ পরিস্কার করার জন্য যে তিন চারজন শ্রমিককে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করা হয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোবিন্দ দত্ত, পিতা মৃত ভগীরথ দত্ত। গত ৪-৭-৯৫ ইং তারিখে জমে থাকা আবর্জনা পরিস্কার করার সময় গোবিন্দ দত্ত জলের স্রোতে ভেসে যায় এবং তিনদিন পর্য্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ ৬-৭-৯৫ ইং তারিখে তার মৃতদেহ ব্রিজের ভিতরে পাওয়া যায়।

৩-৬-৯৬ ইং তারিখে মৃত গোবিন্দ দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত, পূর্ত্ত দপ্তরের সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র দেন।

যেহেতু এই ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী প্রদানের কোন নিয়ম-নীতি নেই, তাই "ওয়ার্ক ম্যান্স কমপেন্সেসন এ্যাক্ট" অনুযায়ী মৃত গোবিন্দ দত্তের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হয়।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে মৃতব্যাক্তির মাসিক হাজিরার ৪০ শতাংশকে প্রাসঙ্গিক উৎপাদক ( রিলিভ্যান্ট ফ্যাক্টর ) দিয়ে গুণ করে যে সংখ্যা হয় সেই সংখ্যা অথবা ১০,০০০ টাকা, যেটা বেশী সেটাই। প্রাসঙ্গিক উৎপাদক ( রিলিভ্যান্ট ফ্যাক্টর ) নির্ধারণ করার জন্য মৃত ব্যাক্তির জন্মের তারিখ প্রয়োজন। সেই অনুসারে মৃতব্যাক্তির জন্ম তারিখ জানার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে কিছু সময় লেগে যায়।

"ওয়ার্কসম্যান্স কমপেনসেশ্যান এ্যাক্ট" অনুযায়ী মৃত গোবিন্দ দত্তের উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য ৬১,৭৯০ টাকা। এ টাকা প্রদান করার সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ও মৃতব্যাক্তির উত্তরাধিকারীগণকে প্রদানের জন্য টাকা দক্ষিণ জেলার দায়রা জজের কাছে পাঠানো হচ্ছে। দায়রা জজ "ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেশান এ্যাক্টের" ক্ষমতাবলে" ,,ওয়ার্কসম্যান্ কমপেনসেশান কমিশনার।"

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এটা ১৯৯৫ সালের ঘটনা। ৪-৭-৯৫ইং তারিখ বিলোনীয়ার বনকরের বাসিন্দা গোবিন্দ দত্ত (শ্রমিক) বনকর পুলে এস. ডি. ও. পি. ডব্লিউ. ডি দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বন্যার সময় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই গোবিন্দ দত্তের দুটি শিশুপুত্র, মা এবং তার বিধবা পত্নী আছে। তাদের সংসারে রোজগার করার মত আর কোন লোক নেই। স্যার, সরকার বিবেচনা করে যে টাকা দিয়েছেন তাতে শিশু পুত্র দুটিকে মানুষ করা সহ সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। এই অল্প বয়সের বিধবা পত্নীর কথা চিন্তা করে—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আইন নেই—তাই বলছি স্যার, আইনের বাইরে মানবিকতার খাতিরে সংসার প্রতিপালন করার জন্য তাকে সরকারী ক্লাস ফোরের চাকুরী দেওয়া হবে কিনা? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, যেহেতু এই ক্ষেত্রে চাকুরী প্রদানের কোন নিয়ম-নীতি নেই তাই "ওয়ার্কর্স ম্যান কমপেনসেশান এক্ট" অনুযায়ী মৃত গোবিন্দ দত্তের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জোট আমলের ডাই-ইন-হারনেস -এর ক্ষেত্রে এই রকম কিছু কেইস পেণ্ডিং ছিল। সেখানেও কিছু চাকুরী দিতে হয়েছে। এই দিকটা প্রথম দেখা হয়েছিল কিন্তু আইন মোতাবেক এটা করা হয়েছে। কাজেই টাকাটা আমরা প্লেস করে দেব দক্ষিণ জেলার দায়রা জজের কাছে এবং টাকা ইমিডিয়েটলি প্লেস হয়ে যাবে।

## STATEMENT BY THE MINISTER

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ২২-৩-৯৭ ইং তারিখ বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা স্যন্দন পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে একটা ষ্টেটমেণ্ট দাবী করেছিলেন এবং সেটার জবাব দেববার কথা বলেছিলাম কিন্তু আজকে এটা লিষ্ট অব্ বিজনেসে দেখছি না। কিন্তু আমি এটার ষ্টেটমেণ্ট দিতে চাই যদি মাননীয় স্পীকার এলাউ করেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** ঠিক আছে, এটা তো এডমিট হয়েইছিল, আপনি বলুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো," স্যন্দন পত্রিকায় গত ২২-৩-৯৭ইং তারিখে প্রকাশিত সংবাদ। "শিশু সন্তানের জন্য খাবার যোগাড় করতে না পারার জ্বালায় আত্মহত্যা।"

স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির শুধুমাত্র একটি অংশই সত্য। তাহলো রঞ্জন দেববর্মা পিতা মৃত বামপদ দেববর্মা গত ১০-৩-৯৭ ইং রাত্রে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। সমগ্র অঞ্চলটি অত্যন্ত গরীব উপজাতি অধ্যুষিত এবং প্রধানত জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। সংবাদের অবশিষ্টাংশে পরিবেশিত তথ্য ও বিবরণসমূহ ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

কেবলমাত্র পুলিশ নয়, ধলাই জেলার ডেপুটি কালেকট্রার নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্যন্দন পত্রিকার এই খবরের সূত্র ধরে রঞ্জন দেববর্মার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সাথে তাদের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করেন। তিনি

এলাকার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে খোঁজ নিয়ে রিপোর্টে জানিয়েছেন যে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন।

তদন্তে প্রকাশ, মৃত দেববর্মার পরিবারটি অত্যন্ত গরীব এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় পুনর্বাসনের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলেও সরকারী প্রকল্পগুলোতে কাজের ব্যবস্থা ছিল। অ্যামপ্লয়মেণ্ট জেনারেশন প্রোগ্রামে এই গ্রামে বিশেষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারদ্বারা গত কয়েক বছর ধরে তাহার অনাহারের বিপদ দূর হয়েছে। মৃত রঞ্জন দেববর্মার ঘর গঙ্গানগর বাজার থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে। এই গ্রামে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচশত শ্রমদিবসের কাজ ছিল। তদন্তে জানা গিয়েছে যে, গত ১০-৩-৯৭ ইং তারিখে দুপুরে এবং রাত্রে অন্যান্য দিনের মত পরিবারের সকলেই খাওয়াদাওয়া করেছিল। সন্ধ্যায় খাওয়ার পর অন্যান্য দিনের মত রঞ্জন দেববর্মা বাজারে চলে আসে। বাজারে ভি, ডি, ও শো দেখানো হচ্ছিল। সেখানে তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও চলে আসে। রাত্র অনুমান ৮টা ৩০ মিনিটের পর রঞ্জন দেববর্মা বাজার থেকে একাই ফিরে আসে। বাজারের ভি, ডি, ও শো শেষ হওয়ার পর অন্যান্যদের সংগে তাহার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে যে রঞ্জন দেববর্মা পার্শ্ববর্ত্তী মথুরাই রিয়াং এর পুত্র শ্রীধারি রিয়াং-এর নূতন স্ট্রাক্চারে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে আছে। এই আত্মহত্যার ঘটনা ১১-৩-৯৭ ইং তারিখে ১(৩)/৯৭ ইং অ্যানট্রিমূলে ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৭৪ নং ধারায় গঙ্গানগর থানায় লিপিবদ্ধ করে তদন্ত কার্য্য চলছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় রঞ্জন দেববর্মা ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে একজন প্রস্তাবিত বেনিফিশ্যারী। গত ১০-৩-৯৭ ইং সকালে রঞ্জন দেববর্মা প্রতিবেশী বিশ্বমনি দেববর্মার ঘরে চাল মেরামতের কাজ পেয়েছিল এবং দৈনিক হাজিরা হিসাবে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করার পর বাড়ী ফিরে এসে বড় ছেলে সুমন দেববর্মা প্রতিবেশী আত্মীয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করার প্রশ্নে ছেলেকে খুব মারধোর করে। তাহার স্ত্রী এই মারধোরের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। গ্রামের কারোর সাথে রঞ্জনের কোন বিরোধ বা বিবাদ ছিল বলে জানা যায়নি। আত্মহত্যার মামলাটির তদন্ত চলছে।

স্যন্দনের উল্লিখিত সংবাদের জনৈক কর্ণজয় ত্রিপুরার মৃত্যু সম্পর্কে, সংবাদের কোন ভিত্তিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। গণ্ডাছড়া মহকুমায় ২৯০টি পাড়ার মধ্যে ব্লক অ্যাডভাইসারী কমিটির পরামর্শকে তদন্ত করে সরকার ৯১টি পাড়াকে দরিদ্রতম পাড়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই এলাকায় ১৭ লক্ষ টাকার বেশী কেবলমাত্র অ্যামপ্লয়মেণ্ট জেনারেশন প্রোগ্রামে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। ৯১টি পাড়ায় ৩৩ হাজার শ্রম দিবসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনো কাজ চলছে। ব্লক ছাড়াও অন্যান্য দপ্তরের কর্মসূচীর দ্বারা কাজের ব্যবস্থা চলছে। গণ্ডাছড়া গোডাউনে ৩০০ মেট্রিক টন চাউল মজুত আছে এবং কাজের বদলে খাদ্যে চালের কোন অভাব নেই।

গুচ্ছ গ্রামে ( ক্লাস্টার ভিলেজ ) পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা জুমিয়া পরিবারগুলিকে গঙ্গানগর, কর্ণমুনি, ওলেংছড়া, ও চাম্পারাই পাড়া ইত্যাদি এলাকায় সম্মিলিত করা হয়েছে। বহু পরিবার একসাথে থাকার ফলে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় বৈরী তাণ্ডবের বিপদ কমছে। দারিদ্র ও বৈরী তাণ্ডবের বিষয়গুলিকে স্যন্দন পত্রিকায় এই সংবাদটিকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এটাই প্রতীয়মান হয়েছে। বরং দারিদ্রের বিরুদ্ধে সরকারের সহযোগিতাতে জীবন-জীবিকার সংগ্রামে গরীব ও পিছিয়ে পড়া মানুষ অধিকতর শক্তি পাচ্ছেন - এই এলাকায় এটা প্রকৃত সত্য হিসাবে তদন্তে প্রমাণ হয়েছে।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রঞ্জন দেববর্মা মারা গেছেন এবং ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে উনি একজন প্রস্তাবিত বেনিফিশ্যারী। স্যার, আমরা ইদানীংকালে বহু জায়গায় বিভিন্ন পরিবারে দেখতে পাচ্ছি দারিদ্রের কারণে ছেলে, বাপ খুন করে দিচ্ছে পুরো পরিবারকে. পত্র পত্রিকায় যেগুলি দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত ঘটনাগুলি হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন রঞ্জন দেববর্মার ঐ ব্লকে বা ঐ গাঁওপঞ্চায়েতে কাজ ছিল। তা কাজ থাকলেই যে রঞ্জন দেববর্মা কাজ পেতেন তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। এই পোগ্রামের কাজ ছিল বলেছেন, এতেতো সাধারণত দেখা যায় লিমিটেড কিছু লেবারের মাধ্যমেই এই পোগ্রাম দেওয়া হয়। আবার কোথায়ও কোথায়ও চুক্তিতে দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু স্টিল লেবারের মধ্যে এটা দিয়ে দেওয়া হয়। ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে উনি বেনিফিশ্যারী হিসাবে ছিলেন বলেছেন, এখানে কতগুলি জিনিষ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার হতে পারছি না। সেই জিনিষগুলি হচ্ছে, এই যে উনি বলেছেন যে তারা কাজ করেছিল একদিন, তারপর ঝগড়া হওয়ার পর ছেলেকে মারধর করেছিল, আবার বিকাল বেলা ছেলে ও বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে আশেপাশে যে সমস্ত ঘটনা পেয়েছে সেই ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করেছি।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** স্যার, ঘটনা একটা জিনিষ, উনি বলতে পারতেন যে, ঘটনার ইনকোয়ারী হচ্ছে, পুরো ইনকোয়ারী রিপোর্ট এখনও আসেনি, সেটা হল আলাদা ব্যাপার। কিন্তু উনি যেভাবে বলেছেন যে, স্যন্দন পত্রিকায় এটাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকারের ভাবমুর্ত্তিকে নষ্ট করার জন্য দিয়েছেন আমরা ঘটনাটা সেভাবে দেখতে চাইনা।

**শ্রীসমর চৌধুরী ( মন্ত্রী ) ঃ—** পুরোপরি অসত্য।

**শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—** পুরোপুরি অসত্য আপনি এমনিতে বলতে পারছেন, আবার বলছেন যে

আংশিক সত্য, যাইহোক আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। আমাদের বিষয়বস্তু হল অভুক্ত অবস্থায় দারিদ্রের কারণে ওনাকে এই আত্মহত্যার পথে যেতে হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে ছেলেকে মারধর করার পর আবার বিকালে সিনেমা দেখতে গেছেন, এরপরে এসে দেখল এই ঘটনা। কাজেই এই সমস্ত জায়গাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করবেন কিনা এবং এই পোগ্রামে ওনার নাম ছিল কিনা এবং উনি সবসময় কাজ পেতেন কিনা ঐ গাঁও পঞ্চায়েতে—এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ৭৪ শতাংশের বেশী দারিদ্রসীমার নীচে এটাতো সত্যি। কাজেই দারিদ্রের প্রশ্ন তুলে এই সমস্ত কথা বলা ঠিক নয়। দারিদ্রের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের সকলে লড়াই করছে, স্যন্দন পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটাকে ছোট করার চেষ্টা করেছে। মানুষ এখন দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে শক্তি পাচ্ছে এটাকে অগ্রাহ্য করার জন্য অতিরঞ্জিত করে স্যন্দন পত্রিকায় তুলেছেন। সেদিক থেকে স্যন্দন পত্রিকার সমস্তই ভিত্তিহীন। স্যার, একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে, আত্মহত্যার পরতো পোস্টমর্টেম করতে হয়, সেই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পেটের যে খাদ্য ছিল সব কিছুইতো উল্লেখ করা হয়েছে।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ঃ— স্যার, একবার বলছেন তদন্তাধীন, তদন্তাধীন, তদন্ত চলছে। আবার বলছেন অসত্য। স্যার, কনট্রাডিক্টরি কথা।

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) ঃ— স্যার, যে কোন কেস রেজিস্টার্ড হলে পরে তার তদন্ত তখনই শেষ হয়না। এখনও কোন এফ, আই, আর হয়নি, এখনও কোন ফাইনাল রিপোর্ট দেয়নি। কাজেই সেটা তদন্তাধীন। কিন্তু যেটা সুনির্দিষ্টভাবে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে জানা যায় যে তার পেটে-স্টমাকে ফুড পার্টলি ডাইজেস্টেড্ অবস্থায় ছিল। কাজেই অনাহারে তার মৃত্যু হয়েছে এটা অন্যায় এবং অসত্য। এটাই হচ্ছে, স্যার, আমার বক্তব্য।

**শ্রীপান্নালাল ঘোষ** ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে যে রঞ্জন দেববর্মা আত্মহত্যা করেছে— তার লেবার কার্ড এবং রেশন কার্ড ছিল কিনা এবং তার রেশন কার্ডে রেশন সে তুলেছে কিনা না ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী** ( মন্ত্রী ): — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা যায় যে সে দুপুরে এবং রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেছে। সেদিন তিনি অন্য একজনের বাড়ীতেও কাজ করেছেন।

**শ্রীঅমল মল্লিক** ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফেকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, তার লেবার কার্ড ছিল। কিন্তু আমাদের রাজ্যের আর, ডি, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তাতে

হয়েছে। দেখা যায় যে যাদের লেবার কার্ড আছে তাদের বছরে মাত্র ১১ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে। আর এই যে এলাকা— সেটা অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এবং অভাব অনটন পীড়িত এলাকা। আর এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ-টুলিশ নিয়ে থাকেন। কাজেই যখনই কোন পোষ্টমর্টেম হয় তিনি মেডেক্যাল অফিসারকে যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেইভাবেই পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট করা হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেসিফিকভাবে বলেছেন যে সে দানাপানি খেয়েছে কি না—এটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং অফিসারও সেভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই অফিসারের সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি না করে, যেহেতু এটা মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন, সেহেতু এটাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীসমর চৌধুরী ( স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিভ্রান্তিকর কিছু বলা উচিত নয়। আমি বলেছি যে, সমগ্র এলাকার মধ্যে ৯১টি পাড়া সরকার চিহ্নিত করেছেন ডিস্ট্রেস্ট পকেট হিসেবে। আর এখানে আর. ডি. দপ্তর থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা হোল্ স্টেটের গড়। এবং এই পকেটে একটার পর একটা প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই এলাকার মধ্যে কাজের কোন অভাব নেই। দ্বিতীয়তঃ লেবার কার্ড অনুযায়ী তারা কাজও পাচ্ছে। কাজেই স্যন্দন পত্রিকায় হাহাকার শুরু হয়েছে, অনাহার শুরু হয়েছে বলে যে সংবাদ লিখছে— এটা সম্পূর্ণ অসত্য এবং এই এলাকার মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা নেই। কাজেই স্যন্দন পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে এটা আপত্তিজনক।

## ANNOUNCEMENI BY THE CHAIR REGARDING PANEL OF CHAIRMEN.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এই সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির— (১১) (১) নং ধারা মূলে আমি ৪ (চার) জন সদস্যের একটি 'প্যানেল অব্ চেয়ারম্যান' গঠন করেছি।

প্যানেল অব্ চেয়ারম্যান-এর সদস্য মহোদয়দের নাম হলো :—

১। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।
২। শ্রীসমীর দেব সরকার।
৩। শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।
৪। শ্রীমতিলাল সাহা।

( উপরোক্ত প্যানেল অব্ চেয়ারম্যানদের কার্য্যকাল ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭ ইং থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে )।

## FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES FOR THE YEAR, 1997—98—ADOPTED.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে, ১৯৯৭ ইং সালের

১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৮ ইং সালের ৩১ শে মার্চ পর্যান্ত পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটি, এষ্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি, কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইব্স্ এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার— এর সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ১১ই মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৯৭ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির ১১ টি করে মনোনয়নপত্র যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্র বৈধ এবং কেউ প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) জন। মনোনয়নপত্রও পাওয়া গিয়েছে ১১ (এগার) টি করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই,। তাই, আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো :—

১) পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটি।

১) শ্রীদীপক নাগ, সদস্য,
২) শ্রীপবিত্র কর, সদস্য,
৩) শ্রীসুবল রুদ্র, সদস্য,
৪) শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা, সদস্য,
৫) শ্রীসমীর দেব সরকার, সদস্য,
৬) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য.
৭) শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য,
৮) শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৯) শ্রীদেবব্রত কলই, সদস্য,
১০) শ্রীঅরুণ ভৌমিক, সদস্য,
১১) শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

( ২ ) এস্টিমেটস্ কমিটি

১। শ্রীপবিত্র কর, সদস্য,
২। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য,

৩। শ্রীনারায়ণ রুপিনী, সদস্য.
৪। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য
৫। শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ, সদস্য,
৬। শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য, সদস্য,
৭। শ্রীসহীদ চৌধুরী, সদস্য,
৮। শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৯। শ্রীঅনিল চাকমা, সদস্য,
১০। শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
১১। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য.

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে এস্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

( ৩ ) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি

১। শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা, সদস্য,
২। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য,
৩। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৪। শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য,
৫। শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৬। শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য, সদস্য,
৭। শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৮। শ্রীহাসমাই রিয়াং, সদস্য,
৯। শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য,
১০। শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
১১। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারায় ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

( ৪ ) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাস্টস্

১। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য,
২। শ্রীরসিরাম দেববর্মা, সদস্য,
৩। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,

৪। শ্রীহরিচরণ সরকার, সদস্য,

৫। শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস, সদস্য,

৬। শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,

৭। শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা, সদস্য,

৮। শ্রীসুধন দাস, সদস্য,

৯। শ্রীসহীদ চৌধুরী, সদস্য,

১০। শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য,

১১। শ্রীব্রজেন্দ্র নগ চৌধুরী, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

## MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON PREVILEGES

**Mr. Speaker :—** Now I would call Shri Ramendra Chandra Debnath, Chairman of the Committee on Privileges to move his motion for extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privileges.

**Shri Ramendra Ch. Debnath** ( Chairman ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges to the House on the question of alleged breach of Privileges and contempt of the House raised by Shri Pabitra Kar, MLA, Shri Subal Rudra, MLA, Shri Madhab Chandra Saha, MLA' and Shri Khagendra Jamatia, MLA against the Editor" SYANDAN PATRIKA" and the photographer Shri Buddha Gupta as referred to the Committee on Privileges on 21-2-1997 for investigation, examination and report, be extended upto the next Session of the Assembly. "

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the motion moved by Shri Ramendra Chandra Debnath, Chairman of the Committee on Privileges —

"That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges to the House on the question of alleged breach of Privileges and contempt of the House raised by Shri Pabitra Kar, MLA, Shri Subal Rudra, MLA, Shri Madhab Ch. Saha, MLA, and Shri Khagendra Jamatia, MLA against the Editor "SYANDAN PATRIKA" and the Photographer Shri Buddha Gupta as referred to the Committee on Privileges on 21. 2. 1997 for investigation, examination and report, be extended upto the next Session of the Assembly.

The motion was put and carried by voice vote.

GOVERNMENT BILL—CONSIDERED AND PASSED

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 )

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**Sri Baidyanata Majumder** ( Dy. Chief Minister ) :— I beg to move that" The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 )" be taken into consideration.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 ) "

( অতঃপর প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( অতঃপর বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো )।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( অতঃপর, উক্ত অনুসূচীটি ( সিডিউল ) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।)

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

( অতঃপর, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো," The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 )— পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।

আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

**Shri Baidyanath Majumder** ( Dy. Chief Minister ) :— I beg to move that" The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 )." be passed.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

**প্রস্তাবটি হলো ঃ—** "The Tripura Appropriation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 4 of 1997 )— পাশ করা হউক।

( অতঃপর, আলোচ্য বিলটি সভাকর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No.3) Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 5 of 1997 ). "

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**Sri Baidyanath Majumder** ( Dy. Chief Minister ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that, "The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 5 of 1997 ). " be taken into consideration.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

**প্রস্তাবটি হলো ঃ—** "The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill 1997 (Tripura Bill No. 5 of 1997)— বিবেচনা করা হউক।

( অতঃপর, প্রস্তাবটি সভাকর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং

পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( অতঃপর, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় )।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ( সিডিউল ) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি ( সিডিউল ) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( উক্ত অনুসূচীটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে এই বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য হউক।"

( বিলের শিরোনামটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো,

The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 5 of 1997 )—পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।

আমি অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 5 of 1097 )"— পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— "The Tripura Appropriation ( No. 3 ) Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 5 of 1997 )."— পাশ করা হউক।

( আলোচ্য বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 2 of 1997 )."— বিবেচনা করা হউক।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997)."—বিবেচনা করা হউক।

( প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় আলোচ্য বিলটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সংশোধনী প্রস্তাবটির কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি চাইছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ—

"For Sub-clause ( 2 ) of Clause 1 of the Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 the following Sub-clause shall be substituted namely :—

"( 3 ) It shall come into force on such date as may be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette."

স্যার, এখানে আলোচনার কিছু নেই। এই বিল যা ইন্ট্রোডিউসড্ হয়েছিল তার একটি জায়গায় সংশোধনের কথা বলছি। ওটা ছিল, ইমিডিয়েট এফেক্ট হবে। সেই জায়গায় বলছি, যখন গভর্ণমেন্ট নোটিফিকেশান করবে অফিসিয়েল গেজেটে তখন থেকে এফেক্ট হবে— এই হচ্ছে আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেব প্রথমে। তারপর, সংশ্লিষ্ট ধারাটি এবং সর্বশেষ বিলের অন্তর্গত ধারাগুলি ভোটে দেব। এখন আমি বিলের অন্তর্গত ১ ( এক ) নং ধারার ৩ ( তিন ) নং উপধারার উপর উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

"For Sub-clause 3) of Clause 1 of the Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 the following Sub-clause shall be substituted namely :—

" (3) It shall come into force on sudh date as may be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette. "

( সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি সভাকর্তৃক গৃহীত হয় ) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন আমি বিলের অন্তর্গত ১ ( এক ) নং ধারাটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি ·

বিলের অন্তর্গত ১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

( বিলের অন্তর্গত ১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বিলের অংশরূপে গণ্য হয় ) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি বিলের অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং হইতে ২৮নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

( বিলের উক্ত ধারাগুলিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় ) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ( সিডিউল ) ভোটে দিচ্ছি —

বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি ( সিডিউল ) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

( উক্ত অনুসূচীটি ( সিডিউল ) ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে এই বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় ) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

( বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়) ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো —

The Tripura professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 2 of 1997 )" as settled in the House-- পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।

আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য ।

**শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার** ( উপমুখ্যমন্ত্রী ) :-- I beg to move before the House is that "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 ( Tripura Bill, No. 2 of 1997 ) " as settled in the House be passed.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, লীডার অব দ্যা হাউস কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 2 of 1997 )" as settled in the House be passed.

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভাকর্তৃক আলোচ্য বিলটি গৃহীত হয়)।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 9 of 1997 )"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি তফসিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 6 of 1997 )." be taken into consideration.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 6 of 1997 )— বিবেচনা করা হউক।

( প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৫নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী :— "The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 6 of 1997)."— পাশ করার জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন।

আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য

**শ্রীসুকুমার বর্মন** ( মন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 6 of 1997 )"— পাশ করা হোক।

**মিঃ স্পীকার** :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :- দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) First Amendment Bill, 1997 ( Tripura Bill No. 6 of 1997 )— পাশ করা হোক।

( অতএব, আলোচ্য বিষয়টি সভাকর্তৃক গৃহীত হয় )।

## VALEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজ হচ্ছে সপ্তম বিধানসভার দশম অধিবেশনের শেষ দিন। প্রথম পর্য্যায়ে এই সভা শুরু হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ বুধবার এবং চলেছিল ঐ মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সভা শুরু হয়েছে বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখ, সোমবার এবং অদ্য ২৯ তারিখ শনিবার, ইহার পরিসমাপ্তি ঘটছে। অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের গাইড লাইন এবং নিয়ম-নীতিগুলো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সবিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করেছিলাম।

সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দলের দায়-দায়িত্ব অপরিসীম তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু এর চেয়েও বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষ করে বিরোধী দলনেতার দায়িত্বও অপরিসীম এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় সরকারের প্রয়োগরীতি ও কার্য্যপ্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সভায় তুলে ধরা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করা বিরোধীদলের মুখ্য ভূমিকা।

আমি সব সময় মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যায় জড়িত ত্রিপুরাবাসীদের আবেদন নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলি সুরক্ষাকল্পে আপনাদের সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রে চেয়েছি তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। যে সমস্ত বাক্য-বিন্যাস এই সভায় হয়েছে এইগুলির মানে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তারজন্য অনেক সময় আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। এবং আমি আশা করব এই অনভিপ্রেত যে উক্তিগুলি যাতে আর এই বিধানসভায় না আসে। না এনে আমাদের গণতান্ত্রিক যে কাঠামো, যে নিয়মবিধি আছে তাকে যেন আমরা কলুষিত

না করি। তবুও আমি বলব সঠিকভাবে আপনাদের যে সহযোগিতা ও সাহায্য আমি পেয়েছি অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে এজন্য আপনাদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সভার কার্য্য-বিবরণীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে সঠিকভাবে পরিবেশন করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং আরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা শেষ করার আগে আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, আজকে এখনই সভা শেষ হয়ে যাবে। আমি মাননীয় সদস্য— সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ তাদের সবাইকে এবং যারা সংবাদপত্রের সম্পাদক তাদের জন্য খুব দীন ভাবে একট চা-চক্রের আয়োজন করেছি,। আপনারা এই চা-চক্রে সমবেত হয়ে কৃতার্থ করবেন এই আশা পোষণ করে সকলকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE—'A,

## PAPERS LAID ON THE TABLE.

( Question & Answer )

Admitted Starred Question No :—296

Name of Member :—Shri Rati Mohan Jamatia.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। কি পদ্ধতিতে রাজ্যের বনে বাঘ ও হাতীর সংখ্যা নিরুপণ করা হয় ?

উত্তর

Name of Minister-in-Charge of Forest Department : Shri Faizur Rahaman.

১। জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্যের সাহায্য নিয়া বনে তাহাদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়।

(১) বাঘের সংখ্যা নিরুপণ করার জন্য যে বৈশিষ্টের সাহায্য নেওয়া হয় তাহা হইল :—

(ক) বিশেষজ্ঞরা বাঘের পায়ের ছাপ এবং লুকানো ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখিয়া শুধু যে প্রত্যেকটি বাঘকে আসাদান ভাবে সনাক্ত করিতে পারেন ( পায়ের ছাপের সঙ্গে মানুষের আঙ্গুলের ছাপের তুলনা চলে ) তাহাই নয়, তাহারা বাঘের আনুমানিক বয়েস সামনের এবং পেছনের পায়ের আনুপাতিক দুরত্ব এবং ছাপের গভীরতা ), পুরুষ কিংবা স্ত্রী ( স্ত্রী বাঘের পেছনের পায়ের ছাপ অন্যরূপ ) শাবক সংখ্যা ( মেচি বাঘ ৮ ব্যঘ্র শাবকের ভিন্নতর ছাপ ) ইত্যাদিও নিরুপন করিতে পারেন।

(খ) নিজ এলাকায় বাঘের সর্বোচ্চ স্থান। নিজ কতৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সে অন্য কোন অনুপ্রবেশকারী বাঘকে বাধা দেয়। বনবিভাগের কর্মীরা এই তথ্য জানেন বলিয়া পশুগণনার জন্য মানচিত্র করাকালীন এই এলাকাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

(গ) নিয়মানুযায়ী প্রতি ৫ বছর অন্তর জীবজন্তুর আদমসুমারী হয় এবং তাহা সারা ভারতে একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে করা হয়। এই উদ্দেশ্যে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহা মানচিত্রানুযায়ী বিভাগ ভিত্তিক ( Quadrantwise ) যোগফলই রাজ্যে জীবজন্তুর সংখ্যায় প্রতিফলন।

(২) হাতীর সংখ্যা নিরুপণ সেই হিসাবে সহজতর কেননা ইহারা দলবদ্ধ ভাবে থাকে। খাদ্যের সন্ধানে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় গেলেও যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে বিভাগ ভিত্তিক ( Quadrantwise ) গণনা হয় সেইজন্য দ্বৈতভাবে ইহাদের নথীকরনের সম্ভাবনা থাকেনা।

Admitted Starred Question No—328

Name of the Member ;—Shri **Sudhan Das.**

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State.

| Question. | Answer. |
|---|---|
| ১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি সেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়? (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব, সেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা) এবং | ১। সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সুপারিশক্রমে বর্তমানে রাজ্যের ৬ (ছয়) টি সেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তারমধ্যে ১টি হল কৈলাশহরেরর এবং বাকী ৫টি সদর মহকুমার। |
| ২। উক্ত সংস্থাগুলির বিভিন্ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তা দপ্তর থেকে দেখা হয় কি? | ২। হ্যাঁ। |

Admitted Starred Question No. 341

Name of the MLA— **Bhudeb Bharttachargee.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Deptt. be pleased to state.

১) রাজ্যের যে সকল হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পাকা বাড়ী নেই সে সকল স্কুলে আগামী অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮ ইং) পাকা বাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) থাকলে কাঞ্চনবাড়ী ক্লাস-XII ফটিকছড়া হাইস্কুলের জন্য পাঁকা বাড়ী নির্মাণ করা হবে কিনা; এবং

৩) না করা হলে তার কারণ?

---

ANSWER

---

১) রাজ্যের সব হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিকে পাকা বাড়ীতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। তবে ১৯৯৭-৯৮ ইং সনের মধ্যে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

২) আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে আগামী অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮ইং) কাঞ্চন বাড়ী ক্লাস XII এবং ফটিকছড়া হাইস্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ বিবেচনা করা হতে পারে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No. 347

Name of Member :—Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখন পর্য্যন্ত কতগুলি সরকারী শূণ্য পদ সংরক্ষণমুক্ত করা হয়েছে ? | ১) তথ্য সংগ্রাধীন। |

Admitted Starred Question No. 351

Name of the Hon'dle member — Sri Binduram Reang,

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Social Welfare and Social Education Department be pleased to state :—

| Question | Answer |
|---|---|
| ১। যোগ্যতা অনুযায়ী অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের কোন সরকারী পদে নিয়োগ বা প্রমোশন পাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ? | ১। হ্যাঁ। |
| ২। ব্যবস্থা থাকিলে কি কি পদে নিয়োগ বা প্রমোশন পাইতে পারে। | ২। যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে জুনিয়র এস, ই, ও, ও স্কুল মাদার/গ্রাম লক্ষী পদে নিয়োগ করার সংস্থান রয়েছে। |

Admitted Starred Question No : 356

Name of Member :— Sri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Sch. Castes & O. B. C Welfare Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন :— | উত্তর :— |
|---|---|
| ১। সংখ্যালঘু মনিপুরী মুসলীমদের | ১। এ সম্পর্কিত কোন সুপারিশ ওবিসি |

ওবিসিতে অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

কমিশনের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আসেনি।

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ অন্তর্ভূক্ত করা হবে ?

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। যদি ওবিসিতে অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা না থাকে তার কারণ কি ?

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No :— 385

Name of M. L. A :— Sri Madhab Ch. Saha.

Will the Hon'ble Minieter-In-Charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State :—

---

প্রশ্ন :— ১। ইহা কি সত্য যে, উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রপুরে একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে ?

উত্তর :— হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— ২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার আনুষাঙ্গিক সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

উত্তর :— ষ্টেডিয়ামের কাজ প্রায় শেষের পথে ; অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন :— ৩। না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ শেষ করে ষ্টেডিয়ামটি খেলার উপযোগী করা হবে ?

উত্তর :— আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পুর্ণ করা সম্ভব হবে এবং কাজ ষ্টেডিয়ামটি খেলার জন্য উন্মুক্ত করা যাবে।

Admitted Starred Question No : 391

Name of the Member :— Smt Kartik Kanya Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Welfare Social Education Department be pleased to State.

| Question. | Answer. |
|---|---|
| ১। ১৯৯৩ইং সাল থেকে ১৯৯৭ইং সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কয়টি মহিলা সমিতিকে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া হয়েছে ? | ১। ১২০টি। |

এবং

| | |
|---|---|
| ২। উক্ত সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশান-প্রাপ্ত মহিলা সমিতিগুলিকে কোনরকম প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ? | ২। হ্যাঁ। |

Admitted Starred Question No :—403

Name of Member—Shri **Amitabha Datta.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকা সহ সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দিন মজুরের সংখ্যা কত ?

উত্তর : — এই ধরণের মজুরের সংখ্যা নিয়ে কোন সার্ভে এখন পর্যন্ত হয় নাই।

২। প্রশ্ন :— কতজন দিন মজুরের মধ্যে লেবার কার্ড বন্টন করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর :— মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় লেবার কার্ড বন্টন করার কোন সিদ্ধান্ত শ্রম দপ্তর এখন ও নেয় নাই।

৩। প্রশ্ন :— বর্তমানে উক্ত এলাকাগুলোতে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মুজুরীর হার কত ?

উত্তর :— শ্রম দপ্তর বিভিন্ন কাজের জন্য নূন্যতম মজুরী ধার্য্য করে থাকে। অত্র এলাকায় শ্রমিকদের বর্তমান মজুরী সম্পর্কে শ্রম দপ্তর কোন সমীক্ষা করে নাই।

Admitted Starred Question No :— 412

Name of M. L. A. :— Shri **Amitabha Datta.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

---

১। ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে এস, সি/এস, টি হোস্টেলটি কোন সালে নির্মিত হয়েছিল ?

২। হোস্টেলে কোন আবাসিক ছাত্র থাকেন কি এবং

৩। যদি না থাকেন তাহার কারণ ?

ANSWER.

১। ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে এস,সি/এস, টি হোস্টেলটি ১৯৯৫ ইং সালে নির্মিত হয়েছিল ?

২। হোস্টেলে কোন আবাসিক ছাত্র থাকেন না।

৩। হোস্টেলে দালান ঘরের কাজ ১৯৯৫ সালে শেষ হলে ও electric wiring এবং অন্যান্য fitting ইত্যাদির কাজ এখন ও বাকী আছে। তাই হোস্টেলে কোন আবাসিক থাকেন না।

Admitted Starred Question No :—416

Name of M. L, A :— Shri **Sahid Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। নিজস্ব দালানবাড়ী নেই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কয়টি কলেজ আছে;

২। ইহা কি সত্য সোনামুড়া সরকারী কলেজের নিজস্ব জমি নেই;

৩। না থাকলে তার কারণ এবং

৪। রাজ্যের সব কয়টি কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। নিজস্ব দালানবাড়ী নেই এমন কলেজের সংখ্যা ৪টি।

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৩। প্রয়োজনীয় খাসজমির অভাব এবং দপ্তরের অপ্রতুল আর্থিক বরাদ্দের দরুণ সোনামুড়া কলেজের জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হচ্ছেনা। তবে সরকার অতি সত্বর এই সমস্যা সমাধানে আগ্রহী।

৪। হ্যাঁ আছে।

Admitted Starred Question No. 426

Name of Member :— Shri **Makhan Lal Chakraborty.**

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ১৯৯৭—৯৮ইং অর্থ বৎসরে রাবার বাগান সহ আর্থ-নৈতিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে | ১) ১৯৯৭—৯৮ইং অর্থ বৎসরে রাবার বাগান সহ আর্থ-নৈতিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে |

উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কতটি স্কীম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ( স্থানের নাম সহ ঠিকানা ),

উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ২,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা স্থির করেছেন, পুনর্বাসনের স্থান নির্বাচন এখনও হয়নি।

২) তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত পূব কল্যাণপুর গাঁওসভার মাইজ ভাণ্ডার এলাকায় একটি পুনর্বাসন স্কীম চালু করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিবেন কি ?

২) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এ প্রস্তাব এখনও আসেনি।

Admitted Stareed Question No, 436

Name of M.L.A. :— Sri Madhab Ch. Saha.

will the Hon'ble Minister In-charge of the Youth Afairs and Sports Department be pleased to State :—

QUESTION

১। উদয়পুর একটি সুইমিং পুল নির্মানের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ?

২। উক্ত সুইমিং পুলের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১; উদয়পুর সুইমিং পুলের কাজের বরাত N.B.C.C. সংস্থাকে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংস্থা ঐ কাজের জন্য টেণ্ডার ডাকিয়াছেন।

২। আশা করা যায় টেণ্ডারের কাজ সম্পুর্ণ হলেই সুইমিং পুলের কাজ আরম্ভ হবে।

Admitted Starred Question No. 442

Name of M. L. A. :—Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Directorate of Youth Affairs & Sports Department be pleased to State.

১। প্রশ্ন :— রাজ্যের সবকটি জেলায় ও মহকুমায় যুব-বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের অফিস খোলা হয়েছে কিনা ;

উত্তর :— না।

২। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য ধলাই জেলা এবং কয়েকটি মহকুমা স্তরে এই দপ্তরের কোন পরিকাঠামো নেই ; এবং যেখানে অফিস খোলা হয়েছে সেখানে ও পর্য্যাপ্ত পরিমানে কর্মী নেই ;

উত্তর :— হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন :— এই কর্মী স্বল্পতা কাটিয়ে তুলে কবে নাগাদ দপ্তরগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে সত্বরই তা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 457

Name of Member : Sri Khagendra Jamatia

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ইহা কি সত্য সাব্রুম মহকুমাস্থিত হরিনা রেসিডেনসিয়াল স্কুলটি ২০০ আসন বিশিষ্ট কলাছড়া বাজারের কাছে কালাপানিয়া মৌজাতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ? | ১) আংশিক সত্য। |
| ২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই স্থানান্তরের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে। | ২) কলাছড়া বাজারের কাছে রেসিডেনসিয়েল স্কুল নির্মানের কাজ শেষ হলেই স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন হবে। |

Admitted Starred Question No. 458

Name of M.L.A. :— Shri Khagendra Jamatia.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন চন্দ্রনাথ চৌধুরী এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে ( আপগ্রেড ) উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

( Questions & Answers )

Admitted starred question No. 459.

Name of the member :—Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যের কোন কোন উপজাতির জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, এবং

২। এই ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কবে নাগাদ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সমূহের ভাষা বিকাশের কর্মসূচীকে বাস্তবায়ণের জন্য একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

---

ANSWER

---

১। রাজ্যের চাকমা, হালাম-কুকি, মগ, গারো, ওরাঁও, সাঁওতাল, ভিল, মুণ্ডা, খাসিয়া, লেপচা ভুটিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

২। ঐ ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত দপ্তর করে উঠতে পারে নি।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 464.

Name of M. L. A. :—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যের কলেজগুলিতে স্থায়ী অধ্যাপকের তুলনায় পার্ট টাইম অধ্যাপকের সংখ্যা বেশী।

এবং

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এর প্রভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা;

ANSWER

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 471

Name of M. L. A. :—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, কদমতলায় একটি গার্লস হাইস্কুল খোলার পরিকল্পনা আছে এবং

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 496

Name of M. L. A.—Sri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Youth Affairs & Sports Department be plased to State.

১। প্রশ্ন :— ধর্মনগর বি, বি, আই স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য কোন্ কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর :— এম, পি ফাণ্ড থেকে বি, বি, আই স্টেডিয়ামের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ চলছে। এখন পর্য্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

২। প্রশ্ন :— স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর :— স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার ১৯৯৫—৯৬ইং সনে N. E. C. র নিকট আর্থিক বরাদ্ধের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। প্রস্তাব এখন ও বিবেচনাধীন।

( Questions & Answers )

৩। প্রশ্ন :— বাঁধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ কতদিনের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায় ;

উত্তর :— আগামী দেড় বৎসরের মধ্যে বাঁধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের সিংহভাগ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। প্রশ্ন :— পানিসাগর আর. সি. পি. ই. ময়দানে রাজ্যে অপর একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কি ?

উত্তর :— Sports Complex হিসেবে নয় তবে R. C, P, E. কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শারীর শিক্ষা কলেজে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহযোগীতা চাওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 501

Name of Member :—Shri Bhudeb Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। উত্তর ত্রিপুরায় এ, ডি, সি, অন্তর্গত পঞ্চায়েত এলাকাগুলির মধ্যে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ? | (১) |
| ২। বাংলাদেশ সীমান্তে যে সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় গরু চুরির কারনে উপজাতি কৃষকরা সর্বস্ব হারিয়েছেন তার কোন হিসাব সরকারের কাছে আছে কি ? | (২) তথ্য সংগ্রহাধীন। |
| ৩। থাকলে সর্বহারা উপজাতি কৃষকদের বলদ ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? থাকলে কবে নাগাদ তা দেওয়া হবে ? | (৩) |

Admitted Starred Question No. 520

Name of the Member :—Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.

| QUESTION | ANSWER |
| --- | --- |
| ১। বর্তমানে নরসিংগড় আতুরাশ্রমে কতজন আবাসিক আছেন ? | ১। ৮৬ জন। |
| ২। বর্তমান সরকার তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে কিনা ? | ২। হ্যাঁ, করা হয়েছে। |
| ৩। আতুরাশ্রমের ঘরগুলোতে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ না হওয়ার কারণ কি ? | ৩। আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য আতুরাশ্রমের ঘরগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করা সম্ভব হয় নি। তবে অচিরে এই মেরামতের কাজ শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করা হবে যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হয়। |

Admitted Starred Question No. 524.

Name of M. L. A, : —Shri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কাঞ্চনপুর মহকুমা সদর এলাকায় একটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কলেজ স্থাপনের কাজ কবে আরম্ভ হইবে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বর্তমানে কাঞ্চনপুর মহকুমা সদর এলাকায় ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No. 528

Name of Member :—Shri Umesh Ch Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state :—

১। ইহা কি সত্য ( ধর্মনগর ) কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল, ঘরের অভাবে দীর্ঘ ৩—৪ ( তিন, চার ) বৎসর যাবত কর্মাস ক্লাস খোলা যাচ্ছে না ; এবং

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না

ANSWER

১। সত্য।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. : 549

Name of Member : Sri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Sch. Castes & O.B,C Welfare Department be pleased to State :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। ইহা কি সত্য রাজ্যসরকার ওবিসিদের জন্য এখনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন নি, | ১। হ্যাঁ ইহা সত্য। |
| ২। সত্য হলে কবে নাগাদ চালু করা হবে, এবং | ২। সংরক্ষণ বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে |
| ৩। ইহাও কি সত্য যে রাজ্যসরকার ওবিসি ভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকদের যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন সেগুলিতে "নট ফর জব" শব্দটি লেখা থাকে, | ৩ যে সব OBC সার্টিফিকেট চাকুরীতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়না সেসব OBC সার্টিফিকেট ফরমের উপর লিখা আছে "For Purposes other than Government job;" |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| | "নট ফর জব" কথাটি লিখা থাকার কথা নয় তবে "নট ফর জব" কথাটি লেখা থাকলেও এতে মূল উদ্দেশ্যের কোন ও হের ফের হয় না। |
| ৪। সত্য হইলে "নট ফর জব" শব্দটির তাৎপর্য কি ? | ৪। "নট ফর জব' অথবা „For Purposes other than Governmnt job" ? কথাগুলির দ্বারা এটা বুঝায় যে এ সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরীতে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে না |

**Admitted Starred Question No. 555**

**Name of M.L.A. Shri Makhan Lal Chakraborty**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—**

১। রাজ্যে বর্তমানে নবোদয় বিদ্যালয় এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত,

২। এই সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি জেলায় আরও একটা নবোদয় বিদ্যালয় ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। না থাকিলে রাজ্যে আরও নবোদয় বিদ্যালয় ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হবে কিনা ?

**ANSWER**

১। রাজ্যে বর্তমানে নবোদয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ ( তিনটি ) এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬ ( ছয়টি )।

২। প্রতিটি জেলায় আরও একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আপাততঃ নেই— আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, এবং

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে নবোদয় বিদ্যালয় থাকবে। তাই প্রতি জেলায় আরও একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব পাঠানোর সুযোগ বর্তমানে নাই আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে।

Admitted Starred Question No—5:6

Name of the Member .— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to State :—

১) রাজ্যের তফসিলী উপজাতি ও জাতি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার মান বাড়াতে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

২) ইহা কি সত্য যে বডিংগুলিতে কোচিং ক্লাস করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও অনেক জায়গা তা কার্য্যকরী হচ্ছে না ? এবং

৩) সত্য হইলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

ANSWER

১) রাজ্যের তপসিলী উপজাতি ও জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান বাড়াতে রাজ্য সরকার নিম্নোক্ত স্টাইপেণ্ড/স্কলারশীপ স্কীম চালু করেছেন।

ক) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ ( রাজ্যে এবং বহিঃ রাজ্যে পাঠরত SC/ST ছাত্র ছাত্রীদের জন্য )

খ) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ ( L. I. G ),

গ) মেরিট কাম-মিনস্ স্কলারশীপ।

ঘ) গার্লস্ ষ্টাইপেণ্ড।

ঙ) পোষ্ট মাধ্যমিক ষ্টাইপেণ্ড ( বহিঃ রাজ্যে পাঠরত বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য )।

চ) পোষ্ট গ্রেজুয়েট রিসার্চ ফেলোশীপ।

ছ) ন্যাশানেল স্কলারশীপ।

জ) বুক-গ্রান্ট-কাম আউট-ফিট এলাউন্স।

ঝ) বিশেষ কোচিং এর—ব্যবস্থা।

২। সত্য।

৩। উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 564

Name of Member :—Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোত জমিতে গাছ কাটার জন্য সরকারী কোন নিয়মনীতি আছে কি,

২। থাকিলে তার বিস্তৃত বিবরণ,

উত্তর

১। আছে।

২। জোত জমির গাছ কর্তনের ব্যাপারে বন বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগন যৌথভাবে তদন্ত করেন। তদন্ত রিপোর্টের পরে উপযুক্ত বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট ডি এফ. ও পারমিট ইস্যু করে থাকেন। এর পর বনবিভাগের মার্কিং রুল অনুযায়ী গাছ মার্কা করা হয় এবং সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। সার্ভিস চার্জ আদায়ের পর জোতদারের দরখাস্ত মূলে ট্রেনজিট রুল অনুযায়ী ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট উক্ত জোত ভূমির গাছের স্থানান্তরের জন্য ট্রেনজিট পাশ ইস্যু করেন।

Admitted Starred Question No :— 572

Name of Member :—Shri Ashok Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State —

১। বর্তমানে রাজ্যে নিম্নবুনিয়াদী উচ্চবুনিয়াদী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত প্রধান শিক্ষকের কতগুলি পদ খালি আছে ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় ৫৪০, উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় ৬২টি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২টি ও ৫১টি তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

( Question & Answers )

Admitted Starred Question No. 574

Name of Member :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to State.

১) ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লক এলাকার পূর্বলক্ষ্মীবিল গাঁওসভায় হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করার টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র নাই,

২) ইহাও কি সত্য যে উক্ত স্কুলের ভগ্ন ঘরগুলি মেরামত করা হচ্ছে না।

৩) যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত স্কুলে টেবিল, চেয়ার সহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দেওয়ার এবং স্কুলের ঘরগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা হবে কি না,

৪) ব্যবস্থা না করা হলে তাহার কারণ?

ANSWER

১) সত্য নহে।

২) সত্য। তবে ভগ্ন ঘরগুলি মেরামতের চেষ্টা করা হবে।

৩) স্কুলের আরও আসবাব পত্রের প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে উক্ত বিদ্যালয়ের নামে চলিত আর্থিক বৎসরে ২০,০০০ ( বিশ ) হাজার টাকার বরাদ্দ, করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়ের ভগ্ন গৃহগুলি মেরামত করার জন্য আগামী আর্থিক বৎসরে ( ১৯৯৭-৯৮ইং ) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের চেষ্টা করা হবে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 592

Name of the Member :— Sri Brajendra Mog Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleesed to state,

১। প্রশ্ন : একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বা টেষ্ট ম্যাচের উপযোগী কোন ষ্টেডিয়াম ত্রিপুরায় রয়েছে কি?

উত্তর : না

২। প্রশ্ন : যদি থাকে সেটি কোথায় অবস্থিত ;

উত্তর : প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন : যদি না থাকে তবে রাজ্যের ক্রীড়ামোদীদের প্রত্যাশা পূরণে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারে কার্য্যকরী কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা অথবা অবিলম্বে নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর : M. B. B, স্টেডিয়াম, ক্রিকেট খেলার জন্য তৈরী হয়েছে। উক্ত স্টেডিয়ামটি আন্তর্জাতিক মানের খেলার উপযোগী করে তোলার জন্য ইতিমধ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন একটি প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তা বিবেচনাধীন আছে।

### Admitted Starred Question No : 593

**Name of Member :— Sri Brajendra Mog Choudhury,**

**Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State**

১। প্রশ্ন : আগরতলাস্থিত বাধারঘাট ষ্টেডিয়ামটির নির্মান কার্য্য কবে আরম্ভ হয়েছিল এবং ইহা নির্মানের জন্য এষ্টিমেটেড কস্ট কত টাকা ছিল ?

উত্তর : প্রারম্ভিক নির্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়েছিল ১৯৭৮ সালে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্যে ১৯৯৪-৯৫ইং সালে ৬১০'৩৬ লক্ষ টাকা এষ্টিমেটেড কস্ট ধরা হয়েছে।

২। প্রশ্ন : উল্লিখিত ষ্টেডিয়ামটি নির্মাণের জন্য এখন পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এবং আর কত টাকা লাগবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : ষ্টেডিয়াম নির্মানের জন্য এখন পর্যন্ত ৫১'১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ শেষ করতে প্রায় ৫৫৯'২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

৩। প্রশ্ন : স্টেডিয়ামটি নির্মাণে বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর : প্রথমতঃ হলো মাঝখানে ক'টা বছরে ( ১৯৮৮-৯২ ) প্রকল্প তৈরী সহ সমগ্র কাজে উদ্যোগ না থাকা, পরবর্তী সময়ে স্টেডিয়ামের জায়গা অবৈধ ভাবে দখল রাখা, মামলা মোকদ্দমা এবং ভারত সরকার কতৃক বিলম্বে অনুমোদন দেওয়ার জন্য নির্মাণ কার্য্যে বিলম্ব হয়।

( Question & Answers )

Admitted Starred Question No :— 596

Name of M. L. A :— Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Tribal welfare Department be pleased to State

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি ? | ১) হ্যাঁ করেছেন । |
| ২) ইনার লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ থেকে কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কি ? | ২) হ্যাঁ পাঠিয়েছেন । |
| ৩) যদি প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকে তাহলে রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কি ? | ৩) এ, ডি, সি, এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনরূপ সাড়া এখনও পাওয়া যায়নি । কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের পরই রাজ্য সরকার ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । |

Admitted Starred Question No— 610

Name of Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State.

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ইহা কি সত্য, উপজাতি মহিলাদের বিনামূল্যে সূতা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, | ১) না। |

২) যদি সত্য হয়, তাহলে কত টাকা মূল্যের কি পরিমাণ সূতা কিসের ভিত্তিতে কোন কোন ব্লকে দেওয়া হবে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) যদি না দেওয়া হয় তার কারণ ?

৩) এই রকম কোন প্রকল্প উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাছে নেই।

**Admitted Starred Question No. 618**

**Name of Member :— Shri Anil Chakma.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfaire Department be pleased to State :—**

১) ইহা কি সত্য, কাচারীছড়া গাঁওসভায় ১০০টি পরিবারকে জুমিয়া পুনঃর্বাসন প্রকল্প দেওয়া হয়েছে,

১) না ইহা সম্পুর্ণ সত্য নহে।

২) রাজ্যে উপজাতি জুমিয়াদের পুনঃর্বাসনের জন্য কি কি প্রকল্প চালু আছে,

২) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি চালু আছে।

১) কৃষি ভিত্তিক।
২) ফলচাষ ভিত্তিক।
৩) মৎস্যচাষ ভিত্তিক।
৪) পশুপালন ভিত্তিক।
৫) চা ভিত্তিক।
৬) গৃহ নির্মান ভিত্তিক।
৭) রাবার ভিত্তিক।

৩) ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বৎসরে আরও নূতন কোন প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩) ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বৎসরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে উপজাতিদের পুর্ণবাসনের জন্য নূতন কোন প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

Admitted Starred Question No. 619

Name of M. L. A. Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১) বর্তমানে রাজ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রাবাসের সংখ্যা কত ?

২) তার মধ্যে সবগুলি ছাত্রাবাস পাঁকা বাড়ী কিনা ;

৩) আগামী আর্থিক বছরে নূতন কোন ছাত্রাবাস করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ;

এবং

৪) যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কতটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ১৩০টি ছাত্রাবাস চালু আছে।

২। না।

৩। আগামী আর্থিক বছরে নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা এখনও নেয়া হয়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Starred Question No, 53

Name of M.L.As. :— Sri Sahid Choudhury, Shri Matilal Saha and Shri Rati mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১) সারা রাজ্যে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত কয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভাব রয়েছে এবং ( বিদ্যাল ভিত্তিক হিসাব )

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER.

১) রাজ্যে ১৭৭৪টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৩৩৪টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, ১২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ৮৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ( বিদ্যালয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন )

২) যে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক দেওয়ার যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 54

Name of M. L. As. :—(1) Shri Ratimohan Jamatia & (2) Sri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে ( এ. ডি. সি, সহ ) কয়টি নিম্নবুনিয়াদী কয়টি উচ্চ বুনিয়াদী কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ;

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা কতজন ( বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব ) এবং

৩) উক্ত বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুপাতে নিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারী যথার্থ কিনা ?

ANSWER

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে ( এ, ডি, সি ) মোট—১০৪৫টি ( প্রাইমারী ) নিম্নবুনিয়াদী, ৪০৬টি উচ্চবুনিয়াদী, ৩৭৫টি উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৮৮টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

২) তন্মধ্যে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৮৪৭৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫,৫৮৯ জন শিক্ষিক/শিক্ষিকা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৮৮৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬.২৩৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন। ( বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব সংগৃহাধীন )

৩) উপরোক্ত তথ্যানুসারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যার অনুপাত যথার্থ নয়

Admitted Starred Question No. 73

Name of Member :— Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এ. ডি সি. গঠনের পর থেকে ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর. পর্যন্ত কোন্ কোন্ অর্থ-বর্ষে রাজ্য সরকারের দ্বারা কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কত টাকা এ. ডি, সি, কে দেওয়া হয়েছে, এবং | ১) ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এ, ডি, সি, গঠনের পর থেকে ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ, ডি, সি, কে বরাদ্দকৃত অর্থ ও দেওয়া অর্থের বৎসর ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল। |
| ২) পরিকল্পনা খাতে ১৯৯৩ ৯৪ইং এবং পরবর্তী অর্থ বছরগুলিতে কোন বছরে কত টাকা রাজ্য পরিকল্পনা থেকে এ, ডি, সি. কে দেওয়া হয়েছে ? | ২) পরিকল্পনা খাতে ১৯৯৩ ৯৪ইং এবং পরবর্তী অর্থ বছরগুলিতে রাজ্য পরিকল্পনা থেকে এ, ডি, সি, কে দেওয়া অর্থের বৎসর ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'খ'তে দেওয়া হল। |
| ৩) এই বছরগুলিতে এ, ডি, সি, এর প্রাপ্য রূপে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল এবং পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের পরিমাণ কত ? | ৩) এই বছরগুলিতে পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের পরিমাণ এবং এ, ডি. সি, এর প্রাপ্য রূপে ধরা বরাদ্দের পরিমাণ সংযোজনী 'গ' তে দেওয়া হল। |

সংযোজনী—'ক'

( লক্ষ টাকায় )

| | অনুদান হিসাবে শেয়ার অব ট্যাক্সেস বাবদ | | | | ট্রান্সফার স্কিমে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থ বৎসর | বাজেট বরাদ্দ | দেওয়া হয়েছে | বাজেট বরাদ্দ | দেওয়া হয়েছে | বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে | বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে |
| ১৯৮৫-৮৬ইং | — | ৫০০'০০ | — | ১২৬'০০ | | ১৫১'৪২৮ |
| ১৯৮৬-৮৭ইং | ৭০০'০০ | ৭০০'০০ | ২০৪'৬১ | ২৫৪'৬১ | | ১৩৬'৬৫৫ |
| ১৯৮৭-৮৮ | ৭২৫'০০ | ৭২৫'০০ | ৩১২'৮৪ | ৩১২'৮৪ | | ১২৬'৮৬৩ |
| ১৯৮৮-৮৯ | ১০৫০'০০ | ১০৫'০০ | ৩৬৩,৩৭ | ৩৬৩.৩৩ | | ১১৩'৫৫৮ |
| ১৯৮৯-৯০ | ১২৫০'০০ | ১২৫০'০০ | ৩৬৩'৩৩ | ৩৬৩'৩৩ | | ৩৮'১৬৫ |
| ১৯৯০-৯১ | ১৩৫৮,০০ | ১৩৫৮,০০ | ৩৫৩,৭০ | ৩৫৩,৭০ | | ১৯৮১'৭৯ |
| ১৯৯১-৯২ | ১৫২৫'০০ | ১৫২৫'০০ | ২৬৪'৮৬ | ২৬৪'৮৬ | ১৯৮২'৯২ | ২৩৭২'৮২ |
| ১৯৯২-৯৩ | ১৭৫০'০০ | ১৭৪৯'০০ | ২৯৭'৩১ | ২৯৭'৩১ | ১৭৭৯'২৫ | ১৯৬৬'৬৯ |
| ১৯৯৩,৯৪ | ১৯৮০'০০ | ১৯৮০'০০ | ৩৭৬'৩৮ | ৩৭৬'৩৮ | ২০৫৪'৪২ | ১৩৩১'৪২ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৮০'০০ | ১৯৮০'০০ | ৫০২'০০ | ৫০২'০০ | ১৬৬৩'২৫৫ | ১১১০'২৫৫ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ২২০০'০০ | ২১৬৪'০০ | ৫০২'০০ | ৫০২'০০ | ১৭৩৭'২৬ | ১৬৪৩'৫৮ |
| ১৯৯৬ ৯৭ | ২১৩৪'০০ | ১৬০'১০০ | ৫০১'০০ | ৩১৯'০০ | ১৯১০'৮৯ | ১৮৪৪'২৭ |

সংযোজনী—'খ'

পরিকল্পনা খাতে ১৯৯৩—৯৪ ইং এবং পরবর্তী অর্থ বছরগুলিতে রাজ্য পরিকল্পনা থেকে এ, ডি, সি, কে দেওয়া অর্থের বৎসর ভিত্তিক হিসাব

| অর্থ বৎসর | অনুদান বাবদ দেওয়া হয়েছে | ট্রান্সফার স্কিমে দেওয়া হয়েছে | মোট দেওয়া হয়েছে | ( কোটি টাকায় ) |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৩—৯৪ ইং | ১৯'৯০ কোটি | ৭'৪২ কোটি | ২৬'৯২ কোটি | |
| ১৯৯৪—৯৫ ইং | ১৯'৮০ " | ৩'০০ " | ২২'৮১ " | |
| ১৯৯৫—৯৬ ইং | ২২·৬৪ " | ৫'৫৮ " | ২৬'৯২ " | |
| ১৯৯৬—৯৭ ইং | ২১·৩৪ " | ৭'৩৭ কোটি | ২৮'৪১ কোটি | |
| মোট :- | টাঃ ৮২, ২৮ কো[ি] | টাঃ ২২,৭৮ কোটি | টাঃ ১৫৫, ০৬ কোটি | |

সংযোজনী—'গ'

পরিকল্পনা খাতে রাজ্যের মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ও এ, ডি, সি,
তার প্রাপ্য রূপে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণের বৎসর ভিত্তিক হিসাব কোটি টাকায়

| অর্থ বৎসর | পরিকল্পনা খাতে রাজ্যের মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ | এ, ডি, সি -এর প্রাপ্য রূপে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১৯৯৩—৯৪ ইং | টাঃ ২০৫'০০ কোটি | টাঃ ২৬'৮৫ কোটি |
| ১৯৯৪—৯৫ ইং | টাঃ ২৯০'০০ কোটি | টাঃ ২৫·১৪ কোটি |
| ১৯৯৫—৯৬ ইং | টাঃ ৩৫৯'০০ কোটি | টাঃ ২৮·৪৯ কোটি |
| ১৯৯৬—৯৭ ইং | টাঃ ৩৭০'০০ কোটি | টাঃ ২৬'৯৬ কোটি |
| মোট :- | টাঃ ১২২৫'০০ কোটি | টাঃ ১০৭'৪৪ কোটি |

## Admitted Starred Question No. 79

Name of the M, L. A. :— Shri Bhudeb Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Ministers-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

## QUESTION

১) গত ১৯৯৩ ইং এর এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৬ ইং এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি প্রাইমারী স্কুলকে এস, বি, স্কুল এ এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে ও হাইস্কুল দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

২) উক্ত সময়ের মধ্যে মোট কতটি স্কুল উন্নীত করার প্রস্তাব ছিল,

৩) তন্মধ্যে কতটিকে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি এবং।

৪) সম্ভব না হওয়ার কারণ কি ?

৫) কৈলাশহর বিভাগে এই জাতীয় কোন প্রস্তাব ছিল কি ? থাকলে এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

## ANSWER

১) গত ১৯৯৩ ইং এর এপ্রিল থেকে ১৯৯৬ ইং এর ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৯৫টি বিদ্যালয়কে উন্নীত করা হয়েছে, তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমা | প্রাইমারী হইতে এস, বি | এস, বি, হইতে হাইস্কুল | হাই হইতে দ্বাদশ শ্রেণী |
|---|---|---|---|
| সদর | ৬ টি | ৮ টি | ৪ টি |
| বিশালগড়— | ১০ ” | ৫ ” | ১ ” |
| সোনামুড়া— | ১ ” | ১ ” | — |
| খোয়াই— | ৬ ” | ৬ ” | ৭ ” |
| উদয়পুর— | ১ ” | ৩ ” | ২ ” |
| অমরপুর— | ২ ” | — | — |
| বিলোনীয়া— | ৫ ” | ২ ” | ২ ” |
| সাব্রুম— | — | ৩ ” | ২ ” |
| ধর্মনগর— | ৫ ” | ১ ” | ১ ” |
| কৈলাশহর— | — | ১ ” | — |
| কাঞ্চনপুর— | — | ” | — |
| কমলপুর — | — | ১ ” | — |
| গণ্ডাছড়া— | — | — | — |
| লংথরাই ভ্যালি— | — | ১ ” | ১ ” |
| মোট | ৩৬টি | ৩৭টি | ২১টি |

২) উক্ত সময়ের মধ্যে মোট ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) টি প্রাইমারী স্কুলকে এস, বি, স্কুলে ৬ (বাটটি) এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে এবং ৩০ (ত্রিশ) টি হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রস্তাব ছিল।

৩) তন্মধ্যে ২০৪টি প্রাইমারী স্কুলকে, ২৩টি এস, বি, স্কুলকে এবং ৯টি হাইস্কুলকে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি।

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নীত করণের শর্তাবলী পূরণের অভাবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের অভাবে সম্ভব হয়নি।

বিভাগ ভিত্তিক কোনও প্রস্তাব করা হয়না।

( Questions & Answers )

Admitted Starred Question No. 80

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes & O.B.C. Welfaire Department be pleased to State.

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে ও, বি, সি, কর্পোরেশন গঠন হবার পর কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন,

২। এবং ১৯৯৬—৯৭ইং অর্থ বৎসরে কত সংখ্যক বেকার যুবক বা গ্রামিন শিল্প, কৃষক পরিবার ঋণ বা সাহায্য পেয়েছেন? ( ব্লক ভিত্তিক হিসাব )।

**উত্তর**

১। রাজ্যে ও, বি, সি, কর্পোরেশন গঠন হবার পর জাতীয় ও, বি, সি, কর্পোরেশন এর সহায়তায় ক) পাওয়ার টিলার, খ) হেয়ার কাটিং সেলুন, গ) ব্ল্যাকস্মিথি, ঘ) হোটেল, ঙ) গ্রোসারি শপ, চ) ফার্সি গরু ছ) কুমোরের কাজ, জ) বয়লার চিকেন, ঝ) অটো রিক্সা প্রকল্পে ঋণ দান করা হয়।

২। ১৯৯৬-৯৭ইং বর্ষে নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকল্পের ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :

| ব্লকের নাম | | উপকৃত পরিবারের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। ডুকলী ব্লক | — | ২৪ |
| ২) বিশালগড় | — | ৩৫ |
| ৩) মোহনপুর | — | ২৮ |
| ৪) কুমারঘাট | — | ১৫ |
| ৫) জিরানীয়া | — | ৩২ |
| ৬) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি | | ২০ |
| ৭) পানিসাগর | — | ২২ |
| ৮) উদয়পুর | — | ১৫ |
| ৯) জম্পুইজলা | — | ৫ |
| ১০) সালেমা | — | ৬ |
| ১১) খোয়াই | — | ৭ |
| ১২) মেলাঘর | — | ১০ |
| ১৩) কদমতলা | — | ৪ |
| | | ২২৩ |

Admitted Un Starred Question No :— 81

Name of the M. L. A. :—Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State,

QUESTION

1) Is there any approved policy with the Govt, for providing incentive to the successful sports-persons in the National and International.

2) If so what are those Incentives, and

3) During last three years how many sports persons have been benifited only of these incentives and what is the quautum of money involved ?

ANSWER

1) Yes

2) Cash Award.

3) Since 1993-94 the Directorate of Youth Affairs & sports and Tripura sports Council combindly rewarded 298 sports persons involving Rs. 2,49,200/-

Admitted Starred Question No. 86

Name of the Member — Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে ফেব্রুয়ারী, ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় মোট কতজন তপশিলী উপজাতি রোগীকে আথিক সাহায্য হিসাবে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) এবং

২) এই টাকা বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ?

উত্তর

১) চলতি আর্থিক বছরে ২৮শে, ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তপশিলী উপজাতি রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রদত্ত অর্থের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

২) এই টাকা বিলি বন্টনের পূর্বে ডাক্তারের দেওয়া সুপারিশ বা সার্টিফিকেট দেখে টাকা দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হয়।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ৩) রোগী ছাড়া অন্য কোন কোন বিষয়ে নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে ? ( বিভাগ ও বিষয় ভিত্তিক হিসাব ) | ৩) রোগী ছাড়া যে বিষয় নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে তার বিভাগ ও বিষয় ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'খ'তে দেওয়া হল। |

সংযোজনী— 'ক'

১৯৯৬-৯৭ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উপজাতি রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রদত্ত অর্থের বিবরনী।

| বিভাগের নাম | রোগীর সংখ্যা | প্রদত্ত অর্থ |
|---|---|---|
| ১) উদয়পুর | ৪৩৭ | টা: ৫৫,৩৫০ |
| ২) অমরপুর | ১৪০ | টা: ১৪,৩০০ |
| ৩) সাব্রুম | ২২৩ | টা: ২৪,৮০০ |
| ৪) বিলোনীয়া | ৩৬৮ | টা: ৪০ ৪৮০ |
| ৫) খোয়াই | ৩৮৩ | টা: ৫৬,৭০০ |
| ৬) কৈলাশহর | ৩৫১ | টা: ২৯,০০০ |
| ৭) সোনামুড়া | ১২৯ | টা: ১৮,১০০ |
| ৮) ধর্মনগর | ১১০ | টা: ১৬,০০০ |
| ৯) বিশালগড় | ২৭৫ | টা: ২৫,৩০০ |
| ১০) গণ্ডাছড়া | ৯১ | টা: ১৪ ৪০০ |
| ১১) কমলপুর | ১৮১ | টা: ৩৩,৫০০ |
| ১২) সদর | ৪১৮ | টা: ৪২,৩০০ |
| ১৩) লংতরাইভ্যালী | ১৩০ | টা: ৯৭৪০ |
| ১৪) কাঞ্চনপুর | ১১৩ | টা: ৮০০০ |
| মোট : | ৩ ৪৫১ | টা: ৩,৯৭,৯৭০ |
| ১৫) আগরতলাস্থিত উপজাতি কল্যাণ বিভাগ হইতে প্রদত্ত | ১১৪৪ ০০ | টা: ৯৩৪,৭৫০ |
| সর্বমোট :— | ৪৫৯৬ | টা: ১৩,৩২,৭২০ |

সংযোজনী—'খ'

রোগীর চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য খাতে
নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের বিবরণী

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | প্রদত্ত অর্থ | বেনিফিসিয়ারী খাত | অর্থ প্রদানের খাত |
|---|---|---|---|---|
| ১) | উদয়পুর | টাঃ ৪৩ ১২৫ টাঃ | ৩ জন | বাদ্যযন্ত্র |
| | | | ৫ জন | গৃহ মেরামত |
| | | | ২ জন | ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর |
| ২) | অমরপুর | টাঃ ৪০'০০০ | ৩ জন | লাঞ্চিতা মহিলা |
| | | | ২ জন | ক্ষুদ্র ব্যবসায় |
| ৩) | খোয়াই | টাঃ ৯৫'৫০০ | ১ জন | গৃহ নির্মান |
| | | | ১ জন | সেলাই মেশিন |
| | | | ৬ জন | রিক্সা ক্রয় |
| | | | ২৪ জন | ক্ষুদ্র ব্যবসায় |
| ৪) | ধর্মনগর | টাঃ ১'০৫০০ | ৭ জন | গৃহ নির্মান |
| ৫) | কাঞ্চনপুর | টাঃ ৬'০০ | ১ জন | গৃহ নির্মান |
| ৬) | লংতরাই ভ্যালী | টাঃ ৮৩ ০০০ | ৮৩ জন | পানের বরজ করার জন্য |
| | | ৮০০০ | ৮০ | স্কুল পোষাকের |
| | | টাঃ ৯১,০০০ | ৫ | ক্ষুদ্র ব্যবসায় |
| ৭) | কমলপুর | টাঃ ২৫,০০০ | ৯৫ জন | গবাদি পশু |
| ৮) | সদর | টাঃ ২,৬৪,০০০ | ১৫ | গৃহ নির্মান |
| | | মোট টাঃ ৫ ৭৫ ১২৫ | ৩৬ জন | স্কুলের পোষাকের |
| | | | ৪৪৯ | |
| ১) | আগরতলাস্থিত উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ হইতে প্রদত্ত | টাঃ ২,৮০,৫০০ | ১৮৭ জন | বই কেনা হালের বলদ দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় গৃহ নির্মান। মেরামত ইত্যাদি বাবদ প্রদত্ত। |
| | সর্বমোট : | টাঃ ৮, ৫৫, ৬২৫ টাঃ | ৬৩৬ | |

Admitted Un Starred Question No. 92

Name of M.L.A. Shri Amitabha Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :

১) রাজ্যে জুনিয়ার, সিনিয়ার হাই মাদ্রাসার সংখ্যা কত। ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )।
২) ১৯৯৬ ইং সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি মাদ্রাসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
৩) যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহার কারণ ; এবং
৪) মাদ্রাসা শিক্ষকদের কি কি সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া হয় ?

ANSWER

১) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী ভাবে পরিচালিত রাজ্যে জুনিয়ার মাদ্রাসার সংখ্যা ৩১ ( একত্রিশ) টি, সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৯ (নয়)টি এবং হাই মাদ্রাসার সংখ্যা শূন্য—। সর্বমোট জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৪০ (চল্লিশ)টি। এগুলির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

কৈলাশহর সাবডিবিশনে জুনিয়ার মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯ (উনিশ)টি ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ ( তিন)টি। সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা—২২ (বাইশ)টি।

ধর্মনগর জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ১০ (দশ)টি ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ ( তিন )টি। সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৩ ( তের টি।

Admitted Un Starred Question No :— 485

Name of the M. L. A :— Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education, Department be pleased to State.

১) রাজ্যে জুনিয়ার, সিনিয়ার হাই মাদ্রাসার সংখ্যা কত। ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )।
২) ১৯৯৩ ইং সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি মাদ্রাসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৩) যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহার কারণ এবং
৪) মাদ্রাসা শিক্ষকদের কি কি সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া হয় ?

ANSWER

১) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী ভাবে পরিচালিত রাজ্যে জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৩১ ( একত্রিশ )টি, সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৯ ( নয়টি ) এবং হাই মাদ্রাসার সংখ্যা শূন্য। সর্বমোট জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৪০ ( চল্লিশ )টি। এগুলির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

কৈলাশহর—সাবডিবিশনে জুনিয়ার মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯ ( উনিশ ) টি ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ ( তিন )টী সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ ( তিন) টি সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২২ ( বাইশ ) টী।

ধর্মনগর—জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ১০টী ( দশ ) ও সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ ( তিন ) টী। সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৩ ( তের ) টী।

Admitted Starred Question No. 95

Name of the M. L. A. —Sri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Youth Affairs & Sports Department be plased to State.

প্রশ্ন :— ১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এবং জাতীয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় রাজ্যের ছেলে মেয়েদের সাফল্যের খতিয়ানগুলো কি কি ,

উত্তর :— রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯৭ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ও জাতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়গন মোট ৪১৮ টি পদক অর্জন করেছে।

বছর ভিত্তিক সাফল্যের খতিয়ান :=

| সন | | | সোনা | | রোপা | | ব্রোঞ্চ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৩— | ৯৪ | —— | ১৩ | — | ১৬ | — | ৩৬ | টি |
| ১৯৯৪— | ৯৫ | —— | ৩০ | — | ৬১ | — | ৬০ | " |
| ১৯৯৫— | ৯৬ | —— | ২৮ | — | ১৭ | — | ৪১ | " |
| ১৯৯৬— | ৯৭ | —— | ৩৪ | — | ৩৬ | — | ৪৪ | " |
| | | | ১০৫ | | ১৩১ | | ১৮২ | |

প্রশ্ন

২। উক্ত সাফল্যের নিরিখে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভা সৃষ্টি এবং অন্বেষনের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত মোট ৪৪ টি প্লে-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত প্লে-সেন্টারে ১৬ বছরের অনুর্দ্ধ বালক-বালিকাদিগকে বিভিন্ন খেলায় স্থানীয় ক্রীড়া শিক্ষক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বঃপ্রণোদীত ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ হইতে প্লে-সেন্টারের চাহিদা অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস ও খেলার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। ত্রিপুরা গ্রামীন ক্রীড়া ব্লক স্তর হইতে রাজ্যস্তর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়। এই সমস্ত খেলাধূলার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়ারগণ পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যস্তরে অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন। বয়সভিত্তিক ব্লক/জিলা ও রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে, ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষন করে উপযুক্ত অনাবাসিক ও আবাসিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted starred Question No. 96

Name of M. L. A. :—Shri Amitabha Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের মহাবিদ্যালয়গুলোতে মোট কতটি বিষয় পড়ানো হয়.

২। মহাবিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে স্থায়ী ও অস্থায়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকার সংখ্যা কত ;

৩। অস্থায়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের কবে নাগাদ স্থায়ী করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। রাজ্যের যে সমস্ত জেলায় মহিলা মহাবিদ্যালয় নেই, যে সমস্ত জেলায় মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কি না ?

ANSWER

১। রাজ্যের মহাবিদ্যালয়গুলোতে মোট ২২ ( বাইশ ) টি বিষয় পড়ানো হয়।

২। মহাবিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে স্থায়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

M. B. B. College :—

Commerce—6, Math—7, History—3, Physiology—7, Education—4, Sanskrit—2, Pol. Science—1, English—4, Bengali—4, Economics—2 Chemistry—5, Zoology—3, Botany—5, Physics—3 Psychology—2, Philosophy—3, Statistics—1.

Women's College

Geography—1, Economics—3, Pol. Science—5, English—3, Bengali—7 Philosophy—2, Sanskrit—1, History—1, Education—1, Zoologey—1.

3 B. B. E. College :

History—1, Pol, Science—4, Bengali—6, English—3, Economics—4 Commerce—5, Education—1, Philosophy—1, Math.—2, Sanskrit—1,

4. Ramkrishna Mahavidyalaya, Kailashahar.

Chemistry—1, Physics—1, Philosophy—2 History—2, Pol. Science—5, English—2, Bengali—3

5. Ramthakur College Agartala.

Bengali—2, Philosophy—2, History—2, Commerce—3, Pol. Science—2 Education—1, English—1, Math,—2, Economics—2, Sanskrit—1, Pali—2.

6. Belonia College, Belonia.

Philosophy—3, English—4, Education—3, Commerce—4, Economics—1 Bengali—3, History—3, Sanskrit—1, Mathmatics—1.

বিভিন্ন বিষয়ে মহাবিদ্যালয় ভিত্তিক অস্থায়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকার সংখ্যা দিয়ে দেওয়া গেল ।

M, B, B. College, Agartala

English—4, Sanskrit—2, History—2 Economics—3, Political science—5 Commerce—1, Physics—6, Psychology—2, Statistics—4, Math,—1, Sociology—1, Chemistry—6, Physiology—1, Zoology—9, Botany—4

B. B. E. College, Agartala.

English—1, Sanskrit—1, History—1, Philosophy—1, Education—1, Economics—1, Commeree—3 Math.—1 Defence study—2

Women's College, Agartala.

Geography—4, Poly. Science—2, English—3, Sanskrit—1, History —5 Philosophy—4, Education —4, Zoology—1, Physology—3, Batany—5

Ramthakur College, Agartala.

Poly. Science—2, Education—1, English—2, Math.—2 Chemistry—3, Sanskrit—2, Economics—3, Physics—3

Govt Degree College, Sonamura

Bengali—1, History—1, Philosophy—3, Education—1, Poly, Science—1

Govt. Degree College, Khowai.

English—2, Bengali —2, Sanskrit—3, History—2, Philosophy—2, Education—1, Economics—1 Poly. Science —2, Commerce—3' physics—1 Mathmatics—3, Chemistry—2

Govt. Degree College, Kamalpur.

Sanskrit—1, History—1, Philosophy—1 Poly. Science—2

Ambedkar College, Fatikroy.

Bengali—1, Philosophy—1, Poly. Science—1

Govt. Degree College, Dharmanagar.

Bengali—2, English—1, Sanskrit—1, History—4, Philosophy—2, Education—2, Economics—2, Poly. Science—3, Commerce—2, Mathmatics—1

Govt. Degree College, Amarpur

Bengali—1, Sanskrit—1, History—1 Philosophy—2, Education—1 Poly. Science—1

Govt. Degree College, Sabroom

Bengali-1, Sanskrit-1, History-3 Philosophy-1, Education-1 Economics-1

Govt. Degree College, Udaipur,

English—1, Sanskrit—1, Bengali—4, History—4. Education—1, Economics—2, Poly. Science—3, Commerce—8

Ramkrishna Mahavidya, Kailashahar.

Sanskrit—2, Philosophy—1, Physics—3, Chemistry—2

Belonia College Belonia

Bengali—1 Economics—1 Poly. Science—3 Physiology—3 Zoology—4 Botany—6

৩) অস্থায়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের স্থায়ীকরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৪) রাজ্যের অন্য কোন জেলায় মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই।

Admitted Un-Starred Question No— 98

Name of Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Sch. Castes & O. B. C. Welfare Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য তপশিলীজাতি উন্নয়ন নিগম থেকে তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে?

২) যদি সত্য হয় তবে এম, এম, এল পি সহ কি কি প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে, (ব্লক ও পৌরসভা ভিত্তিক হিসাব) এবং

উত্তর

১) ইহা সত্য যে তপশিলীজাতি উন্নয়ন নিগম থেকে তপশিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তিদেরকে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

২) উক্ত ঋণ প্রকল্পে মার্জিন মাণি লোন জাতীয় তপশিলী জাতি উন্নয়ন নিগমের সহায়তায় এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্পে, উচ্চশিক্ষার জন্য তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের এবং নিগম কর্তৃক গাড়ী পাওয়ারটিলার ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্পে ঋণ সরাসরি দেওয়া হইতেছে। উপরি-উক্ত প্রকল্পগুলির শেষোক্ত প্রকল্পগুলি

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| | ১৯৯৬-৯৭ থেকে ঋণ দেওয়া শুরু হয়। সকল ব্লক এবং পৌরসভাতেও উক্ত প্রকল্প সমূহ রূপায়িত হয়। সেজন্য ব্লক ও পৌরসভা ভিত্তিক প্রকল্পের হিসাব আলাদা ভাবে দেওয়া হচ্ছে না। |
| ৩) ইহা কি সত্য এই নিগমে এম, ডি, আরো তিনটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে আছেন ? | ৩) ইহা সত্য যে এই নিগমের এম, ডি, ত্রিপুরার ও, বি, সি, উন্নয়ননিগম এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম এর ও এম, ডি, হিসাবে দায়িত্ব ভার পালন করছেন। |

Admitted Un Starred Question No. 104

Name of Member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State.

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ত্রিপুরায় এ, ডি, সি, এলাকা উন্নয়নের জন্য কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এবং | ১) এ, ডি, সি, এলাকা উন্নয়নের জন্য এ, ডি, সি, যে সব প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার তালিকা সংযোজনীতে দেওয়া হল। এ ছাড়াও রাজ্য সরকার ও ষ্টেট প্ল্যান-এ এডিসি এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্য রূপায়িত করে থাকে। |
| ২) এ, ডি, সি,র জনসংখ্যা কত ? | ২) ১৯৯১ ইং সনের জনগণনা অনুযায়ী এ, ডি, সি, এলাকার মোট জনসংখ্যা ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩ শত। |

সংযোজনী-'ক'

এ, ডি, সি, এলাকা উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১) উপজাতি কৃষকদের সব্জী চাষে উৎসাহিত করার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ২০টি সাব্‌জোনে ২০টি সব্জী পকেট করা হয়েছে, সেখানে বীজ, সার, ঔষধ পাম্পসেট জমি তৈরীর খরচ এ, ডি, সি, বহন করেছে।

২) এ, ডি, সি, এলাকার কৃষকদের ভূর্তকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৩) ফল চাষের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর প্রকল্প :

৪) উপজাতি মহিলাদের মাসরুম চাষে ও ফল সংরক্ষনে প্রশিক্ষণ।

৫) টিলা জমিতে বৃষ্টির উপর নির্ভর ক'রে কমপক্ষে দুটি ফসল চাষের প্রদর্শনী।

৬) টিলা জমিতে কলা, পেঁপে, আনারস, কমলা চাষের প্রদর্শনী।

৭) ভূমি ও জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৮) প্রাথমিক বাজারগুলিতে শেড ও স্টল নির্মাণ।

৯) ফিসারী পুনর্বাসন কলোনীর উন্নতি সাধন।

১০) মাছের সাথে শূকর চাষের পরিকল্পনা।

১১) মিনি ব্যারেজ নির্মাণ।

১২) ব্রয়লার মুরগী চাষের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর প্রকল্প।

১৩) জুমিয়াদের বসত গৃহ নির্মাণ প্রকল্প।

১৪) ব্যবসা করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রকল্প।

১৫) জুমচাষে জুমিয়াদের সাহায্য।

১৬) উপজাতি জুমিয়াদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আবাসিক বিদ্যালয় ( ইংরাজী মিডিয়াম ) চালু করা হয়েছে।

১৭) বিশেষ বালোয়ারী কেন্দ্র খোলা হয়েছে ( ডিসট্রেস এলাকায় )।

১৮) মার্কটু টিউবওয়েল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কাজের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

Admitted Un Starred Question No. 107

Name of M. L. A. :— Shri Madhab Ch. Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) টি, টি, এ, এ, ডি, সি, এলাকায় ১৯৯৫—৯৬ সালে বিনা মূল্যে কোন সূতা দেওয়া হয়েছে কিনা ? | ১) হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। |
| ২) দেওয়া হয়ে থাকলে কোন ব্লক এলাকায় কতজনকে দেওয়া হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ? | ২) কোন ব্লকে কতজনকে সূতা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :— |

| ব্লকের নাম | এলাকার নাম | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| মনু | সিন্দুক প্যাথর | ১৪৭৯ জন |
| মাতাবাড়ী | ধুপছড়ী | ৯৮৪ " |
| রূপাইছড়ি | শিলাছড়ী | ৮১৬ " |
| | পূর্ব মনু | ২১৪২ " |
| বিল্লা | কিল্লা | ১২৬২ " |
| অমরপুর | ছেচুয়া | ১৪৮০ " |
| | চেলাগাংমুখ | ১৬৩৪ " |
| বিশালগড় | আমতলী | ১১৮৫ " |
| জিরানীয়া | মধুচৌধুরী পাড়া | ২৬০৪ " |
| মান্দাই | মান্দাই | ৩১৬৭ " |
| জম্পুইজলা | টাকারজলা | ১৭১৩ " |
| তুলাশিখর | বাইজলবাড়ী | ১১৮৫ " |
| খোয়াই | গোপালনগর | ১০৬৬ " |
| তেলিয়ামুড়া | মাঙ্গিয়াবাড়ী | ১৭৪৬ " |
| সালেমা | শিকারীবাড়ী | ১২৫২ জন |

| ব্লকের নাম | এলাকার নাম | লোকসংখ্যা | |
|---|---|---|---|
| | ডেমছড়া | ১০০০ | " |
| ছামনু | ছামনু | ৩১৭৫ | " |
| দশদা | কাঞ্চনপুর | ৩১৮৭ | " |
| কুমারঘাট | কুমারঘাট | ৫৬২ | " |
| ডম্বুরনগর | রশ্যাবাড়ী | ৯৩৩ | " |
| গণ্ডাছড়া | গণ্ডাছড়া | ১০০০ | " |
| | | মোট ৩৫,৫৬৯ জন | |

৩) এ, ডি, সি, এলাকার বাইরে উপজাতি মহিলাদের সূতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে এ, ডি, সি এলাকার বাইরে উপজাতি মহিলাদের সূতা দেওয়া পরিকল্পনা নেই ।

**Admitted Un Starred Question No. 109**

**Name of M. L. A. :— Shri Anil Chakma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Directorate of Youth Affairs & Sports Department be pleased to state.

**প্রশ্ন :—** ১) ১৯৯৫ ইং হইতে ১৯৯৬ ইং পর্যাস্ত রাজ্যের বাহিরে বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে রাজ্যের কতজন খেলোয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ।

**উত্তর :—** ১) ১৯৯৫ ইং সনে রাজ্যের বাহিরে বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে মোট ১৪ জন খেলোয়ার প্রথম স্থান ও ৪১ জন খেলোয়ার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে । ১৯৯৬ ইং সনে রাজ্যের বাহিরে বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে মোট ১৬ জন খেলোয়ার প্রথম স্থান ও ১৫ জন খেলোয়ার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ।

**প্রশ্ন :—** ২) উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়ারদেরকে কি কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ? ( বৎসর ভিত্তিক খেলা ও খেলোয়ারের নাম সহ পুরস্কারের তালিকা )

উত্তর :— ২) উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়ারদেরকে যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ ইং সনের খেলা ও খেলোয়ারদের নাম সহ পুরস্কারের তালিকা :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১) | শ্রীমতি মিলন দেববর্মা | অ্যাথলেটিকস্ | স্বর্ণ | |
| ২) | শ্রীমতি রূপা শীল | " | " | |
| ৩) | শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথ, | জিমন্যাস্টিকস্ | " | |
| ৪) | শ্রীপার্থ দেব | " | " | |
| ৫) | শ্রীঅরুপ দেবনাথ | " | " | |
| ৬) | শ্রীমতি গৌরী দেববর্মা | "কাবাডী" | " | |
| ৭) | শ্রীমতি রীতা দেববর্মা | " | " | |
| ৮) | শ্রীমতি মঞ্জু মালাকার | " | " | |
| ৯) | শ্রীমতি খেলা রাণী দাস | " | " | |
| ১০) | শ্রীমতি সত্যপতি নোয়াতিয়া | " | " | |
| ১১) | শ্রীমতি সীতা দেবী জমাতিয়া | " | " | |
| ১২ | শ্রীমতি প্রাণসখী সিনহা | " | " | |
| ১৩) | শ্রীমতি সুখলক্ষ্মী দেববর্মা | " | " | |
| ১৪) | শ্রীমতি রুমা সরকার | " | " | |
| ১৫) | শ্রীমতি বাসনা দেবনাথ | " | " | |
| ১৬) | শ্রীমতি রীণা দেবনাথ | " | " | |
| ১৭) | শ্রীমতি লক্ষী রাণী সরকার | " | " | |
| ১৮) | শ্রী বিপ্লব দত্ত | অ্যাথলেটিকস্ | স্বর্ণ | ( তিনটি ) |
| ১৯) | শ্রীমঙ্গল কাপালী | " | " | ( একটি ) |
| ২০) | কামাল হোসেন | " | " | ( দুইটি ) |
| ২১) | শ্রীশম্ভু বণিক | " | " | ( দুইটি ) |
| ২২) | পরিতোষ দেবনাথ | " | " | ( একটি ) |
| ২৩) | শ্রী অরুপ দেবনাথ | জিম্নাটিকস্ | " | ( একটি ) |
| ২৪) | শ্রী মুকেশ মিত্র | " | " | ( একটি ) |

দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর তালিকা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১) | শ্রী সুবল মিত্র | জিম্নাটিকস্ | রৌপ্য | ( একটি ) |
| ২) | শ্রী অরূপ দেবনাথ | ” | ” | ( একটি ) |
| ৩) | শ্রী বিপ্লব দত্ত | অ্যাথলেটিকস্ | ” | ( একটি ) |
| ৪) | মহ: কামাল হোসেন | ” | ” | ( দুইটি ) |
| ৫) | শ্রী সজল কাপালী | ” | ” | ( একটি ) |
| ৬) | শ্রী তপন শীল | ” | ” | ( একটি ) |
| ৭) | শ্রী শম্ভু বণিক | ” | ” | ( একটি ) |
| ৮) | শ্রী বিক্রম সিং | ” | ” | ( একটি ) |
| ৯) | মহঃ জামসেদ খান | ” | ” | ( একটি ) |
| ১০) | শ্রী রাজেশ মজুমদার | ” | ” | ( একটি ) |
| ১১) | শ্রীমতি রুপা শীল | ” | ” | ( একটি ) |
| ১২) | শ্রী টি, এম প্রকাশ | বাস্কেট বল | ” | ( একটি ) |
| ১৩) | শ্রী রঘুনাথ সিং | ” | ” | ( একটি ) |
| ১৪) | শ্রী সি. কে. গণপতি | ” | ” | ( একটি ) |
| ১৫) | শ্রী শ্যামসুন্দর শর্মা | ” | ” | ( একটি ) |
| ১৬) | শ্রী মাধব চন্দ্র শর্মা | ” | ” | ( একটী ) |
| ১৭) | শ্রী রাজেশ কুমার | ” | ” | ( একটি ) |
| ১৮) | শ্রী সুজিত মজুমদার | ” | ” | ( একটি ) |
| ১৯) | শ্রী গৌতম দাস | ” | ” | ( একটি ) |
| ২০) | শ্রীদেবরাজ দেববর্মা | ” | ” | ( একটি ) |
| ২১) | শ্রী নন্দন সাহা | ” | ” | ( একটি ) |
| ২২) | শ্রী রাজু সাহা | ” | ” | ( একটি ) |
| ২৩) | শ্রী অসীম পাল | ” | ” | ( একটি ) |
| ২৪) | শ্রী সব্যসাচী ঘোষ | ফুটবল | ” | ( একটী ) |
| ২৫) | শ্রী সুশীতল চক্রবর্ত্তী | ” | ” | ( একটি ) |
| ২৬) | শ্রী মিঠু মিঞা | ” | ” | ( একটি ) |
| ২৭) | শ্রী রতন দেবনাথ | ” | ” | ( একটি ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮) | শ্রী বাবুল ঘোষ | ফুটবল | রৌপ্য ( একটি ) |
| ২৯) | শ্রী তাপস দেবনাথ | " | " ( একটি ) |
| ৩০) | শ্রী সুজিত ঘোষ | " | " ( একটি ) |
| ৩১) | শ্রী আবু তাহের | " | " ( একটি ) |
| ৩২) | শ্রী জীবেন্দ্র মিত্র | " | " ( একটি ) |
| ৩৩) | শ্রী অনিমেষ দেব | " | " ( একটি ) |
| ৩৪) | শ্রী উত্তম সাহা | " | " ( একটি ) |
| ৩৫) | শ্রী রাজেশ রায় চৌধুরী | " | " ( একটি ) |
| ৩৬) | শ্রী দেবশংকর সুর | " | " ( একটি ) |
| ৩৭) | শ্রী কৌশিক রায় | " | " ( একটি ) |
| ৩৮) | শ্রী রাজু লামা | " | " ( একটি ) |
| ৩৯) | শ্রী পরেশ মুখার্জী | " | " ( একটী ) |
| ৪০) | শ্রী সোমন বসাক | জিম্নাটিকস্ | " ( একটি ) |
| ৪১) | শ্রীমতি দিপাঞ্জলী সাহা | ক্যারাটে | রৌপ্য ( একটি ) |

১৯৬ ইং সনের খেলা ও খেলোয়ারদের নাম সহ পুরস্কারের তালিকা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | শ্রী অরূপ দেবনাথ | জিম্নাটিকস্ | স্বর্ণ ( তিনটি ) |
| ২) | শ্রী রাহুল দাস | " | " ( একটি ) |
| ৩) | শ্রী সুমন বসাক | " | " ( দুইটি ) |
| ৪) | শ্রী পার্থ বাগ | " | " ( একটি ) |
| ৫) | শ্রী রাজীব সাহা | " | " ( একটি ) |
| ৬) | শ্রী অরবিন্দ দাস | " | " ( একটি ) |
| ৭) | শ্রী রাহুল দাস | " | " ( একটি ) |
| ৮) | শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথ | " | " ( একটি ) |
| ৯) | শ্রী অজয় দেব | " | " ( একটি ) |
| ১০) | শ্রীমতি কাজল দাস | ভারোত্তোলন | " ( একটি ) |
| ১১) | শ্রীমতি আতিকন্যা জমাতিয়া | " | " ( একটী ) |
| ১২) | শ্রীমতি বিজয়া দেববর্মা | " | " ( একটী ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩) শ্রী বিপ্লব দত্ত | অ্যাথলেটীকস্ | " | ( চারটি ) |
| ১৪) শ্রী রাজেশ মজুমদার | " | " | ( একটি ) |
| ১৫) মহঃ কামাল হোসেন | " | " | ( একটি ) |
| ১৬) শ্রী পরিতোষ নাথ | " | " | ( একটি ) |

১৯৯৬ ইং সনের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়ারদের নাম ও পুরস্কারের তালিকা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) শ্রী অরুপ দেবনাথ | জিম্নাষ্টিকস্ | রৌপ্য | ( ১টি ) |
| ২) শ্রী সুমন বসাক | " | " | ( ২টি ) |
| ৩) শ্রী পার্থ বাগ | " | " | ( ১টি ) |
| ৪) শ্রী অজয় দেব | " | " | ( ১টি ) |
| ৫) শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথ | " | " | ( ১টি ) |
| ৬) শ্রীমতি শিপ্রা চক্রবর্ত্তী | টেবিল টেনিস্ | " | ( ১টি ) |
| ৭) শ্রীমতি শ্যামলী বণিক | " | " | ( ১টি ) |
| ৮) শ্রী স্বপন শর্মা | ভারোত্তোলন | রৌপ্য | ( ১টি ) |
| ৯) শ্রী বিশ্বজিৎ দাস | " | " | ( ১টি ) |
| ১০) শ্রী কলিঙ্গ জমাতিয়া | " | " | ( ১টি ) |
| ১১) শ্রীমতি সন্ধ্যা জমাতিয়া | " | " | ( ১টি ) |
| ১২) শ্রীমতি সন্ধ্যা দাস | " | " | ( ১টি ) |
| ১৩) শ্রীমতি মঙ্গলেশ্বরী জমাতিয়া | " | " | ( ১টী ) |
| ১৪) শ্রী তপন শীল | অ্যাথলেটীকস্ | " | ( ১টি ) |
| ১৫) শ্রী রাজেশ মজুমদার | " | " | ( ১টি ) |

Admitted Un Starred Question No. 110

Name of the M. L. A. —Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Youth Affairs & Sports Department be plased to State.

প্রশ্ন :— ১) রাজ্যের খেলোয়াড়রা বহিঃ রাজ্যে গিয়ে কোন্ কোন্ খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন ?

উত্তর :— ২) জিন্মাষ্টিকস্, অ্যাথলেটিকস্, কাবাডী, খো-খো, হ্যাণ্ডবল, জুডো, সাঁতার, ফুটবল, ওয়েটলিফ-টিং প্রভৃতি খেলায় রাজ্যের খেলোয়াড়রা বহিঃ রাজ্যে গিয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন।

প্রশ্ন :— ২) বহিঃ রাজ্যে খেলতে গিয়ে কোন্ কোন্ খেলায় কে বা কারা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন ?

উত্তর :— ২) বহিঃ রাজ্যে খেলতে গিয়ে জিন্মাটিকস্, জুডো, কবাডি, সাঁতার, অ্যাথলেটিকস্ ও ফুটবল প্রতিযোগীতায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন ?

| | | |
|---|---|---|
| ১) | শ্রী মন্টু দেবনাথ | জিন্মাষ্টিকস্ |
| ২) | শ্রী মধুসূধন সাহা | ঐ |
| ৩) | শ্রী বিশ্বেশ্বর নন্দী | ঐ |
| ৪) | শ্রী তাপস দেব | ঐ |
| ৫) | শ্রী বলরাম শীল | ঐ |
| ৬) | শ্রী বিজন সাহা | ঐ |
| ৭) | শ্রী দেবাশীষ ধাম চৌধুরী | ঐ |
| ৮) | শ্রী রতন দেবনাথ | ঐ |
| ৯) | শ্রী চন্দন ঘোষ | ফুটবল |
| ১০) | মহঃ মুসলিম উদ্দীন সরকার | ঐ |

| | | |
|---|---|---|
| ১১) | মহঃ আর্জন আলী | ফুটবল |
| ১২) | শ্রী দীপক দাস | সাঁতার |
| ১৩) | শ্রী নাথুরাম জমাতিয়া | ঐ |
| ১৪) | শ্রীশান্তনু দাস | ঐ |
| ১৫) | মহঃ বাহার মিঞাচৌধুরী | ঐ |
| ১৬) | শ্রী স্বপন রায় | অ্যাথলেটিকস্ |
| ১৭) | শ্রীমতি মিলন দেববর্মা | ঐ |
| ১৮) | শ্রীমতি রূপা শীল | ঐ |
| ১৯) | শ্রী মংসাফ্রু মগচৌধুরী | ঐ |
| ২০) | শ্রী সৌরভ দাস | জিম্নাটিকস্ |
| ২১) | শ্রী ইন্দ্রজীত সাহা | ঐ |
| ২২) | শ্রী পার্থ দেব | ঐ |
| ২৩) | শ্রী দুলাল বসাক | ঐ |
| ২৪) | শ্রী কুশ সাহা | ঐ |
| ২৫) | শ্রী অজয় দেব | ঐ |
| ২৬) | শ্রী মুকেশ মিত্র | ঐ |
| ২৭) | শ্রী সুমন বসাক | ঐ |
| ২৮) | শ্রী অরূপ দেবনাথ | ঐ |
| ২৯) | শ্রী পার্থ দেব | ঐ |
| ৩০) | শ্রী রাহুল দাস | ঐ |
| ৩১) | শ্রী পার্থ বাগ | ঐ |
| ৩২) | শ্রীমতি বনশ্রী দেবনাথ | ঐ |
| ৩৩) | শ্রী অজয় দেব | ঐ |
| ৩৪) | শ্রী প্রদীপ ভৌমিক | জুডো |
| ৩৫) | শ্রীস্বপন দেবনাথ | ঐ |
| ৩৬) | শ্রী বীর কুমার দেববর্মা | ঐ |
| ৩৭) | শ্রী শঙ্কর বণিক | ফুটবল |
| ৩৮) | মহঃ দুলু মিঞা | ঐ |
| ৩৯) | শ্রী গয়াচরণ দেববর্মা | ঐ |

| | | |
|---|---|---|
| ৪০) | শ্রী আবদুল সরকার | ফুটবল |
| ৪১) | মহঃ আর্জন আলী | ঐ |
| ৪২) | শ্রী দীলিপ বিশ্বাস | ঐ |
| ৪৩) | শ্রী সুশান্ত দেববর্মা | ঐ |
| ৪৪) | শ্রী রাকেশ দেববর্মা | ঐ |
| ৪৫) | শ্রী অধর মোহন জমাতিয়া | ঐ |
| ৪৬) | শ্রী রঞ্জিত দাস | ঐ |
| ৪৭) | শ্রী কৈলাস জমাতিয়া | ঐ |
| ৪৮) | শ্রী গৌতম ঘোষ | ঐ |
| ৪৯) | মহঃ অরুণ মিঞা | ঐ |
| ৫০) | মহঃ গোলাম মোস্তাফা | ঐ |
| ৫১) | শ্রী লিটন মজুমদার | ঐ |
| ৫২) | শ্রী বাপি মারাক | ঐ |
| ৫৩) | শ্রী কানাই লাল যাদব | ঐ |
| ৫৪) | মহঃ মিঠু মিঞা | ঐ |
| ৫৫) | শ্রী তাপস দেববর্মা | ঐ |
| ৫৬) | শ্রী বীর সিং জমাতিয়া | ঐ |
| ৫৭) | শ্রী ঝুটন দেব | ঐ |
| ৫৮) | শ্রী নাগ্রথাং সাংমা | ঐ |
| ৫৯) | শ্রী ফনীভূষণ চাকমা | ঐ |
| ৬০) | শ্রী কর্ণেন্দু দেববর্মা | ঐ |
| ৬১) | শ্রী বিজয় জমাতিয়া | ফুটবল |
| ৬২) | শ্রী পালিত বণিক | ঐ |
| ৬৩) | শ্রী বিশ্বভানু জমাতিয়া | ঐ |
| ৬৪) | শ্রী নারায়ণ দেবনাথ | ঐ |
| ৬৫) | শ্রী লাল থাং পুইয়া | ঐ |
| ৬৬) | শ্রীমতি গৌরী দেববর্মা | কাবাডি |
| ৬৭) | শ্রীমতি রিতা দেববর্মা | " |

| | | |
|---|---|---|
| ৬৮) | শ্রীমতি মুক্ত, মালাকার | কবাডি |
| ৬৯) | শ্রীমতি খেলা দাস | " |
| ৭০) | শ্রীমতি সত্যপতি নোয়াতিয়া | " |
| ৭১) | শ্রীমতি রিনা দেবনাথ | " |
| ৭২) | শ্রীমতি সীতাদেবী জমাতিয়া | " |
| ৭৩) | শ্রীমতি প্রাণসখী সিংহা | " |
| ৭৪) | শ্রীমতি সুখলক্ষী বসাক | " |
| ৭৫) | শ্রীমতি রুমা সরকার | " |
| ৭৬) | শ্রীমতি বাসনা দেবনাথ | " |
| ৭৭) | শ্রীমতি লক্ষী বসাক | " |

Admitted Un Starred Question No.111

Name of the Member — Sri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state,

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে স্পেশাল ড্রাইভে রাজ্যের এস. টি এস, সি, বেকারদের চাকুরী দিয়েছেন ? | ১) হ্যাঁ, সত্য। |
| ২) যদি সত্য হয় তবে মোট কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? ( দপ্তর ভিত্তিক এবং শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব ), | ২) যত জন এস. টি, এস, সি, বেকারকে স্পেশাল ড্রাইভে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল। |

সংযোজনী—"ক"

৩১—১—৯৭ইং পর্য্যন্ত স্পেশাল ড্রাইভে বেকার যুবক যুবতীদের চাকুরী প্রদানের দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব ·

| ক্রমিক নং | ডাইরেক্ট গ্রুপ—এ বিভাগ/অফিস এর নাম | ১৪—৮—৯৫ইং সনে শূন্যপদের সংখ্যা | | | | ৩১—১—৯৭ইং পর্য্যন্ত যে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে | | | | শূন্যপদ পূরণ না হওয়ার কারণ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | এস সি | এস টি | সাধারণ | মোট | এস সি | এস টি | সাধারণ | মোট | জব করমের মাধ্যমে পূরণ করার জন্য বিত্তা লয় শিক্ষা বিভাগের বিবেচনাধীন | টি, পি, এস, সি এর বিবেচনাধীন | রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন | বিবেচনা জন্য | উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় | অন্যান্য কারণ | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১। | ফ্যাক্টরি এণ্ড বয়লার অর্গানাইজেশন | ৩ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২। | হায়ার এডুকেশন | ৪ | ৮ | ৫ | ১৭ | ১ | ১ | ২ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২ | ০ | ১২ |
| ৩। | হেল্থ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার | ৩৬ | ৮০ | ৫ | ১২১ | ১৬ | ২১ | ২ | ৩৯ | ০ | ৪১ | ০ | ০ | ৪১ | ০ | ৮২ |
| ৪। | টি, আর পি এণ্ড পি, জি, পি, | ১ | ১ | ১ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| ৫। | ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমারস, | ০ | ২ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ৪ |
| ৬। | ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট | ১ | ১ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| ৭। | রাজ্য সৈনিক বোর্ড | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮। | পাব্লিক ওয়ার্কস ডিঃ | ৩ | ৮ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২১ | ০ | ২১ |
| ৯। | এ, এণ্ড, এস ডিপারমেন্ট | ৯ | ৮০ | ২৪ | ৫৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫৩ | ০ | ০ | ৫৩ |
| | সাব টোটেল গ্রুপ এ ডাইরেক্টর (জি) | ৫৫ | ১২২ | ৪৭ | ২২৪ | ১৮ | ২৩ | ৪ | ৪৫ | ০ | ৪৩ | ৪ | ৫৬ | ৭৪ | ২ | ২৭৯ |

পাবলিক আণ্ডার টেকিং/ল্যোকাল বোডিস ( ডাইরেক্ট )

| ১ | ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) | ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ব্যাঙ্ক লিঃ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ২) | ত্রিপুরা বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন | ১ | ১ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| | সাব-টোটাল-গ্রুপ এ-ডাইরেক্ট (জি-এন জিও) | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| | টোটাল গ্রুপ (ডাইরেক্ট) এণ্ড জি. ও | ৫৬ | ১২৪ | ৪৭ | ২২৭ | ১৮ | ২৩ | ৪ | ৪৫ | ০ | ৪৩ | ৪৬ | ৫ | ৭৪ | ২ | ১৭৯ |

সরকারী সংস্থা ( ডাইরেক্ট ) বিভাগ-বি—৩

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | অ্যাপয়ন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপাঃ | ৫ | ৩ | ৪ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২ | ১২ |
| ২। | অ্যাগ্রিকালচার ডিঃ | ৩ | ১৮ | ০ | ২১ | ০ | ৬ | ০ | ৬ | ০ | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২১ |
| ৩। | অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডেভেঃ ডিপার্টমেন্ট | ৯ | ১৯ | ১ | ২৯ | ৩ | ০ | ১ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৫ | ০ | ২৫ |
| ৪। | কমিশনার অব টেকসেস্ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫। | ফিসারী ডিঃ | ০ | ১ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ৩ |
| ৬। | ফরেস্ট্রী এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৭। | হায়ার এডুকেশন | ২৭ | ৫১ | ৩ | ৮১ | ১৮ | ৯ | ০ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ৩৪ | ২০ | ০ | ৫৮ |
| ৮। | হেণ্ডলোম, হেণ্ডিক্রেপ্ট এণ্ড সেরিঃ | | ১ | | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৯ | হেলথ্, এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার | ১ | ৪ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ০ | ৫ |
| ১০। | পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট | ৮ | ৪২ | ০ | ৫০ | ৫ | ২০ | ১ | ২৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২১ | ০ | ২৪ |
| ১১। | পি, ডব্লু, ডি (আর এণ্ড বিঃ) | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২. | রুয়াল ডেভলাপমেন্ট ডিঃ | ২ | ১ | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ৩ |
| ১৩, | রাজ্য সৈনিক বোর্ড | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ১৪, | স্ট্যাটিসিটিকেল ডিঃ | ১ | ৪ | ১ | ৫ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫ |
| ১৫, | স্কুল এডুকেশন | ৫ | ১২ | ১৩ | ৩০ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ২৭ |
| ১৬, | সাইন্স এণ্ড টেকনোলজী | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ২০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ |
| ১৭. | টি, আর, পি এণ্ড পি, জি, পি, | ০ | ৩ | ১ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| ১৮. | ত্রিপুরা পুলিশ | ২৩ | ৭৮ | ৩০ | ১৩১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৩১ | ১৩১ |
| | সাব টোটেল ডাবেক্ট এ.প-বি ( জি ) | ৮৪ | ২৪২ | ৬০ | ৩৮৬ | ২৮ | ৩৯ | ৩ | ৭০ | ০ | ২৮ | ৩১ | ৪৪ | ৭৫ | ১৭৪ | ৩২২ |

বেসরকারী সংস্থা (ডাইরেক্ট) বিভাগ— বি।

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) | ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশন। | ০ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| ২) | টি, এইচ, এইচ, ডি, সি লিমিটেড। | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| ৩) | ত্রিপুরা কো অপারেটিভ লেণ্ড ডেভালপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৪) | ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ব্যাঙ্ক লিঃ | ৪ | ৮ | ১৫ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৭ | ২৭ |
| ৫) | ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ইউনিয়ন। | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৬) | ডি, আর, ডি, এ পশ্চিম | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ৭) | ডি, আর, ডি, এ উত্তর | ০ | ২ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ০ | ২ |
| ৮) | টি, আর, পি সি | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ |
| | উপ মোট-বিভাগ-মিঃ— সরাসরি (বেসরকারী সংস্থা) | ৪ | ১৯ | ১৬ | ৩৯ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬২ | ৩৭ |
| | মোট বিভাগ-বি- সরাসরি ( গঃ+বেসরকারী সংস্থা। | ৮৮ | ২৬১ | ৭৬ | ৪২৫ | ২৮ | ৩৪ | ৪ | ৬৫ | ০ | ২৮ | ৩২ | ৪৬ | ৭৭ | ১৭৬ | ৩৫৯ |

সরকারী সংস্থা ( সরাসরি ) বিভাগ – সি

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) | সেবা এবং নিয়োগ দপ্তর | ১৭ | ১৫ | ০ | ৮২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩২ |
| ২) | কৃষি বিভাগ | ১২ | ৩০ | ৫ | ৪৭ | ৫ | ১৮ | ০ | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৪ | ২৪ |
| ৩) | পশু বিভাগ | ২৫ | ১০৭ | ৭ | ১২৯ | ২৯ | ৮ | ০ | ৩৭ | ১৯২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১১২ |
| ৪) | আয়কর বিভাগ | ২ | ৪ | ২ | ৮ | ১ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| ৫) | আবকারী শুল্ক দপ্তর | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৬) | জেলাশাসক ধলাই | ৭ | ১৭ | ২৫ | ৪৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪৯ | ৪৯ |
| ৭) | জেলাশাসক পশ্চিম | ১৩ | ৫১ | ১১ | ১০৬ | ৫ | ৯ | ৭ | ১৯ | ৩১ | ০ | ০ | ৫৬ | ০ | ৪ | ৯২ |
| ৮) | ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ৯) | চাকুরী এবং জনসংযোগ বিভাগ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ১০) | ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট | ২ | ২ | ১ | ৫ | ৪ | ১ | ৩ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১১) | ফায়ার সার্ভিস | ১৫ | ১৯ | ৩৮ | ৪২ | ৯ | ১৬ | ৩৭ | ৬১ | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০ |
| ১২) | শস্য দপ্তর | ১২ | ১৬ | ৫০ | ৫৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫২ | ০ | ০ | ২ | ১ | ৩ | ৫৮ |
| ১৩) | বন বিভাগ | ৮ | ১৫ | ৫ | ৩৮ | ২ | ০ | ৩ | ৫ | ৪ | ০ | ০ | ১৭ | ৫ | ৭ | ৩৩ |
| ১৪) | খাদ্য দপ্তর | ৭ | ১২ | ১ | ২০ | ২ | ১ | ৩ | ৬ | ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৪ |
| ১৫) | ফেক্টরিস্ এণ্ড বয়লার সংস্থা | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬) হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্রাফ্ট এণ্ড সেরিকালচার | ১৮ | ৪০ | ৫৭ | ৯৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ৪০ | ৫ | ৫২ | ৯৯ |
| ১৭) হায়য়ার এডুকেশান | ৪৫ | ৮৮ | ১৩৩ | ২৬৪ | ১৫ | ২০ | ১১৭ | ১০২ | ১১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১১২ |
| ১৮) স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ১১৩ | ৫৩৩ | ১১০ | ৬৫৬ | ৯৮ | ১৫৭ | ৭ | ১৬২ | ০ | ০ | ০ | ৬৫ | ৫১৪ | ১১৪ | ৪১৪ |
| ১৯) তথ্য-এবং পর্যটন দপ্তর | ১৮ | ৪৯ | ১৯ | ৮৫ | ১৪ | ১২ | ০ | ২৬ | ১৮ | ১৪ | ০ | ০ | ১০ | ১৮ | ৬০ |
| ২০) লেবার কালক্টরের | ০ | ৭ | ০ | ৭ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ৫ |
| ২১) লেণ্ড রেকর্ড এবং সেটেলমেন্ট | ২ | ১২ | ২ | ১৬ | ০ | ১০ | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

সরকারি সংস্থা (সরাসরি) বিভাগ—সি

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২২) | প্রেসিং— | ২ | ৪ | ৩ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৯ |
| | পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৩) | (আর এবং বি) | ৪ | ৮৮ | ১০ | ১০১ | ১ | ১৩ | ০ | ১৪ | ৬৪ | ০ | ০ | ২৪ | ০ | ০ | ৮৮ |
| ২৪) | প্রিজন দপ্তর | ৬ | ১০ | ১১ | ২৭ | ৬ | ৩ | ১০ | ২১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৬ |
| ২৫) | পঞ্চায়েত রাজ | ৭ | ১১ | ১৫ | ৩৩ | ৩ | ১০ | ১৬ | ২৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| ২৬) | পাঃ হেল্থ্ ইঞ্জিনীয়ারিং ( ডাব্লু আর, পি, ডব্লিউ ডি ) | ৭ | ১৮ | ১১ | ৩৬ | ৪ | ১৫ | ০ | ১৯ | ০ | ০ | ১ | ৫ | ০ | ১১ | ১৭ |
| ২৭) | এণ্ড ষ্টেশনারী ডিঃ— | ১ | ৩ | ৫ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ৭ | ৯ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮) পাউয়ার ডিঃ | ১ | ৩ | ৫ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ৭ | ৯ |
| ২৯) রেভিনিও ডিঃ | ৫১ | ১২৫ | ২৫ | ৩০২ | ১৪ | ৩৪ | ০ | ৪৮ | ০ | ১৭ | ০ | ২৩৭ | ০ | ০ | ২৫৪ |
| ৩০) রেজিষ্টার কোঃ অপাঃ এস, এ, ডিঃ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৩১) সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ | ৩ | ১০ | ১৪ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৭ |
| ৩২) শিক্ষা দপ্তর | ১৮ | ৪০ | ৫৬ | ১১৪ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ৯৯ | ০ | ০ | ১৩ | ১১২ |
| ৩৩) ষ্টেডিশটিক ডিঃ | ৩০ | ২৯ | ০ | ৫৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ৩১ | ৪৯ |
| ৩৪) শিক্ষা দপ্তর | ৭ | ৭ | ৬ | ২০ | ৭ | ৬ | ৬ | ১৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৩৫) স্পোর্টস এণ্ড ইউথ এফেয়ার্স | ৮৩৪ | ১৩৫৬ | ৩৬ | ২২২৬ | ৫০৬ | ৭০ | ২২২৬ | ২৮৩২ | ২২২৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২২২৬ |
| ৩৬) প্রিন্টিং এণ্ড টেকনোলজি | ৪ | ৬ | ৬ | ১৬ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ৭ | ১৫ |
| ৩৭) সঃ সেভিংস/জি | ২ | ১ | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৭ |
| ৩৮) আর. পি, এণ্ড পি, জি, পি | ১ | ২ | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৭ |
| ৩৯) ট্রাইবেল রিসার্চ | ৬ | ১২ | ১৮ | ৩৬ | ০ | ৩ | ০ | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৩৩ | ০ | ০ | ৩৮ |
| ৪০) উপজাতী কল্যাণ দপ্তর | ১ | ০ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২ |
| ৪১) ট্রেন্সপোর্ট | ৫ | ৬ | ১২ | ২৩ | ৩ | ৪ | ৩ | ১৩ | ৯ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ |
| ৪২) ত্রিপুরা পুলিশ | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪৩) ত্রিঃ পুলিশ রেডিও | ৬৪ | ২০৯ | ১২৮ | ৪০১ | ৬৮ | ১৬৫ | ১৯৯ | ৪৩২ | ০ | ২৯ | ২০৩ | ০ | ০ | ২৬৮ | ৪০১ |

## সরকারি সংস্থা ( ডাইরেক্ট ) বিভাগ—সি

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | টি, পি, এস, সি | ২ | ৩ | ১ | ৬ | ২ | ২ | ২ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | ওজন এবং পরিমাপ দপ্তর | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| | টোটাল বিভাগ-সিঃ | ১৩০৭ | ৩২৫৩ | ৯৩৭ | ৫৫৬৭ | ৭১৫ | ৫৬৭ | ২৬৪৮ | ৫৯৩২ | ৩০১৪ | ১২১ | ৩০৮ | ৪৮৩ | ৩৮৮ | ৫৪৯ | ৪৮৬ |

## বেসরকারি সংস্থা/লোক্যাল বডিস, ( ডাইরেক্ট ) বিভাগ—সি

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি | ২ | ৪ | ২ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ৮ |
| | টি এফ ডি পি সি | ১ | ৩ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| | ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন | ১ | ৩ | ০ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | ত্রিপুরা স্টেট কোঃ অপারিটিভ ইউনিয়ন | ১ | ১ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ২ | ২ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ত্রিপুরা এস, সি, এস,টি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| টি এইচ এইচ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিঃ | ৬ | ৪ | ২ | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৬ | ১৬ |
| ত্রিপুরা কোঃ অপাঃ লেণ্ড ডেভেঃ ব্যাঙ্ক | ২ | ৩ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ৫ |
| টি আর টি সি লিঃ | ১৯ | ৭০ | ১৯ | ১০৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪৭ | ০ | ৬১ | ১০৮ |
| ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ব্যাঙ্ক লিঃ | ১ | ৫ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ৫ | ৫ |
| ত্রিপুরা কোঃ মিল্ক পোডাক্ট ইউনিয়ন | ১ | ১ | ২ | ৪ | ০ | ০ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ০ | ২ |
| ডি আর ডি এ, উত্তর | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
| ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কোঃ সোসাইটী লিঃ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ১ | ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| টি আর পি সি | ২ | ৬ | ৪ | ১২ | ২ | ৩ | ৪ | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
| টোটাল বেসরকারী সংস্থা ডাইরেক্টার | ৩৭ | ১০৮ | ৩০ | ১৭৫ | ৩ | ৮ | ৭ | ১৮ | ৫ | ০ | ০ | ৪৯ | ৬ | ৯৭ | ১৫৭ |
| বিভাগ=সি ( সরকারী+বেসরকারী ) | ১৪২৪ | ৩৩৫২ | ৯৬৭ | ৫৭৪২ | ৭১৮ | ৫৭৭ | ২৬৫৫ | ৩৯৫০ | ৩০১৯ | ১২১ | ৩০৮ | ৫৩২ | ৩৯৪ | ৬৪৬ | ৫৯২১ |

## সরকারী সংগঠন ( ডাইরেক্ট )—ডি-বিভাগ

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) | পশু বিভাগ | ৬ | ৩১ | ৯ | ৪৬ | ৭ | ১৫ | ১০ | ৬২ | • | • | • | • | • | ১৪ | ১৪ |
| ২) | ডি, এম ধলাই | ৫ | ১৬ | ২৬ | ৪৭ | ০ | ০ | • | ০ | ৪৭ | ০ | • | ০ | ০ | • | ৪৭ |
| ৩) | ডি এম পশ্চিম ত্রিপুরা | ১২ | ৭০ | ১৪ | ৯৬ | ৯ | ২১ | ৫ | ৩৫ | — | — | — | ৪৩ | — | ১৮ | ৬১ |
| ৪) | ডিসট্রিক রেজিষ্টার | • | ২ | • | ২ | ০ | • | • | ০ | — | — | — | ২ | — | — | ২ |
| ৫) | ইলেকসন বিভাগ | • | ১ | ১ | ২ | • | • | • | • | • | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ৬) | ফায়ার সারভিস বিভাগ | ৩ | ৫ | ৪ | ১১ | ২ | ৩ | ২ | ৭ | — | — | ২ | — | — | ২ | ৪ |
| ৭) | মৎস্য বিভাগ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ০ | ০ | • | ০ | — | — | — | ৬ | — | • | ৬ |
| ৮) | বন বিভাগ | ১০ | ১০ | ৬ | ২৬ | ৬ | ১১ | ৬ | ১৬ | — | — | — | — | — | ৩ | ৩ |
| ৯) | খাদ্য বিভাগ | ৩ | ৪ | ২ | ৯ | ২৬ | ৯ | ১৮ | ৫০ | — | — | — | — | — | — | — |
| ১০) | ফেক্টোরিস এণ্ড বয়লারস | ১ | • | ১ | ১ | ১ | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ১১) | উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ১২ | ৩৮ | ২৫ | ৭৫ | ৭ | ১৯ | ১ | ২৭ | — | — | — | ৪৮ | — | — | ৪৮ |
| ১২) | স্বাস্থ্য বিভাগ | ২৫ | ৬৮ | ৪২ | ১৩৫ | ৩১ | ১২০ | ২৯ | ১৮০ | — | — | — | — | ... | — | — |
| ১৩) | হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্রেফট্, এবং সেরিকালচার | — | ২ | — | ২ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ১৪) | তথ্য ও প্রচার বিভাগ | ১০ | ১০ | ১৫ | ৪৫ | ২ | ২০০ | ৪ | — | — | — | — | — | — | ১৬ | ১৬ |
| ১৫) | শ্রম বিভাগ | ১ | ৩ | ৩ | ৭ | ১ | ৩-৩ | ৭ | — | — | — | — | — | — | — | — |

## সরকারী সংগঠন ( ডাইরেক্ট ) ডি—বিভাগ

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬) | ল্যাণ্ড রেকর্ডস সেটেলমেন্ট | ৪ | ১০ | — | ১৪ | • | ০-০ | • | — | — | ১৪ | — | — | — | ১৪ | ১৪ |
| ১৭) | প্লেনিং বিভাগ | ১ | • | ১ | ২ | • | • | ৩৩ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ১৮) | পি-ডবলিউ ডি ( আর বি ) | ৫৮ | ১৯৫ | ১৪ | ২৬৭ | ১২ | ৬-১৫ | ৩৩ | — | — | — | — | — | — | ২০৪ | ২ |
| ১৯) | প্রিজন বিভাগ | — | ২ | — | ২ | — | ২ | — | ২ | — | — | — | — | — | — | — |
| ২০) | পঞ্চায়েত রাজ | ২ | ২ | ০ | ৪ | ৮ | ০ | ১৮ | ২৭৩ | — | — | — | — | — | — | — |
| ২১) | পি-ডব্লিও-ডি ( জলসম্পদ ) | ৭ | ১৭ | ২৯ | ৫৩ | ৬ | ১৩ | • | ১৯ | — | — | ৪ | ১৪ | — | ১৬ | ৩৪ |
| ২২) | প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারিস | • | ২ | ১ | ৩ | • | ০ | • | • | — | — | — | ৩ | — | — | ৩ |
| ২৩) | পাওয়ার বিভাগ | ৯৩ | ২১৬ | ২৬৫ | ৫৭৪ | ৬৬ | ১৪৯ | ৭৪ | ২৩৯ | — | — | — | ৩৩৫ | — | — | ৩৩৫ |
| ২৪) | উপজাতী/তপশীল জাতী ও কল্যান বিভাগ | ৪ | ২ | ১১ | ১৭ | ৩ | • | ৩ | ৬ | — | — | — | ১১ | — | — | ১১ |

সরকারী সংগঠন ( ডাইরেক্ট ) ডি—বিভাগ

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫) | রেজিষ্টার কো অপারেটিভ সোসাইটিস | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ১ | ১ | ৩ | ৫ | — | — | — | — | — | — | — |
| ২৬) | এস-এ বিভাগ | ২ | ১০ | ৩ | ১৫ | ২ | ১ | ১ | ৪ | — | — | — | ১৪ | — | — | ১১ |
| ২৭) | সমাজ শিক্ষা বিভাগ | ৪ | ৩ | ০ | ৭ | ৮ | — | — | — | — | — | — | — | — | ৭ | ৭ |
| ২৮) | যুব ও ক্রিড়া বিভাগ | ০ | ১ | ০ | ১ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ২৯) | বিজ্ঞান দপ্তর | — | — | ১ | ১ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |

সরকারী সংগঠন ডাইরেক্ট) ডি—কেটাগরী

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০) | স্মল সেভিংস ও গ্রোপ ইন্সোরেন্স | ১ | ০ | ১ | ২ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ৩১) | টি, আর পি এবং পি জি পি | ৪ | ৫ | ৭ | ১৬ | — | — | — | — | — | — | — | ১৬ | — | — | ১৬ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২) ট্রাইবেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট | • | ১ | ১ | ২ | — | — | — | — | — | — | — | ২ | — | — | ২ |
| ৩৩) ট্রেনসপোর্ট বিভাগ | • | ২ | • | ১ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ৩৪) বানিজ্য ও শিল্প বিভাগ | ৬ | ১৬ | ৭ | ২৯ | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ৯ | — | ১৫ | — | — | — | ২৪ |
| ৩৫) ওজন ও মাপ বিভাগ | ২ | ২ | • | ৪ | ১ | ১ | • | ২ | — | — | — | — | — | ২ | — |
| ৩৬) টি, পি, এস সি | ৩ | ৩ | • | ৬ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ২ | — | — | — | — | • | ২ |
| ৩৭) স্টেট সটিক্স্ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | — | — | — | — | — | — | — |
| ৩৮) রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন | — | — | ১ | ১ | — | — | — | — | ১ | — | — | — | — | — | ১ |
| ৩৯) কমিশনার এক্সাইজ | ৩ | ৬ | ৬ | ১৫ | ৩ | ৩ | ৫ | ১১ | — | — | — | ৪ | — | — | — |
| ৪০) ত্রিপুরা পুলিশ | ৩৩ | ৮৯ | ১০৭ | ২২৯ | ৩ | ৮ | ১ | ১২ | — | — | — | — | ১৫৬ | ৬১ | ২১ |
| মোট | ৩১৭- | ৮৫৭ | ৬১০= | ১৭৮৪- | ১৯৭ | ৩৯৪ | ১৫৪ | =৭৪৫ | -৬৯ | ৩৬ | ৫০৮ | ১৫৬ | ৪০৩ | | |

সরকারী সংস্থা ( ডাইরেক্টর ) ডি—কেটাগরী

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১) | আগরতলা কোঃ আরবান ব্যাঙ্ক | ১ | ২ | ১ | ৪ | ১ | ০ | ১ | ২ | — | — | — | — | — | ২ | ২ |
| ২) | আগরতলা মিউনিসিপালিটি | ৪ | ১০ | ১৭ | ৩১ | • | • | • | • | — | — | — | — | — | ৩১ | ৩১ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩) এফ ডি পি সি লি | ১ | ২ | • | ৩ | • | • | • | • | — | — | — | ৩ | — | — | ৩ |
| ৪) স্টেট কো: ব্যাঙ্ক লি: | ১ | ১ | • | ২ | • | • | • | • | ২ | — | — | — | — | — | ২ |
| ৫) ত্রিপুরা এসসি/এসটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন | • | ১ | ১ | ২ | • | • | • | • | ২ | — | — | — | — | — | ২ |
| ৬) টি এইচ এইচ ডেভেলপমেন্ট লি: | ০ | ১ | • | ১ | ০ | • | • | • | — | — | — | — | — | ১ | ১ |
| ৭) কো: ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক | • | ৩ | • | ৩ | • | • | ০ | ০ | — | — | — | — | — | ৩ | ৩ |
| ৮) টি এ. এস. সি এস | ১ | ১ | ৬ | ৮ | ১ | ২ | ৫ | ৮ | — | — | — | — | — | — | ৭ |
| ৯) টি আর, টি, সি: | ৫ | ২৩ | ৮ | ৩৬ | ৪ | • | • | • | — | — | — | ৯ | — | ২৭ | ৫৬ |
| ১০) স্টেট কো: ব্যাঙ্ক লি: | ২ | ৫ | • | ৭ | ০ | • | ৪ | • | — | ৩ | — | — | — | ৭ | ৭ |
| ১১) ত্রিপুরা স্টেট কো: ইউনিয়ন | ১ | • | • | ১ | ০ | • | ৭ | • | — | — | — | ১ | — | — | ১ |
| ১২) ডি আর ডি এ পশ্চিম ত্রিপুরা | • | ১ | • | ১ | • | ০ | • | • | — | — | — | ১ | — | — | ১ |
| ১৩) টি আর. পি সি | ৪ | ২ | ০ | ৬ | • | ১ | • | ১ | ৫ | — | — | — | — | — | ১ |
| মোট——— | ২০ | ৫২ | ৩৩ | ১০৫ | ২ | ৩ | ৬ | ১১ | ৭ | • | • | ১৩ | ১ | ৭৩ | ৯ |

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— উপরে বর্নিত বিবরণী বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক ৩১—১—৯৭ইং সনের পর্যান্ত প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। যে সকল দপ্তর তাদের দপ্তর বিষয়ক তথ্য দেয়নি বিবরণীতে সে সকল দপ্তরের ৩১—১—৯৭ইং সনের অবস্থা প্রতিফলীত হয়নি।

**Admitted Un-Starred Question No. 112**

**Name of Member :— Shri Anil Chakma.**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased t( State.**

**প্রশ্ন**

১) যে সমস্ত উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে জমি ক্রয় করে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা সারা রাজ্যে কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব )

২) এই সংখ্যা আরোও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কি ?

**উত্তর**

১) ক) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মোট ৩৮৩ জন উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে সরকারী টাকায় ভূমিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। তার বিভাগ ভি ত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমার নাম | পরিবারের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| ১) সদর | ২৬ | পরিবার |
| ২) সোনামুড়া | ১ | ” |
| ৩) খোয়াই | ৫৪ | ” |
| ৪) বিশালগড় | ২ | ” |
| ৫) কাঞ্চনপুর | ৪ | ” |
| ৬) কৈলাশহর | ৫১ | ” |
| ৭) অমরপুর | ৬৮ | ” |
| ৮) বিলোনীয়া | ৭৫ | ” |
| ৯) সাব্রুম | ৬১ | ” |
| ১০) উদয়পুর | ৪২ | ” |
| ১১) লংতরাই ভ্যালী | ৯ | ” |
| ১ ) কমলপুর | ৫ | ” |

খ) জমিক্রয় করে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য জমি পাওয়ার সাপেক্ষে এখন পর্যন্ত কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়নি।

২) হ্যাঁ আছে।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ৩) যে সমস্ত ক্ষেত্রে জমি ক্রয়ের অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে সে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হবে কি? | ৩) সম-পরিমান জমিতে পুনর্বাসন দিতে গিয়ে উত্তরোত্তোর এ বাবদ অর্থ মঞ্জুরীর পরিমান বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে উক্ত প্রকল্পটি ৩৩,৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। |

Admitted Un-Starred Question No. 113

Name of the Members :—Shri Sudhan Das,
and Sri Khagendra Jamatia.

**Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.**

| QUESTION | ANSWER |
|---|---|
| ১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে I C D S খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছেন? | ১) হ্যাঁ |
| ২) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ সেগুলো চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং কোন ব্লকে কতটি খোলা হবে? | ২) লোক সংখ্যার অনুপাতে যেখানে এই পরিসেবার সুযোগ নেই সেখানে নতুন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া হবে। চাহিদা অনুযায়ী ব্লক থেকে নতুন কেন্দ্র খোলার চাহিদা পাওয়া গেলেই কোন ব্লকে কয়টি নতুন কেন্দ্র খোলা হবে তাহা মঞ্জুরীকৃত কেন্দ্র সংখ্যা অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হবে। |
| ৩) ঐ সেন্টারগুলিতে মোট কয়টি নিয়মিত ও অনিয়মিত পদে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে? | ৩) ৮০৮ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও ৮০৮ জন অঙ্গনওয়াড়ী হেল্পার মাসিক নির্দিষ্ট ভাতা হারে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ৪) কবে নাগাদ উপরোক্ত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ? | ৪) আগামী অর্থ বছরে উপরোক্ত পদগুলি পূরণ করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। |

Admitted Un-Starred Question No— 118

Name of the M.L.A. :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to State.

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় কয়টি এইচ, এস, আছে ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব )।

২। ইহা কি সত্য যে. গণ্ডাছড়া আই এস্ অধীন গঙ্গানগর হাইস্কুলে কোন শিক্ষক নেই ?

৩। না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৮৮টি এইচ, এস (H. S) স্কুল আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

| | | |
|---|---|---|
| সদর—৪৪টি | বিশালগড়—১৯টি | সোনামুড়া—১২টি |
| খোয়াই—২২টি | উদয়পুর—১৬টি | অমরপুর—৬টি |
| বিলোনীয়া—১৪টি | সাব্রুম—১২টি | ধর্মনগর—১৩টি |
| কৈলাশহর— ৯টি | কাঞ্চনপুর—৫টি | গণ্ডাছড়া—১টি |
| কমলপুর—. ১টি | লংতরাই—৪টি। | |

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un—Starred Question No. 120

Name of the Member :— Shri Bindu Ram Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Wel'are & Social Education Department be please to state.

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি | ১। বর্তমানে সারারাজ্যে মোট ১৯টি প্রজেক্ট |

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে সি ডি, পি. ও, আছে কিনা ? | চালু আছে। প্রতিটি প্রজেক্টে সি, ডি, পি, ও, নাই। |
| ২। না থাকিলে কোন কোন প্রকল্পে সি, ডি, পি, ও, নাই প্রকল্প নাম সহকারে জানাবেন কি ? | ২। কোন কোন প্রজেক্ট সি, ডি, পি, ও নাই তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। ১। কাঞ্চনপুর ২। সালেমা ৩। টাকারজলা ৪। অমরপুর ৫। খোয়াই। |
| ৩। জেলাস্তরে আই, সি, ডি, এস এর প্রোগ্রাম অফিসারের অফিস স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে কি না ? এবং ; | ৩। হ্যাঁ |
| ৪। না হয়ে থাকলে ইহার কারণ ? | ৪। প্রশ্ন উঠে না |

Admitted Un-Starred Question No—123

Name of the Member :— Shri Ashok Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Forest Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট সামাজিক বনায়নের পরিমাণ কত ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ) ।

২) সামাজিক বনায়নের মধ্যে ব্যাক্তি মালিকানাধীন কতটি আছে ? ( মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ).

উত্তর

১। রাজ্যে সামাজিক বনায়নের পরিমাণ ৮২,২২১'১৩ হেক্টর। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব করা হয়নি।

২) এই সামাজিক বনায়ণের মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বাগানের পরিমাণ— ১৪,৩৫৪'৪৯ হেক্টর। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব করা হয়নি।

## Admitted Un-Starred Question No.130

Name of the Member — 1. Sri Makhan Lal Chakraborty.
2. Sri Prasanta Deb Barma.
3. Sri Mati Lal Saha.
4. Sri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state,

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) বর্তমানে রাজ্যের কত সংখ্যক বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধবা, পঙ্গু ও বেকার ভাতা পেয়ে থাকেন? (ব্লকভিত্তিক আলাদা হিসাব)। | ১) বর্তমানে রাজ্য প্রকল্পে মোট ২৩, ৫০০ জন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধবা, কৃষি মজুর, জুমিয়া ও বৃদ্ধ ঠেলা রিক্সা চালক এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৫৩০০ জন বার্ধক্য ভাতা পেয়ে থাকেন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হল। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার ভাতা চালু নেই। |
| ২) বর্তমান ১৯৯৭—৯৮ইং আর্থিক বৎসরে নূতন করে আরও কত সংখ্যক বৃদ্ধ, বৃদ্ধাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। | ২) ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে এন. এও. এ. পি. প্রকল্পে নতুন করে আরও ১০, ৩০০ জন বৃদ্ধ, বৃদ্ধাকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। |
| ৩) উক্ত ভাতার পরিমান কত এবং এই পরিমান বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, এবং | ৩) উক্ত ভাতার পরিমান ১০০ টাকা। এই অঙ্ক বৃদ্ধি করার সরকারের আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ৪) ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ কৃষি মজুরদের পেনসন ভাতা চালু করা হবে কিনা? | ৪) আলাদাভাবে কৃষি মজুরদের জন্য ভাতা প্রদানের কোন পরিকল্পনা নেই। তবে ৬৫ বৎসরের উর্ধে বৃদ্ধ, ভাতা প্রাপকদের মধ্যে কৃষি মজুররা অন্তরভুক্ত আছেন। |

ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও পঙ্গু ভাতা প্রাপকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| ব্লকের নাম | ভাতা প্রাপকের সংখ্যা | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ১) কদমতলা | ৫৯১ | ১৫) তেলিয়ামুড়া | ১৪৮৯ |
| ২) পানিসাগর | ৫৯৭ | ১৬) মেলাঘর | ১৫৮৮ |
| ৩) সাতচাঁন্দ | ১২৭৯ | ১৭) বিশালগড় | ১২০২ |
| ৪) রুপাইছাড় | ৭৪৬ | ১৮) ডুকলী | ৫৫৬ |
| ৫) বগাফা | ১১৭৮ | ১৯) অমরপুর | ১১০২ |
| ৬) রাজনগর | ৮৬০ | ২০) করবুক | ৩৫৩ |
| ৭) মাতাবাড়ী | ১৫০২ | ২১) সালেমা | ১৩৫৭ |
| ৮) কিল্লা | ২৯০ | ২২) ডম্বুরনগর | ৪৪৪ |
| ৯) মোহনপুর | ১২৩৫ | ২৩) মনু | ৫৫৪ |
| ১০) কুমারঘাট | ১৫৪৪ | ২৪) ছাওমনু | ২০৭ |
| ১১) খোয়াই | ৫৮৯ | ২৫) দশদা | ৬৫১ |
| ১২) তুলাশিখর | ৭৮৮ | ২৬) পেচারথল | ৪০৬ |
| ১৩) জিরাণীয়া | ৭১৮ | ২৭) জম্পুইজলা | ৪৪৩ |
| ১৪) মান্দাই | ৫৩২ | | ২২,৮০২ |

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ১) কমলপুর | ৫৫ | ৭) উদয়পুর | ২৬ |
| ২) কৈলাশহর | ৪৭ | ৮) ধর্মনগর | ৪৩ |
| ৩) সদর আগরতলা | ২৮৪ | ৯) সোনামুড়া | ৫২ |
| ৪) বিলোনীয়া | ৫৩ | ১০) খোয়াই | ৫৪ |
| ৫) অমরপুর | ৩৪ | | মোট = ৬৯৮ |
| ৬) সাব্রুম | ৫০ | | সর্ব্ব মোট = ২৩,৫০০ |

'াতীয় বার্ধক্য অবসর ভাতা ( এন, ও, এ, পি ) প্রাপকের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক নিম্নরূপ :—

**পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | খোয়াই ব্লক | ১৩০ |
| ২) | তেলিয়ামুড়া ,, | ১৪০ |
| ৩) | তুলাশিখর ,, | ১২০ |
| ৪) | জিরাণীয়া ,, | ১৭৫ |
| ৫) | মোহনপুর ,, | ২০৫ |
| ৬) | মান্দাই ,, | ১৪৪ |
| ৭) | জম্পুইজলা ,, | ১০১ |
| ৮) | বিশালগড় ,, | ১৩০ |
| ৯) | ডুকলী ,, | ১৬০ |
| ১০) | মেলাঘর ,, | ৩৭৫ |
| ১১) | আগরতলা পৌর পরিষদ | ৬৫ |
| ১২) | খোয়াইনগর পঞ্চ:— | ১০ |
| ১৩) | সোনামুড়া ,, | ১০ |
| ১৪) | তেলিয়ামুড়া ,, | ১০ |
| ১৫) | রাণীরবাজার ,, | ১০ |
| | মোট | ২০১৬ |

**ধলাই জেলা**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | ছাওমনু ব্লক | ৯৮ |
| ২) | মনু ,, | ১৫৬ |
| ৩) | সালেমা ,, | ২৬০ |
| ৪) | ডম্বুরনগর ,, | ১৮২ |
| ৫) | কমলপুর নগর পঞ্চঃ | ১০ |
| | মোট | ৭০৬ |

**দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | মাতাবাড়ী ব্লক | ৩০০ |
| ২) | কিল্লা ,, | ৯০ |
| ৩) | অমরপুর ,, | ২৩০ |
| ৪) | রাজনগর ,, | ২১০ |
| ৫) | করবুক ,, | ১৪৪ |
| ৬) | বগাফা ,, | ২০৫ |
| ৭) | সাতচাঁদ ,, | ২৩০ |
| ৮) | রূপাইছড়ি ,, | ১২৬ |
| ৯) | উদয়পুর নগরপঞ্চঃ | ১০ |
| ১০) | বিলোনিয়া ,, | ১০ |
| ১১) | অমরপুর ,, | ১০ |
| ১২) | সাব্রুম ,, | ১০ |
| | মোট | ১৫৭৫ |

**উত্তর ত্রিপুরা জেলা**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | কুমারঘাট ব্লক | ৩২০ |
| ২) | পানিসাগর ,, | ১৫০ |
| ৩) | কদমতলা ,, | ১২৫ |
| ৪) | দশদা ,, | ২৫২ |
| ৫) | পেচারথল ,, | ১২৬ |
| ৬) | ধর্মনগর নগরপঞ্চঃ | ১০ |
| ৭) | কৈলাসহর ,, | ১০ |
| ৮) | কুমারঘাট ,, | ১০ |
| | মোট | ১০০৩ |

সর্বমোট = ৫,৩০০

Admitted Un-Starred Question No. 133

Name of the Member :— Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে এস. টি. কর্পো-রেশন এর মাধ্যমে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ঋণের জন্য কতটা আবেদন পত্র জমা পড়িয়াছে ? | ১) ১৯৯৬—৯৭ আর্থিক বছরে এস. টি, কর্পো-রেশনের নিকট স্ব-নির্ভর প্রকল্পে ঋণের জন্য মোট ১ হাজার ২ শত ১১টি আবে-দন পত্র জমা পড়েছিল। |
| ২) আবেদন কারীদের মধ্যে কত জনকে এবং কোন কোন প্রকল্পের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে ? (প্রকল্প ভিত্তিক আলাদা হিসাব)। | ২) আবেদন কারীদের মধ্যে ১৫৩ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রকল্প ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :— |

| | | |
|---|---|---|
| ১) | জীপ গাড়ী | ৬০ টি |
| ২) | পাওয়ার টীলার | ২৫ টি |
| ৩) | অটোরিক্সা | ১৫ টি |
| ৪) | শূকর পালন | ৩০ টি |
| ৫) | হোটেল ব্যবসা | ৫ টি |
| ৬) | এস. টি. ডি। ফটো কপিয়ার ইত্যাদি | ৫ টি |
| ৭) | টি. ভি./রেডিও মেরামতি | ৩ টি |

Admitted Un Starred Question No. 135

Name of the M. L. A. —Shri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Education Department be pleased to State.

১) খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট কতজন ছাত্র ছাত্রী এই বৎসর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-এর টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করেছিল।

২) ওদের ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বা হয়েছিল।

ANSWER

১। খোয়াই মহকুমা বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ১৪১৬৬ জন ছাত্র ছাত্রী মাধ্যমিক ও ৪, ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করেছিল।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য সরকার প্রশাসনিক স্তরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছেন। তাছাড়া দূর দূরান্তের উপজাতি পরীক্ষার্থীদের টাউনে ছুটো হোস্টেলে রেখে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

**Printed by :**

Secretary,

Tripura Press Owner's Association

AGARTALA, TRIPURA